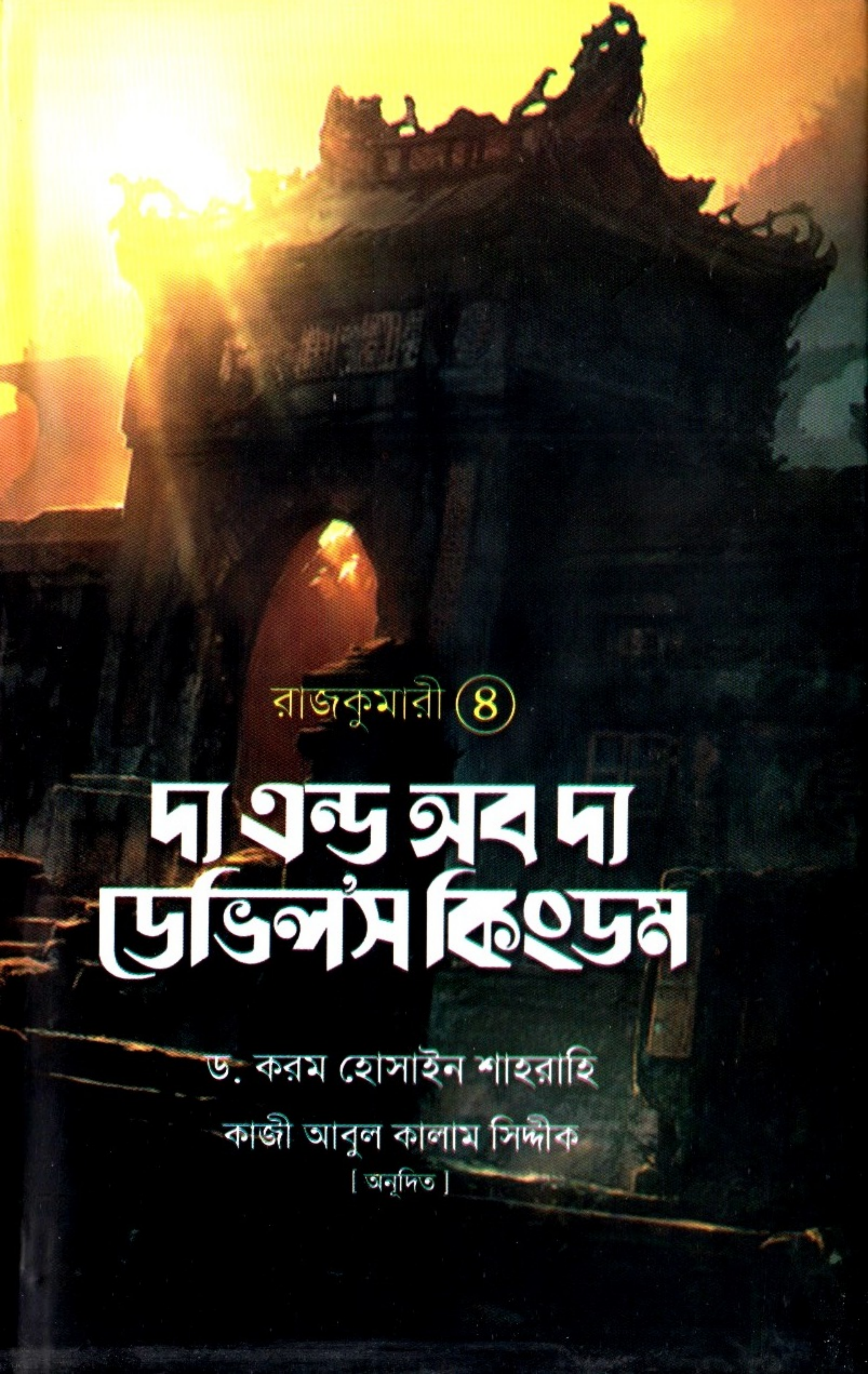

রাজকুমারী ৪

দ্য এন্ড অব দ্য ডেভিল'স কিংডম

ড. করম হোসাইন শাহরাহি

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

[অনূদিত]

নবপ্রকাশ

শুধু বই নয়...

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজকুমারী ৪

দ্য এন্ড অব দ্য ডেভিল'স কিংডম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজকুমারী ৪

দ্য এন্ড অব দ্য ডেভিল'স কিংডম

ড. করম হোসাইন শাহরাহি

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
[অনূদিত]

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...

ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১, ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩

www.pathagar.com

রাজকুমারী ৪

দ্য এন্ড অব দ্য ডেভিল'স কিংডম

মূল : ড. করম হোসাইন শাহরাহি
অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৭
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
নামলিপি : কাজী যুবাইর মাহমুদ

মূল্য : ৩০০ [তিন শত] টাকা মাত্র

RAJKUMARI 3: THE LAST CASTLE OF THE KING
by Dr. Karam Hussain Shahrahi
Translated by Kazi Abul Kalam Siddique

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash
ISBN: 978-8-98492655-7-3

www.pathagar.com

প্রারম্ভিকা

মুলকে বাংলার রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত। সে অতীত ইতিহাসের বহুলাংশে জড়িয়ে আছে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের বিজয়গাথা। একসময় ধর্মপ্রচারক এবং সুফিদের হাত ধরে এ বঙ্গভূমিতে আগমন ঘটে ইসলামের, ফলশ্রুতিতে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের আদর্শিক বিশ্বাস ও মানবতাপ্রেমের সাহসী বিপ্লব।

কাল পরিক্রমায় এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন। অসংখ্য মুসলিম সুলতান ও শাসক শাসন করেন বঙ্গভূমি। তবে তারা কেবল বাংলাকে শাসন করেই নিজেদের দায়িত্ব ও দায়ভার শেষ করেননি, এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানবতাবাদের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অপরাপর রাজ্যজয়ের মাধ্যমে পুরো উপমাহদেশজুড়ে ছড়িয়ে দেন ইসলামের অনুপম মানবতাবাদ।

সপ্তদশ শতকে মুলকে বাংলার শাসক হিসেবে সমাসীন হন বিচক্ষণ শাসক ও কৌশলী যোদ্ধা নবাব আলি কুলি খান। তার শাসনামলে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যা, আসাম ও বিহারের বিভিন্ন হিন্দু রাজন্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। যা পরবর্তীতে এক রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধে রূপ নেয়।

বাংলার ইতিহাসে এ যুদ্ধ ও যুদ্ধের কালক্রম সেভাবে বিবৃত হয়নি। ফলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে আলি কুলি খানের বীরত্ব ও মানবতাবাদী মননের পরিচয় অপরিচিতই রয়ে গেছে। অথচ হিন্দু রাজন্যবর্গের সঙ্গে এ যুদ্ধ কেবলমাত্র রাজ্যজয়ের অভিপ্রায়ে সংঘটিত হয়নি, এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো কতিপয় হিন্দু রাজা কর্তৃক প্রজাদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার এবং কিছু হিন্দু মন্দির-পুরোহিত কর্তৃক আসাম-উড়িষ্যার সুন্দরী মেয়েদের সম্ভ্রম নিয়ে ঘৃণ্য হোলিখেলার রঙ্গভোগ চিরতরে উৎপাটন করতে।

'রাজকুমারী' সিরিজের প্রতিটি খণ্ডে আলোচিত হয়েছে সে সময়ের কতিপয় হিন্দু রাজা ও মন্দির-পুরোহিতদের রহস্যময় গোপন ভোগী জীবন

www.pathagar.com

ও তাদের অসভ্য পৌরহিত্য নিয়ে। মূল লেখক ড. করম হোসাইন শাহরাহি অত্যন্ত দরদি ভাষায় এসব অনৈতিকতা তুলে ধরেছেন পাঁচ খণ্ডের এ সিরিজ উপন্যাসে। যেখানে তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তখনকার হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতকৌলিন্য, সাধারণ নির্দোষ হিন্দুদের প্রতি রাজন্য ও পুরোহিতদের অমানবিকতা, মন্দিরের পবিত্রতার আড়ালে কীভাবে পুরোহিতরা বপন করেছিলো মানবতা ধ্বংসের বীজ।

এ সিরিজ উপন্যাসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাক্রমে 'দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল' 'ব্লাড অব দ্য প্রিন্সেস' 'দ্য লাস্ট ক্যাসল অব দ্য কিং' ইতোমধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পাঠকের ব্যাপক সাড়া লক্ষ করেই দ্রুত এ সিরিজের শেষ খণ্ড 'দ্য এন্ড অব দ্য ডেভিল'স কিংডম' প্রকাশ করা হলো। এর সঙ্গেই শেষ হলো রাজকুমারী সিরিজের বিশাল আখ্যান।

পাঠকের মনে 'রাজকুমারী'র জন্য আলাদা একটি অনুভূতিপ্রবণ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। এর কৃতিত্ব অনুবাদক কাজী আবুল কালাম সিদ্দীকের। তিনি সিরিজটি ধারাবাহিক অনুবাদ করে পাঠকের হৃদয়ে ভালোবাসার ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রেখেছেন। যার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলায়।

'দ্য এন্ড অব দ্য ডেভিল'স কিংডম' রাজকুমারী সিরিজের চতুর্থ খণ্ড। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর মতো এ খণ্ডটিও বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পাবে– এ শুধু আমাদের আশাবাদ নয়, আমাদের বিশ্বাসও। কেননা *নবপ্রকাশ* কেবলমাত্র বইপ্রকাশের ব্যবসায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, নবপ্রকাশ একটি নতুন বিপ্লব, প্রত্যয়দীপ্ত একটি নতুন বিশ্বাসের নাম।

ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতিকে উচ্চকিত করতে *নবপ্রকাশ* নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সীমাহীন ভালোবাসা *নবপ্রকাশ*-এর যাত্রাকে অদম্য রাখুক– এ প্রত্যাশা থাকবে সবার কাছে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর
প্রধান সম্পাদক, নবপ্রকাশ

www.pathagar.com

রাজকুমারী ৩

দ্য এন্ড অব দ্য ডেভিল'স কিংডম

www.pathagar.com

সূর্যোদয়ের সেনাদল

দুর্গের প্রাচীরের চারদিকে মশালের আলো। মাঝেমধ্যে কামানের মুখ থেকে ভারী পাথর নিক্ষেপের আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। এ সময়টাতে এক ভীতিকর পরিবেশ ছেয়ে যায় চারদিকে। ফিরোজ খান এবং তাঁর সাথিরা অতিথিশালার চার দেয়াল থেকে বাইরে আসেন। তাঁদের সাথে রয়েছে নিলম কুমার। ঘনশ্যাম ঠাকুরের কিছু সিপাহিও চুপে চুপে তাদের সাথে হাঁটছে। নিলম কুমারের জানা আছে যে, সেনাপতি ও মহারাজা গুপ্তচর হিসেবে এই সিপাহিদের এখানে পাঠিয়েছে। তাই সে চুপচাপ ফিরোজ খানের সাথে সাথে হাঁটতে থাকে। মন্দিরের মোড়ে শিব দেবতা কজন পূজারিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। ফিরোজ খান এবং তাঁর সাথিরা ঘোড়াকে একদিকে দাঁড় করিয়ে খুবই চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে শিব দেবতার হাতে হাত মেলান।

ফিরোজ খান যথেষ্ট ভক্তিসহকারে তাঁকে বলতে লাগলেন– 'আমি দেবতার উপদেশ শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি।'

শিব দেবতা এগিয়ে এসে ফিরোজ খানের হাতে হাত রেখে বললেন– 'সরদার ফিরোজ খান! তোমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমার বেশ ভালো লাগছে। তোমার হয়তো জানা নেই যে, হাশিম প্রকৃতপক্ষে একজন নাগ দেবতা। ভগবান তাকে রক্ষা করবেন।'

ফিরোজ খান আশ্চর্য ভঙ্গিতে শিব দেবতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'নাগ দেবতা...! আমার ছেলে নাগ দেবতা?'

শিব দেবতা দৃঢ় প্রত্যয়ে বললেন– 'হ্যাঁ, সে নাগ দেবতা। মহারাজা বারবার তাকে অপমান করে যাচ্ছে। আমার কাছে যদি তুমি জানতে চাও, তাহলে আমি বলবো– এটাই মহারাজার জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে। কোনো দেবতার ওপর সন্দেহ আরোপ করার অধিকার কারও নেই। হাশিমের নাগ দেবতা হওয়ার ব্যাপারে তোমারও কোনো সন্দেহ থাকা বাঞ্ছিত নয়। তুমি যদি সন্দেহ করো, তাহলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

www.pathagar.com

'না'। ফিরোজ খান বললেন– 'দেবতা যখন পরিষ্কার করে দিলেন, সেখানে আমার সন্দিগ্ধ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং, এই মুহূর্ত থেকে আমি আমার ছেলের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত।'

'খুব ভালো। সত্যিই তুমি বেশ বিচক্ষণ বাহাদুর পুরুষ। আমি খুশি হলাম।'

এরপর সামান্য সময় চুপ থেকে শিব দেবতা বলতে শুরু করলেন– 'তুমি জানো না, আকাশের ওই ভগবান এই যুদ্ধাবস্থার ব্যাপারে কী বিচিত্র ফয়সালা লিখে রেখেছেন! আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। আমি কালের ওই সব অদেখা অস্পৃশ্য শক্তিকে খুবই দ্রুতবেগে ধেয়ে আসার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি– যা এই ভূমণ্ডলের চেহারা পাল্টে দেবে। রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে ভগবান খুবই স্পষ্ট অটল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন এই জগতের কোনো শক্তি ভগবানের ফয়সালা খণ্ডন করার স্পর্ধা দেখাতে পারবে না।'

ফিরোজ খান এবং তাঁর অন্য সাথিরা খুবই ব্যাকুলচিত্তে শিব দেবতার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ গায়েবি ফয়সালার কথাবার্তা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছেন।

শিব দেবতা বলতে থাকেন– 'রাজকুমারী এই দুর্গে আসবে। তোমার মাধ্যমে তার এখানে আসা সম্ভব হলে সেটা তোমার জন্য খুবই ভালো হবে। তুমি আমার কথা বুঝছো তো, নাকি?'

ফিরোজ খান উদ্বেগের সুরে জবাব দিলেন– 'কিন্তু মহারাজা তো ওই নিষ্পাপ মেয়ের জাতশত্রু!'

এবার শিব দেবতা বললেন– 'আমাদের ভগবান এবং তোমাদের খোদা এ ব্যাপারে আমার-তোমার চেয়ে ভালো জানেন। চন্দ্রকান্তের পরিণতির ব্যাপারে তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না।'

ফিরোজ খান শিব দেবতার হাত ধরে তাঁর ঠোঁটে লাগিয়ে বললেন– 'আমি দেবতা মহারাজের ফরমান মতো কাজ করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।'

শিব দেবতা এবার মুচকি হেসে বললেন– 'তুমি চেষ্টা করলে সফল হবে।'

ফিরোজ খান বললেন– 'দেবতার কাছ থেকে বিদায় নিতে মন চাচ্ছে না, কিন্তু...'

'ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।' শিব দেবতা বললেন– 'আমি তোমার সফলতার জন্য প্রার্থনা করবো। যাও, এখন তুমি যেতে পারো।'

www.pathagar.com

ঘনশ্যামের সিপাহিরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। নিলম কুমার দুর্গের ফটক পর্যন্ত ফিরোজ খান ও তাঁর সাথিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে নিলম কুমার মৃদুস্বরে বলে– 'সরদার! দুর্গের ফটকের আশপাশে বিশ্বস্ত লোকজন নিযুক্ত আছে।'

একদিক থেকে একজন সিপাহি উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! আমি কাছ থেকে মুসলিম সরদারকে দেখতে চাই!'

নিলম কুমার বললো– 'হ্যাঁ, তুমি দেখা করতে পারো।'

সিপাহি দ্রুত পায়ে এলো এবং ফিরোজ খানের সামনে হাত জোড় করে মৃদুস্বরে বললো– 'আমি হায়দার ইমামের সিপাহি।'

ফিরোজ খানের চোখে আত্মতৃপ্তির ঢেউ চিকচিক করছে। তিনি তাকে কানে কানে বললেন– 'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন।'

সিপাহি কয়েক কদম পেছনে গিয়ে অতর্কিত একটি অট্টহাসি দিয়ে বলে উঠলো– 'সরদার! কখনো কি তুমি তরবারি হাতে নিয়েছো?'

ফিরোজ খান তার এই রূপ পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত অপারগতার রহস্য ধরতে পেরে বিরক্তির সুরে বললেন– 'তোমার এই বেয়াদবির জবাব দ্রুত আমি তোমাকে দেবো।'

সিপাহি অন্য এক সিপাহির দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে বললো– 'সরদার! আমি তো মনে করেছিলাম তোমার হাত লোহার মতো শক্ত! কিন্তু এখন তো দেখছি রেশমের মতো কোমল! এমন হাত তো লড়াকু জাতির হতে পারে না!'

ফিরোজ এগিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'যুদ্ধের দিন আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো। তোমার আকৃতি মনের আয়নায় গেঁথে নিলাম। যে করেই হোক তোমাকে খুঁজে আমি আমার হাতের কারিশমা দেখাবোই!'

সিপাহি বললো– 'আমিও আমার পক্ষ থেকে তোমার সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা চালিয়ে যাবো।'

নিলম কুমার তাকে ধমক দিয়ে বললো– 'বেয়াদব কোথাকার! চেনো একে? ইনি মহারাজার অতিথি। ভাগো এখান থেকে!'

ফিরোজ খান হাসছেন। সিপাহি গায়েব হয়ে গেলো অন্ধকারে। দুর্গের ছোট্ট জানালাটি খুলে দেয়া হলো। অসংখ্য মশালধারী সৈনিক দরজার

www.pathagar.com

আশপাশে ছড়িয়ে আছে। ফিরোজ খান ও তাঁর সাথিরা নিজ নিজ ঘোড়ার ওপর আরোহণ করেছেন। বাইরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অন্ধকার ছেয়ে আছে।

ফিরোজ খান দুর্গ থেকে বেরিয়ে নিলম কুমারের হাত ধরে খুবই মহব্বতের সাথে বললেন– 'প্রধানমন্ত্রীজি! তুমি এই ঘনঘোর অন্ধকারে ভোরের এক ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল আলো।'

নিলম কুমার আস্তে করে বললো– 'খণ্ডরায় এবং রাজা প্রেমচন্দ্র আপনাকে আমার সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করবে। আপনি দ্রুত চলে যান। খণ্ডরায় এবং রাজা প্রেমচন্দ্রকে আমার পক্ষ থেকে নমস্কার জানাবেন। দুর্গে যখন আক্রমণ করা হবে, তখন আমি আমার বিশ্বস্ত সাথিদের নিয়ে দুর্গের ফটকে আমাদের মুক্তিদাতাদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত থাকবো।'

ফিরোজ খান এবং তাঁর সাথিরা নিজেদের ঘোড়ার দড়ি উঠিয়ে আলো-আঁধারির মাঝে সফর শুরু করে দিলেন। ঘোড়াগুলো এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা উঁচিয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করলো। বন্ধ করে দেয়া হলো দুর্গের ফটক।

এদিকে সারা রাত দীপক কুমার ও কমলা দেবী রাজা সুভাষ চন্দ্রকে মুসলমানদের সাথে সংঘটিত তাদের সহমর্মিতামূলক ঘটনাবলি শুনিয়ে যাচ্ছে। অপর প্রান্তে মাতা মহারানির পুরনো প্রাসাদে সাপুড়ের বেশে থাকা নির্মলা ও মধুমতির সাথে সাক্ষাৎ করার পর শিব দেবতা মন্দিরে পৌছেছেন। মন্দিরে নতুনের মাতা খুবই অস্থিরচিত্তে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। সময়টা তখন অর্ধরাত। নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায় মন্দিরে। পূজারিরা নিজ নিজ কক্ষে শুয়ে পড়েছে। মন্দিরের যাতায়াত পথে তখনো মশাল জ্বলছে। শিব দেবতার আসন ফুলে ফুলে সাজানো। তাঁর মসনদে গাঁদা ও চম্পা ফুলের বিশাল বিশাল তোড়া পড়ে আছে। কজন বড় পূজারি ও পণ্ডিত এখনো কক্ষে রয়েছেন। কক্ষের বিছানায় সাদারঙা কবুতর হাঁটছে।

শিব দেবতা কবুতরটি ধরে নিজের কোলে বসিয়ে একজন পণ্ডিতের কাছে জানতে চাইলেন– 'পণ্ডিতজি! মাতারানির কী অবস্থা?'

পণ্ডিত হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'মাতারানি কয়েকবার দেবতার ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন দেখা গেছে। যদি নির্দেশ দেন, তাহলে দর্শনে নিয়ে আসতে পারি।'

শিব দেবতা কবুতরটি কাঁধে বসিয়ে বললেন– 'ঠিক আছে, আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে।'

www.pathagar.com

নতুন কুমারীর মাতা খালি পায়ে শিব দেবতার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর দুই চোখ অশ্রুসিক্ত। মাথার সাদাকালো চুলগুলো খোলা। মাথার কাপড় এলোমেলো। তিনি শিব দেবতার পায়ে পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

শিব দেবতা তাঁর মাথায় স্নেহভরা হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন– 'রানিজি! তোমার দুঃখের আখ্যান অচিরেই ফুরিয়ে যাবে। ধৈর্যের সাথে অল্প সময়টুকু পার করো। ভগবানের মর্জি হলে দ্রুত অতি দ্রুত এই অন্ধকার মিটে যাবে। তোমার ভাগ্যাকাশে রাত্রি শেষে শিগগিরই ভোরের তারা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঁকি দেবে।'

মাতারানি বলতে লাগলেন– 'এখন আমার জীবনের প্রতিটি রাত-ভোর নরকের গুহার মতো লাগছে। আলো আর আঁধারের মাঝে আমি আর কোনো তফাত খুঁজে পাই না। আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম সব শেষ হয়ে গেছে। দেবতা মহারাজ! আমি অত্যন্ত দুঃখী। আপনি তো অনেক বড় দেবতা। আপনার শক্তি-ক্ষমতায় এই জগৎ সচল। আপনি তো শক্তির দেবতা। আপনি চাইলে দুর্গের এই দুর্গম উঁচু উঁচু প্রাচীরকে মোমের মতো গলিয়ে ফেলতে পারেন। আপনি ভগবানের ওয়াস্তে যে করেই হোক এখান থেকে বেরোবার সুযোগ করে দিন। দুঃখের ভার বইবার আর সুযোগ নেই আমার। আপনিও যদি আমাকে রক্ষা না করেন, তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো। দেবতা মহরাজ! আপনার কাছে আমাদের কোনো অবস্থা আর গোপন নেই। আপনি দেখছেন যে, আমাদের নতুন কুমারী কেমন নিঃস্বভাবে সম্ভ্রম বলিদান করছে। দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। একটা উপায় বের করে দিন!'

শিব দেবতা নিচু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মাতারানি! তোমার দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে আমি সম্যক অবগত। তোমার অবস্থা সম্পর্কে আমি গাফেল নই। তোমার তো জানা আছে যে, যেকোনো রাতেরই একটি সকাল হয়ে থাকে। আকাশ ফুঁড়ে একসময় আলোর ফোয়ারা আসবেই। ভগবানের সমুদয় কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট একটি নিয়ম ও ছকে আবদ্ধ। তোমার দুঃখের সমাপ্তিরও নির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে। আমি দেখছি– ভগবানের কৃপায় খুব দ্রুত তোমার এই দুঃখজনক লাঞ্ছনার প্রহর ফুরিয়ে আসছে। তোমার জন্য এক আলোকিত ভবিষ্যৎ অপেক্ষমাণ। একটু ধৈর্য ধরো!'

www.pathagar.com

মাতারানি বলতে লাগলেন– 'ন্যূনতম আমাকে মা নতুনের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিন। জানি না এই নিঃস্ব বেচারির সাথে কেমন অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে!'

শিব দেবতা বললেন– 'মাতারানি! নতুনের কষ্টের কথা বলে তুমি আমার কষ্ট আরো বাড়িয়ে দিলে। রাতের এই নিস্তব্ধতাকে সাক্ষী রেখে তোমাকে আমি বচন দিচ্ছি– আমি নতুন কুমারীর ওপর সংঘটিত প্রতিটি সম্ভ্রমহানির অত্যন্ত ভয়াবহ প্রতিশোধ নেবো। তুমি তার সতীত্ব হরণকারীদের নিজ চোখে ধ্বংসের চিতায় চিৎকার করতে দেখতে পাবে। প্রতিশোধের সেই ক্ষণটি খুবই সন্নিকটে। ভগবানের ঘর আলোকিত; অন্ধকার নয়!'

এরপর শিব দেবতা মহাপূজারিকে বললেন– 'মাতারানিকে তাঁর শয়নকক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে দাও। কিছু সময় আমি নির্জনে কাটাতে চাই।'

মাতারানি শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাঁপা কাঁপা পা উঠিয়ে বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে। অতঃপর অন্য পূজারিও হাতজোড় করে পা পেছনে দিয়ে সরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। শিব দেবতা বন্ধ করে দিলেন কক্ষের দরজা। অতঃপর কাগজ, কলম ও দোয়াত বের করে লিখতে বসলেন। তিনি বাংলার হাকিম আলি কুলি খানের উদ্দেশে চিঠি লিখছেন–

'আসামের লাখ লাখ নিঃস্ব অসহায় বনি আদমের মুক্তির দূত! আল্লাহর মেহেরবানিতে আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী ওইসব কর্মকাণ্ড যথেষ্ট দৃঢ় ও সফলভাবে সম্পন্ন করেছি– যা এই জিহাদের জন্য আঞ্জাম দেয়া জরুরি ছিলো। এই মুহূর্তে আসামের রাজধানীর অভ্যন্তরে আমাদের শত্রুসংখ্যা খুবই কম এবং বন্ধুর সংখ্যা অনেক বেশি। দুর্গের একটিই ফটক রয়েছে, যার আশপাশে আমাদের লোকজন নিযুক্ত আছে। দুর্গের ওই প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণে– যার ভেতর রয়েছে সেই গোপন সুড়ঙ্গ, যেটা দিয়ে বাইরে সহজে বের হওয়া সম্ভব। এই সুড়ঙ্গ দিয়ে হাকিমের ফৌজের এক বিরাট অংশ খুব সহজে দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে। সময়মতো আমি সুড়ঙ্গের মুখ খুলে দেবো। প্রয়োজনের সময় সুড়ঙ্গপথে সাইয়েদ হায়দার ইমামকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেবেন। আমি ভদ্রেকের মন্দিরের সুড়ঙ্গে এই সিংহকে বীর বিক্রমে লড়াই করতে দেখেছি। সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসছে। আরেকবার আমি এই সিংহের বীরত্ব দেখার আশা পোষণ করছি। এখানকার প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমার একজন বাহাদুর সত্যবাদী যুবক। তার কর্মকাণ্ডে আমি বেশ ঋণী। তার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় আমার

www.pathagar.com

গর্ব হয়। আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সে। সে ছাড়াও মহারাজার রক্ষীবাহিনীর প্রধান সুজনও আমাদের সঙ্গী। এখানে আমি একা নই; বিশাল দল আমাদের। আমাদের গোপন তৎপরতার আঙিনা বেশ প্রশস্ত। পদে পদে মহামহিম আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর কৃপা বিতরণ করছেন। বাদশার হয়তো এ বিষয়টি জানা থাকবে যে, আসামের রাজধানীর এই দুর্গের কেবল একটাই ফটক। এই মুহূর্তে ওই ফটকের সকল প্রহরী আমাদের লোক। ইশারা করলেই তারা মুজাহিদদের জন্য মূল ফটক খুলে দেবে। রাজা সুভাষের স্ত্রী-পুত্রকে দুর্গে পাঠিয়ে বাদশা হুজুর কেবল একটি ইসলামি নীতিই বাস্তবায়ন করেননি; বরং বড় একটি রাজনৈতিক স্বার্থও এতে উদ্ধার হয়েছে। মহারাজা এবং সুভাষ চন্দ্রের মাঝে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাজা সুভাষ মহারাজা কৃষ্ণকুমারের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু। বাদশা হুজুর যদি আমার এই দুর্বল রায়ের সাথে একমত পোষণ করেন, তাহলে আমি বলবো– চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য কিছুটা সময় বিলম্ব করা হোক। আমি আমার প্রভাব এবং কর্মকাণ্ডে আরেকটু বিস্তার ঘটাতে চাই। এতে করে রক্ত কম ঝরবে।

–ইতি, বাদশা আলি কুলি খানের একজন নগণ্য সিপাহি।

শিব দেবতা তাঁর লেখা চিঠির বাক্যগুলো আরেকবার পড়ে সেটাকে তাবিজের মতো ভাঁজ করে একটি চিকন সুতা দিয়ে বাঁধলেন। এরপর কবুতরের গলায় বেঁধে ভোর হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকেন। এর ফাঁকে তিনি জীবন নদীর আঁকাবাঁকা মোড়, জোয়ার-ভাটা ও স্রোত-ঢেউয়ের নানা কথা স্মৃতিপটে আঁকতে থাকেন। নিজের জীবনের রাত-দিনগুলো তাসবিহর দানার মতো গুনতে গুনতে একসময় তাঁর চোখ বুজে এলো। ভোরে মন্দিরের কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠলে তিনি মন্দিরের ছাদে গিয়ে কবুতরটি ছেড়ে দিলেন। বার্তাবাহক এই বিচিত্র কবুতরটি উপরে একটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে চক্কর কেটে বিদ্যুৎ গতিতে উড়তে শুরু করলো। একসময় সে চলে যায় দৃষ্টির আড়ালে। শিব দেবতার চোখ দুটো প্রত্যাশার আলোতে চিকচিক করছে। বিশ্বাসদীপ্ত কদমে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসেন তিনি। মন্দিরের পূজারি, পণ্ডিত, পুরোহিত ও দাসীরা নিদ্রা হতে জেগে স্নান সেরে পূজা-অর্চনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভোর হতে হতেই শিব দেবতার বৈঠকখানায় লোকজনের হইচই শুরু হয়ে যায়। এক মোহময়তা সৃষ্টি হয়ে যায় সানাইয়ের মধুর সুরে। পূজারি, পণ্ডিত ও পুরোহিতরা ধর্মীয় শ্লোক-বচন গাইতে থাকেন। সূর্যের

www.pathagar.com

সোনালি কিরণ ধীরে ধীরে তীব্র হতে চলেছে। আজ রাজা সুভাষ চন্দ্রও মন্দিরে এসেছে ছেলে দীপক ও স্ত্রী কমলাকে নিয়ে। শিব দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে তারা আবার তাঁবুতে ফিরে যায়।

শিব দেবতা কক্ষ থেকে বের হন। দাসী, পূজারি ও পুরোহিতরা তাঁর গায়ে ফুলের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে। শিব দেবতা লম্বা লম্বা পা ফেলে মন্দির থেকে বেরিয়ে দুর্গের ওই অংশের দিকে এগোতে থাকেন, যেখানে আসাম সেনাদের ক্যাম্প অবস্থিত। ঘনশ্যাম ঠাকুর, নিলম কুমার, পৃথ্বী ও লোচন ছাড়াও এখানে রয়েছে বেশ কজন সেনাপ্রধান। যুদ্ধের ব্যাপারে তারা সলাপরামর্শ করছে। শিব দেবতাকে দেখে সবাই সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ালো।

শিব দেবতা বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে মসনদে বসে জিজ্ঞেস করলেন– 'রাজা সুভাষ চন্দ্র কোথায়?'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'তাকে তলব করা হয়েছে। আসছে। মনে হচ্ছে– রাজার শারীরিক অবস্থা তেমন ভালো না।'

এমন সময়ে সুজন এসে বললো– 'সেনাপতিজি! মহারাজা সকল নেতাকে তলব করেছেন।'

এরপর সুজন এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'রাজা সুভাষজি কোথায়? তাকে বিশেষভাবে তলব করা হয়েছে।'

ঠিক এই মুহূর্তেই রাজা সুভাষ কক্ষে প্রবেশ করে। তার চেহারায় এখনো উৎকণ্ঠার ছাপ। সে-ও অন্য সেনাপ্রধানদের মতো সেনা পোশাক পরে আছে। তার বাঁ বাহুতে ঝুলছে তরবারি। কোমরে রয়েছে তির, আর কাঁধে ধনুক।

ঘনশ্যাম দাঁড়িয়ে বললো– 'মহারাজা তলব করেছেন। আমাদের এখনই যাওয়া উচিত।'

'শিব দেবতা মহারাজ! যাবেন না?'

শিব দেবতা বললেন– 'আমিও পৌঁছে যাবো। এই মুহূর্তে আমাকে আরেক জায়গায় যেতে হবে। তোমরা যাও, আমি আসছি।'

আসাম সেনার বড় বড় সব নেতা ঘনশ্যাম ঠাকুরের নেতৃত্বে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের প্রাসাদে প্রবেশ করলো। সকালের প্রথম প্রহর। আকাশের অবস্থা ভালো। বাতাসেরও চলাচল স্বস্তিকর। মহারাজা সোনালি সিংহাসনে একাকী বসে আছে। তার সামনের আসনে তরবারি পড়ে আছে।

www.pathagar.com

ঘনশ্যাম ঠাকুর এবং অন্য নেতারা মহারাজার সামনে উপস্থিত হলে সে বললো– 'সেনাপতিজি! আমি আজ রাতে শত্রুদের ওপর অতর্কিত চোরা আক্রমণ চালাতে চাই। এতে করে শত্রুশিবির চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পাশাপাশি আমাদের সেনাদের মাঝেও উত্তেজনা ও মনোবল বৃদ্ধি পাবে।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'মহারাজা খুবই ভালো কথা বলেছেন। সেনারা নড়াচড়ায় থাকলে পরিস্থিতি ভালো থাকে।'

এরপর মহারাজা রাজা সুভাষ চন্দ্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'রাজাজি! তোমার কী অভিমত? তুমি চুপচাপ আছো কেন? তোমার আঘাত ভালো হয়েছে তো, নাকি?'

রাজা সুভাষ চন্দ্র নিজেকে সামলে বসে বললো– 'মহারাজার কৃপায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। সামান্য আঘাত রয়ে গেছে, সেটাও ভালো হয়ে যাবে। আগেও বলেছি যে, আমি একজন খান্দানি সিপাহি এবং লড়াকু মানসিকতার অধিকারী। আঘাতের কোনো পরোয়া করি না। যেকোনো কাজে মহারাজা আমাকে সামনের সারিতে পাবেন।'

মহারাজা মৃদু হেসে বললো– 'আমি এমনই জানতাম। তোমার কথা শুনে আমি বেশ খুশি হলাম। আজ রাতে অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনাকারী সেনাদলের নেতৃত্বে থাকবে তুমি।'

এক মুহূর্তের জন্য রাজা সুভাষের সামনের আকাশ-পাতাল ঘুরে উঠলো। তার চেহারায় কয়েক ধরনের রঙ খেলা করতে আরম্ভ করে। দ্রুত সেই রঙগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে যাচ্ছে। মহারাজার ভয়াল দৃষ্টি তার চেহারায় নিবদ্ধ। তার ডান হাত সামনের আসনে পড়ে থাকা তরবারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাজা সুভাষ দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললো– 'এটা তো আমার সৌভাগ্য যে, মহারাজা আমাকে এই কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করেছেন। আমি প্রস্তুত।'

'খুব ভালো।' মহারাজা বললো– 'এখন থেকেই প্রস্তুতি নাও। নিজের সাথে চার-পাঁচ হাজার অভিজ্ঞ সৈনিক তৈরি করো। তুমি এখন যেতে পারো। পরবর্তী পরিকল্পনা তুমিই প্রণয়ন করবে। আমার মতে– তুমি সবার চেয়ে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। তোমার ছেলে খুবই ভালো ও প্রিয়পাত্র। কী নাম যেন তার?'

রাজা সুভাষ বললো– 'তার নাম দীপক কুমার।'

www.pathagar.com

মহারাজা বললো– 'দীপক কুমার খুব ভালো নাম। আমার দর্শনে তার আসা উচিত ছিলো।'

রাজা সুভাষ হাত জোড় করে বললো– 'রাতের অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা শেষে তাকে আমি মহারাজার চরণসেবায় নিয়ে আসবো।'

মহারাজা হেঁয়ালি ভাব দেখিয়ে বললো– 'না, লাগবে না। আমি এমনিতেই জিজ্ঞেস করলাম। তার মনে শত্রুরা বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাকে সংশোধন করে তোলা জরুরি।'

রাজা সুভাষ মহারাজার বিষাক্ত অভিরুচির ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে বললো– 'মহারাজা! সৌম্য করুন। দীপক এক ছোট্ট বাচ্চা। অবুঝ। সে অজ্ঞতাবশত ভুল করে ফেলেছে।'

মহারাজা আরেক দিকে ফিরে বলতে লাগলো– 'চিন্তা করো না সুভাষ। আমি তোমার উপকারের জন্যই বলেছি। নইলে তোমার দীপক আমার আর কীই-বা ক্ষতি করতে পারবে? চিন্তার কোনো কারণ নেই। তোমার তো জানা আছে যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত মুখোমুখি লড়াই না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গুপ্তহত্যা চালিয়ে যেতে হবে। তোমার এই আক্রমণের প্রস্তুতি দেখার জন্য আমি আসবো। এখন তুমি যেতে পারো। নিজের মনমতো তুমি সেনা বাছাই করবে।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র মহারাজার চরণ ছুঁয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলো। দ্রুত পায়ে সে তার ক্যাম্পের দিকে এগোতে থাকলো। পথেই দেখা হয়ে গেলো শিব দেবতার সাথে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'রাজাজি! কোথায় যাচ্ছো? মহারাজার তিরদানি কেমন? সে তোমার ওপর কোন তির চালিয়েছে?'

রাজা সুভাষ মৃদু হেসে বললো– 'না, এখনো মহারাজার তিরদানি ঠিক আছে। আমাকে রাতের বেলা গুপ্তহামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।'

শিব দেবতা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আচ্ছা! মহারাজা দেখি খুব ভালো হাতিয়ারই ব্যবহার করেছে! এ ব্যাপারে তো সে বেশ অভিজ্ঞ। তার কাছে আমি এমন কাণ্ডেরই আশঙ্কা করেছিলাম।'

রাজা সুভাষ বললো– 'কী বললেন? বুঝতে পারিনি।'

শিব দেবতা বললেন– 'কিছু না, কিছু না। তুমি যাও। তুমি যদি লড়াই করার উপযুক্ত হও তবে যাও। নিজেই তুমি আহত। মহারাজার তো ন্যূনতম তোমার আঘাতের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত ছিলো!'

www.pathagar.com

রাজা সুভাষের জন্য এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ছিলো যে, সে একজন সাম্প্রদায়িক চেতনাধারী ও চরম জাতীয়তাবোধ লালনকারী হিন্দু। অদূরদর্শিতার অতল গহ্বরে সে নিজেকে সোপর্দ করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। তার বিচক্ষণতার অভাবে নিজেই সে মহারাজার কূটচালে সহজে ফেঁসে যাচ্ছে। কারণ, সে মহারাজার ভয়ংকর একটি পরিকল্পনা সম্পর্কে অনবগত। তাই সে সারা দিন রাতের বেলা অতর্কিত চোরা আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতিতে কাটাতে লাগলো। এ লক্ষ্যে সে প্রায় দশ হাজার পারদর্শী সেনা বাছাই করলো।

সুঠামদেহী যুবকদের এক স্থানে সমবেত করে সে বক্তব্য দিতে লাগলো–

'আসামের বীরেরা! তোমাদের জানা আছে– এই মুহূর্তে দেবতা ও অবতারদের পবিত্র ধরিত্রী দুশমনের পায়ের তলে পিষে যাওয়ার উপক্রম। রাজধানীর চারদিকে শত্রুরা ছড়িয়ে আছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই দুর্গ সার্বিক দৃষ্টিকোণে দুর্ভেদ্য। আমাদের যুববয়সী মহারাজা অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি। তিনি কিছুতেই শত্রুদের এই প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশের সুযোগ দেবেন না। প্রাচীরের ওপারেই মুসলিম শত্রুরা তির-পাথরের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে মারা পড়বে। তা সত্ত্বেও আমাদের মহারাজার ইচ্ছা– শত্রুরা যাতে মাঝেমধ্যে আমাদের তরবারির চমক ও ধার সম্পর্কে খানিক ধারণা নিয়ে রাখে। এ লক্ষ্যে আজ রাতে অতর্কিত গুপ্ত আক্রমণের জন্য তিনি আমাকে মনোনীত করেছেন। আমার দৃষ্টিতে তোমরা হচ্ছো আসামের আকাশের উজ্জ্বল তারকা। তোমাদের বীরত্ব ইতিহাসে খোদাই করা থাকবে। সিপাহি না হতে পারা কোনো অন্যায় নয়। কিন্তু সিপাহি সেজে এবং সেনা পোশাক পরে অস্ত্র হাতে নিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আমি চাই– রাতের অন্ধকারে শত্রুসেনাদের রক্তনদীতে ভাসিয়ে দিতে।'

সিপাহিরা আবেগতাড়িত হয়ে স্লোগান দিতে আরম্ভ করলো। রাজা সুভাষের চেহারা আনন্দে ভরে উঠলো।

সে বলে– 'আমি তোমাদের কাছ থেকে এ ধরনের উচ্ছ্বসিত চেতনা প্রত্যাশা করি। আজকের রাত মুসলিম সেনাদের মৃত্যুর রাত। রাত হতেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাবো। সেই সময় পর্যন্ত তোমরা পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখো।'

www.pathagar.com

এখান থেকে খুশিমনে সে নিজ তাঁবুর দিকে চলে গেলো। কমলা দেবী মহারাজার পরিকল্পনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে বেশ গর্বসহকারে তরবারি উঁচিয়ে বলতে লাগলো– 'কমলা দেবীজি! এই মুহূর্তে তোমার পতি দেবতার চেয়ে শক্তিশালী বীর এই দুর্গে আর কেউ নেই। মহারাজা আমাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করছেন না। মহারাজা তো আমার শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে ভালোই অবগত। কিছুতেই তিনি আমাকে অসন্তুষ্ট হতে দেবেন না। তাঁর জানা আছে, বিপৎকালে আমার চেয়ে ভালো বন্ধু তাঁর আর কেউ নাই। তোমার ধারণা অমূলক। ভুল ও ভিত্তিহীন। মহারাজা আমাকে এক বিশাল দায়িত্ব দিয়েছেন। আসামের ইতিহাসে আমার নাম সোনার অক্ষরে লিখে রাখার এক সুবর্ণ সুযোগ তিনি আমাকে দান করেছেন।'

কমলা দেবী আশ্চর্য হয়ে সুভাষের দিকে তাকিয়ে আছে। সে বললো– 'পতি দেবতা কি আমাকে সেই দায়িত্বের ব্যাপারে অবহিত করবেন না?'

রাজা সুভাষ মসনদে পা ছড়িয়ে বসে বলতে লাগলো– 'মহারাজা আজ রাতে আমাকে শত্রুর ছাউনিতে গুপ্তহামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আমার জন্য আশীর্বাদ করো।'

কমলা দেবী চিৎকার করে বললো– 'রাজাজি! তোমাকে কি আমি সরল বলবো নাকি বোকা বলবো– ভেবে পাচ্ছি না! অত্যাচারী মহারাজা খুব সহজে তার পরিকল্পনা সফল করে ফেলছে। ভগবানের কৃপায় তুমি যদি সফল আক্রমণ শেষে ফিরে আসতে সক্ষম হও, তখন আমাকে আর দীপককে এখানে দেখতে পাবে না।'

'কী মানে!' রাজা সুভাষ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলতে থাকে– 'তুমি কি মুসলমানদের ওপর আমার আক্রমণ করাকে সমর্থন করছো না?'

কমলা দেবী বললো– 'না, ব্যাপারটি এমন নয়। তুমি চলে যাওয়ার সাথে সাথেই আমাদের জেলখানার অন্ধকার কোনো এক কুঠরিতে নিক্ষেপ করা হবে।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র দাঁড়িয়ে বললো– 'এটা কেমন করে হতে পারে? মহারাজা আমার শক্তি সম্পর্কে ভালোই অবগত।'

কমলা দেবী কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে– 'সুভাষ! ভালো হবে যদি তুমি আমাদের তোমার সাথে নিয়ে যাও। নইলে আজীবন তুমি পস্তাতে থাকবে। মহারাজা অন্যায় অসৎ ধোঁকার ব্যাপারে অত্যন্ত চতুর। সরল হিসেবে তুমি তার ধোঁকায় পা দিয়েছো।'

www.pathagar.com

রাজা সুভাষের কপালে দুশ্চিন্তার গভীর ছাপ। সে তরবারি মুঠোয় নিয়ে বললো– 'রানি! মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছো। আমি খুবই সরল এবং কম বুদ্ধির অধিকারী। তুমিই বলো, এখন আমার কী করা উচিত?'

রানি কেঁদে কেঁদে বললো– 'এখন হয়তো কিছুই করা সম্ভব হবে না। ভাগ্যের নৌকায় চড়ে স্রোতের দয়ার ওপর নির্ভর করেই এখন আমাদের চলতে হবে।'

রাজা সুভাষ বললো– 'এখনই আমি শিব দেবতার সাথে যোগাযোগ করবো। আশা করি– তিনি আমার মুক্তির জন্য কোনো পথ বাতলে দেবেন।'

'না'। কমলা বললো– 'এখন কেউই আর কিছু করতে পারবে না। নিজ বচন থেকে তুমি আর ফিরে আসতে পারবে না। সম্ভব হলে আমাদের তোমার সাথে নিয়ে চলো। দীপককে নিয়ে আমি মাঢ়ি ফিরে যাবো। সেখানে আমার মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরু নিরাপদে থাকবে।'

রাজা সুভাষ দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে বললো– 'বাহ্যত মহারাজার উদ্দেশ্য আমার তেমন মন্দ ঠেকছে না। কিন্তু তিনি যদি আমার ব্যাপারে ভুল ভেবে থাকেন, তাহলে আমিও তাঁর বিরুদ্ধে কদম ওঠাতে বাধ্য হবো। যা-ই হোক, সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের শান্ত থাকতে হবে। আমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে মহারাজার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করবো। তারপর ভাববো– আমার কী করা উচিত। কমলা রানি! একটি কথা আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলতে চাই, মহারাজা কৃষ্ণ কুমার যদি বিশ্বস্ততার পরিবর্তে আমার সাথে কপটতার আশ্রয় নেয়, তবে আমি তার পথে কাঁটা বিছাতে বাধ্য হয়ে যাবো। যা-ই হোক, এই মুহূর্তে নীরব থাকাটাই আমি শ্রেয়তর মনে করি। সন্ধ্যা নাগাদ অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমার আশা– মহারাজা আমার সাথে শত্রুতাসুলভ আচরণের ধৃষ্টতা দেখাবে না। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সে সতীর্থ সংখ্যা কমাতে চাইবে না নিশ্চয়।'

কমলা দেবী বললো– 'এটা একান্তই তোমার চিন্তা। আমি মনে করি– মহারাজা ভিন্ন কিছু চিন্তা করে রেখেছে। প্রত্যেক অত্যাচারী পাষণ্ড শাসকের মতো মহারাজা কৃষ্ণকুমারও অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণির নির্দয় পাষণ্ড রাক্ষস।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র লৌহ বর্ম পরতে পরতে বললো– 'আমি পৃথ্বীর সাথে পরামর্শ করতে যাচ্ছি।'

কমলা দেবী তার লৌহ বর্মের বোতাম বাঁধতে বাঁধতে বললো– 'আমি মনে করি, শিব দেবতা ছাড়া অন্য কারো সাথে আলাপ করা তোমার উচিত হবে না। পতি দেবতা! তুমি তো জানো, অন্ধকারে নিজের ছায়াও অনেক

www.pathagar.com

সময় নিজেকে ছেড়ে চলে যায়। এই নরক থেকে মুক্তি পেতে চাইলে খুবই সন্তর্পণে ভেবেচিন্তে পা ওঠাতে হবে।'

দীপক কুমার তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো– 'মাতাজি! মনে হচ্ছে আমাদের কারণে পিতা মহারাজের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। আমরা না এলে খুব ভালো হতো।'

রাজা সুভাষ ছেলের কপালে চুমুর প্রলেপ এঁকে দিয়ে বললো– 'তুমি অনর্থক দুশ্চিন্তা করছো বেটা! কিছুই হবে না। অকারণে একটি ভয় আমার মনে দানা বেঁধেছে। কতোদিন ধরে আমি মহারাজার কাছে অবস্থান করছি। তার চিন্তাধারায় তো আমি কোনো ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাইনি। তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। যতোদিন আমি জীবিত আছি, কালের গরম তাপে কিছুতেই তোমাদের গা লাগতে দেবো না।'

দীপক কুমার তার ছোট্ট লোহ বর্মটি হাতে নিয়ে বললো– 'মাতাজি! আমাকে এটি পরিয়ে দিন। আমি আমার পিতা মহারাজের পায়ে পা মিলিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবো।'

রাজা সুভাষ নিজ ছেলের কপালে আরেকবার চুমু খেয়ে বললো– 'তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হয়, দীপক!'

রাজা সুভাষ তার তাঁবু থেকে যখন বের হয়, তখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পথে। সে বেরিয়েই শিব দেবতাকে খুঁজতে আরম্ভ করে। দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে এগোলে দূর থেকে সে শিব দেবতাকে আসতে দেখে। তিনি মন্দিরের পূজারি ও পণ্ডিতদের কোলাহলে মন্দিরের দিকেই আসছিলেন।

রাজা সুভাষ সামান্য অগ্রসর হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বললো– 'আমি দেবতা মহারাজকেই খুঁজছিলাম। অনেকক্ষণ আমি আপনার সন্ধানে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছি।'

শিব দেবতা এদিকে-ওদিক তাকিয়ে বললেন– 'কিছুক্ষণ পর তুমি মন্দিরে চলে এসো। আমি তোমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেবো। এই মুহূর্তে তুমি সেনাক্যাম্পে গিয়ে রাতের গুপ্ত আক্রমণের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি সম্পন্ন করো। আমার সাথে নতুন কুমারীজি আছে।'

নতুন ধানরঙা পোশাক পরে আছে। তার মাথায় লাল রঙের সিঁদুর চিকচিক করছে। তার দুই চোখে দুশ্চিন্তার গভীর ছাপ।

শিব দেবতা ভেতরের দিকে প্রবেশ করতে গিয়ে বললেন– 'সুভাষ, তুমি যেতে পারো। আমার আশীর্বাদ তোমার সাথে থাকবে। ভগবানের

www.pathagar.com

কৃপায় সফল হয়ে তুমি ফিরে আসবে। মনের আলো কখনো নিভতে দেবে না। এটাই জীবনের সফলতার রহস্য।'

শিব দেবতা যখন নতুন কুমারীকে নিয়ে মাতারানির কক্ষে প্রবেশ করেন, তখন মা-মেয়ে উভয়ে চিৎকার করে কান্না করতে থাকে। এক আশ্চর্য ধরনের ব্যথাতুর পরিবেশ ছেয়ে যায় চারদিকে। নতুন তার মায়ের পায়ে পড়ে গুঙ্গিয়ে গুঙ্গিয়ে কাঁদতে থাকে। মাতারানি তার বাহু ধরে বলতে থাকেন– 'নতুন বেটি! জানি না, ভগবান আর কতোদিন আমাদের এই নরকে ভোগাবেন!'

নতুন মুখ লুকিয়ে কান্নাকণ্ঠে বলতে থাকে– 'মাতাজি! এখন আমি আর ভগবানের কৃপা পাওয়ার যোগ্য নই। আমার ধ্বংসকে আমি বৈধ মনে করছি। মদপান করে আমি নিজের কুমারীত্ব বিকিয়ে দিয়েছি।'

মাতারানি নতুনকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন– 'এ তুমি কী বলছো মা!'

নতুন মদপান করে নিজেকে সঁপে দেয়ার পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললো– 'মাতাজি! আমাকে ভুলে যাও। আমি নিজ হাতে নিজের জীবনের মূল্যবান সম্পদকে জলাঞ্জলি দিয়েছি।'

শিব দেবতা নতুনের মাথায় হাত রেখে বললেন– 'স্বেচ্ছায় তুমি মদ পান করোনি। জোর করে তোমাকে তা পান করানো হয়েছে। মদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে। মাতলামির অন্ধকারে তাকে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। তুমি এখনো পর্যন্ত নির্দোষ। পরিস্থিতির ঘূর্ণিঝড়ে তুমি হারিয়ে যাওনি। সুতরাং, তোমাকে সাহস হারালে চলবে না। প্রতিশোধের দিন ঘনিয়ে আসছে। হিসাব যখন শুরু হবে, তখন কড়ায়-গন্ডায় বিন্দুবিসর্গের সব হিসাব চুকাতে হবে। তোমার অপারগতা তোমার নিষ্পাপতার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।'

নতুন হাত জোড় করে বললো– 'দেবতা মহারাজ! এখন তো নিজের অস্তিত্ব নিয়েই আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হচ্ছে। আমার এই শরীর পাপের দুর্গন্ধের আখড়া হয়ে গেছে। আর বেঁচে থাকতে চাই না। মরে যাওয়াই আমার মঙ্গল। বেঁচে থাকাকে আমার বড্ড ভয় হয়। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোনো পথ খোলা নেই।'

শিব দেবতা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলতে লাগলেন– 'ভবিষ্যতে যদি তুমি আত্মহত্যার কথা মুখে উচ্চারণ করো অথবা এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা মনে আনো, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। তুমি বেঁচে থাকবে এবং

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মান-সম্মান নিয়েই বেঁচে থাকবে। আমি তোমাদের জামিন হবো।'

মাতারানি কেঁদে কেঁদে শিব দেবতার পায়ে পড়ে বলতে লাগলেন- 'এখন আমার কাছ থেকে আমার মেয়েকে পৃথক রাখা হবে না তো?'

শিব দেবতা বললেন- 'যতোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব দিক থেকে সত্যের সূর্য উদয় না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আশার স্বপ্ন দেখানো ছাড়া তোমাদের আমি আর কিছুই দিতে পারবো না। বিপদের মুহূর্তগুলো দ্রুতই ফুরিয়ে যাবে।'

শিব দেবতা বাইরে বেরোলে দেখতে পান রাজা সুভাষ চন্দ্রের রাতের চোরা হামলায় গমনেচ্ছুরা পুরোদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে সিপাহিদের শোরগোল। শিব দেবতা সশস্ত্র সিপাহিদের সারি ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাজা সুভাষ চন্দ্র, পৃথ্বী, লোচন ও ঘনশ্যাম এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের নিকটে গিয়ে শিব দেবতা বললেন- 'রাজা সুভাষ! রাতের বেলা আক্রমণ করতে যাচ্ছো না তুমি?'

সুভাষ হাত জোড় করে জবাব দিলো- 'জি...। দেবতা মহারাজ, আশীর্বাদ করুন। মহারাজা এই দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করেছেন। প্রজা ও মহারাজার বিশ্বাসের প্রতি আমি সম্মান জানাতে চাই।'

শিব দেবতা খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন- 'তোমার কপালে সাফল্যের রেখা দেখা যাচ্ছে। সময় তোমার ওপর দয়া বর্ষণ করবে। বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে পা বাড়াবে, তাহলে পদে পদে তুমি সফলতার মুখ দেখতে পাবে।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র মাথা ঝুঁকিয়ে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বললো- 'দেবতার দয়ার ছায়া যদি আমার মাথায় থাকে, তাহলে দেবতাদের শত্রুদের আমি এই দুনিয়ায় জীবিত রাখবো না।'

শিব দেবতা মৃদু হেসে বললেন- 'আমি শুনেছি, তুমি একজন বিচক্ষণ লড়াকু ব্যক্তি। রাতের যুদ্ধ বড় ভয়ংকর হয়ে থাকে। আপন-পরকে চেনা মুশকিল হয়ে পড়ে। চোখ-কান খোলা রেখে সামনে পা বাড়াবে। ভুলে যেন অন্ধকার গর্তে পড়ে না যাও। তরবারির চোখে পট্টি বাঁধবে না। যেই তরবারির ধারালো অংশে পট্টি বাঁধা থাকে, সেটা শত্রুর পরিবর্তে নিজেকেই ক্ষতি পৌঁছায়।'

রাজা সুভাষ এবং অন্য সেনাপ্রধানেরা অপলক নেত্রে শিব দেবতার উপদেশ শুনে যাচ্ছে। রাজা সুভাষ হাত জোড় করে বললো- 'আমি দেবতার উপদেশের মর্মোদ্ঘাটনে ব্যর্থ।'

www.pathagar.com

শিব দেবতা সামনে এগিয়ে বললেন– 'সময়ই আমার উপদেশের ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে।'

সূর্য ডুবে গেছে। সন্ধ্যার লালচে আভা নিঃশেষ হয়ে রাতের অন্ধকার আসতে শুরু করেছে। মহারাজা সুজনকে ডেকে বললো– 'সুজন! তুমি আমার বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন লোক। তোমার ওপর যতোবারই আমি বিশ্বাস রেখেছি কোনোবারই তুমি আমাকে নিরাশ করোনি।'

সুজন হাত জোড় করে মাথা নুয়ে বললো– 'এ সবই মহারাজার কৃপা।'

মহারাজা বললো– 'সুজন! তুমি তো সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত। এছাড়া তুমি আমার খুবই কাছের বন্ধু। তোমার হয়তো জানা আছে যে, রাজা সুভাষের চিন্তাধারায় বিকৃতি ঘটেছে। তার ছেলে ও স্ত্রী মুসলমানদের জাদু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আছে। এ অবস্থায় রাজা সুভাষ আমাদের পথে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি চাই– সেই সময় আসার পূর্বেই তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া হোক।'

সুজন বললো– 'মহারাজা অত্যন্ত বিচক্ষণতার অধিকারী।'

মহারাজা বললো– 'এ ব্যাপারে গভীর চিন্তাভাবনার পর তোমাকে আমি বাছাই করেছি। তুমি প্রস্তুত হয়ে রাজা সুভাষ চন্দ্রের সেনাদের কাছে পৌছে যাও। সে রাতের বেলা গুপ্তহত্যা চালাতে যাচ্ছে। উপযুক্ত জায়গায় সুযোগমতো তাকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দেবে, যাতে করে রাজা সুভাষের সেনা এবং অন্য লোকজন কিছুই আঁচ করতে না পারে।'

মহারাজা তার গলা থেকে মুক্তার মালাটি সুজনের দিকে নিক্ষেপ করে বললো– 'তোমাকে আমি তোমার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক মূল্যবান পুরস্কার দেবো এবং সম্মানিত করবো। এখন তুমি যেতে পারো। খুব গোপনে রাজা সুভাষের সেনাদের সাথে মিলে যাবে।'

সুজন মাথা ঝুঁকিয়ে মহারাজা চরণসেবা করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো। এখনো রাতের প্রথম প্রহর। সুভাষের দশ হাজার সেনা দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রাজা সুভাষ উঁচু একটি টিলায় দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে মশালের আলো। কমলা দেবী ও দীপক কুমার সেনা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে সেনাদের সারিতে। নিলম কুমার ফটকের ওপর দাঁড়ানো। সবাই মহারাজার অপেক্ষা করছে। মহারাজা ঘোড়া দৌড়িয়ে চলে এলো। তার সাথে রয়েছে ঘনশ্যাম ঠাকুর ও পৃথ্বী।

www.pathagar.com

মহারাজা ফটকের উঁচু চত্বরে উঠে এদিক-ওদিক সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'এই কম বয়সী সিপাহি কে?'

রাজা সুভাষ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো– 'এ আমার ছেলে দীপক কুমার। সে যুদ্ধে অংশ নিতে খুবই আগ্রহী।'

মহারাজা কিছুটা বিস্বাদ কণ্ঠে বলে উঠলো– 'তাহলে তো তোমার স্ত্রী কমলা দেবীও তোমার সাথে আছে!'

রাজা সুভাষ মাথা ঝুঁকিয়ে রাখলে মহারাজা বললো– 'সুভাষ! তোমার কী হয়ে গেলো! এতোটা অজ্ঞ তো তুমি আগে কখনো ছিলে না! তুমি রাতে গুপ্তহামলা চালাতে যাচ্ছো নাকি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কোনো আত্মীয়ের বিয়েবাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছো? আমার ওপর কি তোমার ভরসা নেই?'

রাজা সুভাষ চন্দ্র বললো– 'ব্যাপারটি এমন নয়, মহারাজ!'

'তাহলে ঘটনা কী?'

মহারাজা জিজ্ঞেস করলে কমলা দেবী এগিয়ে এসে প্রথামাফিক হাত জোড় করে বললো– 'এটা আমাদের জিদ। আমরা রাতের গুপ্তহামলা দেখতে চাই।'

মহারাজা সুভাষ চন্দ্রের কাঁধে হাত রেখে বললো– 'সুভাষ! তুমি আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিশ্বস্ত সাথি। আমি তোমার স্ত্রী-পুত্রকে কোনো দুর্দশায় পতিতাবস্থায় দেখতে চাই না।'

অতঃপর মহারাজা চত্বর থেকে নেমে কমলা দেবীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো– 'কমলা রানি! যুদ্ধ লড়াই চালানোর জন্য এখনো আমরা জীবিত আছি। আমরা নারী ও শিশুদের রণাঙ্গনে পাঠিয়ে লাখ লাখ বীর সেনাকে অপমান করতে চাই না।'

এরপর সে এগিয়ে এসে দীপক কুমারকে গলায় জড়িয়ে ধরে স্নেহভরে বলতে থাকে– 'বেটা দীপক! তোমার মাকে নিয়ে প্রাসাদে চলে যাও। তোমার সাহস দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। ভবিষ্যতে তুমি একজন বীর সৈনিক হতে পারবে। তোমার পিতাজি ভোর হওয়ার পূর্বেই ফিরে আসবে।'

সে ঘনশ্যাম ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললো– 'সেনাপতিজি! তুমি কমলা দেবী ও দীপক কুমারকে তাদের তাঁবুতে রেখে আসো।'

কমলা দেবী তার স্বামী দেবতা রাজা সুভাষ চন্দ্রের দিকে তাকালে রাজা সুভাষ সন্তুষ্টচিত্তে বললো– 'কমলা! তুমি বিশ্রাম নাও। তোমার আশীর্বাদে খুব অল্প সময়ে আমরা সফলতা লাভ করে ফিরে আসবো।'

www.pathagar.com

কমলা দেবী ও দীপক কুমার চলে যাওয়ার সময় উভয়ে বারবার পেছনে ফিরে তাকাতে থাকে। একসময় এরা অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

মহারাজা উচ্চস্বরে বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! ফটক খুলে দেয়া হোক।'

চড়চড় করে ফটক খুলে যায়।

রাজা সুভাষ ঘোড়ায় চড়ে বসলে মহারাজা হাত উঁচু করে বলে– 'আমি তোমাকে ভগবানের হাতে সোপর্দ করছি। আশা করি– ভোরের আগে আগে তুমি হাজার হাজার বসতি ধ্বংস করে ফিরে আসতে পারবে।'

রাজা সুভাষ ঘোড়ার রশি ওঠায়। মালিকের ইশারা পেয়ে রাজকীয় ঘোড়াটি হেলেদুলে দুর্গের ফটক দিয়ে বেরোয়। তার পেছনে পেছনে দশ হাজার সেনা ঘোড়ার হ্রেষা বাজিয়ে বের হতে থাকে। রাজা সুভাষের গোটা বাহিনী দুর্গ থেকে বের হলে একসময় বন্ধ করে দেয়া হয় ফটক। রাজা সুভাষ তার বাহিনীকে এক হাজার এক হাজার করে দশটি বহরে ভাগ করে। প্রত্যেক বহরের জন্য নিযুক্ত রয়েছে একজন করে নেতা। সুভাষ বলতে থাকে– 'আমার ধারণামতে– কয়েক ক্রোশ পরে খণ্ডরায়ের ক্যাম্প। আমাদের প্রথম নিশানা হবে খণ্ডরায়ের ক্যাম্প। সুতরাং, একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে থাকবে। হরি কৃষ্ণ হরি কৃষ্ণ স্লোগান দিতে থাকবে। এতে করে বোঝা যাবে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারছো।'

এই বাহিনীটি যাত্রা করলে একজন সিপাহি রাজা সুভাষের নিকটে এসে বললো– 'বাহিনীকে আরো কটি ভাগে বিভক্ত করলে ভালো হবে।'

রাজা সুভাষ অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি কি সুজন?'

সুজন রাজা সুভাষের আরো নিকটে এসে বললো– 'চুপ, রাজাজি! বাহিনীকে সামনে এগোতে দাও। তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে।'

বাহিনী এগোতে লাগলো। রাজা বললো– 'সুজন! তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছো?'

সুজন বললো– 'মহারাজা তোমাকে হত্যা করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন।'

রাজা সুভাষ বললো– 'আমি যথেষ্ট অজ্ঞ লোক। মহারাজা খুব চালাকি করে আমাকে মৃত্যুর বিরানভূমিতে নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা নিয়েছে।'

সুজন বললো– 'নিজের ঘোড়া দ্রুত চালাতে থাকো। কেউ যেন আমার উপস্থিতির ব্যাপারটি আঁচ করতে না পারে।'

রাজা সুভাষ বললো– 'সুজন! তুমি কি আমাকে হত্যা করবে?'

www.pathagar.com

সুজন বললো– 'সুভাষ! বাস্তবেই তুমি একজন সরল সাদাসিধা লোক। তোমাকে যদি আমি হত্যা করতে চাইতাম, তাহলে কি সেটা আমি তোমাকে জানাতাম?'

রাজা সুভাষ বললো– 'তাহলে কী করতে চাচ্ছো তুমি?'

সুজন বললো– 'সময় খুব কম। তুমি যদি আমার কথার সাথে সহমত পোষণ করো, তাহলে অনেক বড় ক্ষতি থেকে তুমি বেঁচে যেতে পারবে। অন্যথায় জানা নেই কতো মানুষকে তুমি ধ্বংস করে ছাড়বে।'

রাজা সুভাষ বললো– 'সুজন! আমার মাথায় কিছুই আসছে না। এই জগৎ-সংসার আমার জন্য মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে। তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই আমি কাজ করবো।'

সুজন বললো– 'রাতের আক্রমণের কার্যক্রম শুরু হলে তুমি যে করেই হোক খণ্ডরায়ের কাছে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। সুযোগ হলে আমিও খণ্ডরায়ের সাথে সাক্ষাৎ করবো। এতে করে আমি মহারাজাকে নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হবো যে, আমি তোমাকে হত্যা করেছি।'

রাজা বললো– 'সুজন! আমার ছেলে এবং কমলার কী হবে?'

সুজন বললো– 'তোমাকে তাদের চিন্তা করতে হবে না। তুমি জানো না, মাটির নিচে অনেক কাজ হচ্ছে।'

খণ্ডরায়ের ক্যাম্প ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হচ্ছে। তার বাহিনীর প্রহরী ছিলো অত্যন্ত চৌকস। সে দূর থেকে গুপ্তহামলাকারী বাহিনীর গতিবিধি দেখে নিজের বাহিনীকে ব্যাপারটি জানালো। মুহূর্তেই স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ। ঘোড়ার হ্রেষা আর তরবারির ধারালো আওয়াজে দিগ্‌বিদিক প্রকম্পিত। আহতদের আর্তচিৎকার পরিবেশকে আরো উত্তপ্ত করে তুলেছে। রাজা সুভাষের অসংখ্য সেনা মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে। তাদের পা নিস্তেজ হয়ে এসেছে। তারা সবাই অন্ধকারে দিশা হারিয়ে বনের এদিক-ওদিক আত্মগোপনের কসরত করে যাচ্ছে। খণ্ডরায় ও রমা রায় নিজের বাহিনীর সাহস বাড়াতে ক্যাম্পের দিকে দিকে ঘোড়া নিয়ে দৌড়াচ্ছে। কোথা হতে যেন ভেসে এলো 'খণ্ডরায়' ডাক।

খণ্ডরায়ের কাছে এ কণ্ঠটি বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে। সে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলো– 'সামনে এসো, তোমাকে সুজনের মতো লাগছে!'

সুজন ও রাজা সুভাষ সামনে এলে খণ্ডরায় তাদের বলতে থাকে– 'সুজন! তুমিও এই রক্তের হোলিখেলায় অংশীদার?'

www.pathagar.com

সুজন বললো– 'খণ্ডরায়জি! এ হচ্ছে রাজা সুভাষ। তাকে তোমার আশ্রয়ে নাও। সে তোমাকে সবকিছু বলে দেবে। সময় খুব কম। বেশি সময় আমি এখানে অবস্থান করতে পারবো না।'

খণ্ডরায় অল্প শব্দে অনেক কিছুই বুঝে নেয়।

খণ্ডরায় বলে– 'সুজন! তুমি এখন কোথায় যেতে চাচ্ছো?'

সুজন জবাব দিলো– 'আমি দুর্গে ফিরে যাচ্ছি। সময় খুবই কম। অনেক কিছুই বলার ছিলো। আশা করি, খুব দ্রুত আমরা মিলিত হতে পারবো। যখন বাজবে খুশির সানাই। অতঃপর আমরা একে অন্যের হতে কখনো আর পৃথক হবো না।'

'হ্যাঁ, সুজন!' খণ্ডরায় বলতে লাগলো– 'দ্রুতই আমরা এই অন্ধকার টপকে আলোর শামিয়ানায় সমবেত হবোই।'

সুজন নিজের ঘোড়ার দিক পরিবর্তন করে বললো– 'খণ্ডরায়জি! সুভাষ চন্দ্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো। সে বেশ পেরেশান এবং সন্ত্রস্ত।'

খণ্ডরায় বললো– 'রাজা সুভাষ চন্দ্র আমার ভাই।'

পরে সে রাজা সুভাষকে জিজ্ঞেস করলো– 'দীপকের কী অবস্থা?'

'আমি তাকে ভগবানের হাতে সোপর্দ করে এসেছি।'

সুজন খণ্ডরায় ও সুভাষের সাথে পর্যায়ক্রমে করমর্দন করলো। পরে অন্ধকারে হঠাৎ সে হারিয়ে গেলো। স্থানে স্থানে সুভাষের বাহিনীর লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। খণ্ডরায়ের বাহিনীর সেনারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা পলায়নপর শত্রুদের তাড়া করে ফিরছে।

রাজা সুভাষকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে খণ্ডরায় বললো– 'সুভাষ ভাই! তুমি বিশ্রাম নাও। ভোর হলে আমি ফিরে আসবো। তোমার সাক্ষাতে পিতাজি যথেষ্ট খুশি হবেন। হয়তো রাতের চোরা আক্রমণের সংবাদ পেয়ে বাদশা আলি কুলি খানও এখানে চলে আসবেন। যা-ই হোক, বিস্তারিত কথা পরে হবে। এখানে তুমি সব দিক থেকেই নিরাপদ।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র একটি চেয়ারে বসে বললো– 'খণ্ড ভাই! দীপক কুমার ও কমলা দেবীর জন্য আমি খুব পেরেশান। তাদের নিঃস্ব অবস্থায় রেখে এখানে বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। জানি না, অত্যাচারী মহারাজা তাদের সাথে কী আচরণ করে!'

খণ্ডরায় তার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'এ ব্যাপারে তোমার উদ্বিগ্নের কোনো কারণ নেই। দীপক ও কমলা ওখানে একা বা নিঃস্ব নয়। তাদের অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও রক্ষাকারী ওখানে উপস্থিত আছে। অন্যায় বর্বরতার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া মাটির নিচের লোকেরা তোমার নিষ্পাপ ছেলে এবং নির্দোষ স্ত্রীকে তোমার চেয়ে আরো ভালো করে সাহায্য করতে সক্ষম। তুমি কি এটা কখনো কল্পনাও করেছিলে যে, যেই সুজনকে মহারাজা তোমাকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছে, সেই সুজন বর্বরদের অংশীদার নয়? তোমার কাছে কি শিব দেবতার শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে কোনো জ্ঞান আছে? শিব দেবতা একটি সুদৃঢ় ঢাল হয়ে দীপক ও কমলাকে নিরাপত্তা দেবে। সুতরাং, তাদের ব্যাপারে তোমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। দুর্গের অভ্যন্তরে আমাদের সাথিদের সংখ্যা অনেক। ওরা সবাই নিষ্ঠাবান এবং পারদর্শী। নিলম কুমারও আমাদের সাথি। ভোর হতে হতেই সুজন সবাইকে মহারাজার প্রত্যয়ের ব্যাপারে অবগত করবে। অতঃপর আলোর ফেরিওয়ালারা সার্বিকভাবে দীপক ও কমলাকে নিরাপত্তাদানে উৎসর্গ হয়ে যাবে।'

সুভাষ চন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করে বললো– 'আসলেই কি প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমার মহারাজার বিরোধী?'

জবাবে খণ্ডরায় বললো– 'মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন নেই আমার। তুমি হয়তো জানো না যে, নিলম কুমারের মাতা-পিতাকে মহারাজা কৃষ্ণকুমার খুন করিয়েছে। নিলম কুমার ব্যাপারটি জানে।'

সুভাষ বললো– 'ওহ্ ভগবান! মহারাজা এতো নীচু! এতো পাষাণ! এমন তো আমার ধারণা ছিলো না! আমি তো মহারাজাকে আসামের কান্ডারি এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের শেষ বীর হিসেবেই জানতাম!'

খণ্ডরায় আরো বললো– 'আমি নিজেও আসামের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ একজন সৈনিক। যদি আমি মহারাজার বর্বরতায় অংশ নিতাম, তাহলে ভগবান কখনো আমাকে ক্ষমা করতেন না। সুভাষ! তুমি এখন এসব বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কদিনের মধ্যেই তুমি নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, মহারাজা জয়ধ্বজ সিং আত্মহত্যা করেননি। তাকে গাদ্দার কৃষ্ণকুমারই খুন করিয়ে তার শয়নকক্ষ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে, যাতে হত্যার সব আলামত ছাই হয়ে যায়। ঘনশ্যাম ঠাকুর মহারাজার এসব কর্মকাণ্ড ভালো করে জানে। সে-ও সেসব অপরাধে সমান অংশীদার।'

সুভাষ খণ্ডরায়ের হাত ধরে বললো– 'খণ্ডরায়! রাতের এই নিস্তব্ধতাকে সাক্ষী রেখে আমি অঙ্গীকার করছি– জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি মহারাজা কৃষ্ণকুমারের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবো। এখন দীপক আর কমলার ব্যাপারে আমার কোনো পেরেশানি নেই। তাদের আমি ভগবানের হাতে সোপর্দ করলাম।'

www.pathagar.com

সুভাষ তরবারি উঁচিয়ে বললো– 'আমিও তোমার সঙ্গে আছি।'

'না।' খণ্ডরায় বললো– 'তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। কেউ যদি তোমার জীবিত থাকা বা তোমার দেখা পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, তাহলে নির্ঘাত সুজনের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। তখন সে কৃষ্ণকুমারের নির্মমতার শিকার হয়ে যাবে। তুমি বিশ্রাম নাও। আমি খুব দ্রুত ফিরে আসবো।'

খণ্ডরায় বাইরে বেরিয়ে এলো। হাতির হুংকার, ঘোড়ার হ্রেষা, তরবারির ঝনঝনানি, আহতদের আর্তচিৎকার ও যুবকদের স্লোগানে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে পড়েছে। চোরা হামলা করতে আসা সেনারা খুবই পর্যুদস্ত অবস্থায় বন-জঙ্গলের এদিক-সেদিক দৌড়ে পালাচ্ছে আর দুর্গের দিকে এগোচ্ছে। সুজন চিৎকার করে করে বলছে– 'সিপাহিরা! নিজ নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে দুর্গের দিকে পালিয়ে যাও! রাজা সুভাষ চন্দ্র নিহত হয়েছে... রাজা সুভাষ চন্দ্র নিহত হয়েছে!'

খণ্ডরায়ের সিপাহিরা খুবই দক্ষতার সাথে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করে করে বহুদূর ভাগিয়ে চলেছে। আসাম সেনারা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে দুর্গের দিকে। এদিকে উত্তর প্রান্ত দিয়ে সাইয়েদ হায়দার ইমাম আক্রমণ করে বসেছেন। রাতের চোরা হামলাকারী দশ হাজার সেনার মধ্যে সর্বসালেকুল্যে পাঁচ-ছয় হাজার সেনা ভাগ্যচক্রে প্রাণ বাঁচিয়ে দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। চার-পাঁচ হাজার সেনা নিহত হয়েছে। গহিন বনের ইথারে-পাথারে তাদের লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। খণ্ডরায়ের সেনাদের খুব কমই ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ময়দান সাফ হয়ে গেলে রমা রায় ও সাইয়েদ হায়দার ইমাম তার বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে খণ্ডরায়ও এসে পৌঁছেছে।

রমা রায় রাগতস্বরে বললেন– 'তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে?'

খণ্ডরায় ঘোড়া থেকে নেমে রমা রায়ের চরণ ছুঁয়ে বললো– 'পিতাজি! আমার একটি জরুরি কাজে তাঁবুতে যেতে হয়েছে।'

'কিন্তু তাঁবুতে যেতে হলো কেন?' রমা রায় জিজ্ঞেস করলেন– 'নিজের বাহিনীকে যুদ্ধের মাঠে ছেড়ে তুমি কী জন্য তাঁবুতে গেলে?'

খণ্ডরায় অগ্রসর হয়ে সাইয়েদ হায়দার ইমামের সাথে কোলাকুলি করে বললো– 'পিতাজি! আমি এতোটা ভিতু নই, যেমন আপনি ভাবছেন।'

'সেটা তো ঠিক আছে। কিন্তু রণাঙ্গন ছেড়ে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি। তোমার তো জানা আছে যে, কোনো সেনাপ্রধান যদি নিরুদ্দেশ হয়ে

www.pathagar.com

যায়, তখন সেনারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। হারজিতের মধ্যে পরিবর্তন চলে আসে।'

খণ্ডরায় হাত জোড় করে বললো– 'পিতাজি! আমি একজন পরম সম্মানিত অতিথিকে তাঁবুতে রেখে আসতে গিয়েছিলাম।'

রমা রায় জিজ্ঞেস করলেন– 'আমার বুঝে আসছে না, তুমি কোন পরম অতিথির ব্যাপারে কথা বলছো!'

খণ্ডরায় আকাশে চমকে থাকা তারকারাজির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'ভগবান আরেক পথহারা পথিককে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছেন। পিতাজি! মহারাজা কৃষ্ণকুমারের হিংস্রতা মাঢ়ির রাজা সুভাষ চন্দ্রকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সে গুপ্ত আক্রমণ পরিচালনাকারী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। কিন্তু এখানে পৌঁছে সে এমন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারে যে, তাকে এখানে খুন করার জন্য মহারাজা লোক নিযুক্ত করে রেখেছে। অপরদিকে সুভাষ চন্দ্রের সৌভাগ্য যে, তাকে হত্যা করার কাজে নির্দেশিত ব্যক্তিটি ছিলো সুজন। সুজনই তাকে নিয়ে আমার কাছে এসেছে। তাকে আমি তাঁবুতে রেখে এসেছি।'

রমা রায় খুশি হয়ে খণ্ডরায়কে গলায় জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন– 'খণ্ড! তুমি বাস্তবিকই একজন পরম সম্মানিত অতিথির আগমনের সুসংবাদ শুনিয়েছো। কিন্তু...'

রমা রায় কিছু ভাবতে গিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন– 'তার স্ত্রী-পুত্রের কী হবে!'

খণ্ডরায় বললো– 'পিতাজি! তাদের জন্য দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। মহারাজা শুরুতেই তাদের কিছু করবে না। যদি কিছু বলার বা করার ইচ্ছে পোষণ করে, তাহলে আমাদের সাথিরা তার অভিরুচিকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'সুভাষ চন্দ্রকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এখনই আমাদের তার কাছে যাওয়া উচিত। সম্ভবত এই মুহূর্তে সে বেশ উৎকণ্ঠায় সময় পার করছে।'

খণ্ডরায় বললো– 'সাইয়েদ সাহেব! আমার পক্ষ থেকে আমি অল্প সময়ে সুভাষকে ভালোভাবে সান্ত্বনা দিয়েছি।'

রমা রায় ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বললেন– 'খণ্ড! তুমি তোমার বাহিনী গুছিয়ে নাও। আমি সাইয়েদ সাহেবের সাথে সুভাষের সাক্ষাতে যাচ্ছি।'

www.pathagar.com

এমন সময়ে খণ্ডরায় ও হায়দার ইমামের অসংখ্য সেনা ওখানে সমবেত হয়ে গেছে। ভোরের তারা দূর নীলিমায় ডুবে গেছে বহু আগেই। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও রমা রায় এগিয়ে চললেন।

খণ্ডরায় তার সেনাদের লক্ষ করে বলতে লাগলো– 'বীরেরা! ভগবানের কৃপায় তোমরা যুদ্ধের মাঠ ভালোভাবে দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছো। আশা করা যায়– শত্রুরা ভবিষ্যতে আর এভাবে অতর্কিত আক্রমণ করতে আসবে না। নিজেদের এবং শত্রুপক্ষের আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য তাঁবুতে পৌঁছাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।'

এক নেতা এসে বললো– 'মহারাজ! শত্রুসেনাদের হত্যা করা দরকার।'

খণ্ডরায় বললো– 'না। আমরা যদি এমন করি, তাহলে বাদশা আমার ওপর খেপে যাবেন। তোমরা তো বাদশার মন-মানসিকতা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখো। নিহতদের একটি উন্মুক্ত স্থানে সমবেত করো, যাতে সবাইকে একসাথে চিতায় জ্বালানো যায়। এসব কাজ দুপুরের পূর্বেই সম্পন্ন করে ফেলতে হবে।'

রমা রায় ও সাইয়েদ হায়দার ইমাম তাঁবুতে প্রবেশ করলে সুভাষ চন্দ্র দাঁড়িয়ে উভয়কে স্বাগত জানায়।

রমা রায় সুভাষকে গলায় জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'সুভাষ! আমি খুব খুশি হয়েছি। ভগবান তোমাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর জগতে পাঠিয়েছেন। বড়ই ভাগ্যবান তুমি।'

সুভাষ চন্দ্র রমা রায়ের পায়ের দিকে ঝুঁকে বললো– 'আপনি হয়তো খণ্ডরায়ের পিতাজি, তাই না?'

রমা রায় জবাব দিলেন– 'বেটা, আমি তোমারও পিতা।'

এরপর রমা রায় বললেন– 'সুভাষ! এ হচ্ছেন বাংলার বাদশা আলি কুলি খানের খ্যাতনামা সেনাপতি হায়দার ইমাম। ইনি মুসলমানদের পয়গাম্বরের উত্তরসূরি।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম উভয় হাত ছড়িয়ে বললেন– 'সুভাষ! তুমি আমার ভাই। আমার বাহুতে আসো।'

সুভাষ তাঁর পায়ের দিকে ঝুঁকে বললো– 'আগে আমাকে আপনার চরণ ছোঁয়ার আজ্ঞা দিন।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম তার সাথে কোলাকুলি করে বললেন– 'সুভাষ ভাই! বাদশা তোমাকে দেখে অত্যন্ত খুশি হবেন। তোমাকে আমার সাথে বাদশার কাছে নিয়ে যাবো।'

www.pathagar.com

লৌহবর্ম পরিহিত এক সিপাহি তাঁবুতে প্রবেশ করে বললো– 'সাইয়েদ সাহেব! কাউকে বাদশার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। তিনিই এখানে আসছেন। রাতের অতর্কিত আক্রমণের সংবাদ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম অগ্রসর হয়ে খুবই ভক্তি ও স্নেহের সাথে আগন্তুক সিপাহির হাত ধরে নিজের বুকে নিয়ে বললেন– 'বিষ্ণু মহারাজ! আপনি!'

বিষ্ণু মহারাজ শিরস্ত্রাণ খুলে সাইয়েদ হায়দার ইমামের পায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব! আমি হাজারবার তোমাকে মিনতি করে বলেছি। তোমার সামনে হাত জোড় করে বলেছি, তুমি একজন রাজপুত্র। তুমি পয়গাম্বরের উত্তরসূরি। তোমাকে আমি আমাদের ভগবান জ্ঞান করি। তুমি তো আমাদের চোখের জ্যোতি। আমার চোখ দুটো আলোকিত করো।'

সুভাষ চন্দ্র কিছু ভাবতে গিয়ে বিষ্ণুর দিকে ইশারা করে বললো– 'তাঁকে বৌদ্ধ গোত্রের নেতা বিষ্ণু মহারাজের মতো মনে হচ্ছে!'

বিষ্ণু মহারাজ অগ্রসর হয়ে সুভাষের সাথে কোলাকুলি করে বললেন– 'বেটা! তুমি ঠিকই চিনতে পেরেছো। আমি বিষ্ণু মহারাজ। আমি এক শ্বাশত সৌভাগ্যের অধিকারী। তুমি তো দেখোনি, সাইয়েদ হায়দার ইমামের মতো দেবতারা আমার মান-মর্যাদা বাড়িয়েছেন। আমি ছিলাম এক পশুস্বভাবের মানুষ। হিংস্র হায়েনা থেকে আজ আমি ফেরেশতা হয়ে উঠছি।'

ভোরের আগমনী বার্তা দিয়ে যাচ্ছে মশাল নেভানোর দৃশ্য।

রমা রায় শিরস্ত্রাণ পরে জানতে চাইলেন– 'বিষ্ণু মহারাজ! বাদশা এখন কোথায়?'

জবাবে বিষ্ণু মহারাজ বললেন– 'মনে হয় এতোক্ষণে তিনি তোমাদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছেন। তবলা সানাইয়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বাইরে।'

রমা রায় সাইয়েদ হায়দার ইমাম এবং তাঁর সাথে থাকা সুভাষ চন্দ্রকে নিয়ে তাঁবুর বাইরে আসেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা বাংলার বাদশা আলি কুলি খানের সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

বাদশা রমা রায়ের হাত ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন– 'রমা রায়জি! আমাকে ক্ষমা করুন। সময়মতো আমাকে অবহিত করা হয়নি। নইলে আপনাদের এতোটা দুর্দশায় পড়তে হতো না।'

www.pathagar.com

রমা রায় অবনত মস্তকে বাদশার জুব্বায় চুমু খেয়ে বললেন- 'আমাদের কোনো কষ্ট হয়নি। এছাড়া সাইয়েদ হায়দার ইমাম সময়মতো পৌঁছে গিয়েছিলেন।'

বাদশা সুভাষের দিকে তাকালে সে অগ্রসর হয়ে বাদশার পায়ে হাত রেখে বলে- 'আমার নাম সুভাষ... ।'

বাদশা তার মাথায় হাত রেখে বললেন- 'তোমাকে এখন আর কোনো কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তুমি হচ্ছো দীপকের পিতা এবং কমলা দেবীর স্বামী। আমাদের সকল কর্মকাণ্ড তোমার চোখের সামনে। আমরা নিজেদের স্ত্রী, মেয়ে ও মায়েদের ইজ্জতের হেফাজত খুব ভালোভাবেই করতে জানি। খোদার ইচ্ছে হলে আমরা কমলা দেবীর সার্বিক নিরাপত্তার জামানত দিতে পারি। বেটা সুভাষ! আমরা তোমাদের দেশের কোনো ধরনের দখলদারিত্ব বা বসবাসের লক্ষ্য নিয়ে এখানে আসিনি। আমাদের প্রত্যয় সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার। আমরা অত্যাচারী মহারাজার নির্মম অনাচার ও বর্বরতা থেকে এই দেশের অসংখ্য অসহায় বনি আদমকে মুক্তি দিতে চাই। আসামের রাজত্বের বৈধ হকদার হচ্ছে চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্তকে আমি না দেখা সত্ত্বেও নিজের মেয়ে বলে অভিহিত করেছি। তার কাঁধে আমি রাজসিংহাসন অর্পণ করে ফিরে চলে যাবো। তুমি যদি মাড়ি চলে যেতে চাও, তবে যেতে পারো। মাড়ি তোমারই।'

সুভাষ বাদশার পায়ের দিকে ঝুঁকে গিয়ে বলতে লাগলো- 'আমাকে আপনার চরণে থাকার সুযোগ দিন।'

'খুব ভালো।' বাদশা বললেন- 'আমি বেশ খুশি হলাম।'

সুভাষ ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করলো- 'মহারাজ কি কখনো চন্দ্রকান্তকে দেখেননি?

বাদশা মৃদু হেসে বললেন- 'কিছু বন্ধন এমন হয়- যার পবিত্র বসবাস আত্মার গভীরে হয়ে থাকে। তোমরা তো জানো- মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞায় ভূষিত রাসুলুল্লাহ সা. বিভিন্ন দল-গোত্রে দ্বিধাবিভক্ত মানবজাতিকে সীমাহীন আন্তরিকতায় পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি এ মর্মে ঘোষণা করেন যে, সৃষ্টিগতভাবে কারো প্রতি কারো প্রাধান্য নেই; দুনিয়ার সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। এই আদি পিতৃত্ব বিবেচনায় পৃথিবীর সকলেই নিবিড় ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। ইসলাম সহযোগিতা ও সহানুভূতি বজায় রেখে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় সর্বতো প্রয়াসী। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো ভ্রাতৃত্বনীতি। কেননা বিশ্বমানবকে

www.pathagar.com

ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করতে পারলে অশান্ত পৃথিবীতে এমনিতেই শান্তির সমীরণ প্রবাহিত হবে। রাসুলুল্লাহ সা. কর্তৃক স্থাপিত ভ্রাতৃত্বনীতি অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত মদিনার সেই কল্যাণ রাষ্ট্রের বাস্তব নমুনা এর প্রকৃত প্রমাণ। যা সর্বত্র প্রশংসনীয়, সকলের জন্য অনুকরণীয়। যেখানে প্রতিটি মানুষ ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একে অন্যের দুঃখ নিবারণে সমভাবে সচেষ্ট হয়। স্বার্থপরতার মূলোৎপাটন করে পারস্পরিক কল্যাণকামিতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ইসলাম সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনকে যেহেতু প্রাধান্য দিয়ে থাকে, সেহেতু সেই ভ্রাতৃত্ববোধ প্রথমেই বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, উপহাস, পরশ্রীকাতরতা ও সংকীর্ণতার সমাধি রচনা করে এই ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে গড়ে তোলে পরহিতৈষী, সহনশীল ও কল্যাণকামী। আজ আমরা আল্লাহর সৃষ্টির সেরা মর্যাদা লাভ করেও মনুষ্যত্বের দাবিকে পদদলিত করতে দ্বিধা করি না। আমরা ভুলে গিয়েছি আল্লাহ প্রদত্ত ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ। যে আদর্শ আমাদের এক জাতিতে পরিণত করে কল্যাণ কামনা, সহানুভূতি, আত্মত্যাগ, সুবিচার, মার্জনা, নির্ভরতা, শ্রদ্ধাবোধ, দয়া ও উদারতার বৈশিষ্ট্যে সমুন্নত করে।'

www.pathagar.com

প্রতিশোধের আগুন

সূর্যের সোনালি রোদ উঁচু উঁচু পর্বত ও বিশাল গাছপালার চূড়ায় চুমু খেতে লাগলো। সকালের সময়টাতে বিরাজ করছিলো সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। চারদিকে পাখপাখালির কিচিরমিচির ঝংকার।

মহারাজা ঘুম থেকে জেগে একজন প্রহরীকে ডেকে বললো– 'সুজন কোথায়?'

প্রহরী অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বললো– 'সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মহারাজ!'

মহারাজা হেলান থেকে সোজা হয়ে বসে বললো– 'এখনই তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।'

কিছুক্ষণ পর সুজন শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো। তার চোখেমুখে তৃপ্তির ছাপ। সে মৃদু মৃদু হাসছে। প্রথামতো সে হাতজোড় করে অবনত মস্তকে বললো– 'নমস্কার মহারাজ! সকাল হয়ে গেছে।'

মহারাজা সামনে পড়ে থাকা খঞ্জর হাতে নিয়ে বললো– 'বলো, তোমার পরিকল্পনার ফলাফল কী?'

সুজন জামার ভেতর থেকে তরবারি বের করে মহারাজার সামনে রেখে বললো– 'এটা রাজা সুভাষ চন্দ্রের রক্তমিশ্রিত তরবারি। মহারাজ, হয়তো মানুষের রক্তের ঘ্রাণ অনুভব হচ্ছে। সুজনের ধারালো আঘাত কখনো ভুল হয় না, মহারাজ!'

'খুব ভালো! তুমি অনেক বড় কীর্তি সম্পন্ন করেছো। আমি তোমাকে ধন-সম্পদে টইটম্বুর করে দেবো। তুমি আমার পথের ভারী একটি পাথর সরিয়েছো। সহজে চিরতরে তাকে নিঃশেষ করে এসেছো। তোমার কাজে আমি অত্যন্ত খুশি, সুজন!'

www.pathagar.com

এরপর মহারাজা একজন প্রহরী পাঠিয়ে সেনাপতিকে ডেকে আনতে পাঠায়। সেনাপতি রাজপ্রাসাদে এলে মহারাজা পাশের চেয়ার দেখিয়ে বললো– 'সেনাপতিজি! বসে যাও। রাতের আক্রমণের ফলাফল কী?'

ঘনশ্যাম মাথা উঁচিয়ে বললো– 'রাতের অতর্কিত আক্রমণের ফলাফল আমাদের প্রত্যাশার বিপরীত হয়েছে। মহারাজ! মনে হয়, রাজা সুভাষ চন্দ্র রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণের ব্যাপারে অতোটা অভিজ্ঞ ছিলেন না?'

'কী বোঝাতে চাচ্ছো? রাজা সুভাষ কোথায়?'

জবাবে ঘনশ্যাম বললো– 'রাজা সুভাষ এই দুনিয়ায় আর বেঁচে নেই। তিনি পরলোকগত হয়েছেন। তাঁর সাথে সাথে অসংখ্য সৈনিক মারা গেছে।'

মহারাজা আসন পাল্টিয়ে সুজনের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তবে কি রাজা সুভাষ নিহত হয়েছে?'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'মহারাজাজি! কোনো এক শত্রুর তরবারি তাকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দিয়ে হিন্দু জাতিকে চরম অপমান থেকে মুক্ত করেছে। যুদ্ধে যদি সে মারা না যেতো, তাহলে অন্যভাবে হলেও মৃত্যু এসে তাকে ঘায়েল করতো এবং সেটি আসামের ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকতো। সে হিন্দু জাতিকে গাদ্দার বলতো।'

মহারাজা মৃদু হেসে বললো– 'ঠিকই বলছো তুমি। মৃত্যু তার ললাটে লেখাই ছিলো। সে তার পরিণতি আগেই ভোগ করলো।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মহারাজা বললো– 'কমলা দেবীর বাসস্থানে নিজেদের সেনা মোতায়েন করো, যাতে করে মাড়ির কোনো সৈনিক ওখানে পৌঁছাতে না পারে। আমি নিজেই তাকে রাজা সুভাষের মৃত্যুসংবাদ শোনাবো।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর মৃদু হেসে বললো– 'আমি সেই ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি, মহারাজ! মাড়ির সৈনিকদের ওখান থেকে সরিয়ে প্রাচীরের ওপর নিযুক্ত করেছি।'

'খুব ভালো করেছো'। মহারাজা বললো– 'ধীরে ধীরে তুমি বেশ বিচক্ষণ হয়ে উঠছো। তোমাকে আমি আরো সম্মানে ভূষিত করবো। এখন তুমি যেতে পারো। দ্রুত দরবারে সাধারণ সভার আয়োজন করো। কমলা দেবী ও তার ছেলে দীপককে বিশেষভাবে নিয়ে আসবে। আজ তাদের ভাগ্যের ফয়সালা হবে। সাপের বংশ আমি আর রাখতে চাই না। আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।'

www.pathagar.com

এরপর মহারাজা সুজনকে লক্ষ করে বললো– 'মাতাকে সংবাদ জানিয়ে দাও। তিনিও যেন তৈরি হয়ে দরবারে পৌঁছে যান। তাদের ভাগ্য আমি মাতা মহারানির হাতে সোপর্দ করতে চাই।'

সুজন মহারাজার চরণসেবা করে বললো– 'শিব দেবতাকে যদি অবহিত করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে তাঁকেও ডেকে আনবো?'

মহারাজা কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'মাতাজিকে আমি কথা দিয়েছি যে, ভবিষ্যতে রাজত্ব-সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত শিব দেবতা এবং মাতাজির প্রত্যাশা অনুযায়ী গ্রহণ করা হবে। তুমি যাও। শিব দেবতার ব্যাপারে মাতাজি সিদ্ধান্ত নেবেন।'

সুজন চলে গেলো।

দুপুরের মধ্যেই রাজা সুভাষ চন্দ্রের ছয়-সাত হাজার সেনার নিহতের সংবাদ গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সবার মনে ভীতি কাজ করছে। নিলম কুমার শিব দেবতার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে রাজা সুভাষ চন্দ্রের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে।

শিব দেবতা বললেন– 'নিলম কুমারজি! যা হবার হয়ে গেছে। রাজা সুভাষের জীবনের ক্ষণ ফুরিয়ে এসেছিলো। আমাদের ভাবতে হবে ভবিষ্যৎ নিয়ে। এই মুহূর্তে কমলা দেবী এবং দীপক কুমারের জীবন ভীষণ সংকটাপন্ন। এই দুই নিরপরাধ লোককে জালেমদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে আমাদের।'

নিলম কুমার কিছু ভেবে বললো– 'এ লক্ষ্যে আমাদের কমলা দেবী ও দীপক কুমারের সাথে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। তারা যদি বিচক্ষণতার পরিবর্তে আবেগ দেখাতে চায়, তখন আমরা আর কিছুই করতে পারবো না। যে করেই হোক, আমাদের গোপন প্রত্যয়ের কথা ফাঁস করে কিছুতেই আমরা নিজেদের ধ্বংসের মুখে ফেলতে পারি না। এখনো পরিস্থিতি এবং আমাদের কর্মযজ্ঞের মাঝে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে। চূড়ান্ত সময় আসার পূর্বে নিজেদের মুখোশ উন্মোচন করা সংগত হবে না।'

শিব দেবতা বললেন– 'ঠিকই বলছো তুমি। তারপরও আমাদের কিছু না কিছু তদবির তো করতেই হবে। নীরবে এই নিরপরাধদের আমরা কিছুতেই রক্তনদীতে সাঁতরাতে দেখতে পারি না।'

নিলম কুমার মাথা নুয়ে হাত জোড় করে বললো– 'দেবতা আমার চেয়ে ভালো বুঝে থাকবেন।'

www.pathagar.com

শিব দেবতা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এ ব্যাপারে ভগবান আমাদের সহায় হবেন। আমি কমলা ও দীপককে বাঁচাবার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবো। তুমি কমলা দেবীর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করো।'

নিলম কুমার চলে গেলো। শিব দেবতা প্রথামাফিক মন্দিরের পূজারিদের নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। নিলম কুমার কমলা দেবীর বাসস্থানে প্রবেশ করলে এক নেতা তাকে বাধা দিয়ে বলতে লাগলো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! সৌম্য করুন। এখন কারো সাথে কমলা দেবীর সাক্ষাতের অনুমতি নেই।'

'কিন্তু কেন এই আইন প্রয়োগ করা হলো, শুনি!'

নেতা হাত জোড় করে বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! এ ব্যাপারে আমি আর কী বলতে পারি! আমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেবল তা-ই আমি তামিল করছি।'

নিলম কুমারের চেহারায় উত্তপ্ত আগুনের ধোঁয়া। তার মনজুড়ে অজানা বিপদের অশনিসংকেত। সে ফিরে যেতে চাইলে পেছনে দেখতে পায় ঘনশ্যাম ঠাকুরকে। ঘনশ্যাম এসেই বললো– 'কী ব্যাপার প্রধানমন্ত্রীজি! তুমি এখানে কী করছো? দরবারে তোমাকে ডাকা হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বললো– 'ঠাকুরজি! কমলা দেবীর সাথে সাক্ষাতে এতো কড়াকড়ি করা হলো কেন?'

ঘনশ্যাম বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! এটা খুবই জরুরি ছিলো। তুমি তো জানো– রাজা সুভাষ চন্দ্র রাতের আক্রমণের সময় মারা গেছে। কমলা দেবীর মন-মানসিকতা শুরু থেকেই ছিলো অন্য রকম। সে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এই মুহূর্তে রাজা সুভাষ চন্দ্রের হাজার হাজার সেনা দুর্গে উপস্থিত। কমলা দেবীর আর দীপক কুমারের আবেগী আচরণ ওই সেনাদের ভীষণ প্রভাবিত করে ফেলতে পারে।'

নিলম কুমার তার কথায় সাড়া দিয়ে বললো– 'তা তো ঠিকই। সবার মন-মানসিকতা বিগড়ে যেতে পারে।'

ঘনশ্যাম বললো– 'এই শঙ্কা সামনে রেখে আমি মাঢ়ির সেনাদের এখান থেকে সরিয়ে প্রাচীরে মোতায়েন করেছি।'

নিলম কুমার বললো– 'এটা যথাযথ কাজ করেছো। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। মাঢ়ির সেনাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।'

www.pathagar.com

ঘনশ্যাম বললো– 'আমরা আগে কমলা দেবী আর দীপক কুমারের মন-মানসিকতার পরীক্ষা নেবো। তারা যদি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়, তাহলে পরিণতি বেশ খারাপ হবে। কমলা আর দীপক ছাড়াও মাঢ়ির সকল সেনার প্রতি আমাদের কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।'

নিলম কুমার বললো– 'আমাদের উচিত কমলা দেবী এবং দীপক কুমারের চিন্তাধারা সম্পর্কে ধারণা নেয়া। মহারাজা যদি ভালো মনে করেন, তাহলে আমি এ ব্যাপারে কমলা দেবীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বুঝিয়ে প্রস্তুত করতে পারি।'

ঘনশ্যাম বললো– 'প্রকৃতপক্ষে মহারাজা এ কাজের জন্য কখনোই অনুমতি দেবেন না। তুমি মহারাজার কাছে চলো। মহারাজা জরুরিভিত্তিতে দরবারে সভা ডেকেছেন। আমি কমলা দেবী ও দীপক কুমারকে নিয়ে আসছি। দরবারেই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

নিলম কুমার ওখান থেকে চলে গেলো। মহারাজার প্রাসাদের দিকে যাওয়ার আগে শিব দেবতাকে তরতাজা ব্যাপারটি জানানো জরুরি মনে করলো সে। এ লক্ষ্যে নিলম দ্রুত মন্দিরে চলে গেলো। শিব দেবতা ওই সময়েও পূজারি ও পণ্ডিতদের মাঝে সময় কাটাচ্ছেন।

নিলম কুমারকে দেখে তিনি বললেন– 'আমাকে মহারানি ডেকেছেন। দরবারে যেতে হবে।'

নিলম কুমার মৃদুস্বরে বললো– 'আমাকে কমলা দেবীর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয়নি। এই মুহূর্তে তার বাসস্থানে ঘনশ্যাম ঠাকুরের সৈনিকদের কড়া পাহারা রয়েছে। মনে হচ্ছে– কমলা দেবী যদি তার স্বামীর মৃত্যুতে আবেগপ্রবণ কোনো আচরণ দেখায়, তাহলে তাকে আর তার ছেলেকে জীবিত রাখা হবে না। ঘনশ্যামের আচরণ খুব ভয়ংকর মনে হয়েছে।'

শিব দেবতা বললেন– 'তুমি চলো। এ ব্যাপারে আশা করি আমি কিছু না কিছু করতে পারবো। এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। তোমার উদ্বিগ্নের কোনো কারণ নেই। আমি কিছুতেই কমলা দেবী এবং দীপক কুমারকে নিঃস্ব অবস্থায় নির্মমতার শিকার হতে দেবো না। ভগবান আমাদের সাহায্য করবেন। আমি যখন তার নিরাপত্তার ব্যাপারটি হাতে নিয়েছি, তো আকাশ থেকে কোনো একটা বিহিত ব্যবস্থা অবশ্যই আসবে।'

www.pathagar.com

নিলম কুমার এখনো শিব দেবতার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় ঊষা কক্ষে প্রবেশ করে অবনত মস্তকে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'মাতা মহারানি এবং মহারাজা দর্শনের জন্য আসছেন।'

শিব দেবতা নিলম কুমারের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি এখন যেতে পারো।'

নিলম কুমার দ্রুত পায়ে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর মহারাজা এবং মাতা মহারানি দেহরক্ষীদের বিশাল এক বহর নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলো। পূজারিরা মাতা মহারানি ও মহারাজার জন্য শিব দেবতার কক্ষ খালি করে দেয়। মাতা মহারানি এবং মহারাজার পেছনে পেছনে বেশ কজন দাসী হাতে ফুলে ভরা সোনা-রুপার পাত্র নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। মাতা মহারানি ও মহারাজা উভয়ে একই সময়ে মাথা নুয়ে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে হাত জোড় করে তাঁর পায়ের কাছে বসে যায়।

শিব দেবতা উভয়কে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন– 'মহারাজাজি! আমি তো দরবারে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।'

মাতা মহারানি দাঁড়িয়ে শিব দেবতার ওপর ফুলের বৃষ্টি বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। কজন দাসীও শিব দেবতার পায়ে ফুল ছিটিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর শিব দেবতা দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন– 'তোমরা যদি প্রস্তুত হয়ে এসে থাকো তাহলে চলো, আমিও প্রস্তুত।'

মহারাজা ও মাতা মহারানি একদিকে সরে গেলেন। শিব দেবতা ধুতি পরে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। তাঁর পেছনে পেছনে মাতারানি ও মহারাজাও কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

বেরিয়ে মহারাজাকে ডান দিকে এবং মাতা মহারানিকে বাঁ দিকে দাঁড় করিয়ে শিব দেবতা বলতে থাকেন– 'তোমরা আমার পেছনে নয় বরং ডানে-বাঁয়ে হাঁটো। ভগবান তোমাদের কোনো অংশে সম্মান কম দেননি।'

মাতারানির চেহারায় খুশির ঢেউ। তিনি হেসে বললেন– 'এটা তো ভগবান এবং শিব দেবতারই কৃপা।'

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শিব দেবতা বললেন– 'রাতে আমি সাপুড়ের কাছে গিয়েছিলাম। নাগরানি চিত্রা মধুমতি ও নির্মলাকে চরম বিরক্ত করেছে। শাহনাগের সাথে সে এদিক-ওদিক কেবল চক্করই দিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায়– আজ সন্ধ্যা বা সর্বোচ্চ কালকের মধ্যে নাগমাতা নির্মলা দেবী চিত্রার নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হবে।'

www.pathagar.com

মহারাজা বলে উঠলো– 'এটা তো খুবই খুশির সংবাদ।'

দরবারের সবাই নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। মহারাজা, মাতা মহারানি ও শিব দেবতা দরবারের সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। সব দরবারি দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে তাঁদের সাদরে বরণ করে নেয়। সামনের সারিতে রুপার আসনে বসানো হয়েছে কমলা দেবী ও দীপক কুমারকে। কমলা দেবীর অনিন্দ্যসুন্দর চোখ দুটোয় উৎকণ্ঠার ছাপ। তার মাথায় কয়েক ধরনের রঙ আসছে আর যাচ্ছে। মহারাজার পেছনে সুজন দাঁড়ানো। সুজনের ডানে-বাঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র প্রহরীরা। মহারাজার দেহরক্ষীদের হাতে খাপখোলা তরবারি। পৃথ্বী, লোচন এবং অন্য বড় বড় সেনাপ্রধানেরা সবুজাভ সেনা পোশাক পরে আছে। কমলা দেবী ধানরঙা সুন্দর শাড়ি পরে আছে। তার ললাটে তিলকের রেখা। মাথার সিঁথিতে লাল রঙের সিদুঁর চিকচিক করছে।

মহারাজার সামনের আসনে গাঢ় সবুজ শিরস্ত্রাণ পড়ে আছে। শিরস্ত্রাণ উঠিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে মহারাজা বললো– 'দীপক কুমারজি! আমার কাছে এসো।'

দীপক কুমার মহারাজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মহারাজা ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে পরে দাঁড়িয়ে দীপক কুমারের মাথায় শিরস্ত্রাণটি বাঁধতে শুরু করে। কমলা দেবী বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে– 'মহারাজ! এ কী হচ্ছে? দীপকের মাথায় শিরস্ত্রাণ কেন বাঁধছেন?'

মহারাজা শিরস্ত্রাণের শেষ অংশটুকু বেঁধে বললো– 'আমি দীপকের মাথায় মাড়ির নেতৃত্বের শিরস্ত্রাণ পরিয়ে দিলাম।'

লোকেরা শুভাশীষ জানাতে শুরু করলো। দীপক কুমার শূন্য শূন্য দৃষ্টিতে মহারাজা, মাতা মহারানি এবং অন্য লোকদের দিকে তাকাচ্ছে। এরপর হঠাৎ করে সে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো– 'পিতাজির জীবদ্দশায় আমার মাথায় কেন মাড়ির নেতৃত্বের শিরস্ত্রাণ বাঁধা হচ্ছে?'

আরেক দিক থেকে কমলা দেবী দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো– 'মহারাজ! আমি ভীষণ শঙ্কিত। আমাকে জানানো হোক, আমার পতি দেবতা এখন কোথায়!'

মহারাজা বললো– 'তোমার পতি দেবতা দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে উৎসর্গ হয়ে গেছেন।'

'না!' কমলা দেবী চিৎকারে ফেটে পড়লো। তার কান্নার ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক কেঁপে উঠছে। মাথার চুল খুলে সে বলতে লাগলো– 'আমার পতি

www.pathagar.com

দেবতাকে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। আসামের ন্যায়পরায়ণেরা! আমি ইনসাফ প্রার্থনা করছি। আমাদের সাথে অন্যায় করা হয়েছে!'

মহারাজা ক্রোধান্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো– 'অপদার্থ মেয়ে কোথাকার! বকবক বন্ধ করো! সুভাষের কীর্তিময় উৎসর্গকে তুমি নিজের দুর্গন্ধযুক্ত জবান দ্বারা নষ্ট করো না! সে ছিলো একজন সিপাহি। সিপাহি সব সময় হাতে প্রাণ নিয়ে ঘোরাফেরা করে। এ পর্যন্ত হাজার হাজার যুবক দেশরক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তাদের মা, বোন, স্ত্রী ও সন্তানেরা কেউই হাঙ্গামা করেনি। নিজের অলক্ষুনে মুখ বন্ধ রাখো! নইলে আমি বলতে বাধ্য হবো যে, তুমি রাজা সুভাষকে নিজের প্রেমের মায়াবী জালে আটকে রেখেছিলে। এতে করে সে চরম হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছে। সুতরাং বাড়াবাড়ি করলে তার খুনের দায়ে তোমাকে চরম শাস্তির মুখে পড়তে হবে।'

দীপক কুমার শিরস্ত্রাণ খুলে মহারাজার সামনে নিক্ষেপ করে বললো– 'তুমি পিতাজির পর আমাকেও মেরে ফেলতে চাচ্ছো! হাশিমের সাথে সহমর্মিতা দেখানো এবং মুসলমানদের প্রশংসা করার নিষ্পাপ অপরাধে সাজা দিতে চাচ্ছো! না, মাটির ক্ষমতার কোনোই প্রয়োজন নেই আমার। খালি হাতে আমাকে এখান থেকে যেতে দেয়া হোক। মাকে সাথে নিয়ে আমি এখান থেকে বহু দূরে চলে যেতে চাই।'

মহারাজা তরবারির মুঠোয় হাত রেখে আহত সিংহের মতো গর্জন করে বলতে লাগলো– 'তুমি আমার হাতে বাঁধা শিরস্ত্রাণ ফেলে দিয়ে খুব মন্দ আচরণ করলে! তোমার মায়ের মতো তুমিও একজন অসভ্য কুলাঙ্গার। তোমার আচরণ আমার কাছে আপত্তিজনক ঠেকেছে।'

এরপর সে ঘনশ্যামের দিকে তাকিয়ে বললো– 'এদের দুজনকে আগে আমার প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে এসো। আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখবো, যদি সে তার চিন্তাধারা পরিবর্তন করে নেয়, তাহলে আমিও তার সাথে তেমনই আচরণ করবো।'

মাতা মহারানি বললেন– 'মহারাজা! তাকে আমার প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলে ভালো হবে।'

কমলা দেবী দীপককে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

দীপক বলে– 'মাতাজি! ধৈর্য দ্বারা পরিস্থিতি সামাল দিন। আমরা বীরের মতো মরতে চাই। তাদের কাছে আমরা অবমাননাকর জীবনের ভিক্ষা চাইবো না।'

www.pathagar.com

মহারাজা দরবারিদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলো– 'আসামের অতন্দ্র প্রহরীরা! আমাদের রাতের আক্রমণকারী সেনারা শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষতি সাধন করেছে। এতে আমরা অত্যন্ত সফল। প্রয়োজন পড়লে আগামীতেও আমরা অতর্কিত আক্রমণ চালাতে সৈন্য পাঠাবো।'

পৃথ্বী হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বললো– 'মহারাজ! আমি কিছু কথা নিবেদনের আজ্ঞা প্রার্থনা করছি।'

'তোমার জন্য অনুমতি আছে। কী বলতে চাচ্ছো তুমি? তোমার কথা আমি মনোযোগ সহকারে শুনবো।'

পৃথ্বী বললো– 'আমি চাই, মহারাজ! কমলা দেবী এবং দীপক কুমারের ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হোক এবং তাদের নিজেদের বাসস্থানে থাকতে দেয়া হোক। সময়ই এদের পরিশুদ্ধ করে তুলবে। তারা এখন ভীষণ শোকসন্তপ্ত। রাজা সুভাষ চন্দ্রের মৃত্যুশোক কমলা দেবী ও দীপকের জন্য খুবই গভীর পীড়াদায়ক। আপনি তো জানেন, শোক মানুষকে পাগল-উন্মাদ বানিয়ে দেয়। মহারাজ যদি আমার অভিমতের সাথে সহমত পোষণ না করেন, তাহলে সে ব্যাপারে আমি অশুভ পরিণতির আশঙ্কা করছি।'

মহারাজার কপালে গভীর চিন্তার ছাপ। সে বলছে– 'কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

পৃথ্বী জবাবে বললো– 'আমি যা বলার বলে দিয়েছি। রাজা সুভাষ আমাদের অত্যন্ত আপনজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। আমি কমলা দেবী ও দীপক কুমারের দুঃখে গভীর সমব্যথী। আমি মনে করি– এই মুহূর্তে তারা আমাদের সহমর্মিতা পাওয়ার দাবিদার।'

মাতা মহারানি বলে উঠলেন– 'পৃথ্বী! তুমি কি তোমার কথার মানে সঠিকভাবে বুঝতে পারছো?'

পৃথ্বী জবাব দেবার পূর্বেই শিব দেবতা বলে উঠলেন– 'পৃথ্বী সঠিক বলেছে। কমলা দেবী ও দীপক কুমার তাদের বাসস্থানে থাকবে।'

মাতা মহারানি শিব দেবতার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'দেবতা যা চান তা-ই হবে।'

মহারাজা এবার বললো– 'কমলা দেবী ও দীপককে তাদের বাসস্থানে পৌঁছে দেয়া হোক।'

সিপাহি কান্নারত কমলা দেবী ও দীপককে নিয়ে যেতে চাইলে মাতা মহারানি বললেন– 'আজ সন্ধ্যায় কমলা দেবীকে আমার দর্শনে আসতে হবে।'

www.pathagar.com

কমলা দেবী ও দীপক কুমার বাইরে বেরিয়ে গেলে মহারাজা বললো– 'পৃথ্বী! তুমি খুশি তো?'

পৃথ্বী মাথা ঝুঁকিয়ে জবাব দিলো– 'ধন্যবাদ, মহারাজ!'

মহারাজা বললো– 'কমলা দেবী ও দীপক আমারও কম প্রিয়ভাজন নয়। কিন্তু এই কূপমণ্ডূক তার স্বামীর খুনের অপবাদ আমার ওপর দিয়ে আমার জন্য খুব সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেছে। আমার যদি রাজা সুভাষ চন্দ্রের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আস্থা না থাকতো, তাহলে এদের দুজনকে আমি মেরেই ফেলতাম।'

পৃথ্বী বললো– 'সুভাষের সতীর্থদের সংখ্যা কম নয়। তাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতো। আমি মনে করি– আসামের রাজসিংহাসনের নিরাপত্তার খাতিরে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বীজ গজানোর সুযোগ না দেয়া উচিত।'

'ঠিকই বলছো তুমি... আমি জানি। এ জন্যই তো আমি তোমার কথা মেনে নিয়েছি। কমলা দেবীকে বোঝানোর চেষ্টা করা হোক যে, সে যেন আমার কোনো ধরনের মানসিক অস্থিরতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। সে আমার কাছে ক্ষমা চাইলে অবশ্যই আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।'

মহারাজা, মাতা মহারানি, নিলম কুমার, ঘনশ্যাম ঠাকুর ও শিব দেবতা চলে গেলেন। কমলা দেবী ও দীপক কুমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজেদের বাসস্থানে চলে গেছে।

দীপক কুমার তার মাকে উদ্দেশ করে বলে– 'মাতাজি! আমরা যদি না আসতাম, তাহলে এসব কিছু হতো না। তুমি চিন্তা কোরো না মাতাজি! আমাদের পিতাজি বাদশা মহারাজাকে ক্ষমা করবেন না। আমি যদি কোনোমতে মুসলমান বাদশার কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারি, তাহলে আমি গুনে গুনে আমার পিতাজির খুনের বদলা নেবো।'

কমলা দেবী দীপকের কপালে চুমু খেয়ে বলতে লাগলো– 'দীপক! এখনো তুমি ছোট্ট বালক। কিছুতেই তোমাকে হারাতে চাই না। বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দিয়ে আমাদের পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। মহারাজা আমাদের খান্দানকে নিঃশেষ করার গোপন ফন্দি এঁটে রেখেছে।'

দীপক বললো– 'শিব দেবতার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া দরকার। আশা করা যায়– তিনি আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।'

মন্দিরের নিকটে গিয়ে শিব দেবতা বললেন– 'আমি মন্দিরে যাচ্ছি।'

www.pathagar.com

মহারাজা মাতা মহারানির দিকে তাকিয়ে বললো– 'মাতাজি! আপনি প্রাসাদে যান। আমি আসছি।'

এরপর সে সুজনের দিকে তাকিয়ে বললো– 'সুজন! মাতাজিকে প্রাসাদ পর্যন্ত দিয়ে এসো।'

মাতা মহারানিকে প্রাসাদে দিয়ে এসে সুজন দ্রুত পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করলো। শিব দেবতার কাছে গিয়ে সে বলতে লাগলো– 'দেবতা! মাতা মহারানির একটি বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছি।'

'বলো, কী বার্তা!'

শিব দেবতা জানতে চাইলে সুজন বললো– 'একাকী বলা প্রয়োজন।'

শিব দেবতা হাত উঁচিয়ে পূজারি ও পণ্ডিতদের দিকে তাকালেন। সবাই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

সুজন বললো– 'দেবতা মহারাজ! ভোর থেকেই আমি আপনার অপেক্ষা করছি।'

'কী ব্যাপার, সুজন! কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

শিব দেবতা জানতে চাইলে সুজন বললো– 'রাজা সুভাষ চন্দ্র বেঁচে আছেন এবং তিনি খণ্ডরায়ের হেফাজতে আছেন। মহারাজা আমাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে খুন করার জন্য।'

শিব দেবতার চেহারা খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠলো। তিনি সুজনের হাত ধরে বললেন– 'সুজন! আর কিছু বলতে হবে না। আমি সবকিছু বুঝে গেছি। যে মারতে চায় তার চেয়ে যে বাঁচাতে চায়– তার শক্তি বেশি।'

সুজন বললো– 'আমার বেশিক্ষণ অবস্থান করা ঠিক হবে না। যে করেই হোক কমলা দেবী ও দীপককে ব্যাপারটি জানাতে পারলে ভালো হবে, যাতে তারা ভুল কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়।'

শিব দেবতা দাঁড়িয়ে বললেন– 'তুমি যেতে পারো। সবকিছু আমি সামাল দিচ্ছি। এখনই আমি কমলা দেবীর কাছে যাচ্ছি।'

সুজন যেতে চাইলে শিব দেবতা তাকে পুনরায় ডেকে বললেন– 'সুজন! আমি তোমার কপালে একটু চুমু খেতে চাই। তুমি অনেক বড় কাজ সম্পাদন করলে।'

সুজন শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'এ তো ভগবানের কৃপা!'

শিব দেবতা সুজনের কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'আসামের ইতিহাস তোমার কীর্তিতে গর্বিত। পরিস্থিতির ঘূর্ণিগতি পাল্টে দিয়েছো তুমি। এখনই আমি কমলা দেবীর কাছে যাচ্ছি।'

www.pathagar.com

শিব দেবতা দ্রুত পায়ে কমলা দেবীর বাসস্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। প্রহরীরা অবনত মস্তকে দেবতাকে অভ্যর্থনা জানালো। শিব দেবতা কমলা দেবী ও দীপক কুমারের কাছে গিয়ে পৌঁছালে উভয়ে চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলো।

শিব দেবতা দীপক কুমারকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'দীপক! তুমি আমাদের সন্তান। দুঃখের কিছু নেই।'

দীপক কুমার কান্নাকণ্ঠে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'দেবতা মহারাজ! আমার পিতাজিকে হত্যা করা হয়েছে। আমার মাথায় তরবারি ঘোরানো হচ্ছে। আমি দুঃখে না থাকলে আর কে দুঃখে থাকবে?'

শিব দেবতা কান্নারত কমলা দেবীর মাথায় হাত রেখে ডাকলেন– 'কমলা বোন!'

কমলা অবাক হয়ে শিব দেবতার দিকে ফিরে বলতে লাগলো– 'দেবতা দাসীকে বোন বলেছেন!'

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে বোন বলেছি।'

শিব দেবতা জবাব দিলে কমলা ফের বললো– 'আমার এই সৌভাগ্যকে আমি পরম পাওয়া মনে করছি।'

শিব দেবতা দীপক কুমারকে নিজ কোলে নিয়ে বললেন– 'তোমরা উভয়ে এই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্যতম সৌভাগ্যবান মানুষ।'

কমলা দেবী ও দীপক উভয়ে শিব দেবতার দিকে আশ্চর্য ভঙ্গিতে তাকালে তিনি বলেন– 'কমলা বোন! রাজা সুভাষ বেঁচে আছেন। আর দীপক কুমারজি! তোমার পিতা বর্তমানে মুসলমানদের বাদশার কাছে অবস্থান করছেন।'

অতঃপর শিব দেবতা তাদের মহারাজার অসৎ পরিকল্পনা এবং সুজনের কীর্তিকাণ্ডের ব্যাপারগুলো অবহিত করেন।

কমলা দেবী শিব দেবতার পায়ে পড়ে গেলে শিব দেবতা তাকে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'এটা অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। সুতরাং, এটাকে গোপন রাখতে হবে। অন্যথায় সুজন এবং তোমাদের ওপর মহারাজা নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়ে দেবে।'

কমলা দেবী খুশিতে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বলতে লাগলো– 'শিব দেবতা মহারাজ! বিশ্বাস হচ্ছে না...! আমরা এতো বড় ভাগ্যবান!'

www.pathagar.com

শিব দেবতা দাঁড়িয়ে বললেন– 'কমলা বোন! তোমরা উভয়ে বাস্তবেই অত্যন্ত ভাগ্যবান। এখন আমি যাচ্ছি। তোমরা উভয়ে নিজেদের শান্ত করে তোলো। মহারাজা তোমাদের তলব করলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম সেনারা এই দুর্গের নাপাক লোকদের মাটির সাথে মিশিয়ে না দেবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এই গোপন ভেদ প্রকাশ করবে না। দীপক! মাত্র কদিনের বিচ্ছেদ। দ্রুতই তুমি তোমার পিতা সুভাষ নিজের বাদশা পিতা এবং চাচা ফিরোজ খানের সান্নিধ্য পেয়ে যাবে...'

কমলা দেবীর চেহারায় খুশির গোলাপ।

শিব দেবতা আরো কিছু কথা বলে চলে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পর কমলা দেবী দীপক কুমারকে গলায় জড়িয়ে ধরে বললো– 'বেটা দীপক! এই বিচিত্র আনন্দ উপভোগ করা তো বেশ দুষ্কর!'

সন্ধ্যায় কমলা দেবী দীপককে নিয়ে মহারাজার প্রাসাদে চলে যায়।

প্রাসাদের ফটকে সুজন তার কাছে এসে মৃদুস্বরে বললো– 'কমলা বোন! মনে হচ্ছে শিব দেবতা তোমাকে সবকিছু বলেছেন।'

কমলা দেবী বললো– 'সুজন! আমি কি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও তোমার এই কৃপার কৃতজ্ঞতা কখনো শোধ করতে পারবে না।'

সুজন বললো– 'আমি কারও ওপর কোনো কৃপা করিনি। কেবল নিজের দায়িত্বটুকুই আদায় করেছি। আমরা সকলে এখন এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। সাবধানে থাকবেন।'

কমলা দেবী মৃদু হেসে বললো– 'সুজন ভাই! আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, কেউই আর এখন আমাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। ভগবান আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দেবতা আছেন আমাদের সাথে। ঈশ্বরের কৃপা রয়েছে আমাদের মাথার ওপর।'

সুজন সামনে গিয়ে মহারাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে বললো– 'মহারাজের ফটকে কমলা দেবী ও দীপক কুমার উপস্থিত।'

মহারাজা বিস্ময় প্রকাশ করে সুজনের দিকে তাকিয়ে বললো– 'না ডাকা সত্ত্বেও তারা কেন এলো?'

মহারাজা মদের পাত্র ঠোঁটে লাগালো।

সুজন বললো– 'উভয়ে ক্ষমার নিবেদন নিয়ে এসেছে।'

মহারাজা সামান্য অপেক্ষার পর কর্কশ স্বরে বললো– 'অনুমতি দেয়া হলো।'

www.pathagar.com

কমলা দেবী ও দীপক কুমার উভয়ে একসাথে মহারাজার সুদৃশ্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো এবং অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো। মহারাজা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো। তার ঠোঁটে বিজয়ের হাসি। নতুন কুমারী তার বাহুতে জড়িয়ে আছে। তার দীঘল কালো রেশমি চুলে থরে থরে ফুল সাজানো। মোটা মোটা গভীর চোখ দুটোয় উদাস আনন্দের চাহনি।

মহারাজা মদের আরেকটি পাত্র হাতে নিয়ে কমলা দেবীকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলো– 'আমি তো তোমাদের ডাকিনি। কেন এসেছো তোমরা?'

কমলা দেবী বিনয়ীকণ্ঠে বললো– 'আমরা একটি আরজি নিয়ে এসেছি। আমাদের ভুল হয়ে গেছে। দয়া করে আমাদের ক্ষমা ভিক্ষা দিন। দাসীর জীবন কৃতজ্ঞ হবে।'

মহারাজা নতুন কুমারীর চুলের বেণি হাত দিয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলতে লাগলো– 'নিজের স্বামীর খুনির দ্বারে এসে আরজি পেশ করতে কী করে তোমার মন সায় দিলো?'

'না, মহারাজ! না!' কমলা দেবী বিড়বিড় করে বলতে লাগলো– 'শোক আমাকে পাগল বানিয়ে ফেলেছিলো। আমার ভুলের জন্য আমি লজ্জিত, দুঃখিত। আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমার আত্মা ভীষণ আহত। এ কথা বলে আমার আঘাত বাড়িয়ে তুলবেন না, মহারাজ!'

মহারাজা মৃদু হেসে বললো– 'তোমার এই প্রতিক্রিয়া আমার খুব ভালো লেগেছে।'

এরপর সে কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বলতে শুরু করলো– 'কমলা দেবী! তুমি একজন রূপসী নারী। কোমল। সুন্দরী মনোহর। তোমার এই সৌন্দর্য আমি মৃত্যুর চিতায় জ্বালাবার ইচ্ছে পোষণ করতে পারি না। তোমার স্বামী ছিলো একজন বিশ্বস্ত বীর সৈনিক। তুমি জানো যে, মৃত্যু একজন সৈনিকের জন্য সম্মান বয়ে আনে। সে দেশের তরে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে গোটা হিন্দু জাতির শির উন্নত করেছে।'

কমলা দেবী বললো– 'এটা মহারাজার সুধারণা। সুভাষের তো এটাই আশা ছিলো। সে আমাকে অনেক সময় বলতো– মহারাজার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করতে ভালোবাসি। কখনো প্রয়োজন হলে আমি তা মহারাজার সকাশে পেশ করবো।'

মহারাজা মদের আরেক চুমুক গিলে বললো– 'আমি আমার বিশ্বস্ত লোকদের সম্মান দিয়ে থাকি। এ হচ্ছে নতুন কুমারী। মঙ্গল সিংয়ের কন্যা।

www.pathagar.com

আমি মঙ্গল সিংয়ের এই মেয়েকে নিজের চোখের তৃপ্তিদায়ী বানিয়ে নিয়েছি। মনের গভীর আসনে ঠাঁই দিয়েছি। তোমাকেও আমি মনের গভীরে ঠাঁই দিতে চাই। এতে করে সুভাষ চন্দ্রের আত্মা শান্তি পাবে।'

কমলা দেবীর আত্মার গভীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। তার ঝুঁকে থাকা কপালে ঘামের ঝিলিক।

সে দীপক কুমারের কাঁধে হাত রেখে কম্পিতকণ্ঠে বলতে থাকে– 'এখনো আমার স্বামীর আরতির ফুল মরেনি।'

মহারাজা মদের মাতালতায় জবাব দেয়– 'ফুল মরে যাওয়া আমার পছন্দ না। আমি আরতির ফুলগুলোকে মরতে দেবো না।'

কমলা দেবী বললো– 'আমি অন্য কিছু বোঝাতে চাচ্ছি, মহারাজ! কটা দিন আমি স্বর্গবাসী পতি দেবতার শোক পালন করতে চাচ্ছি।'

মহারাজা হাঁচি তুলে বললো– 'আমি যেখানে আছি সেখানে তোমাদের দুঃখ প্রকাশ করা শোভা পায় না, কমলাজি!'

কমলা দেবী মহারাজার দিকে তাকায়। তার চোখে পশুত্ব নৃত্য করছে। নতুন কুমারী চোখের ইশারায় তাকে কক্ষ থেকে বেরোবার আহ্বান জানিয়ে মহারাজার হাত ধরে চুমু খেয়ে বললো– 'এখন তাকে যেতে দেয়া হোক, মহারাজ! তাকে বেশ ভীত মনে হচ্ছে।'

মহারাজা অগ্নিদৃষ্টিতে কমলার দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি যেতে পারো। তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।'

কমলা দেবী ও দীপক কুমার যেতে চাইলে মহারাজা বললো– 'মাতা মহারানিকে অবশ্যই দর্শন দিয়ে আসবে। নইলে তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন না।'

কমলা দেবী ও দীপক কুমার বেরিয়ে গেলো। বাইরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মশালের আলো জ্বলছে। সুজন কমলা দেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে আস্তে করে বললো– 'কমলা বোন! আপনাকে ভয় পেলে চলবে না। ধৈর্য ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবেন। আমি আপনার সাথে আছি। ছায়ার মতো আমি কখনো আপনার থেকে পৃথক হবো না।'

কমলা দেবী বললো– 'অন্ধকারেও আমার সাথে থাকবে?'

'কমলা দেবীজি! অন্ধকারে আমি আপনার আরো অধিক নিকটে অবস্থান করবো। এখন আপনি ঘণ্টাখানেক সময়ের ভেতর মাতা মহারানির কাছে চলে যাবেন।'

পরামর্শমতো উভয়ে মাতা মহারানির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসে।

www.pathagar.com

নাগ-মঞ্জুরী

অসংখ্য ফানুস আর মশালের দিগন্তবিস্তৃত তীব্র আলো দূরের প্রান্তরে ঝিকিমিকি করছে। নিলম কুমার দুর্গের প্রাচীরের সুউচ্চ ছাদে দাঁড়িয়ে মনোমুগ্ধকর এই দৃশ্য দেখে যাচ্ছে। তার আশপাশে আসাম সেনাদের বড় বড় নেতারা দাঁড়িয়ে আছে। হাতির চিৎকার, সৈনিকদের স্লোগান ও ঘোড়ার হ্রেষাতে গোটা এলাকা কাঁপছে।

একজন নেতা বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! মনে হচ্ছে এরা খণ্ডরায়ের সৈনিক। খণ্ডরায় অগ্রগামী বহর হিসেবে হয়তো এদিকেই আসছে।'

নিলম কুমার বললো– 'ঠিকই বলছো তুমি। গত রাতে সুভাষ চন্দ্রের বাহিনীর দশ হাজার সেনা রায়জির সেনাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিলো। খণ্ডরায় প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে।'

এরপর সে একজন নেতার দিকে তাকিয়ে বললো– 'রাজেশ সিং, এখনই সেনাপতিজিকে জাগিয়ে বর্তমান সুরতহাল সম্পর্কে অবহিত করো। আমার মতে তির নিক্ষেপ শুরু করে দেয়া দরকার। প্রতিরোধমূলক লড়াইয়ের শুরুতে খণ্ডরায়ের আক্রমণ ঠেকানো গেলে আমাদের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে।'

রাজেশ সিং সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে যায় সে। নিলম কুমার উচ্চস্বরে নির্দেশের সুরে বলতে থাকে– 'সবগুলো কামানে পাথর ভরে রাখা হোক। আক্রমণের প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন করে নাও। শত্রুদের আক্রমণের পরিকল্পনা রাতের অন্ধকারে নিষ্ফল করে দিতে হবে।'

সৈনিকদের হাতে নড়াচড়া শুরু হয়ে যায়।

কামানের পর নিলম কুমার আরেকটি নির্দেশ জারি করে বলে– 'সকল তিরন্দাজ আগুনের তির বর্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। হতে পারে খণ্ডরায়ের সৈনিকেরা পর্বতে আরোহণের ধৃষ্টতা দেখাবে।'

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পর সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে পৌঁছালে নিলম কুমার বলে– 'সেনাপতিজি! আশঙ্কার তো তেমন কোনো কারণ নেই, তারপরও আমি মনে করি সব দিক দিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করা হলে উত্তম ফল পাওয়া যাবে। এই বহর খণ্ডরায়ের আসাম সেনার দল। এরা দুর্গের পুরনো বাসিন্দা। পর্বতে ওঠানামায় বেশ দক্ষ। যথাসময়ে সাপকে তাদের গর্তে পাঠিয়ে দিলে ভালো হবে। আমি আক্রমণের জন্য নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। কামানে গোলা ভরে রাখা হয়েছে। তিরন্দাজরা আগুনের তির নিক্ষেপের জন্য ওপরে চড়েছে। ওরা তোমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। শেষ নির্দেশ দেবে তুমি।'

ঘনশ্যাম বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! তুমি ঠিকই বলছো। খণ্ডরায় মুসলিম সেনাদের চেয়ে মারাত্মক। মুসলমান বাদশাকে অত্যন্ত বিচক্ষণ, সুযোগসন্ধানী মনে হচ্ছে। সে খুব চালাকি করে অপদার্থ খণ্ডরায়ের ত্যাগের পরীক্ষা নেয়ার জন্য আগে আগে পাঠিয়েছে। আমরা তার ত্যাগ খোলা মনে গ্রহণ করবো।'

এরপর সে চিৎকার করে বললো– 'ভারী পাথর আর মৃত্যুর ফেরিওয়ালা জ্বলন্ত তিরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হোক!'

বিশাল বিশাল পাথরখণ্ড বিকট আওয়াজে দূর প্রান্তরে পড়তে শুরু করেছে। অন্ধকার বিরানভূমিতে জ্বলন্ত তির বৃষ্টির মতো বর্ষিত হচ্ছে। এতে করে রাতের শেষ প্রহরের পরিবেশ এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করছে। প্রাচীরের ওপর দৌড়াদৌড়ি করতে থাকা সৈনিকেরা স্লোগান দিতে দিতে উচ্ছ্বাসভরা চেতনার জানান দিয়ে যাচ্ছে। দূর প্রান্তরঘেঁষা গিরিখাদ থেকে স্লোগানের জবাবে পাল্টা স্লোগান এবং অট্টহাসির অদ্ভুত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। খণ্ডরায় ও রমা রায় বেশ অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তারা তাদের বাহিনীকে এমন পথ দিয়ে নিয়ে আসছে, যা দুর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত কামান ও তির থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত। পথটি বনের প্রান্ত ঘেঁষে সর্পিল এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। খণ্ডরায়ের আক্রমণের কৌশল ছিলো বড়ই পরিকল্পিত ও প্রভাবপ্লাবী। আরেক প্রান্তে নিলম কুমারও ঘনশ্যাম ঠাকুরকে সব দিক থেকে সরিয়ে এদিকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে, যাতে করে অযথা গোলা ও তির শেষ হয়ে যায় এবং যুদ্ধাস্ত্রে সংকট দেখা দেয়। সেনাপতি চিৎকার করে করে নিজের সৈনিকদের মনোবল বাড়িয়ে প্রাচীরের পূর্ব প্রান্তে দৌড়াচ্ছে।

সে বলে যাচ্ছে– 'আসামের বীরেরা! শত্রুদের পাথরের আঘাতে নিঃশেষ করে দাও! ভোর হতে হতে ওদের আওয়াজ যাতে চিরতরে নিভে

www.pathagar.com

যায়– যা এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। আসামের স্বাধীনতা আসামের নিরাপত্তা এবং আসামের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে! আমরা এই যুদ্ধকে বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চাই। আমরা আমাদের দেশ, ধর্ম ও দেবতাদের শত্রুদের সাগরে চুবিয়ে এক বিশাল হিন্দু রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করতে চাই।'

নিলম কুমার অন্ধকারে মুচকি হাসছে। যুদ্ধের ধামাকা আর গগনচুম্বী স্লোগানের ধ্বনিতে ঘুমন্ত প্রাণীরা জেগে জেগে উঠছে। চারদিকে চিৎকার শোরগোল। লোকজন একে অন্যকে বলে যাচ্ছে– মুসলিম সেনারা দুর্গে আক্রমণ করেছে। মহারাজা ও মাতা মহারানি নিজ নিজ শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে প্রাচীরের দিকে দৌড়ছেন।

প্রাচীরে পৌঁছে মহারাজা সেনাপতিকে উদ্দেশ করে বললো– 'তোমার ধারণামতে এ পর্যন্ত শত্রুদের কতোজন সৈনিক মারা যেতে পারে? আক্রমণ শুরু করেছো কতোক্ষণ হলো? আমাকে কেন খবর দাওনি?'

সেনাপতি বললো– 'মহারাজ! যদি আশঙ্কাজনক কোনো ব্যাপার হতো, তাহলে নিশ্চয় আপনাকে আমি জানাতাম। এটা তো খণ্ডরায়ের বোকামিসুলভ ধৃষ্টতা! মুসলিম বাদশা এই বেকুবকে কোরবানির দুম্বা বানিয়েছে।'

***

'আমি তোমার ইশারার অপেক্ষায় আছি। তুমি ইশারা করলেই আমরা সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বো। তুমি ইসলামের এক মহান কান্ডারি। তোমাকে নিয়ে আমরা গর্বিত। তুমি নিশ্চয় আল্লাহর একজন ওলি। পরম রহস্যের অগণিত জালে তোমার বিস্তার। প্রকৃতির এক বর্ণিল ক্যারিশমা আমরা তোমার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা পদে পদে তোমাকে সফলতা ও বিজয় দান করবেন। তুমি এই দেশের লাখো অসহায় বনি আদমের মুক্তির দূত। এই বিজয়ের তাজ পরানো হবে তোমার মাথায়।

–দোয়াপ্রার্থী, আলি কুলি খান'

শিব দেবতা আধবোঝা চোখে চিঠিতে চুমু খেয়ে জামার ভেতর লুকিয়ে ফেললেন। এরপর দ্রুত মন্দির থেকে বেরোলেন। একাকী তাঁর শরীরজুড়ে বিদ্যুৎ খেলা করতে লাগলো। সোজা তিনি চলে গেলেন নির্মলা ও

www.pathagar.com

সাপুড়েদের কাছে। গিয়ে তাদের বললেন– 'এখন সময় এসে গেছে– দীর্ঘকাল যার অপেক্ষা করা হচ্ছিলো। সুড়ঙ্গের ঢাকনা খুলে দেয়া হোক, যাতে করে ভেতরের বাতাস বেরিয়ে যেতে পারে। আগামীকালের মধ্যে এই সুড়ঙ্গকে ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করতে হবে। আর বেশি সময় আমরা অন্যায়-অবিচার সহ্য করতে পারি না।'

সাপুড়েরা সামনে অগ্রসর হয়ে চরকা ঘোরাতে শুরু করলো। এটা দিয়ে সুড়ঙ্গে পড়ে থাকা ভারী পাথর ও ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুড়ঙ্গপথ ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। শিব দেবতা সুড়ঙ্গের ভেতরের অংশ দেখে মৃদু হেসে বললেন– 'এখন তোমরা সব বীর মিলে আগের চেয়ে আরো বেশি সতর্কতার সাথে এই জায়গাকে নিরাপদে রাখতে হবে।'

মধুমতি এগিয়ে এসে হাত জোড় করে বললো– 'দেবতা মহারাজ! ঘরহারা সেই কয়েদির কী অবস্থা? দুঃখ-যন্ত্রণার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সে মারা যায়নি তো!'

শিব দেবতা বললেন– 'আমি তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। সে প্রাচীরের মতো দৃঢ় অবস্থানে আছে।'

মধুমতি দুঃখভরা মন নিয়ে বলতে লাগলো– 'আমার অপারগতা সম্পর্কে তাকে ভালো করে অবহিত করবেন।'

শিব দেবতা মধুমতির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'মধুমতি! আমরা সকলেই একে অন্যের অপারগতার আর অসহায়ত্বের বিষয়ে ভালোভাবেই অবগত। অল্প দিনের মধ্যেই এই অপারগতা আর একের থেকে অন্যের দূরত্ব চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। এরপর আমাদের সবাইকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে স্বাধীনচিত্তে গান গাইতে দেখা যাবে।'

মধুমতি কাঁদতে থাকলে শিব দেবতা তাকে বলেন– 'কুমারী! কাঁদছো কেন তুমি? তোমাকে পেরেশান দেখলে আমি ভীষণ দুঃখ পাই।'

'না, দেবতা! না! আপনি দুঃখ পাবেন না। এটা তো আনন্দের অশ্রু। আমার ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে যখন আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত হই, আনমনেই তখন আমার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। হয়তো এটা আমার প্রকৃতি।'

শিব দেবতা মৃদু হেসে নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'নির্মলা! তোমার ভালোবাসা ও নৈকট্যের ওপর আমি চিরদিন গর্ব করবো। তুমি হচ্ছো প্রকৃতির সৌন্দর্য। পবিত্রতার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।'

www.pathagar.com

নির্মলা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'এসব সৌন্দর্য ও গুণাবলি তো দেবতার দেয়া উপহার। আমি তো কিছুই নই!'

শিব দেবতা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা রামু বাবাকে উদ্দেশ করে তিনি বলতে লাগলেন– 'এখন সর্বাত্মক সতর্কতা প্রয়োজন। সাপগুলো ছেড়ে দেয়া হোক।'

রামু বাবা হাত জোড় করে বললেন– 'যতোক্ষণ বেঁচে আছি, কিছুতেই কাউকে এই প্রাসাদের দিকে পা বাড়াতে দেবো না। সব কটি সাপই মারাত্মক বিষাক্ত ও বেপরোয়া। যে-ই এখানে আসতে চাইবে নিমেষেই তার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়া হবে।'

শিব দেবতা মৃদু হেসে বললেন– 'আমি তোমার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। তুমি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও পারদর্শী। এই ভূখণ্ডের ইতিহাস তোমার বীরত্বে গর্ববোধ করবে। তুমি নিজের বিচিত্র প্রত্যয় আর অদ্ভুত কলাকৌশলের মাধ্যমে এক অনন্য ইতিহাস লিখে চলেছো।'

শিব দেবতা সামনে এগিয়ে গেলে রামু বাবা সব সাপুড়েকে ডেকে বললেন– 'পুঁটলি থেকে সব সাপ বের করে ছেড়ে দেয়া হোক। উচ্চস্বরে বীণা বাজাতে থাকো। গোটা এলাকার পরিবেশ চরম রহস্যময় ভয়ংকর করে তোলো! সর্পশিল্পের সব কলা প্রয়োগ করতে থাকো, যাতে কোনো মানবসন্তান এদিকে আসার দুঃসাহস দেখাতে না পারে।'

মুহূর্তেই সাপুড়েরা বিশালাকায় ভয়ংকর সাপ পুঁটলি থেকে বের করে ছেড়ে দেয় এবং নিজেরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে এক বিচিত্র ভঙ্গিতে বীণা বাজাতে আরম্ভ করে। নেচেকুঁদে তাদের একাকার অবস্থা। এদিক দিয়ে আসা লোকজন সাপের ভয়ংকর ফণার শোঁ শোঁ শব্দে দূর-দূরান্তে দিচ্ছে ভোঁ-দৌড়।

রামু বাবা চিৎকার করে করে বলে যাচ্ছে– 'এদিকে কেউ আসবে না। আজকের দিন সাপের উত্তেজনার দিন। সাপেরা এখন ক্রোধান্ধ আছে।'

দেবমালার দীক্ষামতে সাপদের দেবতা হিসেবে মান্য করা হয়। হিন্দুরা সাপের পূজা করে। সাপের আছে বিষ, কাজেই সাপে ভয় আছে, সাপ নিয়ে কিংবদন্তিও রয়েছে অসংখ্য। আর সাপ নিয়ে 'মনসা মেলা' বাংলা-আসামের গ্রামে-গঞ্জে তো অঢেল। নাগপঞ্চমীতে মনসাপূজার রেওয়াজ আছে গোটা ভারতে। অনন্ত নাগ, বাসুকি নাগ, শঙ্খ নাগ, পদ্ম নাগ এমন সব কতো কতো লায়েক সর্পদেব-দেবীর পূজা করা হয় এ দিন! গ্রীষ্মের প্রখরতা যতো

www.pathagar.com

বাড়ে, সাপের বিষও ততো বাড়ে। বর্ষায় সাপ বেশি বের হয় বলেই এ সময় হয়ে থাকে নাগপূজা। এ সময়ে ভক্ত-যাত্রীরা দুধ, মধু, পানি ইত্যাদি ঢেলে সেগুলোর সামনে হাত জোড় করে পূজা করতে থাকে।

সাধকেরা মনে করে– নাগ হলো দেহস্থ কুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীক, যার উপাসনায় জীব আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষে বিরাজমান ব্রহ্মের সাথে মিলিত হতে পারে। তারা আরও মনে করে– নাগ হলো ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দেবতা। তাছাড়া নাগ-ভীতি থেকে বাঁচার জন্যও তার পূজা হয়ে থাকে। যা-ই হোক, সাপুড়েরা সাপের মাধ্যমে সুড়ঙ্গে অবস্থিত কক্ষটির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে ইতোমধ্যে।

সন্ধ্যার আকাশ তীব্র গতিতে অন্ধকার রাতের কোলে হারিয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে মশাল। আকাশে তারাদের মেলা বসেছে। শিব দেবতা লম্বা লম্বা পা ফেলে মহারাজার প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাঁধে জড়ানো চাদরের একাংশ মাটিতে পড়ে আছে। তিনি অনেক পথচারীকে ডিঙিয়ে মহারাজার সুদৃশ্য শয়নকক্ষে গিয়ে পৌঁছালেন। সামনেই তিনি দেখতে পেলেন– নতুন কুমারী আসছে। সে সুরমারঙা পোশাক পরে খুব সুন্দরভাবে সেজে আছে। শিব দেবতা তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। নতুন দ্রুত পা ফেলে শিব দেবতার সামনে চলে এলো এবং শিব দেবতার পায়ে নুয়ে পড়লো।

শিব দেবতা জিজ্ঞেস করলেন– 'কেমন আছো, নতুন!'

নতুন মাথা উঠিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিব দেবতার দিকে তাকালো। তার আধবোঝা চোখে তন্দ্রার ছাপ। হাত জোড় করে সে বলতে লাগলো– 'দেবতার কৃপা...।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে সে চুপ হয়ে যায়।

শিব দেবতা বললেন– 'নতুন! এতো গভীর নীরবতা ভালো লক্ষণ নয়।'

নতুন এক চিলতে উদ্বেগের হাসি হেসে বললো– 'চুপ থাকার এবং অন্যায় সহ্য করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, দেবতা!'

শিব দেবতা এক কদম এগিয়ে বললেন– 'তোমার এই নীরবতা উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গের মতো একদিন জাগবেই! মানবতার শত্রুদের বিদায়বেলা অতি সন্নিকটে। অচিরেই শেষ হয়ে যাবে দুঃখ-দুর্দশার কালো রাত।'

***

www.pathagar.com

মহারাজার কাছে সেনাদের বড় বড় সব নেতা বসে আছে। ফিরোজ খানের পক্ষ থেকে রাজকুমারীকে ফেরত দেয়ার খবর মহারাজার কানে এলে সে জরুরি দরবার ডাকে। আসলে এ সংবাদটি ছিলো ভুয়া। কিন্তু মহারাজা এটাকে সত্য ভেবে নিয়েছিলো। এ লক্ষ্যে মুসলিম ক্যাম্পে সে দূত পাঠাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। শিব দেবতা কক্ষে প্রবেশ করলে মহারাজা দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললো– 'দেবতা মহারাজের দৃষ্টিতে কোন ধরনের লোক এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত?'

জবাবে শিব দেবতা বললেন– 'মহারাজাজি! এ ব্যাপারে গভীর চিন্ত াভাবনা করা দরকার। তোমার জানা থাকার কথা যে, ওখানে খণ্ডরায় উপস্থিত। সুতরাং, ওখানে এমন লোক পাঠানো দরকার– যাকে খণ্ডরায় চেনে না।'

মহারাজাসহ উপস্থিত সকলে অবাক দৃষ্টিতে শিব দেবতার দিকে তাকিয়ে আছে।

মহারাজা মৃদু হেসে বললো– 'দেবতা না থাকলে আমি উপযুক্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না। আমার তো খেয়ালও ছিলো না যে, ওখানে খণ্ডরায় উপস্থিত আছে।'

শিব দেবতা বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন– 'আমি কারও ওপর কোনো ধরনের কৃপা করছি না। আমার ভক্ত পূজারি এবং আমার ওপর আশা পোষণকারীদের সমস্যা দূর করাই আমার দায়িত্ব। যতোক্ষণ প্রয়োজন আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাবো। চারজন সাপুড়ে প্রস্তুত আছে।'

এরপর তিনি ঘনশ্যাম ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'ভোর নাগাদ যতো লোক তাদের সাথে পাঠাতে চাও, তাদের প্রস্তুত করে নাও। আমি মনে করি, ভোর হওয়ার পূর্বেই বহরটিকে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। জানা থাকা দরকার যে, সাপুড়েদের সাথে সাধু স্বামী এবং বীণাবাদকেরাও থাকে।'

ঘনশ্যাম কিছু ভাবতে গিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজাজি! আমার মতে– মন্দিরের এক-দুজন পণ্ডিত পাঠাতে পারলে ভালো হয়। কেননা মন্দিরের পুরোহিত পূজারিরা এ ব্যাপারে অধিক দক্ষ হয়ে থাকবেন। অন্যরা মাঝেমধ্যে ভুল করে ফেলতে পারে।'

মহারাজা শিব দেবতার দিকে তাকালে শিব দেবতা মৃদু হেসে বললেন– 'মনে হচ্ছে সেনাপতিজির বিচক্ষণতা কাজে আসবে। তার চিন্তা সঠিক মনে হচ্ছে।'

www.pathagar.com

এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন– 'আমি মন্দিরে গিয়ে দু-তিনজন স্বামী প্রস্তুত করছি। রাতের শেষ প্রহরে আমাদের লোক দুর্গের ফটকে পৌঁছে যাবে।'

নিলম কুমার হাত জোড় করে বললো– 'আমি রাতের শেষ প্রহরে ফটক খুলে দেয়ার জন্য নিজেই উপস্থিত হবো।'

শিব দেবতা চলে যেতে চাইলে মহারাজাসহ সকলে পর্যায়ক্রমের তাঁর চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করে। শিব দেবতা ও প্রধানমন্ত্রী চলে যান।

মহারাজা সামনে বসে থাকা কোমল সুন্দরীর হাত থেকে মদের পাত্র নিয়ে মৃদু হেসে বলতে লাগলো– 'আমি বড়ই ভাগ্যবান। একজন মহান দেবতা আমাদের রক্ষার জন্য সব সময় খেটে যাচ্ছেন। আমার পেরেশানিকে নিজের পেরেশানি মনে করে তিনি আমাকে ভারমুক্ত করছেন। আমি ওই সময়টির জন্য অধীর অপেক্ষায় আছি, যখন রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের মস্তক আমার তরবারির নিচে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে।'

মহারাজা মদের পাত্র থেকে দীর্ঘ আরেকটি চুমুক গলাধঃকরণ করে হেঁচকি তুলে বলতে লাগলো– 'যখন চন্দ্রকান্তের শরীর থেকে রক্তের শেষ বিন্দু ঝরে যাবে, তখন আমার ললাটের সব অশুভ ঘনঘটা দূরীভূত হয়ে পূর্ণিমার আলোর মতো চিকচিক করতে থাকবে। উদ্বেগের কালো ছায়া চিরদিনের জন্য ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর হাত জোড় করে বলে– 'আমি নিশ্চিত– নিজের সুদর্শন যুবক ছেলেকে বাঁচাতে মুসলিম সরদার ফিরোজ খান চরমপন্থার আশ্রয় নেবেই।'

মহারাজা অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'ঠিকই বলেছো তুমি, সেনাপতিজি! আমরা আমাদের পরিকল্পনা দ্বারা তার চিন্তা-চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছি। জীবন-মরণের এক জটিল সমীকরণ সৃষ্টি করেছি তার হৃদয়রাজ্যে। চন্দ্রকান্তের জন্য সে তার ছেলের মৃত্যুকে কিছুতেই বরদাশত করবে না। সে তাদের বাদশার বিরুদ্ধে অবশ্যই বিদ্রোহ করবে।'

মহারাজা এক ভয়ংকর অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'সে যদি এমনটি না করে, তাহলে তা হবে তার বিশাল অজ্ঞতা। তখন আমি আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাশিমকে কামানে বসিয়ে গভীর অন্ধকার প্রান্তরে ছুড়ে মারবো।'

এমন সময়ে সুজন ভেতরে এসে অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বললো– 'মাতা মহারানি আগমন করছেন।'

www.pathagar.com

মহারাজা এবং অন্য লোকজন দাঁড়িয়ে যায়। মাতা মহারানি বেশ জাঁকজমকের সাথে কক্ষে প্রবেশ করে। তার মাথায় সোনার তাজ। যেখানে খাপে খাপে মুক্তার সুদৃশ্য দানা। মহারাজা অগ্রসর হয়ে তাঁর চরণ ছুঁয়ে হাত জোড় করে বললো– 'মাতাজি! আমাকে ডাকলেই তো হতো...!'

মাতা মহারানি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন– 'নিজের মহারাজা সন্তানের কাছে আসতে আমার কোনো সংকোচ নেই। মাতৃত্বের এক ঐশী টান আমি এতে অনুভব করে থাকি।'

মাতা মহারানি সোনালি একটি মসনদে বসে বলতে লাগলেন– 'মহারাজার তো জানা আছে যে, আমি কমলা দেবীকে দর্শনে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে এখনো পর্যন্ত আসেনি। মনে হচ্ছে– তার মন-মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন এসে গেছে। হয়তো সে এখনো নিজেকে মাঢ়ির রানি মনে করছে।'

মহারাজা সুনীলের দিকে তাকিয়ে ক্রোধভরা কণ্ঠে বলে উঠলো– 'সুনীল! তুমি তো আমার অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারোনি! আমি তো তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, কমলা দেবীকে মাতা মহারানির পায়ে ফেলে আসবে। এ ব্যাপারে তুমি কী ভূমিকা নিলে?'

সুনীল মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'সৌম্য করুন, মহারাজ! বিশাল এক অপারগতা আমার এই দায়িত্ব পালনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।'

'অপারগতা!' মাতা মহারানি রাগতস্বরে বললেন– 'মহারাজার নির্দেশের পর জগতের এমন কোন শক্তি আছে, যা তোমাকে বাধা দিতে পারে! অপারগতা এটা নয় তো যে, কমলা আত্মীয় হিসেবে তোমার বোন!'

'না!' সুনীল কাঁপাকণ্ঠে বলে উঠলো– 'রাজকীয় ব্যাপার-স্যাপারে আত্মীয়তা কোনো বাধা হতে পারে না। রাজত্বের খাতিরে সুউচ্চ পর্বত কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল গতি কোনো ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।'

মহারাজা তরবারি হাতের মুঠোয় নিয়ে বললো– 'তাহলে অল্প শব্দে তোমার অপারগতার ব্যাখ্যা দাও। তুমি তো আমার জাত্যাভিমান সম্পর্কে সম্যক অবগত।'

সুনীল কাঁপাকণ্ঠে বললো– 'না, মহারাজ! পরীক্ষার যেকোনো দুর্গম পথ পাড়ি দিতে আমি প্রস্তুত। শিব দেবতার ধমক আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিব দেবতার শক্তি আমাকে ভীত করে রেখেছিলো। তিনি কমলাকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। লোচন আমার সাক্ষী। তার উপস্থিতিতে

www.pathagar.com

শিব দেবতা কমলা দেবীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলো– কমলা তুমি চিন্তা করো না। আমি তোমার শত্রুদের ধ্বংস করে ছাড়বো। শিব দেবতা আমাকে বলেছিলো– তুমি তার জঘন্য দুশমন। মহারাজা যদি এই নিপীড়িতের কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন করতে চায়, তাহলে আমি আগুন লাগিয়ে দেবো। মহারাজ! আমাকে সৌম্য করা হোক। আমি শিব দেবতার শক্তিকে কিছুতেই মোকাবেলা করতে পারবো না। একজন দেবতার মোকাবেলায় আমি অত্যন্ত দুর্বল।'

লোচন দাঁড়িয়ে বললো– 'মহারাজ! সুনীল সঠিক বলেছে। শিব দেবতা খুবই উত্তেজিতভাবে কমলা দেবীর কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কমলা শিব দেবতাকে নিজের সমব্যথী বানিয়ে নিয়েছে।'

মহারানি মহারাজার দিকে তাকিয়ে বললো– 'কৃষ্ণজি! তুমি বুঝছো তো! কমলা আমার কাছ থেকে শিব দেবতাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। আমি কিছুতেই তা হতে দেবো না। শিব দেবতা আমার। আমি আমার মালিকানায় কাউকে অংশীদার হতে দিতে পারি না।'

মহারাজ কিছু ভেবে নিয়ে দাঁড়িয়ে বললো– 'আমি কমলার কাহিনি শেষ করে দেবো। আমি জানি– সে সুন্দরী। আর সুন্দরীদের সাথে প্রেম করা দেবতাদের পুরনো দুর্বলতা। কমলাকে শিব দেবতার এই দুর্বলতা দ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ দেয়া হবে না।'

সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'মাতা মহারানির পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। কমলা হচ্ছে পাগলি। সে তার অবস্থান সম্পর্কে অবগত নয়। আমি এখনই গিয়ে তার ভুল ভেঙে আসবো।'

মাতা মহারানি শঙ্কিত ভঙ্গিতে বললেন– 'কিন্তু আমি শিব দেবতার অসন্তুষ্টি সহ্য করতে পারবো না। আমি চাই– এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করা হোক, যাতে শিব দেবতা কিছু জানতে না পারেন।'

সুনীল বললো– 'আমার মনে এমন কিছু পন্থা ঘুরপাক খাচ্ছে। কমলাকে অত্যন্ত গোপনে সাধারণ দৃশ্য থেকে সরিয়ে ফেলা যেতে পারে।'

মহারাজা বললো– 'তোমাকে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ দেয়া হলো।'

সুনীল পৃথ্বীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'পৃথ্বীজি! তুমি কিছু বলছো না কেন?'

www.pathagar.com

মাতা মহারানি ও মহারাজা অবাক দৃষ্টিতে পৃথ্বীর দিকে তাকায়। পৃথ্বী সুনীলের কূটচাল ধরতে পারে।

পৃথ্বী হাত জোড় করে বলতে থাকে– 'আমি মনে করি– কমলা দেবীকে যদি এতো তাড়াতাড়ি সাধারণদের দৃষ্টি হতে সরিয়ে দেয়া হয়, তবে তা ভালো ফল বয়ে আনবে না। শিব দেবতা তাতে অসন্তুষ্ট হবেন। আমার জানামতে– দেবতারা নিজ শক্তি দ্বারা মানুষের মনের খবরাখবর সম্পর্কে অবগত থাকেন। একটি স্পর্শকাতর পরিস্থিতি আমরা অতিক্রম করছি। আসামের ইতিহাস এক মর্মন্তুদ সময় পার করছে। সুতরাং, এ অবস্থায় শিব দেবতাকে অসন্তুষ্ট করা এই সংকটকে আরো ত্বরান্বিত করে তুলতে পারে। শিব দেবতা যদি কমলা দেবীর মাথায় সহায়তার হাত রেখে থাকেন, তাহলে জগতের কোনো শক্তি তাকে...'

মহারাজা অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার ছুড়লো– 'পৃথ্বী! তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছো! কার সাথে কথা বলছো আর কী বকাবকি করছো, জানো কি?'

পৃথ্বী হাত জোড় করে বললো– 'আমি আমার মনের কথাটুকুই বলছি। কমলার পক্ষ নিয়ে কোনো কথা বলছি না। আমি মহারাজার একজন বিশ্বস্ত প্রাণোৎসর্গকারী সৈনিক। আমি সত্যি বলছি, যদি...'

মহারাজা পৃথ্বীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– 'সম্ভবত তুমি ঠিকই বলছো। শিব দেবতা আমাদের জন্য আকাশস্বরূপ। আমরা আমাদের ভাগ্যের আকাশকে নিরাশার ঘনঘটায় অন্ধকার দেখতে চাই না। কমলার ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আমাদের উচিত শিব দেবতার শক্তি সম্পর্কে গভীর বিবেচনা করা। তুমি শান্ত হয়ে যাও, পৃথ্বীজি! তোমার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আমার পূর্ণ আস্থা আছে।'

মাতা মহারানি মৃদু হেসে বললেন– 'সে সব কথা এখন রাখো। নিজ থেকেই কমলা নিজের পরিণতি জেনে নিতে পারবে।'

রাতের সফর অব্যাহত আছে। শিব দেবতা ও নির্মলা অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে পশুর আখড়ার দিকে এগোচ্ছেন। পশুর আখড়াটি দুর্গের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। আখড়ার চারদিকে উঁচু উঁচু প্রাচীর। একটি দরজা আছে ওখানে। দরজার ওপর ভয়ংকর হিংস্র আকৃতির কয়েকজন লোক বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঘ, সিংহ এবং অন্যান্য হিংস্র পশুর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

শিব দেবতা ওই প্রাচীরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি গাছের আড়াল থেকে বললেন– 'নির্মলা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

www.pathagar.com

প্রহরীরা যদি আমাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়, তাহলে আমি তাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবো না।'

'ঠিক আছে।' নির্মলা বললো– 'আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।'

শিব দেবতা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে দরজার দিকে এগোলেন। একজন প্রহরী তার লম্বা বর্শা সোজা করে তাঁর দিকে তাক করে বোবাকণ্ঠে চিৎকার করতে আরম্ভ করলো। আরেক প্রহরীও তার পেছনে পেছনে শিব দেবতার দিকে দৌড় দিলো। শিব দেবতা আকাশের দিকে তাকিয়ে আঙুল উঠিয়ে বললেন– 'আমি দেবতা! আমাকে বাধা দেবার দুঃসাহস দেখাবে না। নইলে নিজেরাই শেষ হয়ে যাবে!'

এক প্রহরী বর্শা দোলাতে দোলাতে নিজের মাথা নাড়িয়ে অস্বীকার করলে শিব দেবতা পেছনে মোড় নিয়ে নির্মলাকে ডাক দিয়ে বললো– 'নির্মলা! চলে এসো! মনে হচ্ছে, এই কূপমণ্ডূকদের জীবনের ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। আমি তো তাদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম।'

নির্মলা সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তার হাতে দুই ডজন সাপ। প্রহরীদের কাছে পৌঁছে সে সাপগুলো মাটির ওপর ছেড়ে দেয়। সাথে সাথে সাপগুলো ফণা তুলে প্রহরীদের মুহুর্মুহু দংশন করতে আরম্ভ করে। ওরা নিজেদের সামলাবারও অবকাশ পায়নি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিষাক্ত সাপের দংশনে প্রহরীদের জীবন সাঙ্গ হয়ে যায়। লাশগুলো মাটিতে পড়ে আছে। সাপগুলো ফণা তুলে আছে। নির্মলা সাপগুলো তুলে হাতে বাঁধলো। উভয়ে দ্রুত পায়ে পশুদের বন্দীখানায় প্রবেশ করলো। ইতোপূর্বে শিব দেবতা একটি বর্শা হাতে নিয়ে রেখেছেন। পশুর খোঁয়াড় থেকে দুর্গন্ধ ধেয়ে আসছে। নির্মলা আর শিব দেবতা লম্বা এক পথ অতিক্রম করে চলেছেন। রাস্তার উভয় প্রান্তে সামান্য দূরত্বে দূরত্বে মশাল জ্বলছে। সড়কটিকে একটি গভীর গর্তের মতো করে তৈরি করা হয়েছে।

শিব দেবতা নির্মলার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'তুমি ভয় পাচ্ছো না তো, নির্মলা!'

'না!' নির্মলা জবাব দিলো– 'দেবতা কাছে থাকতে ভয়ের কোনো প্রকার কল্পনাও আমি করতে পারি না। আপনাকে আমি কয়েকবার বলেছি যে, আমি আপনার ছায়া।'

শিব দেবতা মৃদু হাসলেন। একটি মোড় ফিরতে নির্মলা একটি দরজার দিকে ইশারা করে বললো– 'আমার মনে হয় এই গোপন কক্ষের দরজা।'

www.pathagar.com

শিব দেবতা কয়েক পা পেছনে সরে এসে জ্বলন্ত একটি মশাল হাতে নিয়ে দরজার ভেতর প্রবেশ করে বলতে লাগলেন– 'তুমি সঠিক ধারণা করেছো। এই সিঁড়ি দিয়ে গোপন কক্ষে যাওয়া যেতে পারে।'

আনুমানিক বিশটি সিঁড়ি নামার পর শিব দেবতা ও নির্মলা নির্জন কক্ষে পৌঁছে যায়। কক্ষটির সীমানায় একটি মশাল জ্বলছে।

শিব দেবতা বললেন– 'হাশিম! তুমি কোথায়? নির্মলা আর আমি এসেছি।'

'আমি এখানে আছি।'

হাশিম কুঠরির খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শিব দেবতার হাতে মশাল। তিনি হাশিমের দিকে তাকিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন– 'হাশিম! তোমার কাছে আমি বেশ লজ্জিত। আমি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তোমাকে এই দুঃখ-দুর্দশা সইতে হলো।'

হাশিম খুঁটি থেকে হাত বের করে শিব দেবতার কাঁধে রেখে বললো– 'আমি দুঃখী নই। এখানে আমি খুবই শান্তিতে রয়েছি। আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমার সাথিদের কী অবস্থা, জানাও।'

শিব দেবতা বললেন– 'আমরা সবাই ভালো আছি এবং তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

নির্মলা দরজার কড়ায় ঝুলে থাকা তালার দিকে তাকিয়ে বলে– 'মনে হয় তালাটি ভাঙা ছাড়া হাশিমকে বের করা যাবে না।'

শিব দেবতা সিঁড়ি থেকে পাথর এনে তালা ভাঙতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তালা ভেঙে পড়ে যায়। নির্মলা দরজা খুলে হাশিমকে বাইরে নিয়ে আসে। এরপর তিনজন মিলে দ্রুত পায়ে বাইরে হাঁটতে থাকে। পশুর আখড়ার দরজায় পড়ে আছে প্রহরীদের লাশ। তা দেখে হাশিম বললো– 'মনে হচ্ছে এগুলো নির্মলার নৈপুণ্য!'

নির্মলা তার নাকফুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে থাকে– 'আমি এগুলোকে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের জন্য গোপন কক্ষে ছেড়ে দিয়েছি।'

'নির্মলা!' শিব দেবতা ভাবুক কণ্ঠে বলে উঠলেন– 'তুমি খুব ভালো কাজ করেছো। তোমার বিচক্ষণতায় আমি বেশ গর্বিত। এভাবে মহারাজা ও সেনাপতিকে বোকা বানানো আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

হাশিম ঝুঁকে একটি বর্শা তুলে নেয়। এরপর তিনজন একসাথে গাছের ছায়া আর ঝুপড়ির অন্ধকার পেরিয়ে মন্দিরের দিকে এগোতে থাকে।

মন্দিরে পৌঁছে শিব দেবতা বললেন– 'হাশিম! দ্রুত প্রস্তুত হও।'

হাশিম তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'বুঝলাম না...'

এমন সময় চারজন সাপুড়ে মন্দিরের বড় পুরোহিত ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে শিব দেবতার কক্ষে প্রবেশ করে।

শিব দেবতা মৃদু হেসে বলেন– 'তুমি এদের সাথে দুর্গের বাইরে চলে যাও...। উন্মুক্ত প্রান্তর তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

হাশিম শিব দেবতা, নির্মলা, প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমার এবং সাধনের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আপনার কাছে এটা আমার আশা ছিলো না। আপনি আমার আত্মার গভীর পর্যন্ত ক্ষত করে দিলেন। আপনি মনে করেছেন, আমি হীনম্মন্য স্বার্থপর। আমি আপনাকে, নিলম কুমারকে এবং অন্যান্য সাথিকে হায়েনাদের এই ভয়ংকর অরণ্যে ছেড়ে যেতে পারি না। আমি নিজেকে বাঁচানোর স্বার্থে সাথিদের সাথে এমন বিশ্বাসঘাতকতার চিন্তা করাকেও পাপ মনে করি। আমার জীবন-মরণ আপনার সাথে। আমি আপনার সব কথা মান্য করেছি। আপনার প্রতিটি নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখিয়েছি। সম্ভবত এই প্রথম এবং শেষবারের মতো আপনার নির্দেশ অমান্য করতে বাধ্য হচ্ছি।'

'হাশিম!' শিব দেবতার চোখ অগ্নিশর্মা। তিনি বলছেন– 'আমার ভুল হয়েছে। আমি এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম যে, তুমি একজন নাগদেবতাও।'

এরপর তিনি হাশিমকে বুঝিয়ে বললেন– 'আমি তোমার চেতনাকে সম্মান জানাই। কিন্তু আমরা একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এ পরিকল্পনায় তোমাকে একমত হতে হবে। তোমার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। তোমার ওপর নির্যাতনের নির্মমতা আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।'

হাশিম শান্ত হয়ে একটি মসনদে বসে বলে– 'আমি নাগদেবতা। আমি আমার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছি। এ ব্যাপারে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।'

সে নিলম কুমারের কাঁধে হাত রেখে খুবই আবেগচিত্তে বললো– 'এমন প্রিয় মানুষের বিচ্ছেদ কল্পনা করাও আমার পক্ষে অন্যায়। তোমরা আমার ব্যাপারে কোনো চিন্তা কোরো না। আমি ভেবেচিন্তে এই শাহাদাতগাহে

www.pathagar.com

ভালোবাসার কদম রেখেছি। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি আমার দাবির সম্মান রক্ষা করবো। আমি কোথাও যাবো না। মরলে একসাথে মরবো, বাঁচলে একসাথে বাঁচবো।'

শিব দেবতা বললেন– 'হাশিম! তোমার ব্যাপারে আমার এমনই আস্থা ছিলো। আমি সমুদয় কর্মকাণ্ড ভগবানের ওপর অর্পণ করছি। আশা করি, আমাদের ভগবান এ ব্যাপারে আমাদের নিরাশ করবেন না।'

এরপর তিনি সাধনের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'সাধন! তুমি যাও এবং তোমার সাথিদের নিয়ে দুর্গের প্রধান ফটকে পৌঁছে যাও। আমি আসছি।'

সাধন হাত জোড় করে বললো– 'দেবতা কি আমাকে আপনার চরণে পড়ে থাকার আজ্ঞা দিতে পারেন না!'

'না!' শিব দেবতা বললেন– 'তোমার যাওয়া জরুরি। সাধন! তোমার শূন্যতা আমাকে খুব কাঁদাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত অপারগ। আমি আমার পরিকল্পনার মোড় ফেরাতে পারি না। বাইরের দুনিয়ায় তুমি আমার শূন্যতা অনুভব করবে না। তোমার জানা নেই, দুর্গের প্রাচীরের বাইরে জীবনের প্রকৃত রূপ-রঙ ছড়িয়ে আছে।'

নির্মলা সামনে অগ্রসর হয়ে সাধনের মাথায় হাত রেখে বললো– 'সাধন! তুমি আমার ভাই হও। যদি অপারগতা না থাকতো, তাহলে আমি তোমাকে বাধা দিয়ে রাখতাম। তোমার জানা আছে যে, দেবতার প্রতিটি পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা খুব দ্রুত একে অন্যের মুখোমুখি হবো। সময়ের চাকা দ্রুত গড়াচ্ছে। আমাদের দুর্দশার কালো রাত ভোরের অপেক্ষা করছে।'

শিব দেবতা বললেন– 'নির্মলা! এটাকে দুর্দশা বলো না। এটা তো পরীক্ষার সময়। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা সকলে অবিচলতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছি। গন্তব্য নিকট থেকে নিকটতর হতে চলেছে। সাধন! আমি জানি তুমি এবং তোমার সাথিরা খুবই সৌভাগ্যবান। তোমরা আমাদের চেয়ে বহু আগে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছো।'

অতঃপর শিব দেবতা মন্দিরে বড় পূজারির কাঁধে উভয় হাত রেখে বললেন– 'বাইরের পরিবেশ তোমার অপরিচিত মনে হবে না। পদে পদে তুমি ভালোবাসা আর সত্যের উদ্ভাসিত ফুলের পাপড়ি দেখতে পাবে।'

পণ্ডিত মাথা নুয়ে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'দেবতার চরণ থেকে পৃথক হতে কিছুতেই মন সায় দিচ্ছে না। তবু আমি আমার দেবতার নির্দেশ পালন করছি।'

www.pathagar.com

সাধন ও পণ্ডিতজি নিজ সাথিদের নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

শিব দেবতা বসে বললেন– 'নিলম কুমার! তুমি ভোরে ভোরে মহারাজাকে হাশিমের বন্দীখানা থেকে এখানে চলে আসার বিষয়টি জানাবে। মহারাজাকে ভালো করে ভীত করে তুলবে। তাকে বলবে– নাগ দেবতা প্রহরীদের মেরে ফেলেছে।'

নিলম কুমার মৃদু হেসে বললো– 'আমি এমনভাবে মহারাজাকে ভীত করে তুলবো যে, সে থরো থরো করে কাঁপতে থাকবে। আমি বলবো– শিব দেবতা যদি সময়মতো না পৌঁছাতেন, তাহলে উত্তেজিত নাগদেবতা তার প্রকৃত রূপের ফণা তুলে মহারাজার শয়নকক্ষে চলে আসতো। শিব দেবতা মহারাজাকে বাঁচিয়েছেন। নইলে এই মুহূর্তে এখানে মহারাজার বিষাক্ত লাশ পড়ে থাকতো।'

এ কথা শুনে শিব দেবতা, নির্মলা ও হাশিম হেসে উঠলো।

শিব দেবতা নিলম কুমার ও নির্মলাকে লক্ষ করে বললেন– 'রাতের তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হচ্ছে। সাথিদের কাছে যাওয়া উচিত। তারা আমার অপেক্ষায় থাকবে। আর হাশিম! তুমি এখানে বিশ্রাম নাও। যতোক্ষণ আমি ফিরে না আসবো, ততোক্ষণ বাইরে পা রাখবে না। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রেখো। পূজারিদেরও আমি কড়া নির্দেশ দিয়ে রাখছি– যাতে ওরা এদিকে ভালোভাবে খেয়াল রাখে।'

হাশিম বললো– 'আপনি এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। আমি বাইরে যাবো না। কেউ যদি জোর করে কক্ষে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আর তার ভাগ্যে থাকবে না।'

শিব দেবতা ও নির্মলা মৃদু হেসে বাইরে চলে গেলো। সাপুড়েদের দলকে সবাই মিলে বিদায় জানালো।

www.pathagar.com

রণপ্রস্তুতি

বসতিটি আবাদ। ছোট ছোট পাহাড়ি ছড়া ও খাল-বিল জালের মতো চারদিকে বয়ে যাচ্ছে। ধান, চা ও পাট কাটার মৌসুম এখন। সবুজে ছেয়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা, যতদূর চোখ যায় এ যেন সবুজের মেলা বসেছে ধানের খেতে। দিগন্তজুড়ে ধানের মনকাড়া সবুজ খেত কৃষকের মনে নিয়ে এসেছে আনন্দের বান। এছাড়া আসামের রাজধানীর কিছু নদী নাব্যতা হারিয়ে বর্তমানে পুরোদস্তুর ফসলের মাঠে পরিণত হয়েছে। নদীর বুকজুড়ে ধান, সরষে ও রসুনের আবাদ করা হচ্ছে। একসময় নদীর পানি সেচে নদী-তীরবর্তী মানুষ তাদের জমিতে ফসল ফলাতো, বর্তমানে খোদ সে নদীর বুকেই চলছে ধান চাষ। প্রভাত সূর্য শিশিরসিক্ত বাতাসে ভর করে নীল আকাশকে রাঙিয়ে লাজুক করে তোলে। গগনে গগনে শুধু অপরূপ রূপের লীলাখেলা। ভুবনজুড়ে এক নতুন দৃশ্যপট। পুষ্পছাওয়া বনতল আর দখিনা সমীরণ আকাশে-বাতাসে শিহরণ জাগানোর পর অগ্নিবানে তা জ্বলে-পুড়ে বিবর্ণরূপ ধারণ করলেও বর্ষা তাতে আবার নবিন প্রাণের প্রণোদনা বয়ে আনে। প্রকৃতি তার ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিতে চায় সকল মনকে।

বাংলার বাদশা উন্মুক্ত এ প্রান্তরের চারদিকে নিজের বাহিনীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। পূর্ব দিকে আছে খণ্ডরায়ের বাহিনী। দক্ষিণ দিকে আজম ও সবিতা কুমারীর বাহিনী। পশ্চিম দিকে বাংলার হাকিমের যুবক বীর আদেল খান তাঁবু স্থাপন করেছেন। উত্তর প্রান্তে রয়েছে সাইয়েদ হায়দার ইমামের বাহিনী। ওখানেই বাংলার হাকিমের ক্যাম্প। এছাড়া বড় বড় সকল নেতা এদিকটায় বাদশার সাথে অবস্থান করছেন। বাংলার বাদশা আলি কুলি খান এ প্রান্তের পাহাড়ি চূড়া থেকে দুর্গে আক্রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এ সময়টাতে বাদশা সুভাষ চন্দ্র, রমা রায় ও বিষ্ণু মহারাজকে সাথে নিয়ে

www.pathagar.com

দক্ষিণ দিকে চলছেন। তাঁর পেছনে রয়েছে সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও খণ্ডরায়ের বিশাল বহর। ওরা ঢোল-তবলা ও সানাই বাজাচ্ছে। সুভাষ চন্দ্র নিজেকে এক নতুন জগতের অধিবাসীরূপে আবিষ্কার করতে থাকে। সে বারবার মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলো।

এ অবস্থা দেখে বিষ্ণু বললেন– 'সুভাষজি! বারবার তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখছো?'

ঘোড়াগুলো উঁচু-নিচু অসমতল পথ খুব দক্ষতার সাথে অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। বাদশার সাদা রঙের ঘোড়া সবার সামনে। তার মাথার শিরস্ত্রাণ সূর্যের রশ্মিতে চিকচিক করছে। সুভাষ মুখোশ পরে আছে।

বিষ্ণুর প্রশ্নের জবাবে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো– 'বিষ্ণু মহারাজ! এই পরিবেশে এসে তুমিও শুরুতে এই অবাক করা দৃশ্যে বিস্ময়াভূত হয়ে পড়েছিলে কি? আমি ভূমণ্ডল থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত সবকিছুর রঙ পরিবর্তিত দেখছি! এই পর্বতের চূড়া, এই ঘন বন আর বিস্তীর্ণ মাঠ তো আমি বছরের পর বছর ধরে দেখে চলেছি। রাতের মধ্যেই কী করে সবকিছুর রঙ এভাবে বদলে গেলো! প্রকৃতির সব রূপই কেমন আশ্চর্যের ঠেকছে! সবার মাঝে এ কী বিপ্লব ঘটে গেলো! মনে হচ্ছে, আমি অত্যাশ্চর্য কোনো এক স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছি!'

বিষ্ণু মহারাজ একটি অট্টহাসি দিয়ে বলতে লাগলেন– 'কিছুই বদলে যায়নি; বদলে গেছো তুমি নিজেই। তোমার মন-মানসিকতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। তোমার ভেতরকার হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্যের প্রকৃত রূপের দেখা পেয়ে গেছো তুমি। এই ভূখণ্ড তো আগের মতোই সুন্দর, কোমল ও মনোহরই আছে। আমাদের চোখে পর্দা পড়ে গিয়েছিলো। সূর্যের আলোকরশ্মি যেমন করে অস্পৃশ্য পথ ধরে চলতে থাকা গোটা জগৎকে ছেয়ে যায়, তেমনি করে সত্য-ন্যায়ের প্রকৃত জীবনবোধ মানুষের অন্ত রাত্মাকে আলোকিত করে জাগিয়ে তোলে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই এরা সবিতা কুমারী ও আজম খানের ক্যাম্পে প্রবেশ করে।

বিষ্ণু মহারাজ সুভাষকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করেন– 'আমি মঙ্গল সিংয়ের ছোট মেয়ে সবিতা কুমারীকে দেখেছি। অত্যন্ত ভাগ্যবতী মেয়ে সে। বাদশা নিজেই তাকে সম্মান করেছেন। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মেয়ে।'

www.pathagar.com

আজম খান ও সবিতা কুমারীকে বাদশার আগমনের সংবাদ জানানো হয়। ক্যাম্পে সানাই বাজতে থাকে। হাজার হাজার সৈনিক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বাদশাকে অভ্যর্থনা জানায়। আজম খান ও সবিতা কুমারী ঘোড়া থেকে নেমে যায়। বাদশাও সওয়ারি ছেড়ে দেন। তাঁকে দেখে বিষ্ণু মহারাজা এবং সুভাষ চন্দ্রও পদব্রজে চলতে থাকে।

সবিতা এগিয়ে এসে বাদশার চরণ ছুঁয়ে বলতে থাকে– 'রাতে আমি এমনই এক সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি আমার বাদশা পিতার চরণে চুমু খাচ্ছিলাম। আমার সব স্বপ্নই দেখি সত্যি হয়ে গেছে। আমাকে আপনার চরণে চুমু দেয়ার সুযোগ দিন, বাদশা পিতা!'

আলি কুলি খান তাকে দাঁড় করিয়ে বুকে টেনে নিয়ে বলতে লাগলেন– 'আমিও আমার মেয়ের জন্য সব সময় বিচলিত থাকি। আমি তো চেয়েছিলাম– তুমি আমার সাথে থাকতে, কিন্তু তুমি তো জিদ ধরে বসে আছো যে, তুমি তোমার ভাইয়ার কাছেই থাকতে পছন্দ করো।'

সবিতা আজম খানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'এখন আর আমার জিদ নেই। আজম ভাইয়ার সাথে আমার লড়াই শুরু হয়েছে। তিনি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। আমি এখন আর তার সাথে থাকতে চাই না। আমি আমার বাদশা পিতার সাথে চলে যেতে চাই।'

বাদশা আজম খানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'আজম! এ আমি কী শুনছি! তুমি আমার মেয়েকে কেন কষ্ট দিলে?'

আজম সামনে অগ্রসর হয়ে বাদশার জুব্বায় চুমু খেয়ে বললেন– 'আমার বোন যদি আমার কোনো আচরণে দুঃখ পেয়ে থাকে, তাহলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

বাদশা বললেন– 'তুমি তাকে অভিযোগের সুযোগ কেন দিলে? তোমার কাছ থেকে এমনটি তো আমার আশা ছিলো না!'

আজম খান সবিতা কুমারীর দিকে তাকালে সে মাথা নুয়ে মুচকি হাসছিলো।

আজম খান পুনরায় বাদশার জুব্বায় চুমু খেয়ে বললেন– 'মনে হচ্ছে– আমার বোন অকারণে আমাকে একাকী ছেড়ে যেতে চাচ্ছে। এর আগে তো সে আমার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ তোলেনি, খুশিমনেই আমার সাথে ছিলো...।'

বাদশা সবিতার দিকে তাকলেন। তার চেহারায় রঙ-বেরঙের গোলাপ খেলা করছিলো।

www.pathagar.com

বাদশা তার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে বললেন– 'এ তো ভাই-বোনের খুনসুটি মনে হচ্ছে। এতে আমার অনধিকার চর্চা সংগত নয়।'

সবিতা বাদশার পায়ে ঝুঁকে বলতে লাগলো– 'বাদশা পিতা! আজম ভাইয়া আমার স্বাধীনতা হরণ করেছেন। আমি একজন সিপাহির মতো বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বন-বাদাড়ে ঘুরতে চাই, কিন্তু তিনি আমাকে তাঁবু হতে বের হতে দেন না। তিনি বলছেন– তুমি একজন রাজকুমারী। নেতৃত্বদানের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন– তোমাকে সৈনিকদের মাঝে ঘোরাফেরা করতে ভালো দেখায় না। বাদশা পিতা! আমি একজন সৈনিক এবং সৈনিকের মতোই জীবনযাপন করতে চাই। বাদশা তো পিতাজি আপনিই। শাসনক্ষমতার মুকুট আপনার মাথাতেই মানায়।'

আলি কুলি খান বললেন– 'মা! তুমি একজন সিপাহিও, আবার ধামিনি দুর্গেরও তুমি অধিপতি। নিজের অবস্থান থেকে তুমি বিচ্যুত হতে পারো না।'

বিষ্ণু মহারাজ সবিতা কুমারীর মাথায় হাত রেখে বললেন– 'এটা ভাইবোনের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধ। মান-অভিমানের খেলা। আমাদের দ্বারা এই যুদ্ধ আরো তীব্র হতে পারো।'

আজম খান বললেন– 'আমি তাকে সবকিছুর মধ্যমণি বানিয়ে রেখেছি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমি জবাবদিহি করতে প্রস্তুত। আমার এই অভিরুচিকে সবিতা সহমর্মিতা মনে করছে।'

সবিতা আজম খানের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আজম ভাই! এটা আমার জন্য অনেক বড় সহমর্মিতা। আমার দৃষ্টিতে তুমি সূর্যের আলোকরশ্মির মতো। তোমার কীর্তি তোমার কর্মে আলোই আলো। এই আলোর কোনো হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে আমার কোনোই ধারণা নেই।'

বাদশা ঘোড়ায় আরোহণ করে বললেন– 'আমি তোমার নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসায় অত্যন্ত খুশি হলাম...'

সুভাষ আশ্চর্য ভঙ্গিতে একবার আজমের দিকে আরেকবার সবিতার দিকে তাকাচ্ছে। সবাই নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেছে।

বাদশা লাগাম উঠিয়ে বললেন– 'সবিতাজি! আমার খুশির জন্য তুমি অনেক কিছু করলে। তুমি আমার বাহাদুর মেয়ে। আমি নতুন এবং তোমার মাতার জন্য খুব উদ্বিগ্ন। ইশ্! ওরা যদি তোমার কথা মেনে নিতো!'

সবিতা কুমারী আফসোসের সুরে বললো– 'মাতাজি অনেক বড় ভুল করেছেন। শুনেছি– দুর্গে ওঁরা অনেক কষ্টে আছেন।'

www.pathagar.com

বাদশা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'মা! আপাতত তাদের জন্য দোয়া ছাড়া আমার আর কী করার আছে...!'

ঘোড়া ধীরে ধীরে সামনে এগোতে লাগলো। সিপাহিরা আনন্দে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। আলি কুলি খান মুচকি মুচকি হেসে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে স্লোগানের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন হাতের ইশারায়। পেছনের চোখ দিয়ে তিনি ক্যাম্পের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রান্তরের দিকে দিকে বেশ কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

বাদশা পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বললেন– 'আমি তোমাদের কর্মকাণ্ডে খুশি হয়েছি এবং সন্তুষ্ট হয়েছি।'

আজম খান বললেন– 'মহামান্য বাদশা! আমার বাহিনীর অর্ধেক অংশ এই মুহূর্তে পর্বতে তাঁবু নির্মাণ করছে। দুর্গের দক্ষিণ চূড়া এই মুহূর্তে আমাদের দক্ষ তিরন্দাজদের নিশানায় রয়েছে।'

আজম খান কথা শেষ করলে সবিতা কুমারী বলতে লাগলো– 'পিতা বাদশাজি! আমি কারিগরদের চূড়ায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখানে কামান তৈরি হচ্ছে। ন্যূনতম দশটি কামান প্রস্তুত করা হচ্ছে। এতে করে খুব সহজে আমরা দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে পারবো।'

বাদশা অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ের চূড়ার দিকে চেয়ে আছেন। অনেক উঁচু চূড়ায় কিছু ছায়া নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে।

বাদশা বললেন– 'আমার মনে হয়, মহারাজা আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে মোটেই অবগত নয়।'

সুভাষ চন্দ্র বললো– 'মহারাজা কল্পনাও করতে পারবে না যে, বিচারের ফেরেশতারা এতো উঁচুতে আরোহণ করতে পারেসে তো তার দুর্গের সুউচ্চ প্রাচীরকে দুর্ভেদ্য ও অলঙ্ঘনীয় মনে করে।'

'ঠিকই বলছো তুমি।' বাদশা বললেন– 'আমি আরো কিছু পরিকল্পনা গোপন করে রেখেছি।'

সবিতা মুখোশ পরিহিতের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তোমাকে যখন আমাদের বাদশা পিতা মুখোশ পরিয়েছেন, সেখানে আমি তোমাকে মুখোশ খুলতে বলতে পারি না। যা-ই হোক, তোমার কণ্ঠ কিছু চেনাজানা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি দুর্গের লোক। আমার মাতাজি ও নতুন কুমারী সম্পর্কে আশা করি কিছু না কিছু সংবাদ তোমার কাছে আছে।'

www.pathagar.com

সুভাষ অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো– 'আমি অনেক কিছুই জানি। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু বলার সাহস আমার নেই। হায়! যদি তোমার বোন নতুন হায়েনাদের খাঁচায় পা না রাখতো!'

আলি কুলি খান বললেন– 'সবিতা মা! ধৈর্যের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিতে থাকো। প্রতিশোধের মুহূর্ত খুব দ্রুত মহারাজাকে ঘিরে ধরবে। অত্যাচারী মহারাজাকে প্রতিটি আর্তচিৎকার প্রতিটি রক্তের ফোঁটার বিন্দু বিন্দু করে হিসাব দিতে হবে। আমি তাকে ক্ষমা করবো না।'

বাদশা তাঁর ঘোড়ার দড়ি তুলে বললেন– 'এখন আমি আমার মেয়ের কাছে অনুমতি চাইবো। গত রাতে আমি আমার ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছি। সম্ভবত তুমি জানো না যে, রাতের বেলা মহারাজার সেনারা খণ্ডরায়ের ক্যাম্পে অতর্কিত আক্রমণ করে বসেছিলো।'

আজম খান বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন– 'আমি খবরও পেলাম না!'

বাদশা বললেন– 'আশঙ্কার কিছু নেই। হায়দার ইমাম সময়মতো পৌঁছে গিয়েছিলো।'

আজম খান কিছু বলার পূর্বেই বিষ্ণু বলে উঠলেন– 'তুমি তো জানো, যেখানে সাইয়েদ হায়দার ইমাম পৌঁছে গেছেন, সেখানে শত্রুশিবিরে কী সর্বনাশ ঘটেছে!'

বাদশার সাথে সাথে অন্যরাও হেসে ওঠে।

সবিতা অগ্রসর হয়ে বাদশার ঘোড়ার জিনের সাথে লাগোয়া পা রাখার আংটিতে চুমু খেয়ে হাত জোড় করে বললো– 'ভগবান আমার পিতা বাদশাকে সব সময় এমন হাসিখুশি রাখুন।'

আলি কুলি খান বললেন– 'তোমার আশীর্বাদ আমার জন্য খুব জরুরি।'

সবিতা বললো– 'আমি বাদশা পিতার অত্যন্ত মর্যাদাময়ী মুসলিম কন্যার সাথে দেখা করার আশা পুষে আছি।'

বাদশা বললেন– 'আমি নিজেও তাদের জন্য খুব চিন্তিত।'

বিষ্ণু বাদশার উদ্বেগ আঁচ করতে পেরে বললেন– 'সবিতা মা! আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে বাদশার তাঁবুতে পৌঁছে যাবে। তখন বাদশার মেয়ের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়ে যাবে।'

বাদশা বিষ্ণুর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'কী করতে চাচ্ছো তুমি?'

www.pathagar.com

বিষ্ণু হাত জোড় করে মৃদু হেসে বললেন– 'আমি নিজেও আমার মেয়েদের জন্য খুব উদ্বিগ্ন। আজ সন্ধ্যায় খাড়ির মন্দিরে গিয়ে আগামীকালের মধ্যে আমি আমাদের সব মেয়েকে নিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে যাবো।'

বাংলার বাদশা নীরব হয়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর আলি কুলি খান ঘোড়ার জিনে পা রেখে বললেন– 'হয়তো আমিও সেটা চাই, যা তুমি বললে।'

এরপর তিনি সবিতা কুমারীর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মা! খোদা হাফেজ। আমার লোক তোমাকে নিয়ে যেতে আসবে...'

পদে পদে সুভাষের ওপর বিস্ময়ের পাহাড় ভেঙে পড়ছে। রাস্তার এক স্থানে ছোট্ট একটি পাহাড়ি ছড়া অতিক্রম করতে গিয়ে সুভাষ আস্তে করে বললো– 'বিষ্ণু! বুঝে আসছে না, তোমাদের মধ্যে বাদশা কাকে বলা হচ্ছে!'

বিষ্ণু জবাব দিলেন– 'এখানে সবাই সমান। সবার সাথে এখানে সম্মানজনক আচরণ করা হয়ে থাকে। বাদশার কথা হচ্ছে– যাকে ভগবান মুখ দিয়েছেন, তার কথা বলার এবং মনের ভাব প্রকাশ করার স্বাধীন অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সুতরাং বাদশাকে মহারাজা মনে করো না। এই জগৎ স্বাধীনচেতা মানুষের জগৎ।'

মৌসুমটা খুবই মনোহর। ঋতুবৈচিত্র্যের এ আঙিনা যেন প্রকৃতিতে কাঁপন তুলে আসে এককেটি ঋতু। এক আশ্চর্য রূপমাধুরী নিয়ে ফেরে সে দ্বারে দ্বারে, যেন এক নিপুণ কারিগর। স্বর্ণরেণু দিয়ে গড়ে দেয়া প্রকৃতি। তার পরশে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে ঢলঢল লাবণ্যময়। ধরণি হয়ে উঠেছে শ্যামল সুধাময়। বনতল, গৃহআঙিনায় কেবল গন্ধে মাতাল ফুলের বাহার। আর আকাশে শুভ্র মেঘের ভেলা। জলহারা মেঘমালা পেঁজা তুলার মতো নীল নভোতলে ভেসে বেড়ায় পথহারা উদাসী পথিকের মতো। চারপাশের শুভ্রতার মাঝে বৃষ্টির ফোঁটা যেন আনন্দ-বারি! বৃষ্টি শেষে আবারও রোদ। দিগন্তজুড়ে এক সাতরঙা হাসি দিয়ে ফুটে ওঠে রঙধনু। একদিকে নীলাকাশ লাগোয়া পাহাড়ের সারি, আরেকদিকে কচি ফসলের দুরন্তপনা; একদিকে সোনা রোদ, আরেকদিকে সবুজের কচি মুখ; সঙ্গে আকাশ ও মৃত্তিকার যে হৃদয়াবেগ, তা আমাদের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। এই স্নিগ্ধ রূপ মুসলিম বাহিনীকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভাসতে উদ্বেল করে তোলে। বাংলার হাকিম দুপুর পর্যন্ত সবিতা কুমারী ও আজমের ক্যাম্পে অবস্থান করেন।

দুপুরের পর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তিনি বললেন– 'মা সবিতা! আমি তোমার এবং আজম খানের কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনায় অত্যন্ত খুশি।'

www.pathagar.com

তিনি সবিতা কুমারীর মাথায় হাত রেখে স্নেহমাখা পরশ বুলিয়ে বললেন– 'আমি যেকোনো সময় তোমাকে আমার তাঁবুতে যাওয়ার জন্য লোক পাঠাবো। প্রস্তুত থেকো।'

সবিতা মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'আমি আমার দেবতার ডাকের অপেক্ষায় থাকবো।'

এ কথা বলে সবিতা নিজ মাথা আরেকটু ঝুঁকিয়ে নিলে বাদশা বলতে থাকেন– 'মনে হচ্ছে আমার মেয়ে আমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখতে চাইছে! চাও মা, কী পেতে চাও তুমি! খোদার কসম! আমি তো চাই– আমার মেয়ে আমার কাছে কিছু চাক। যা কিছু তুমি আমার কাছে চাইবে, আমি অবশ্যই দেবো। কসম! আমি কৃপণ নই!'

সবিতা বললো– 'আমার জানা আছেআমি জানি– ভালোবাসার টানে আমাকে অনেক বেশি দেয়া হবে। আমার বাদশা অসীম বদান্যতার অধিকারী।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে সবিতা কয়েক কদম এগিয়ে বাতাসে উড়তে থাকা হাকিমের জুব্বায় চুমু খেয়ে বললো– 'উদ্যম ভাইয়ার জন্য আমি খুব চিন্তিত। দুয়েক দিনের জন্য আমি তাঁর কাছে যেতে চাই।'

বাদশা কিছু বলার পূর্বে আজম খান এগিয়ে এসে সবিতার উভয় হাত ধরে চোখে লাগিয়ে বলতে লাগলেন– 'সবিতা বোন! বাস্তবেই কি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট? নিজেকে আমার খুবই দুর্ভাগা মনে হচ্ছে। একজন বোনকে আমি ওই ভালোবাসা দিতে পারিনি– যা তার কাম্য। উদ্যম খান তো প্রতিটি ব্যাপারে আমার অনেক অগ্রগামী থাকে।'

আজম খানের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। সবিতা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে– 'আমি তো এমনটি বলিনি! ভগবানের দিব্যি! তুমি আমার কথার খুব মন্দ ব্যাখ্যা নিয়েছো। তোমার কাছে আমি অনেক আনন্দে আছি। তোমরা সবাই আমার জীবনপথের প্রতিটি চাহিদার মূল্যায়ন করছো। আমি তোমাকে ততোটাই ভালোবাসি, যতোটা ভালোবাসি উদ্যম খানকে। এই মুহূর্তে আমি উদ্যম খানের কথা এ জন্য বলেছি যে, তাঁর সাথে দেখা হয়েছে অনেক দিন হয়ে গেলো। তাঁকে স্মরণ হলে মনটা কেঁদে ওঠে।'

সবিতা আজম খানের উভয় হাত তার চোখে লাগিয়ে চুমু খেয়ে বললো– 'আজম ভাই! তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও, তাহলে আমি যাবো না।'

'না।' আজম খান বললেন– 'আমি নিজে গিয়ে উদ্যম খানকে নিয়ে আসবো। আমিও তাঁর জন্য বেশ উদ্বিগ্ন।'

www.pathagar.com

বাংলার হাকিম মৃদু হেসে সবিতা ও আজম খানের দিকে তাকিয়ে বলেন– 'ব্যস, এ ব্যাপারে সম্ভবত আমার কিছু বলার কোনো অবকাশ নেই। তোমরা ভাইবোনেরাই নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করে নিলে।'

সুভাষ মৃদুস্বরে বিষ্ণু মহারাজকে বলতে লাগলো– 'বিষ্ণুজি! এরা কোন জগতের লোক! এদের এই ভূমণ্ডলের অধিবাসীর মতো মনে হয় নামনে হয়, এরা আকাশ থেকে নেমে এসেছে!'

বিষ্ণু তার আবেগ-উচ্ছ্বাস ও চেতনার দিকে লক্ষ রেখে বললেন– 'মনুষ্য সম্পর্কের প্রতি অগাধ সম্মান এদের দেবতার মতো বানিয়ে রেখেছে। ঠিকই বলেছো তুমি, সুভাষ! মুষ্টিমেয় এই কজন লোক প্রকৃতপক্ষে নীল গগনের আলোকতারার মতোই পূতঃপবিত্র। পদে পদে আমি এদের ফুলের মতো নিষ্পাপ সুরভিত পেয়েছি।'

এরপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'ভগবান! তোমার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। তুমি আমার মতো পাপিষ্ঠের ওপর বড়ই কৃপা করলে!'

বাদশা বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'কাঁদছো কেন তুমি?'

বিষ্ণু দ্রুত তাঁর দুটি হাত চোখের ওপর রেখে বললেন– 'না, আমি তো কাঁদছি না! আমি তো আনন্দের অকূল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। বড়ই ভাগ্যবান আমি।'

হাকিম বললেন– 'তুমি ঠিকই সৌভাগ্যবান। তবে আমি তোমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান। কারণ, আমি তোমার মতো নিষ্ঠাবান, তোমার মতো অভিজ্ঞজন এবং তোমার মতো বাহাদুর মানুষের সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছি। বিষ্ণু ভাই! আমি যেখানেই থাকবো, মন-মস্তিষ্ক দিয়ে আমি তোমার স্মরণীয় মৌমাতাল স্মৃতিগুলো জাগরূক রাখবো। তুমি থাকবে আমার অন্তরজুড়ে খুব কাছে।'

হাকিম নিজ ঘোড়ার লাগাম মৃদু ঝুঁকিয়ে সাবধান করলেন। ঘোড়া চলতে আরম্ভ করলো। এমন সময়ে একজন হিন্দু বৃদ্ধ ব্যক্তি এগিয়ে এসে হাকিমের সামনে হাত জোড় করে বললেন– 'দুর্গে কখন আক্রমণের নির্দেশ দেয়া হবে? আমরা নতুন কুমারী এবং মাতারানির জন্য খুবই উৎকণ্ঠায় আছি।'

হাকিম তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমিও আপনার দুঃখে বরাবরই অংশীদার। আমার কাছে সংবাদ এসেছে– ওরা উভয়ে ওখানে ভালো নেই। পাষণ্ড মহারাজা তাদের ভাঙা মন আরো ভেঙে দিয়েছে। তবে বেশি মানুষ

www.pathagar.com

যাতে মারা না যায়, সেই আশাবাদ ও পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছি। আশা করি, আমার সাথে আপনিও সহমত পোষণ করবেন। আপনাকে মা সবিতার বাহিনীর সৈনিক মনে হচ্ছে!'

হাকিম জানতে চাইলে সবিতা দ্রুত জবাব দেয়– 'ইনি হচ্ছেন অচ্ছুতদের নেতা কাশিরাম।'

বাদশা অত্যন্ত অসন্তুষ্টচিত্তে সবিতার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মা সবিতা! এ তুমি কী বলে ফেললে? আমাকে নিরাশ করলে তুমি, মা! তুমি তাকে অচ্ছুত বললে কেন?'

আশরাফুল মাখলুকাত মানবসমাজের মাঝে জাহেলি যুগের মতো আসামের মাটিতেও কিছু মানুষকে গণ্য করা হয় অচ্ছুত, অস্পৃশ্য হিসেবে। ওরা সমাজের নিচতলার মানুষ। ওদের ছায়া মাড়ানো পাপ। ওদের সঙ্গে একই পাত্রে জলখাবার তো দূরের কথা, জ্ঞাতসারে এক কুয়ার পানি পানও পাপাচার। ওদের চারপাশে অন্তহীন নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল। এমনকি ধর্মশাস্ত্র পাঠ এবং ধর্মালয় গমনের অধিকারও তাদের সীমিত। স্রষ্টা ব্রহ্মের সঙ্গে এদের নাকি শাস্ত্রগ্রাহ্য দূরতম সম্পর্কও নেই। ব্রহ্মপদোদ্ভূত নমশূদ্ররাও নাকি এদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান। পোষা প্রাণীর জন্য সমাজে যে মর্যাদাটুকু বরাদ্দ আছে, তার ছিটেফোঁটাও নেই আসামের সমাজপ্রান্তের এই দলিত মানুষগুলোর জন্য। টিকটিকি কিংবা তেলাপোকারা যেমন অযত্নে, অলক্ষ্যে জীবনধারণ করে চলে; কোনো অলস মুহূর্তে হয়তো-বা কোনো কবির আকস্মিক কৌতূহল জাগায়, কোনো অপ্রকাশিত কবিতার পঙ্ক্তি হয়ে ওঠে, সমাজে দলিতদের উপস্থিতি ঠিক তেমনি। দেখেও না দেখা, বুঝেও না বোঝা এক নির্মম বাস্তবতার উপাদান। হয়তো নেশায় চুর হয়ে আনমনে হাঁটছে আস্তাকুঁড়ের দিকে। মাথায় ময়লার টিন। রাতে লোকালয় প্রান্তের নির্ধারিত পল্লিতে গবাদিপশুর মতো ঠাসাঠাসি করে বসবাস। পুষ্টিহীন আহার, আয়েশহীন নিদ্রা আর পরিকল্পনাহীন প্রজনন। এই তো ওদের জীবন। উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, অন্ধকার। বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা। কেবল জীবনধারণের জন্য জীবিকা। পেশার দুঃসহ গ্লানি আর একঘেয়েমি ঘোচাতে চাওয়া ধেনো মদে আর মাতলামিতে। এভাবে চলছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অচ্ছুতদের জীবনচক্র। সামাজিক মর্যাদাহীনতা, বিচ্ছিন্নতা, অবহেলা আর অনাদরে। দুবেলা দুমুঠো ভাত আর একটি নোংরা কাপড়ের নিশ্চয়তা মিলতো বরাদ্দ পেশা থেকে। কিন্তু তাতেও ভাগ বসানো হতো।

***

www.pathagar.com

বাংলার বাদশার শাহি তাঁবু একটি সুদৃশ্য মরূদ্যানে নির্মাণ করা হয়েছে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মনোমুগ্ধকর এই তাঁবুটিকে তার সৌন্দর্য ও প্রশস্ততার কারণে ছোট্ট একটি রাজকীয় প্রাসাদের মতো লাগছিলো। সবুজ রঙের তাঁবুটিকে মোটা মোটা অনেকগুলো পর্দার বেষ্টনীতে কয়েক অংশে ভাগ করা হয়েছে। মাঝখানে রয়েছে উঁচু একটি গম্বুজ, যার চূড়ায় সারাক্ষণ সবুজ রঙের পতাকা পতপত করে উড়তে থাকে। প্রয়োজনের সময় এই তাঁবুতে প্রায় চার-পাঁচশো লোক অবস্থান করতে পারে। তাঁবুটির একাংশে রয়েছে শাহি কোষাগার, যেখানে সোনা-রুপার লাখ লাখ পাত্র ছাড়াও রয়েছে হীরা ও মণি-মুক্তার দুষ্প্রাপ্য অতি মূল্যবান অলংকার। আরো রয়েছে দামি দামি কাপড়ের থান। কোষাগারের পাশের অংশে শাহি কর্মচারীদের রাখা হয়েছে– যারা খরচের হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। ওই তাঁবুর আশপাশে নিরাপত্তারক্ষী ও প্রহরী সৈনিকদের তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। ওখানে রয়েছে হাজারখানেক সৈনিক। শাহি তাঁবুটি জলপ্রপাতের কাছেই নির্মাণ করা হয়েছে। শীতল ও মিষ্টি পানির ছোট্ট একটি ছড়া তাঁবুর মাঝখানটা অতিক্রম করে করে পশ্চিম দিককার বয়ে চলা নদীতে গিয়ে ঠেকেছে। তাঁবুতে মেয়ে সেবিকাদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের মধ্যে মুসলিম-হিন্দু উভয় ধর্মেরই সচ্চরিত্র ও সৎকর্মশীলা মেয়ে রয়েছে। এই সেবিকাদের বড় একটি অংশকে পুনমের মনোতুষ্টি, দেখাশোনা ও সেবার জন্য নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছে। হাকিমের তাঁবুর ডানে-বাঁয়ে ও পেছনে বড় বড় নেতাদের তাঁবু কিছুটা ওপরে স্থাপন করা হয়েছে। হাকিমের সাথে তাঁরা সব কাজে অংশ নিয়ে থাকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন– সাইয়েদ সাইফুদ্দিন কাদের খান, ফিরোজ খান ছাড়াও তিনজন হিন্দু নেতা। পুনমকে হাকিমের শয়নকক্ষের পাশের কক্ষে রাখা হয়েছে। তখন থেকেই সে নিজ বিশ্বাসমতে ভগবানের মূর্তির প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছে। প্রভাত স্নানের পর সে তাঁবুর আশপাশের ফুলবাগানে বেরিয়ে যায়। ভগবানের মূর্তি এবং হাকিমের গায়ে ছিটানোর জন্য সে চম্পা, গাঁদা ও গোলাপ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে আসে। সারা রাত তার সুস্থতার জন্য সেবিকারা নানা কসরত করতে থাকে। সানাইয়ের মধুর সুর গোটা বন-বাদাড় রাঙিয়ে তোলে। নিজের কোমল ও আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে থাকা পুনমকে স্বর্গের দেবীর মতো দেখাচ্ছিলো। তার আত্মা আবেগের সাগরে ডুবে আছে। তার চোখজুড়ে আশা-প্রত্যাশার গোলাপি ঢেউ খেলা করছে।

পর্দার ওপাশেই নামাজ পড়ে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন বাংলার হাকিম আলি কুলি খান। হাকিম অপর প্রান্তের বিছানায় শুয়ে

www.pathagar.com

আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগলেন– 'হে খোদা! এই নিষ্পাপ ও নিপীড়িত মেয়ের খাতিরে তোমার এই দুর্বল বান্দার গোনাহগুলো মাফ করে দাও। তুমি তো সবকিছু জানো, সবকিছু দেখো, তোমার সত্ত্বাই তো হলো রাহিম ও কারিম... ।'

সময়ের চাকা ধীরে ধীরে ঘুরছে। রাত গভীর হয়ে আসছে। মৌসুম বদলে যাচ্ছে। অন্ধকারের কোলে জন্ম নিচ্ছে আলো। রাতের নিস্তব্ধতায় নিঝুম নীরবতা। হঠাৎ দূর বন হতে ভেসে আসে পশুর চিৎকারের ধ্বনি। পুনম উঠে বসে ভগবানের মূর্তিকে চন্দনগাছের সুদৃশ্য চৌকিতে সাজায়। তার সামনে দীপ জ্বালায়। অতঃপর স্নানের জন্য ছড়ার কিনারায় চলে যায়। তার সেবিকারাও তার সাথে সাথে স্নান এবং শ্লোক গাওয়ার কাজে ব্যস্ত। স্নানের পর ধানরঙা রেশমি পোশাক পরে পুনম। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভোরের শুভ্র আলো বেরোতে শুরু করে। পর্বতের চূড়ায় সিপাহিদের বিছানায় মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। মুয়াজ্জিন হাকিমের তাঁবুর সামনে একটি চূড়ায় দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবারের গগনপ্লাবী আজান দিতে থাকেন। পুনম তখন ফুলবাগানে গিয়ে ফুল ছেঁড়ার কাজ গুছিয়ে এনেছে।

হঠাৎ তার পেছনে কে একজন এসে তার টুকরিতে ফুল ঢেলে বলতে থাকে– 'ফুলের রাজকুমারী! দুঃখীর নমস্কার গ্রহণ করো।'

পুনম বিস্ময় প্রকাশ করে ক্রোধান্ধ কণ্ঠে তাকে বলে উঠলো– 'কে তুমি? কী করে তুমি শাহি বাসস্থানের এই অংশে আসার দুঃসাহস করলে!'

আগন্তুক হাত জোড় করে অবনত মস্তকে বললো– 'আমি বড় ভুল করে ফেলেছি। এই অপরাধে আমি শাস্তির উপযোগী।'

পুনম তাকে চিনতে পেরে বললো– 'তুমি... রাজেন্দ্রর মতো লাগছে তোমাকে!'

পুনম দুই কদম তার দিকে এগিয়ে বললো– 'তুমি রাজেন্দ্র, তাই না?'

রাজেন্দ্র দুই হাঁটুতে হাত রেখে হাত জোড় করে বললো– 'হ্যাঁ, আমি রাজেন্দ্র। আজ সন্ধ্যায় আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি এখানে হাকিম দেবতার ছায়াতলে আছো।'

পুনম তার সামনে হাত জোড় করে নমস্কার দেয়ার পর বললো– 'কিন্তু আমি তো শুনেছি যে, তুমি মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের সাথে মারা গিয়েছিলে!'

www.pathagar.com

রাজেন্দ্র মৃদু হেসে বললো– 'পুনম! আমি বেঁচে আছি এবং তোমাদের বাদশা আলি কুলি খানের একজন সৈনিক হিসেবে আসামের অধিবাসীদের স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে যাচ্ছি। যে মেরে ফেলে, তার চাইতে জীবন দানকারী ভগবান অনেক বেশি শক্তিশালী।'

পুনম মৃদু হেসে বললো– 'ঠিকই বলছো তুমি... তুমি তো বেঁচে আছো এবং বাদশা পিতাজির একজন সৈনিক হিসেবে আছো। এ তো অনেক বড় শুভ সংবাদ!'

এরপর পুনম ভোরের আলোর মাঝে হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে– 'রাজেন্দ্র! আমি তোমাকে ভুলিনি। তোমাকে আমি আকাশের তারার মাঝে খুঁজতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

রাজেন্দ্র তার হাত ধরে দ্রুত চুমু খেয়ে বললো– 'পুনম! এখানে অবস্থান করা আমার জন্য সংগত হচ্ছে না। এখানে আসা আমার উচিত হয়নি। এখন তোমার এবং আমার মাঝে মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে বিশাল ব্যবধান। দেবতা বাদশার মেয়ে হওয়ায় তোমার মান-মর্যাদা এখন অনেক উর্ধ্বে।'

পুনম দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানতে চাইলো– 'রাজেন্দ্র! তুমি কখন থেকে দেবতা বাদশার সেনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছো?'

জবাবে রাজেন্দ্র বললো– 'যখন থেকে মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে রাজসিংহাসন থেকে পৃথক করা হয়েছে, তখন থেকে।'

পুনম দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো– 'বড়ই আফসোসের কথা। এতো দিন থেকেও তুমি বাদশা পিতার মন-মানসিকতার বাস্তবতা উপলব্ধির চেষ্টা করলে না?'

রাজেন্দ্র বাদশা আলি কুলি খানের তাঁবুর গম্বুজের চূড়ায় উড়তে থাকা পতাকার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'আদবের মর্যাদা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। দৃষ্টির নীরব চাহনি দ্বারা অনেক কিছুই আঁচ করা যায়। তুমি মর্যাদার এমন উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছো, যেখানে দৃষ্টি দেয়াও একধরনের ক্ষমার অযোগ্য স্পর্ধা।'

রাজেন্দ্র সরে যেতে চাইলে পুনম জিজ্ঞেস করলো– 'মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে কেন বাঁচাতে চেষ্টা করলে না? কাল রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের সামনে লজ্জাবনত চেহারা দেখাতে তোমার সংকোচ হবে না?'

রাজেন্দ্র বললো– 'পুনম! তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের সামনে দাঁড়াতে আমার কোনো সংকোচ হবে না।'

www.pathagar.com

'কী মানে?' পুনম জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের দেহরক্ষী ছিলে। তোমার হেফাজতে তাকে পোড়ানো হয়েছে।'

রাজেন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললো– 'পুনম! এই প্রশ্নের জবাবটুকু সময়ের পাখায় লেখা থাকতে দাও। নিজের সান্ত্বনার জন্য তুমি এটুকু নিশ্চিত করে নাও যে, তোমার রাজেন্দ্র সময়ের সামনে তার আদালতে লজ্জিত হবে না।'

রাজেন্দ্র চলে যেতে চাইলে পুনম তাকে ডেকে বললো– 'দাঁড়াও রাজেন্দ্র! আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও।'

রাজেন্দ্র ফিরে তাকালো।

পুনম তাকে জিজ্ঞেস করলো– 'সত্যি করে বলো তো মহারাজা জয়ধ্বজ সিং বেঁচে আছেন?'

রাজেন্দ্র কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'হয়তো তিনি বেঁচে আছেন।'

পুনম জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি কি জানো, তিনি এখন কোথায়?'

রাজেন্দ্র জবাব দিলো– 'জানি, তবে বলা যাবে না।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

রাজেন্দ্র জিজ্ঞেস করলো– 'পুনম! রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত এখন কোথায়?'

পুনম আনারের একটি লাল কলিতে চুমু খেয়ে বললো– 'সে এখন শিব দেবতার মহান শক্তির ছায়ায় অবস্থান করছে।'

রাজেন্দ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'সে এখন শিব দেবতার মন্দিরে?'

পুনম ফুলের টুকরি তুলে তাঁবুর দিকে এগোতে এগোতে বললো– 'মন্দিরে না, শিব দেবতার মনের মধ্যে তার বসবাস।'

ভোর হয়ে গেছে। সূর্য উদয় হয়েছে।

পুনম যখন বাদশার তাঁবুতে প্রবেশ করে, তখন তিনি কোরআনে পাক তেলাওয়াত করছিলেন। পুনম বাদশার সামনের জায়নামাজে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

বাদশা তার মাথায় হাত বুলিয়ে খুবই মায়াভরা কণ্ঠে বললেন– 'মা! আমার পক্ষ থেকে সুপ্রভাত সালাম গ্রহণ করো।'

পুনম ঝুঁকে বাদশার জুব্বায় চুমু খেয়ে বললো– 'হাকিম পিতাজি! নমস্কার!'

www.pathagar.com

‘বেঁচে থাকোআল্লাহ তোমাকে সব দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত রাখুন।’

পুনম বললো– ‘হাকিম পিতাজি! আমাকে কোরআনে পাক থেকে একটি বাণী শোনান।’

বাদশা আলি কুলি খান মুচকি হেসে বললেন– ‘মা পুনম! সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা বলেন– তোমরা আমার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?’

পুনম আরেকবার হাকিমের চরণ ছুঁয়ে উঠে দাঁড়ালো। বাইরে সানাইয়ের গুঞ্জরন। ঘোড়ার হ্রেষা, সেনাদের স্লোগান ও সানাইয়ের মধুর সুরে এক মিষ্টি আবহ। একজন খাদেম বাদশা আলি কুলি খানের সামনে মধুর শরবত পেশ করলো।

বাদশা পাত্রটি হাতে নিয়ে বললেন– ‘সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও সাইয়েদ সাইফুদ্দিনকে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো।’

খাদেম বাইরে এসে প্রহরীকে সংবাদটি পৌছালো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও সাইয়েদ সাইফুদ্দিন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। তাঁরা এসে বাদশাকে সালাম দিলো।

বাদশা আলি কুলি খান দাঁড়িয়ে একে একে উভয়ের হাতে চুমু খেয়ে বলতে লাগলেন– ‘তোমরা উভয়ে সাইয়েদজাদা। হজরত আলি রা.-এর সন্তান। রাসুল সা.-এর পরিবারের সদস্য। আমি তোমাদের জিয়ারত ও দোয়া নিয়ে প্রতিটি সকাল শুরু করি। আমার জন্য দোয়া করো।’

উভয়ে দোয়া করে বললো– ‘লোকেরা সকালের সালাম জানানোর জন্য উপস্থিত।’

বাদশা অত্যন্ত ভক্তির সাথে কোরআনে পাকে চুমু খেয়ে সেটি একটি উঁচু কুরসিতে রাখছেন। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও সাইয়েদ সাইফুদ্দিন সেনা পোশাক পরে বাদশাকে সাহায্য করছেন। তরবারি লটকে বাদশা ফিরে পুনমের দিকে তাকালেন। পুনম বাদশার ইশারা বুঝেছে। সে এগিয়ে এসে উঁচু এক স্থানে রাখা বাদশার মুকুটধারী পাগড়ি উঠিয়ে প্রথমে চুমু দেয়, পরে তা চোখে লাগিয়ে উভয় হাতে ধরে বাদশার নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়। সাইয়েদ সাইফুদ্দিন পুনমের হাত থেকে পাগড়িটি নিয়ে চুমু দিয়ে বাদশার মাথার ওপর রাখেন।

বাদশা আলি কুলি খান উভয় হাত উঁচু করে ধরে বলতে লাগেলন– ‘হে খোদা! এই পাগড়ির সম্মান রেখো। এর ধারক এই ভূখণ্ডের লাখো কোটি মা-মেয়ের সম্ভ্রম রক্ষক... ।’

www.pathagar.com

বাদশা আলি কুলি খান সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও সাইয়েদ সাইফুদ্দিনের মাঝ দিয়ে এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ভঙ্গিতে চলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর ললাটে প্রত্যয়ের দীপ্তি খেলা করছে। চোখজুড়ে বিচক্ষণতার ছাপ। চেহারায় হাসির রেখা। আগে আগে সশস্ত্র প্রহরীরা 'হুঁশিয়ার সাবধান'সুলভ প্রথাসিদ্ধ স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। পুনম তাঁবুর দরজা পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। অতঃপর বাদশার চরণ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাদশা আলি কুলি খান তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'দুপুরের মধ্যে সবিতা কুমারী, আজম খান ও আদেল খান এখানে পৌঁছে যাবে। ওরা আসার পর আমি তোমার সুস্থতা উপলক্ষে দরবার ডাকবো। এখন তুমি গিয়ে বিশ্রাম নাও।'

সদর দরজায় বাদশার বিশেষ সাদারঙা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরীরা তার সোনালি দড়ি ধরে ঘোড়াটিকে দাঁড় করালো। বাদশা লাগাম ধরে তাতে সওয়ার হলেন। বাদশা চলতে আরম্ভ করলে প্রহরী ও নিরাপত্তারক্ষীরা স্লোগান দিতে আরম্ভ করলো। বাইরে তাকবিরের গগনপ্লাবী ধ্বনি। বাদশার সওয়ারি তাঁবুর বাইরে বেরোলে অসংখ্য নেতা এবং হাজার হাজার সৈনিক বর্শা উঁচিয়ে তরবারি ঘুরিয়ে বাদশাকে প্রভাতের সালাম জানায়। বাদশার সামনে ফিরোজ খান, নাদের খান, প্রেমচন্দ্র, সুভাষ চন্দ্র, রমা রায়, খণ্ডরায়, রাজেন্দ্র, মুখোশ পরিহিত, সুন্দর এবং অন্য বড় বড় আরো কজন নেতা ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের পেছনে হাজার হাজার সশস্ত্র সৈনিক স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। মুচকি হেসে স্লোগানের জবাব দিচ্ছেন বাদশা।

www.pathagar.com

মুখোশের অন্তরালে

সূর্য এখনো ডোবেনি। তবে পশ্চিম দিকে ঢলতে থাকা সূর্যের রশ্মি উঁচু উঁচু পর্বত এবং ঘন বনের ছায়াকে পুব দিকে ছাড়িয়ে অন্ধকার হতে আরম্ভ করছে। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে তবলা, বেহালা ও সানাইয়ের আওয়াজের গুঞ্জরন শোনা যেতে লাগলো। এটা বাংলার বাদশার আগমনের সংকেত। ক্যাম্পজুড়ে একঝলক বিজলি খেলে গেলো। বাহিনীর বড় বড় নেতারা নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হতে লাগলেন। ঘোড়া খুশির হ্রেষা দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচতে থাকে। খণ্ডরায়, রমা রায় ও সাইয়েদ হায়দার ইমাম অনেক আগেই ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছেন। যুদ্ধবন্দীদের একটি খোলা মাঠে রাখা হয়েছে। রমা রায় ও খণ্ডরায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী বন্দীদের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। রাজা সুভাষের তাঁবু হাকিমের তাঁবুর বাঁ দিককার চূড়ায় স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মমাফিক সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও সাইয়েদ সাইফুদ্দিন সকল নেতার সামনে সামনে ছিলেন। তাঁদের পেছনে রাজেন্দ্র ও মুখোশ পরিহিত আসাম নেতাদের ঘোড়া রওনা হয়েছে। গোটা বাহিনীর পতাকা আছে সাইয়েদ সাইফুদ্দিনের হাতে। তাঁর পেছনে নাদের খান, ফিরোজ খান, খণ্ডরায় ও রমা রায়।

সন্ধ্যার রক্তিম আকাশ ভেদ করে করে ঘোড়ারা চিৎকার করতে করতে এই নেতাদের নিয়ে আসছিলো। দেখা যাচ্ছে বাংলার বাদশা আলি কুলি খানকেও। সব নেতা সর্বাত্মক শক্তিতে বাদশাকে স্বাগত জানান। আনন্দের জোয়ার বইতে আরম্ভ করে চারদিকে। বাংলার বাদশা নিজ ঘোড়া থেকে নেমে সব নেতার সাথে কোলাকুলি করে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যান।

সূর্য ডুবতেই অন্ধকার ছেয়ে যায় চারদিকে। আকাশে দেখা যেতে থাকে তারার মেলা। জ্বালানো হচ্ছে মশাল বাতি। দূর-দূরান্তের মশালের আলো

www.pathagar.com

দেখে এমন মনে হচ্ছিলো, যেন হাজার হাজার তারা এই উন্মুক্ত প্রান্তরে নেমে এসেছে। সানাইয়ের মধুর সুরে জাদুর ছোঁয়া। ভজন আর বাদ্যের উন্মাতাল শব্দে তুমুল এক পরিবেশ। এমন সময়েও নিয়মমাফিক সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও সাইয়েদ সাইফুদ্দিন বাদশার সামনে সামনে চলছেন। বাংলার বাদশা আদব ও শিষ্টচারকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি রাসুলের বংশধরদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে সম্মান করেন। রাসুলের বংশধরেরা সব দিক থেকেই সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এই কাফেলা যখন ক্যাম্পে প্রবেশ করে, তখন সৈনিকেরা স্লোগানে স্লোগানে মুখর করে তোলে চারদিককার পরিবেশ। বাদশা তাঁর তাঁবুর সামনে ঘোড়া থেকে নামেন। এরপর লম্বা পায়ে হেঁটে তাঁবুতে প্রবেশ করেন।

রাজেন্দ্র ও মুখোশ পরিহিত তাঁর পেছনে পেছনে তাঁবুতে প্রবেশ করলো। অবশিষ্ট সকলে দ্বিতীয় নির্দেশের আগ পর্যন্ত তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর একজন প্রহরী বাইরে এসে উচ্চস্বরে বলে- 'বাহিনীর অগ্রগামী সৈনিকদের তলব করা হয়েছে।'

এই অগ্রগামী সৈনিকেরা ডানে-বাঁয়ে এক ক্রোশ পর্যন্ত এদিক-ওদিক ঘুরছিলো। এরা নিজ নিজ কর্মকাণ্ড এবং শত্রুদের যাবতীয় নড়াচড়া ও কর্মযজ্ঞের বিস্তারিত বৃত্তান্ত নিয়ে আসে। প্রতি সন্ধ্যায় বাদশা তাদের ডেকে নেন এবং তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত খবর নেন। অগ্রগামী সৈনিকেরা খুবই সুশৃঙ্খলভাবে তাঁবুতে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণের জন্য বাদশা আলি কুলি খান তাঁর সকল বড় বড় নেতাকে তাঁবুতে তলব করেন। সবাই নিজ নিজ আসনে বসে পড়েছেন।

বাদশা আলি কুলি খান মমতাজড়ানো কণ্ঠে বললেন- 'আমাকে বলা হয়েছে দিমাপুরের কিছু জমিদার ও কৃষক সবজি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ক্যাম্পে আসার কথা।'

সাইয়েদ সাইফুদ্দিন দাঁড়িয়ে বললেন- 'হাকিমকে সংবাদদাতা সঠিক সংবাদ দিয়েছে।'

বাদশা বললেন- 'তাদের নেতাদের উপস্থিত করা হোক।'

একজন প্রহরী দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো। এমন সময়ে গোটা পরিবেশে নীরবতা ছেয়ে থাকে। বাদশার সুদৃশ্য মোটা মোটা চোখ দুটোতে কিসের যেন আশঙ্কার ছাপ। তাঁর কপালের রঙ বারবার বদল হচ্ছে। মশালের আলোতে তার কম্পন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

সাইফুদ্দিন আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন– 'বাদশার মনের শঙ্কা মুখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমরা আপনার পেরেশানির হেতু জানতে চাই। বাদশার পেরেশানি আমাদের সবার জন্য বড় কষ্টের কারণ।'

বাদশা এখনো কিছু বলেননি। এমন সময়ে প্রহরী দিমাপুরের কাফেলার নেতার উপস্থিতির সংবাদ জানায়। বাদশা আসন পরিবর্তন করে তাকে প্রবেশের অনুমতি দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মধ্যবয়সী জমিদার হাত জোড় করে তাঁবুতে প্রবেশ করে।

হাকিম মৃদু হেসে তার দিকে তাকালেন এবং খুবই মমতামাখা কণ্ঠে বললেন– 'আমি তোমাকে এবং তোমার সাথিদের মন থেকে অভিনন্দন জানাই। তোমার আগমনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।'

জমিদার মাথা নুয়ে খুবই বিনয়ের সুরে বললো– 'এটা মহারাজের অনেক বড় কৃপা। খুশি তো আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। আমি তো এ জন্য খুশি যে, ভগবান আমাকে মহারাজের দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছেন। মহারাজ! আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। আমার সাথিরাও দর্শনের জন্য ব্যাকুল। ভগবানের দিব্যি! আমি মহারাজের ব্যাপারে যা কিছু শুনেছি, মহারাজ তার চেয়েও বড় মহান দেবতা... ।'

বাদশা আলি কুলি খান মাথা নিচু করে কিছু ভাবলেন। এরপর মৃদু হেসে বললেন– 'তোমার নাম কী? আমি তোমার কথার ধরনে অত্যন্ত খুশি হলাম। তোমার সাথিদের সাথেও আমি সাক্ষাৎ করবো। একসাথে আমরা আহার করবো। কিন্তু তার আগে সত্যি করে তোমাকে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আমি খুব পেরেশান। যতোক্ষণ তুমি আমার পেরেশানি দূর না করবে, ততোক্ষণ আমি শান্তি পাবো না।'

জমিদার আরেকবার অবনত মস্তকে বললো– 'মহারাজ! আমার নাম আনন্দ। আমি দিমাপুরের অধিবাসী। ভগবানের দিব্যি! এই মুহূর্তে আসামের সব শ্রেণির প্রজা অনেক খুশি। অনেক নিরাপদ। সব দিকে আনন্দের বন্যা। আসামের প্রজারা মহারাজকে আসামের মুক্তিদাতা এবং দেবতা হিসেবে জানে। আমি কয়েকটি ঘরে মহারাজের কল্পিত মূর্তির পূজা করতে দেখেছি। পাথর খোদাইকারী মিস্ত্রি ও ভাস্কররা মহারাজের হাজার হাজার মূর্তি বানিয়ে মন্দির এবং ঘরে রেখেছে।'

বাদশা বললেন– 'আনন্দ! এগুলো তোমাদের সুধারণা। তোমরা অহেতুক আমাকে দেবতা মনে করছো। আমি তোমাদের মতোই। তোমাদের আর আমার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।'

www.pathagar.com

আনন্দ প্রায় কান্না কান্না কণ্ঠে বললো– 'না মহারাজ! না! এমন বলবেন না। আমরা তো আপনার পূজারি। ভগবান আপনাকে আমাদের সাহায্যে আকাশ থেকে পাঠিয়েছেন। আমরা তো এমন স্বাধীনতা, এমন নিরাপদ জীবন কখনো কল্পনাও করতে পারিনি!'

বাদশা বললেন– 'আনন্দজি! আমরা তোমাদের সম্মান এবং স্বাধীনতা চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমরা সত্যের পূজারি। ইনশাআল্লাহ সত্যের শির চির উন্নত থাকবেই। তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবেই। আমরা তোমাদের গন্তব্যপথ আমাদের রক্তের আলো দ্বারা প্রজ্বলিত রাখবো। আমি বারবার বলছি এবং সবার সামনেই বলছি– আমরা আসামকে নিজেদের করায়ত্ত করতে আসিনি। আসাম তোমাদের। তোমরা সবাই মিলেমিশে চেষ্টা-সাধনা দ্বারা এখানকার অন্ধকার হটাবার লড়াইয়ে অংশ নেবে। তুমি আমার কথা বুঝলে তো? তাহলে সত্যি করে বলো তো, তোমাকে আমাদের কোন নেতা সবজি ইত্যাদি নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছে? আমি নিজ হাতে ওই নির্দয় পাষাণের মস্তক তোমার পায়ের নিচে ছুড়ে মেরে আসামের নাগরিকদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবো।'

বাদশার চেহারায় ক্রোধের ধোঁয়া। তাঁর চোখে উত্তেজনার আগুন। ক্ষোভের আধিক্যে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে।

বাদশা গর্জন দিয়ে বলতে লাগলেন– 'আনন্দ! তোমাকে তোমাদের ভগবানের কসম দিয়ে বলছি– বাস্তবতার ওপর পর্দা ফেলবে না। আমি স্পষ্টবাদিতা পছন্দ করি। যদি তুমি ভুল তথ্য দিয়ে বাস্তবতা আড়াল করতে চাও, তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখ পাবো। আমি মনে করবো, তুমি ভিতু পুরুষ। ভাববো– আত্মসম্মানবোধ নেই তোমার।'

আনন্দ মাথা তুলে প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো– 'মহারাজ! আপনি আমার মনমুকুরে আত্মচেতনার যে দীপ জ্বালিয়েছেন, সেই আলোর দিব্যি! আসামের ভাগ্যাকাশে চিকচিক করতে থাকা আশা-প্রত্যাশার নক্ষত্র সমাহারের দিব্যি! এমনকি আমি আপনার দিব্যি দিয়ে বলছি– আমি সবকিছু নিজের খুশিমতো স্বেচ্ছায় এনেছি। কেউই আমাকে বাধ্য করেনি। আর আমার এই ক্ষুদ্র উপহার যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তাহলে তাতে আমি ভীষণ দুঃখ পাবো। মহারাজ! আমি তো আমার নিজের জীবন উৎসর্গ করার মনোবাসনা নিয়ে আপনার এখানে এসেছি। এই পানাহারের দ্রব্যের এখানে আর কী মূল্য থাকতে পারে!'

www.pathagar.com

বাদশা নিজ মসনদ থেকে দাঁড়িয়ে আনন্দকে গলায় জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন– 'আনন্দ! তোমার কথা আমার আত্মার ওপর পড়ে থাকা ভারী পাথরটি সরিয়ে দিলো। খোদার কসম! যদি কেউ তোমাকে বাধ্য করতো, তাহলে আমি তার মস্তক উড়িয়ে দিতাম। কারও কাছ থেকে চাঁদাবাজি আমার একেবারে পছন্দ নয়। আমরা আসামের নাগরিকদের সহযোগিতার প্রত্যাশা নিয়ে এখানে এসেছি। আল্লাহ আমাদের অনেক কিছু দান করেছেন। বরং আমাদের চাহিদার চেয়ে ঢের বেশি দিয়েছেন। আমরা এই দেশের লাখ লাখ অসহায়, দুস্থ, গরিব মানুষদের সুদিন ফিরিয়ে আনার বার্তা নিয়ে এসেছি। তোমাদের শুকনো নিস্প্রাণ শিরা-উপশিরায় নবজীবনের রক্ত ভরে দেয়ার আশা নিয়ে এসেছি। আমরা তোমাদের মা-বোন ও কন্যাদের মাথায় ইজ্জত-আবরু আর সম্মানের চাদর পরিয়ে দিতে এসেছি। তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের হাত থেকে রুটি কেড়ে নিতে আসিনি। আমরা এমন জাতি নই– যারা নিজের প্রজাদের হাড্ডির ওপর প্রাসাদ নির্মাণ করে মানবতাকে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে দেয়। তুমি এখন তোমার সঙ্গীদের কাছে যাও। আহারপর্ব সারার পর তোমাদের সবার সাথে আমি মিলিত হবো।'

সে চলে গেলে বাদশা আলি কুলি খান তাঁবুর ছাদের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন– 'হে খোদা! তোমার লাখ লাখ শোকর। তোমার রহমত এই নগণ্য বান্দাকে বিশাল একটি ধোঁকা থেকে রক্ষা করেছে।'

উপস্থিত নেতাদের চেহারায় তৃপ্তির ঢেউ খেলা করছে।

অতঃপর বাদশা রমা রায়কে জিজ্ঞেস করলেন– 'মহাত্মন! তোমার বন্দীরা কোথায়? তারা কী অবস্থায় আছে?'

রমা রায় দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে জবাব দিলেন– 'সব যুদ্ধবন্দীকে ক্যাম্পের এক কোণে বসিয়ে রাখা হয়েছে।'

হাকিম বললেন– 'তবে কি তাদের বসবাসের জন্য এখনো তাঁবু স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি? ওরা কি খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাবে?'

রমা রায় আশ্চর্য ভঙ্গিতে বাদশার দিকে তাকাতে শুরু করলেন।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন– 'আমি রমা রায়জি ও খশুরায়জির অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে আমার ক্যাম্পের অদূরে ঝরনার ওই পাড়ের খোলা জায়গায় বন্দীদের জন্য তাঁবু স্থাপন করিয়েছি।'

www.pathagar.com

বাদশা বিস্ময় ও সন্তুষ্টিসূচক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন– 'রমা রায়জি কি বন্দীদের জন্য তাঁবুর বন্দোবস্ত করতে পছন্দ করছেন না?'

খণ্ডরায় বললো– 'পিতাজি মহারাজ তো তাদের বেঁচে থাকাটাও পছন্দ করছেন না।'

খণ্ডরায়ের কথা শুনে বাদশা মসনদ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। এরপর রমা রায়ের হাত ধরে বললেন– 'আমি এখন এবং এই মুহূর্তে বন্দীদের দেখতে চাই। তাদের পক্ষ থেকে আমি আমার চাচাজির কাছে দয়ার নিবেদন করছি। আমি মনে করি– বন্দীরা আসামের লাখ লাখ মানুষের মতো নিরুপায়, নিঃস্ব। সুতরাং, আমার মতে ওরা করুণা পাওয়ার উপযোগী। ওরা ভালো আচরণ এবং ভালোবাসা পাবার অধিকার রাখে।'

বাদশা তাঁর নেতাদের সাথে ওই স্থানে গিয়ে দাঁড়ান– যেখানে বন্দীদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। আকাশে তারারা পূর্ণ আলো নিয়ে ঝিকিমিকি করছে। পূর্ণিমার চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। বন্দীদের চারপাশে জ্বালানো হয়েছে মশাল। বন্দীদের চোখেমুখে ভীতির ছাপ।

বাদশা কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রমা রায়কে উদ্দেশ করে বললেন– 'চাচাজি! এখন এদের হাত খুলে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে ধন্য করুন।'

রমা রায়ের চেহারায় প্রত্যয়ের আলো। তাঁর আধবোঝা চোখে দৃঢ়তার কিরণ। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও খণ্ডরায় রমা রায়ের মধুর অসহায়ত্ব দেখে ঠোঁটের কোণ দিয়ে হেসে চলেছে।

বৃদ্ধ রমা রায় আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'ভগবান! তুমিই ভালো জানো। আমি তো তোমার এই বান্দাকে এখনো চিনতে অক্ষম!'

এরপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিজ হাতে কয়েদিদের বাঁধা হাত খুলতে আরম্ভ করলেন। বাদশার চেহারায় হাসিখুশি ভাব। সিপাহিরা সব বন্দীকে মুক্ত করে দিলে তারা সবাই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রমা রায় ক্রোধে গর্জন করে বলতে লাগলেন– 'অপদার্থের দল! এভাবে হাত জোড় করে থাকলে হক আদায় হবে না! এই মহান দেবতার চরণে ঝুঁকে যাও!'

বন্দীরা কাঁদতে কাঁদতে সামনে এগিয়ে যায়।

বাদশা আলি কুলি খান বলতে লাগলেন– 'না, নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কথা শোনো। তোমরা বন্দী নও। স্বাধীন। আমাদের সাথে

www.pathagar.com

যদি থাকতে চাও, তাতে আমি অত্যন্ত খুশি হবো। আর যদি তোমরা তোমাদের রাজার দুর্গে ফিরে যেতে চাও, তাহলে তোমাদের সসম্মানে বিদায় জানাবো। তোমরা নিজ নিজ ঘরে চলে যেতে পারবে।'

একজন নেতা অগ্রসর হয়ে বাদশার চরণে ঝুঁকে গিয়ে বললো– 'আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন। মহারাজ! আমরা কোথাও যেতে চাই না। রাজা সুভাষ চন্দ্রকে ছেড়ে আমরা কোথাও যাবো না। আমাদের আপনার চরণে পড়ে থাকার সুযোগ দিন। মনে হয় মহারাজা কৃষ্ণ কুমার আমাদের রাজাজির সাথে প্রতারণা করেছে। এই নির্দোষ রাজাকে ধোঁকা দিয়ে খুন করার উদ্দেশ্যে রাতের বেলা আক্রমণের ফন্দি এঁকেছে। আমরা মহারাজা কৃষ্ণকুমারের কাছ থেকে আমাদের রাজাকে হত্যার প্রতিশোধ নেবো। ওই পাহাড় দাপিয়ে আমরা ওদের শেষ করে ছাড়বো!'

বাদশা মৃদু হেসে বললেন– 'ধন্যবাদ। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, মহারাজা কৃষ্ণকুমার তোমাদের রাজা সুভাষ চন্দ্রের সাথে প্রতারণা করেছে। অত্যাচারী মহারাজা বাস্তবেই সুভাষ চন্দ্রের বিরুদ্ধে মারাত্মক এক কূটচালের আশ্রয় নিয়েছে। প্রতারক কাপুরুষ মহারাজা তাকে খুন করার জন্য একজন খুনি নিয়োগ করেছিলো। কিন্তু তোমরা তো জানো যে, যে বাঁচায় তাঁর শক্তি যে মারে তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী। বেটা সুভাষকে হত্যা করার জন্য যেই লোককে বাছাই করা হয়েছিলো, ভাগ্যক্রমে ওই লোকটি ছিলো আসামের স্বাধীনতার রক্ষক। সে ছিলো আমাদের লোক। সে ছিলো ভোরের নক্ষত্র।'

বন্দী নেতা বিস্ময় প্রকাশ করে বললো– 'তবে কি আমাদের রাজা বেঁচে আছেন? যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহলে ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলবো– মহারাজার জীবনের দিন খুবই অল্প বাকি আছে। রাজা সুভাষজি সাহসের মূর্ত প্রতীক। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মতো তিনি মহারাজার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।'

বাদশা একজন মুখোশ পরিহিতের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'তোমাদের বাহাদুর রাজা, অর্থাৎ আমার আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছেলে বেঁচে আছেন এবং তোমাদের সামনেই উপস্থিত আছেন।'

বাদশা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে রাজা সুভাষ চন্দ্রের মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ এবং মুখ থেকে মুখোশ খুলে দিয়ে বললেন– 'যুবকেরা! তোমাদের রাজার জয় হোক...।'

www.pathagar.com

বন্দী সৈনিকেরা শ্লোগান আর চিৎকারের মুহুর্মুহু ধ্বনিতে নিজেদের আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করে। সবার মাঝে এক উন্মাতাল ভালো লাগার জোয়ার। আনন্দের কান্না আর আবেগের হাসির চমৎকার এক দৃশ্য।

বাদশা রাজা সুভাষের দিকে তাকিয়ে বলেন– 'বেটা সুভাষ! আমি এই মুহূর্তটির জন্য সারা দিন তোমাকে মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি তোমার সৈনিকদের মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলাম। এখন তুমি কিছু সময়ের জন্য নিজের সেনাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সাহস বাড়িয়ে তোলো।'

বাদশা আলি কুলি খান এগোতে থাকলে রাজেন্দ্র ও শ্যাম-সুন্দরের মাঝ বরাবর এক দীর্ঘদেহী মুখোশ পরিহিত মৃদুস্বরে বললেন– 'আমি রাজা সুভাষ চন্দ্রের সাথে করমর্দন করতে চাই।'

বাদশা তাঁর হাত নিজের হাতে ধরে বললেন– 'এখন সময় নয়...। আমি তোমার আবেগের তাপ অনুমান করতে পারছি। মাত্র কটা দিন ধৈর্য ধরো। সব বাধা দূর হয়ে যাবে। পরে তোমরা পরস্পর বাহুর সাথে বাহু মিলিয়ে অটুট শেকলের ন্যায় আজীবন বসবাস করতে পারবে।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র পেছনে ফিরে বাদশার চরণে নুয়ে বললো– 'এই মুখোশ পরিহিত লোকটি কে? তার কণ্ঠস্বর কিছুটা চেনাজানা মনে হচ্ছে!'

বাদশা বললেন– 'এটা এক রহস্য। গোপন ভেদ। এই পৃথিবীর বুকে তাকে এখন লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। আমি তোমাকে তার ব্যাপারে কিছু জানতে চাওয়ার অধিকার দিতে পারি না।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র পুনরায় বলতে চাইলে খণ্ডরায় কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলো– 'সুভাষ! বাদশা যেখানে তোমাকে নিষেধ করেছেন, সেখানে তুমি শিশুদের মতো কেন জিদ ধরে আছো? এই লোক যে-ই হোক না কেন, আমাদের আপনজনই হবে। মনে হচ্ছে, এই লোক অনেক বড় এক সম্পত্তির মতো– যাকে রক্ষা করতে বাদশা দিনের শান্তি আর রাতের নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছেন। তুমি এই রহস্যটুকু গোপন থাকতে দাও। ভবিষ্যতে আর এ ব্যাপারে কথা বলবে না, এতে বাদশা ভীষণ কষ্ট পাবেন।'

সুভাষ বাদশার সামনে হাত জোড় করে বলতে লাগলো– 'সৌম্য করুন, মহারাজ! যদি এই লোকের সম্পর্কে জানতে চাওয়ার জিদ দ্বারা মহারাজ কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি– ভবিষ্যতে আর কখনো তার ব্যাপারে জানতে চাইবো না। তার মুখের শব্দ আমাকে

www.pathagar.com

অবাক করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে এমন শব্দ কখন যেন আমি খুব কাছ থেকে শুনেছি এবং অনেকবার শুনেছি।'

বাদশা আলি কুলি খান মৃদু হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আরেকবার তোমরা তার আওয়াজ খুব কাছ থেকে এবং খুব ভালো জায়গায় শুনতে পাবে।'

নিজের তাঁবুর দরজায় পৌঁছে বাদশা নাদের খানের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'সব মেহমানকে দস্তরখানায় নিয়ে যাও। আমি আমার মেয়ের সাথে দেখা করে আসছি।'

পুনম তার তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। হাকিম হোসাইনী বেগ এবং কজন প্রহরী তার পেছনে দাঁড়ানো। পুনমের হাতে চম্পা আর গোলাপ ফুলের পাতায় ভরা রুপার সুদৃশ্য পাত্র। তার দৃষ্টি তাঁবুর ভেতরকার রেশমি পর্দায় নিবদ্ধ। মশালের আলোয় তার চেহারা বাগানের উজ্জ্বল ফুলের মতো দেখাচ্ছে। হঠাৎ পর্দায় নড়াচড়া দেখা দেয়। বাদশা আলি কুলি খান ভেতরে পা রাখেন। পুনম দুই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে এবং দ্রুত তাঁর পায়ে ফুলের পাতা ছড়িয়ে দেয়।

বাদশা উভয় হাত দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে বলেন– 'মা পুনম! কেমন আছো তুমি?'

পুনমের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তার ঠোঁটজোড়া আবেগের আতিশয্যে কেঁপে উঠছে। সে কিছু বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু আনন্দের জোয়ারে কিছু বলতে পারছিলো না। বাক্যের মালা বারবার ভেঙে পড়ছিলো।

হাকিম হোসাইনী বেগ মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন– 'মহামান্য বাদশা! আপনার জয় হোক। মা পুনম আজ সুস্থতার গোসল সেরেছে। আমি তার সুস্থতা উপলক্ষে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের ঘোষণা দিচ্ছি।'

'পুনম মা! আমরা তোমার জন্য। তোমার সাথে অশালীন আচরণকারীদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করবো না। তাদের হিসাবের দিন ঘনিয়ে আসছে। তোমাকে বানানো হবে বিচারপতি। সেদিন তুমি আর নিরুপায় থাকবে না। অন্যায় অবিচারের সওদাগরদের ভাগ্যের ফয়সালা করবে তুমি।'

বাইরে প্রহরীরা চিৎকার করে করে বলে যাচ্ছে– 'আনন্দ উদ্‌যাপনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে! বাদশার অসুস্থ মেয়ে সুস্থ হয়েছেন! সবাইকে অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার আহ্বান করা হচ্ছে। বাদশার সামনে হাদিয়া তবারুক পেশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে!'

www.pathagar.com

বাদশা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন– 'মা পুনম! আমার সাথে কথা বলো। কিছু চাও আমার কাছে। খোদার কসম! আমি ভীষণ খুশি। আমার আনন্দে অংশ নাও। কিছু বলছো না কেন তুমি? আমার সাথে কথা বলছো না কেন? আমার ওপর কি তুমি অসন্তুষ্ট?'

পুনম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো– 'হ্যাঁ, আমি অসন্তুষ্ট। আমাকে যখন সুস্থতার গোসল দেয়া হচ্ছিলো, তখন আমি মহারাজের শূন্যতা গভীরভাবে অনুভব করছিলাম।'

'মা পুনম! তুমি তো জানো, তোমার পিতা একজন সৈনিকও। আর সিপাহিরা পারদের মতো হয়ে থাকে।'

পুনম বাদশার পায়ে পড়ে বলতে লাগলো– 'আমি জানি, মহারাজ!'

বাদশা বললেন– 'আগামীতে আমি আমার মেয়েকে নিজের সাথেই রাখবো।'

পুনম হাত জোড় করে মৃদু হেসে বললো– 'ধন্যবাদ, মহারাজ! কিন্তু আমি আমার পিতা মহারাজের শিকলাবদ্ধ হয়ে যাওয়া পছন্দ করবো না। সংগত মনে হলে আমাকে খাড়ির মন্দিরে পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। আমি কুলসুম, কামিনী ও চন্দ্ররানীর জন্য খুব চিন্তিত। আমার শূন্যতায় তারাও বেশ উদ্বিগ্ন।'

বাদশা মৃদু হেসে ঠাট্টাচ্ছলে বললেন– 'তাহলে এই কথা! আমি তো খুশি হয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমার মেয়ে আমার জন্য খুবই পেরেশান। তুমি তো দেখছি তোমার বোনদের জন্য পেরেশান হয়ে আছো! যাক, চিন্তা কোরো না। আগামীকালই তোমার বোনেরা এখানে পৌঁছাবে। আমি বিষ্ণু মহারাজকে নির্দেশ দিয়েছি কুলসুম, কামিনী ও চন্দ্ররানীকে নিয়ে আসতে। তিনি রাতের শেষ প্রহরে রওনা হবেন। কাল সন্ধ্যা নাগাদ তিনি এখানে এসে পৌঁছাবেন ইনশাআল্লাহ। পুনম! তুমি তো সাধনাকে দেখোনি। তাকেও নিয়ে আসা হবে। তুমি তো জানো, সাধনাও আমার খুব প্রিয় মেয়ে। সে রমা রায়ের মেয়ে এবং খণ্ডরায়ের বোন। তাকে কী করে আমি ভুলতে পারি!'

বাইরে তুমুল খুশির আমেজ। সিপাহিরা নাচছে, গাইছে।

মুখোশ পরিহিত আসাম নাগরিক রাজেন্দ্রর কাছে জানতে চান– 'রাজেন্দ্র! গিয়ে কারও কাছে জিজ্ঞেস করো তো বাদশার মেয়ে কখন থেকে অসুস্থ! এ ব্যাপারে আমি কিছু জানলাম না কেন? আমি কেন তাকে দেখতে গেলাম না? এ ব্যাপারে আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে।'

www.pathagar.com

রাজেন্দ্র সাইয়েদ হায়দার ইমামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'সাইয়েদ সাহেব! বাদশা মহারাজের মেয়ে কুলসুম কি অসুস্থ ছিলো?'

'না।' সাইয়েদ হায়দার ইমাম মৃদু হেসে জবাব দিলেন– 'সে তো শিব দেবতার মন্দিরে আছে।'

রাজেন্দ্র পুনরায় জানতে চাইলো– 'তাহলে হয়তো কামিনী অসুস্থ হয়ে থাকবে। আমাদের কেন জানানো হলো না? আমাদের কি পর মনে করা হচ্ছে?'

'রাজেন্দ্র ভাই! ওরা সবাই তো মন্দিরে। এ হচ্ছে একজন নিপীড়িত মেয়ে। জালেম মহারাজার সেনাপতি তাকে মন্দির থেকে অপহরণ করেছিলো। নিরপরাধ মেয়েটির ওপর জালেমরা অনেক অত্যাচার চালিয়েছে। মারাত্মক আহত ছিলো সে। জানবাজ মুজাহিদরা তাকে মহারাজার বন্দীখানা থেকে বের করে নিয়ে আসে।'

রাজেন্দ্র বললো– 'আশ্চর্য...! আমরা জানতেও পারলাম না, কে ওই মেয়ে?'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'সে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের সখী। তার নাম পুনম। মহারাজা তার কাছ থেকে চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে তথ্য নিতে অত্যধিক চাপ দিয়েছিলো।'

'পুনম...!' রাজেন্দ্র জিহ্বার নিচ দিয়ে বললো।

রাজেন্দ্র আকাশে চমকে থাকা চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'পুনম... পুনমকে তো আমি এই চাঁদের মতোই জনম জনম ধরে জেনে আসছি। সে তো আমার নিশ্বাসের সাথে বসত করে। আমি পুনমকে দেখতে চাই।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম কিছুটা আঁচ করতে পেরে বললেন– 'রাজেন্দ্র ভাই! আমি তোমার কথা ভালো করেই বুঝেছি। তুমি পুনমকে চাচ্ছো, তাই না? পুনম তোমার ভালোবাসার মানুষ। কিন্তু এই মুহূর্তে পুনম বাদশার মেয়ে। সে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহিত। সুতরাং, কোনো প্রকার ধৃষ্টতা ভালো হবে না। সব সময় আদবের প্রতি লক্ষ রাখবে। বাদশার সামনে গিয়ে আমি সময়-সুযোগমতো তোমার ভালোবাসার ব্যাপারটি আলোচনা করবো। তাতে তিনি খুব খুশি হবেন।'

এরপর কিছু ভাবতে গিয়ে সাইয়েদ হায়দার ইমাম বলতে লাগলেন– 'রাজেন্দ্র ভাই! পুনম ফুলের মতো কোমল এবং পূর্ণিমার মতো নিষ্পাপ, নির্দোষ। তার সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। জীবনের কোনো বাঁকে

www.pathagar.com

তার ইজ্জতের অপবাদ নিয়ে কোনো কথা বলবে না। এতে তার সাথে সাথে আমরাও দুঃখ পাবো।'

রাজেন্দ্র হাত জোড় করে বললো– 'আমি পুনমের সম্ভ্রমের শত্রুদের রক্ত দিয়ে ওইসব দাগ ধুয়ে ফেলবো– যা পুনমের মতো ফুলের গায়ে লেগেছিলো। ভগবানের দিব্যি! যার গলায় পুনম তার গলার মালা পরাবে, সে এই দুনিয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'চিন্তা কোরো না...। পুনমকে তুমি সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসো। একদিন না একদিন পুনমের হাত তোমার হাতেই দেখতে পাবে। ভালোবাসার প্রতিদান আকাশ থেকে এসে থাকে। আমি তোমার কথার গভীরতা আত্মার গভীরতা দ্বারা অনুভব করতে পারছি। সাহস রেখো। পরিস্থিতি দ্রুতই পাল্টে যাবে। বীর সেনাদের বিজয়ধ্বনি আমি অনুভব করতে পারছি। যাও, আনন্দের এই মাহেন্দ্রক্ষণে বাদশাকে মোবারকবাদ জানাও। আমি তোমার পয়গামের নীরবতার কণ্ঠস্বর হয়ে যাবো।'

রাজেন্দ্র মনের অজান্তে সাইয়েদ হায়দার ইমামের পায়ে মাথা রেখে চিৎকার করতে থাকে– 'ভগবান আমাদের সবাইকে বড়ই কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেছেন।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম তার কাঁধে হাত রেখে বলেন– 'নিজের প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত লোকদের আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন দুর্দশা দ্বারা পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এটা আল্লাহর ফয়সালা। তুমি এবং তোমার সঙ্গী এ ব্যাপারে ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। তোমরা যথেষ্ট অবিচলতার সাথে পরিস্থিতির জটিলতা অতিক্রম করে যাচ্ছো।'

রাজেন্দ্র হাত জোড় করে বললো– 'যদি আপনার মতো দেবতার সহায়তা আর কৃপা আমার ভাগ্যে না জুটতো, না জানি আমি জগতের কোন নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হতাম! অন্ধকারেই খেই হারিয়ে মারা পড়তাম।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম একদিকে অগ্রসর হতে গিয়ে বললেন– 'আমি কিছুই করিনি। কেবল আমার দায়িত্বটুকু পালন করেছি। দুঃখী ও নিরুপায় মানুষের দুর্দশা লাঘবে চেষ্টা করা ফরজের দাবি। আমাকে কেবল সেই দাবি আদায়ের তাওফিক দান করা হয়েছে।'

চারদিকে আনন্দের বান। লোকজন নেচেগেয়ে একাকার। সানাইয়ের মধুর সুরে গীত গাওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্য রাজেন্দ্র আনন্দ-উল্লাসের মাঝে হারিয়ে যায়।

www.pathagar.com

অতীত স্মৃতি হাতড়াতে থাকে সে। গাছ আর ঘাসে ভরা ছোট্ট এক পথ। সামনে দুটি খালের সংযোগস্থল। এখানে আনমনে হেঁটে বেড়াতো রাজেন্দ্র। কখনো প্রান্তে এসে দাঁড়াতো, সন্ধান করতো খোলা পৃথিবীর। তারপর হঠাৎ একদিন ছোট্ট নৌকা নিয়ে চলে যায় সে নদীর বাঁকে। হাঁটতে থাকে তীর ধরে, ধান আর পাটখেত। কী উজ্জ্বল এক রোদেলা দুপুর! গাছ আর লতাপাতায় ভরা দুই পাশ। প্রতি বাঁকেই অন্ধকার আর রোদের বুনট জালে স্বপ্নগুলো যেন খেলা করছে। পায়ে হেঁটে, ক্ষুদ্র ডিঙি নিয়ে বিশাল নদী, এমনকি সমুদ্র পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে রাজেন্দ্র। অনেক দিন হেঁটেছে যাযাবরের মতো। কখনো তৃণভূমির অঞ্চলে, কখনো খোলা প্রান্তরে, সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ি গিরিখাতে, কখনো গভীর জঙ্গলে। পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছিল, শুধু খাবারের সন্ধানে, টিকে থাকার জন্য। প্রতিদিন খাদ্যের সন্ধানে বের হওয়ার নিয়তি থেকে একসময় সে মুক্তি পায়। অনুভব করে নতুন কিছু তৈরি করে পুনমকে নিয়ে স্বপ্নের ঘর। সে ঘর বেঁধেছিল বহু প্রজন্মের স্বপ্ন নিয়েই। তা জন্ম দিয়েছিল আরও বড় অনুভবের। সেই প্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছিল পথে-প্রান্তরে। সে ভাবতো ঘর হলো স্থিতিশীলতা, ঘর হলো অনুভব, একীভূত হওয়া। নিবিড় বনভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটা। বৃক্ষ, ঝরনা, উন্মুক্ত আকাশের প্রান্তর- একটা নির্ভাবনার আশ্রয়। মানবিকতার পথে এক ধাপ।

এই ভাবনায় গড়িয়ে যায় অনেক সময়। পরে হঠাৎ সে কী যেন মনে করে দৌড়ে চলে গেলো তার তাঁবুর কাছে। ওখানে পৌঁছে তার সাথি মুখোশ পরিহিতের চরণ ছুঁয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো।

মুখোশ পরিহিত তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন– 'রাজেন্দ্র! কী হয়েছে? কাঁদছো কেন তুমি? তুমি তো বাদশার মেয়ের ব্যাপারে তথ্য নিতে গিয়েছিলে!'

রাজেন্দ্র কেঁদে কেঁদে বললো– 'আনন্দ যখন সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন তার আধিক্যের কারণে অনায়াসেই কান্না চলে আসে। আমাদের চারদিকে খুশি আর আনন্দের বন্যা। বাদশার মেয়ে অন্য কোনো মেয়ে নয়। সে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তজির সখী পুনম।'

মুখোশ পরিহিত অবাক হয়ে আনন্দে বলে ওঠেন– 'পুনম! বাদশার মেয়ে...?'

'হ্যাঁ।' রাজেন্দ্র বলে– 'আপনার তো ভালো করে জানা আছে– বাদশা মহারাজের মনে আত্মীয় ও নিজের লোকদের প্রতি কতো সম্মান! বাদশা পুনমকে নিজের মেয়ে বানিয়েছেন। পুনমকে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের নির্দয়

www.pathagar.com

সেনাপতি শিব দেবতার মন্দির থেকে অপহরণ করে মানসিক, শারীরিক ও আত্মিকভাবে মারাত্মক কষ্ট দিয়েছে। ওরা পুনমের কাছ থেকে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে তথ্য নেয়ার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু ইসমাইল, শেখর ও জগন্নাথ দেবতার মহাদেবের মতো জানবাজেরা দুর্গে গিয়ে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে।'

মুখোশ পরিহিত বললেন– 'সে কোথায়? সে আমারও মেয়ে। এই মুহূর্তে তার সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই।'

রাজেন্দ্র বললো– 'সে তো বাদশার মুখডাকা মেয়ে। সে এখন অনেক উঁচু মর্যাদায় অভিষিক্ত। সাইয়েদ হায়দার ইমাম বলেছেন– তার পায়ের কাছে পৌঁছাতে হলে অনেক মর্যাদাসম্পন্ন লোক হতে হবে।'

রাজেন্দ্রর সাথি বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি তার সাথে দেখা করতে চাই। চন্দ্রকান্তের খাতিরে আত্মোৎসর্গকারীর চরণ ছোঁয়া এবং তাকে এক পলক দেখা আমার জন্য খুবই জরুরি। আমি ওই দেবীর চরণে নিজের দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দিতে চাই।'

রাজেন্দ্র কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'ঠিক আছে। আপনার জন্য হয়তো ব্যাপারটি সহজ হবে। কিন্তু আমি তার দর্শন করতে পারবো না। আমার পক্ষ থেকে বিশ্বাসের ওই মূর্ত প্রতীককে নমস্কার জানাবেন।'

মুখোশ পরিহিত উঠে দাঁড়ালেন। এরপর রাজেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবু হতে বেরোলেন। তাঁরা চলতে লাগলেন বাদশার তাঁবুর দিকে। বাদশার বিশালাকায় তাঁবুর এক প্রান্তে দস্তরখানা বিছানো হয়েছে।

মুখোশ পরিহিত লোকটি একজন প্রহরীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি বাদশা হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

প্রহরী বললো– 'তিনি এই মুহূর্তে নামাজ আদায় করছেন। কিছুক্ষণ পর আসবেন।'

ফিরোজ খান, নাদের খান ও বিষ্ণু মহারাজ তাঁবুতে উপস্থিত। ঝরনা, জলপ্রপাত আর ছড়ার কলকল শব্দ প্রকৃতিতে মধুর পরিবেশ বিলিয়ে যাচ্ছে। শ্যাম, সুন্দর ও সাইয়েদ হায়দার ইমাম তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। রাজেন্দ্র ও মুখোশ পরিহিত একদিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম সামনে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'সম্মানিত মেহমান! আপনি পেরেশান কেন?'

'সাইয়েদ সাহেব! আমি পুনমের দর্শনের জন্য পেরেশান।'

www.pathagar.com

সাইয়েদ হায়দার ইমাম আস্তে করে বললেন– 'এ ব্যাপারে পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই। বোন পুনম সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। যেকোনো সময় তার সাথে সাক্ষাৎ করা যাবে।'

মুখোশ পরিহিত বললেন– 'ঠিক আছে। কিন্তু আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আছে।'

লোকজন তাঁবুতে প্রবেশ করছে। আনন্দ এবং তার কৃষক সাথিরাও পৌঁছে গেছে। চারদিকে মশালের শীতল আলো।

বাদশা আরেক দিক থেকে তাঁবুতে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন– 'প্রেমচন্দ্র কোথায়? এই লোক আমাকে পেরেশান রাখা জরুরি মনে করে।'

নাদের খান বললেন– 'প্রেমচন্দ্র দুপুর থেকে গায়েব। আমার ধারণা– সে পর্বতে চলে গেছে।'

'কিন্তু সে এমনটি কার অনুমতিতে করলো?'

এরপর বাদশা এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাজেন্দ্র ও মুখোশ পরিহিতের দিকে ইশারা করে বললেন– 'রাজেন্দ্র! তোমার সঙ্গীকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে যে!'

মুখোশ পরিহিত এগিয়ে এসে বাদশার চরণ ছুঁয়ে বললেন– 'ভগবান আপনাকে সব ধরনের পুণ্যের কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। আপনি এবং আপনার ধারণা আমার ভেদ-বুদ্ধির অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু কখনো কখনো আমার মতো পাপীকেও যদি নিজের কাজের সাথে অংশীদার বানিয়ে নিতেন!...'

বাদশা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন– 'মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট। কী ব্যাপার! আমি কখন তোমাকে বা অন্যকে কোনো প্রকার পুণ্য কাজ করা থেকে বারণ করেছি!'

মুখোশ পরিহিত বললেন– 'আমি মা পুনমের সাথে দেখা করতে ব্যাকুল হয়ে আছি।'

বাদশা মৃদু হেসে বললেন– 'আমি তাকে বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছি। সে আরাম করছে। এই মুহূর্তে তার আরামে ব্যাঘাত ঘটানো উচিত হবে না। কাল যেকোনো সময় তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে। সে আমার মেয়ে। সে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের সখী। তার শ্বাস-প্রশ্বাসে চন্দ্রকান্তের সুবাস...।'

মুখোশ পরিহিত ভাঙাকণ্ঠে বললেন– 'রাতভর আমি ব্যাকুল থাকবো।'

www.pathagar.com

বাদশা মৃদুস্বরে বললেন– 'পুনম যদি তোমাকে চিনে ফেলে, তখন কী হবে?'

মুখোশ পরিহিত বললেন– 'আমি তার সাথে কোনো কথা বলবো না। মুখে আমি কোনো শব্দ উচ্চারণ করবো না। তার চরণ ছুঁয়ে আমি ফিরে চলে আসবো। পুনমকে দেখলে আমি চন্দ্রকান্তকে দেখার সান্ত্বনা পেয়ে যাবো।'

বাদশা আলি কুলি খান মুখোশ পরিহিতের কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'আমি তোমার দুঃখ খুব ভালো করে অনুভব করতে পারছি। পরিস্থিতি খুব দ্রুত আমাদের সবাইকে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। খোদার কসম! আমি নিজেও তার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল।'

মুখোশ পরিহিত জবাব দিলেন– 'তা আমি জানি।'

এমন সময় প্রেমচন্দ্র হাসিমাখা মুখে তাঁবুতে প্রবেশ করলো। সে সোজা বাদশার কাছে চলে এলো এবং তাঁর পা ছুঁয়ে হাত জোড় করে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো।

বাদশা স্নেহভরা ধমকের সুরে বললেন– 'তুমি কি এভাবেই আমাকে কষ্ট দিতে থাকবে? কোথায় ছিলে তুমি?

www.pathagar.com

গুপ্তচরের আগমন

তিনি একটি সাদারঙা চৌকস ঘোড়ায় চড়ে উঁচু একটি চূড়ায় আকাশ থেকে নেমে আসা এক রহস্যময় দেবতার মতো অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাগড়ির মধ্যভাগে হীরার সুদৃশ্য খণ্ডটি সূর্যের আলোকরশ্মিতে চিকচিক করছে। শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারায় নুরানি আবহ। চোখেমুখে মুজাহিদসুলভ হাসির রেখা। বাদশার ঘোড়ার মাথায় সোনার ঝুমুর লটকে আছে। তাঁর ডান দিকে সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও সাইয়েদ সাইফুদ্দিন বিপ্লবীর বেশে অত্যন্ত জাঁকজমক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের উভয় হাতে শাহি পতাকা পতপত করে উড়ছে। এর ডানে মুখোশ পরিহিত ও রাজেন্দ্র দাঁড়ানো। তাঁদের হাতে লম্বা লম্বা বর্শা। বাদশার পেছনে শ্যাম ও সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে উন্মুক্ত তরবারি। প্রতিদিনকার নিয়মমাফিক বাহিনীর বড় বড় সব নেতা নিজ নিজ পতাকা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঢোল, তবলা ও বেহালার সুর বেজে চলেছে। সবার আগে মুরব্বি নেতা ফিরোজ খান ঘোড়া থেকে নেমে বাদশার জুব্বায় চুমু দেন। বাদশা তাঁকে দোয়া দেন। তাঁর মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেন। তারপর নাদের খান, প্রেমচন্দ্র, রমা রায় ও খণ্ডরায় পর্যায়ক্রমে সালাম জানাতে হাজির হন। সবার শেষে রাজা সুভাষ চন্দ্র এগিয়ে এসে ঘোড়া থেকে নামে এবং চূড়ায় চড়ে বাদশার সামনে হাত জোড় করে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখ বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে থাকে। আবেগ-উচ্ছ্বাসের তীব্রতায় সে নরম গাছের ডালের মতো কাঁপছে।

বাদশা বড়ই মহব্বতের সুরে বললেন– 'বাবা সুভাষ! তুমি কি আমার কাছে আসবে না?'

সুভাষ নিজের কপাল খানিক ঝুঁকিয়ে বললো– 'দেবতার সামনে পূজারির এটুকু অবস্থান সংগত মনে হচ্ছে...।'

বাদশা মৃদু হেসে বললেন– 'আমি তোমার এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে অত্যন্ত খুশি হলাম।'

www.pathagar.com

বাদশা হাত বাড়িয়ে নিজের গলা থেকে মূল্যবান মুক্তার মালাটি নিয়ে সুভাষ চন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে বলেন– 'আমার কাছে এসো।'

সুভাষ কাছে এলে বাদশা ঝুঁকে তার গলায় মালাটি পরিয়ে দেন। সুভাষ চন্দ্র মালার লহরিতে লবণাক্ত চোখে কাঁপা ঠোঁটে চুমু খেয়ে বললো– 'দেবতা মহারাজ আমাকে আনন্দের এক অতুল উপহার দান করলেন।'

বাদশা আকাশচুম্বী পর্বতচূড়ার দিকে ইশারা করে বললেন– 'বাবা সুভাষ! ওই দেখো– আমাদের পাহারাদারেরা পর্বতের চূড়ায় নড়াচড়া করছে। অনুমান করতে পারছো যে, আমাদের কদম মহারাজা কৃষ্ণকুমারের মস্তকের কতোটা কাছে অবস্থান করছে। চরম স্বার্থপরতা আর নির্মমতার কালো চাদর মহারাজাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। তার নাপাক চোখে আলস্য পট্টি বেঁধে রেখেছে। চোখ থেকেও সে অন্ধ। কান থেকেও সে বধির। মদ আর উলঙ্গ লালসা তাকে পাগলা কুকুর বানিয়ে ছেড়েছে। আমরা সত্যের ওপর আছি। কালের এই ফেরাউনের বর্বরতা ডিঙিয়ে তাকে আমরা এক উচিত শিক্ষা দিতে চাচ্ছি।'

সুভাষ চন্দ্র পাশ ফিরিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকালে দেখতে পায় হাজার হাজার সিপাহি পাহাড়ের চূড়ায় চড়ছে। ওখানে গাছ দিয়ে ওরা বিশাল বিশাল সিঁড়ি তৈরি করেছে। একেকটি সিঁড়ি তিনশো ফুট লম্বা। ওগুলো মোটা মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। সিঁড়িগুলো চূড়ায় রেখে বিশাল বিশাল গাছের সাথে বাঁধা হয়েছে। যখন এক স্থানে সমবেত সিপাহিরা ওই সিঁড়ির সাহায্যে ওপরের চূড়ায় চড়ে যায়, তখন সিঁড়িগুলো খুলে ওপরে টেনে নেয়া হয়। এভাবে তারা সর্বোচ্চ চূড়ায় চড়তে থাকে।

রাজা সুভাষ বিস্ময়ের সাগরে ডুবে হাত জোড় করে বলতে থাকে– 'মহারাজ! আমার পিতাজি ছিলেন একজন জ্যোতিষী। তিনি বলতেন– এই ভূখণ্ডে খুব দ্রুত এমন দেবতাদের পদার্পণ ঘটবে– যাঁরা অন্যায়-অবিচারে ঠাসা এসব উঁচু উঁচু দুর্গ নিমেষেই ধ্বংস করে দেবেন। যাঁরা পা বাড়ালে ভূভাগের প্রশস্ততা এবং পর্বতের উচ্চতা খুবই ক্ষীণ হয়ে আসবে। আপনারাই তাঁরা, যাঁরা এই অন্ধকার দেশকে আলো দ্বারা ভরে দিচ্ছেন। আমি আজ নিশ্চিত হলাম– আপনাদের এই শুভ সমাচার আমার পিতা আমাদের শোনাতেন।'

'আমি জানি– মহারাজা কৃষ্ণকুমার তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে। সে রমা রায়, খণ্ডরায়ের সাথেও এমন আচরণ করেছিলো। এভাবে শত শত, হাজার হাজার নির্দোষ মানুষকে সে গোপনে হত্যা করেছে। ইজ্জত

www.pathagar.com

লুণ্ঠন করেছে হাজার হাজার মা-বোন-কন্যার। ভয়ংকর এক শাস্তি তার জন্য অপেক্ষমাণ। আমি অনেক কিছু জানি। দুর্গে মঙ্গল সিংয়ের মেয়ে নতুন কুমারী এক মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করে চলেছে। আর কমলা দেবী ও দীপক কুমারের জীবন গভীর সংকটে। তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো– কার্যকর পরিকল্পনা আর কৌশলগতভাবে আমরা যুদ্ধে জিততে চলেছি। আমাদের মুজাহিদদের পায়ের ধ্বনি দুর্গের অভ্যন্তরেও শোনা যাচ্ছে। তারপরও চূড়ান্ত আক্রমণ চালাতে আমি বিলম্ব করছি কেন জানো? আমি ভাবছি অন্য কিছু। আমি চাই, রক্তারক্তি যেন হয় একেবারে কম। অধিক সংখ্যক লোককে আমি তরবারি, তির আর বর্শার আঘাতে আক্রান্ত করতে চাচ্ছি না। সবাইকে আমি বাঁচাবার আশা রাখি। আমি চাই যখন মহারাজার ওপর আক্রমণ করা হবে, তখন যেন মানুষের বিশাল এক অংশ তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়। তুমি তো জানো– প্রকৃতির শাস্তি বড়ই নির্মম। জালেমের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া লোকেরাও শাস্তির উপযোগী। আমাদের লোকেরা দুর্গের অভ্যন্তরে বিপ্লবী চেতনায় বলীয়ান হয় তাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে। আমি অনেক বড় এক মুজাহিদের ইশারার অপেক্ষায় আছি। মহান আল্লাহ তাআলা তাকে যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার যোগ্যতা দান করেছেন। তুমি তো জানো সে কে! কিন্তু আমি জানি সে এই দুর্ভাগা দেশের ভয়ানক অন্ধকারের মাঝে প্রভাতের কিরণবিদারী এক ধ্রুবতারা।'

সুভাষ চন্দ্র বাদশার সামনে হাত জোড় করে বললো– 'আমি নিজ চোখে ওই রহস্যময় পুরুষের বিচিত্র কর্মযজ্ঞ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি।'

ঘোড়ার হ্রেষা বিস্তীর্ণ প্রান্তর কাঁপিয়ে তুলছে। বাদশার দৃষ্টি দিমাপুরের জমিদার আনন্দ কুমারের ওপর পড়লে তিনি ইশারায় তাকে কাছে ডেকে বলেন– 'তোমরা যদি ফিরে যেতে চাও, তবে যেতে পারো। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের অনুমতি আছে। তোমরা স্বাধীন।'

আনন্দ অগ্রসর হয়ে বাদশার চরণ ছুঁয়ে হাত জোড় করে বলতে থাকে– 'আমরা ফিরে যাওয়ার জন্য আসিনি, মহারাজ! সৌম্য করুন। আমাকে আপনার চরণতলে আশ্রয় নেবার আজ্ঞা দান করুন। আমার পেছনে পেছনে আমার এলাকার অনেক যুবক আসবে। আমরা জুলুমের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অংশ নিতে চাই। আমাদের আশা-প্রত্যাশার মর্যাদা রাখুন, মহারাজ! আজীবন আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।'

www.pathagar.com

বাদশা কিঞ্চিৎ ভেবে বললেন– 'আমি তোমার আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আমি তোমাকে একটি শর্তের ভিত্তিতে এখানে অবস্থানের অনুমতি দিতে পারি।'

আনন্দ হাত জোড় করে প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বললো– 'আমি দেবতা মহারাজের যেকোনো শর্ত পালনে প্রস্তুত।'

বাদশা সুন্দর ও শ্যামকে ডেকে বললেন– 'এদের সবাইকে এক হাজার আশরাফি দেয়া হোক। তাদের ঝুপড়িগুলো মধু আর চিনি দিয়ে ভরে দেয়া হোক।'

এরপর তিনি আনন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তোমার এলাকা এখান থেকে অতো বেশি দূরে নয়। তুমি আমার উপহারগুলো নিয়ে ফিরে যাও। আমার পক্ষ থেকে তোমার এলাকার অধিবাসীদের দোয়া জানিয়ে ফিরে আসবে। আমি তোমার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ মুলতবি রাখবো।'

আনন্দ কিছু বলার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু বাদশা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভঙ্গিতে বললেন– 'এখন তুমি যেতে পারো। তোমার কিছু বলার আর অধিকার নেই। যাও, আমরা তোমার অপেক্ষা করছি।'

দিমাপুরের কৃষকেরা হতবিহ্বল। সোনার আশরাফি, দামি দামি রেশমি কাপড় আর দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান মণিমুক্তা তারা কাছ থেকে এই প্রথম দেখলো। এসব দ্রব্যে ঠাসা তাদের টুকরিগুলো। আনন্দের আধিক্যে তাদের দুই চোখে শ্রাবণধারা বইতে শুরু করে। এরা স্লোগান দিতে দিতে ক্যাম্প থেকে বিদায় নিলো। বাদশা ঘোড়ার জিনে আলতো ছোঁয়া লাগালে সেটি চলতে আরম্ভ করে। শীর্ষচূড়া থেকে সাইফুদ্দিন এবং মুখোশ পরিহিত আসাম নাগরিকও নিচে নেমে আসে। রাজা সুভাষ চন্দ্রের দৃষ্টি রাজেন্দ্র ও মুখোশ পরিহিতের চেহারায় স্থির।

বাদশা মৃদু হেসে বললেন– 'বাবা সুভাষ! মনে হয় তুমি এই চেহারায় হারানো কোনো অতীত খুঁজে চলেছো!'

রাজা সুভাষ মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'দেবতা মহারাজ ঠিক ধরতে পেরেছেন। এই চেহারায় আমি আমাদের হারানো জগতের নিদর্শন অনুভব করছি। এই চেহারার লোকটিকে অপর মনে হচ্ছে না।'

বাদশা মৃদু হেসে মুখোশ পরিহিত ও রাজেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এখন সবাই তোমার আপন। এখানে কেউ তোমার পর নয়। কিছু ভেদ কিছু রহস্য আছে– যেগুলো সময় আসার পূর্ব পর্যন্ত গোপন থাকা

www.pathagar.com

জরুরি। বেশি দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সব রহস্যের জট খুলবে। একদিন প্রকৃত বাস্তবতা সবাই নিজ চোখে দেখতে পাবে।'

এমন সময় খণ্ডরায়ের কিছু সৈনিক দশ-বারো জন সাধু-সন্ন্যাসীকে ধরে উপস্থিত হয়। তারা এই সাধু-সন্ন্যাসীদের রমা রায় ও খণ্ডরায়ের সামনে পেশ করে বলতে থাকে– 'এরা মহারাজা কৃষ্ণকুমারের গুপ্তচর। এদের আমরা দুর্গ হতে বের হতে দেখেছি।'

রমা রায় একজন সাধুর কাঁধে ক্রোধান্ধ হাত মেরে বললেন– 'তুমি তো মহাদেবজি! মন্দিরের পবিত্র আঙিনা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে তুমি ভালো করোনি। আমি তোমাকে এতোটা হীন কল্পনা করিনি।'

এরপর তিনি বাদশার সামনে হাত জোড় করে বললেন– 'নিঃসন্দেহে এদের কৃষ্ণকুমারের গুপ্তচরের মতো মনে হচ্ছে। আমরা এদের জীবিত ছেড়ে দিতে পারি না।'

বাদশা বললেন– 'চাচা মহারাজ! এদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া ছাড়া শাস্তি দিলে অন্যায় হয়ে যাবে। আমি এদের আত্মপক্ষ ব্যাখ্যার পুরোপুরি সুযোগ দেবো। এদের অপারগতা নিজ কানে শুনবো।'

মহাদেব এবং অন্য বন্দীরা সামনে অগ্রসর হয়ে বাদশার চরণে চুমু খেয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকলো।

বাদশা বললেন– 'তোমাদের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থানের বর্ণনা দেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হলো। নির্ভীকচিত্তে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করো। যদি তোমরা নিরপরাধ হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের কোনো ধরনের কষ্ট দেয়া হবে না।'

মহাদেব এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন– 'এখানে সরদার ফিরোজ খান কে?'

বাদশা অবাক হয়ে মহাদেবের দিকে তাকালে তিনি বললেন– 'আমরা সরদার ফিরোজ খানের অতিথি। আমরা তার হারানো বাগান থেকে এসেছি। ফিরোজ খানকে আমি ভালো করেই চিনি। তিনি জেনে থাকবেন– আমি কে এবং কী উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে...।'

ফিরোজ খানের চেহারা রহস্যাবৃতদের ওপর। তিনি মুচকি হেসে সামনে এসে মহাদেবজির কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'আমার নাম ফিরোজ খান। ঠিকই বলেছো তুমি। আমি জানি তোমরা কারা আর কোন হারানো বাগানের কথা তোমরা বলছো, সেটাও আমি জানি।'

www.pathagar.com

সাধু মহাদেবের চেহারায় রঙ ছড়িয়ে পড়েছে।

ফিরোজ খান বললেন– 'হাশিমের বীরত্ব আর বিশ্বস্ততার ওপর আমার গর্ব হয়। আমি জানি, শিব দেবতা মহারাজার সামনে কী পরিকল্পনা তৈরি করেছেন।'

মহাদেবজি হেসে উঠে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন– 'তাহলে দ্রুত বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে এখান থেকে উঠিয়ে দুর্গে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের সামনে পেশ করুন! নইলে তো আপনার হাশিমকে কামানে বসিয়ে গভীর গিরিখাদে ফেলে দেয়া হবে!'

বাদশার চেহারায় মুচকি হাসির রেখা।

রমা রায় সামনে এগিয়ে এসে মহাদেবের সামনে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন– 'সৌম্য করুন মহারাজ! আমি ভুল করে ফেলেছি। আপনাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছে।'

মহাদেব রমা রায়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'রায়জি মহারাজ! এটা কোনো ব্যাপার নয়। তোমার স্থানে যদি আমি হতাম, তাহলে সম্ভবত আমার আচরণ তোমার চেয়ে মন্দ হতো।'

সুভাষ চন্দ্র সামনে অগ্রসর হয়ে মহাদেবজির চরণ ছুঁয়ে বললো– 'মহাদেবজি! আপনি কি কমলা দেবী ও দীপক কুমারকে চেনেন? তাদের কী অবস্থা?'

মহাদেব ও তাঁর সাথিরা অবাক দৃষ্টিতে রাজা সুভাষের দিকে তাকিয়ে বলছে– 'তুমি কি রাজা সুভাষ!বেঁচে আছো তুমি? ভগবান! তোমার লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা। সুভাষজি! তোমার খুন হওয়ার সংবাদ পেয়ে দুর্গে মাতা মহারানি ও মহারাজা কৃষ্ণকুমার বিশাল আয়োজনে আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। এটা কেমন ভেদ! দুর্গের বাইরের দৃশ্য কেমন জাদুমাখা! দুর্গে যার মৃত্যু নিয়ে আনন্দ মিছিল করা হচ্ছে, বাইরে সে জীবিত!'

এরপর তিনি রাজা সুভাষের চেহারায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'তুমি বেঁচে আছো, সুভাষজি!'

রাজা সুভাষ মৃদু হেসে বললো– 'মহাদেবজি! আপনি কী ভাবছেন?'

সাধন অগ্রসর হয়ে বাদশার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'আমি সাধন। সাপুড়ের গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত আছি। আমি শিব দেবতা ও নাগমাতার পূজারি। আমরা গোটা গোত্রের সব লোক একত্রে দুর্গে অবস্থান করছি। মধুমতি বাদশা মহারাজকে অনেক অনেক নমস্কার জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

www.pathagar.com

আমার চোখ দুটো আমার অদেখা দেবতার দর্শনের জন্য তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো চেয়ে আছে।'

মহাদেব সাধনের কথা কেটে বললেন– 'মধুমতি একজন সাপুড়ে। কিন্তু সে অনেক বড় মহান দেবী। শিব দেবতা প্রতি মুহূর্তে তার খবর নেন। তাকে কিছুতেই চোখের আড়াল হতে দেন না। বড় ভাগ্যবান সুন্দরী কন্যা সে।'

বাদশা আশ্চর্য ভঙ্গিতে অস্থিরচিত্তে জিজ্ঞেস করেন– 'তবে কি মধুমতি সাপুড়ে গোত্রের কোনো কন্যা?'

'জি মহারাজ।' মহাদেব জবাব দিলে সাধন বলে ওঠে– 'না মহারাজ! সে আমাদের গোত্রের কেউ নয়। তাকে সাপুড়ের রূপ দিয়ে রাখা হয়েছে। সে অন্য কেউ। খুব কমসংখ্যক লোক জানে– কে সে! সাধারণভাবে গোটা দুর্গের সবাই তাকে সাপুড়ে হিসেবেই চেনে। খুব মধুর সুরে বীণা বাজাতে পারে সে।'

বাদশা জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কি জানো, সে কে?'

সাধন জবাবে বলে– 'জানি, মহারাজ। কিন্তু বলতে পারবো না। আমাকে সৌম্য করা হোক, মহারাজ! আমাকে সাধারণ সমাগমে বলার আজ্ঞা দেয়া হয়নি। আমি কেবল এটুকু বলতে পারি যে, সে বাদশা মহারাজকে নিজের পিতা জ্ঞান করে এবং আপনার চরণ ছোঁয়ার জন্য তার প্রাণ ছটফট করছে।'

বাদশা সামনে অগ্রসর হয়ে সাধনের কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'আমি তোমাদের মতো রহস্যময় লোকদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। তোমরা এক চিরন্তর বিপ্লবী কীর্তি সম্পাদন করে করে আমাদের পথের সব অন্ধকার দূর করে চলেছো। সে আমার মেয়ে। আমার মেয়ের বিচ্ছেদে আমি পানি ছাড়া মাছের মতো ছটফট করছি। খোদার কসম! আমি আমার মেয়ের সকল দুঃখ-বঞ্চনা অনুভব করতে পারছি।'

এরপর তিনি ফিরোজ খানের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এই সম্মানিত মেহমানদের থাকা-খাওয়ার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বাদশা জিজ্ঞেস করলেন– 'মহাদেবজি! তুমি কমলা দেবী ও দীপক কুমার সম্পর্কে কিছু বললে না।'

মহাদেব হাত জোড় করে বললেন– 'ওরা উভয়ে বাঘের থাবায় আছে। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। শিব দেবতা, নিলম কুমার ও সুজনের

www.pathagar.com

মতো মহান ব্যক্তিরা তাদের সাথে রয়েছেন। শিব দেবতার ক্রোধ, ক্ষোভ ও শক্তিতে গোটা দুর্গের প্রাচীর থরথর করে কাঁপছে। শিব দেবতার শক্তির সামনে মহারাজা একেবারে অসহায়।'

বাদশা একদিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন– 'দুপুরের পর তোমাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ হবে। এখন তোমরা গিয়ে বিশ্রাম নাও। তোমাদের আগমনে আমি খুবই শান্তি পেয়েছি। আমি আমার খোদার মেহেরবানি পরিমাপ করতে কিছুতেই সক্ষম নই।'

www.pathagar.com

মোলাকাত

পরের দিন বিষ্ণু সরদারের কাফেলা শিব মন্দির থেকে কুলসুম, কামিনী, চন্দ্ররানী ও সকিনাকে নিয়ে রওনা হয়ে যায়। ইসমাইল, মোহন ও শেখরও তাদের সঙ্গে আছে। উভয় মন্দিরের পূজারি, তীর্থযাত্রী ও দেবদাসীরাও সাথে সাথে রয়েছে। কুলসুম বনের কাছে পৌঁছে সওয়ারির পর্দা তুলে বলে– 'আমি সব ভাইবোন ও মুরব্বিদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। তোমাদের কাছ থেকে আমি চিরদিনের জন্য পৃথক হচ্ছি না। কিছুদিন পর আমি আবার আসবো। তোমাদের ভালোবাসা আমার স্মরণ থাকবে।'

মহাদেবের হাতে সাদারঙা বিশাল পতাকা। তিনি পদব্রজে চলছেন।

ইসমাইল বললো– 'মহাদেবজি! বনের সফর। আঁকাবাঁকা পথ কাঁটা আর পাথরে ভরে আছে। তুমি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাও।'

মহাদেব নিজ ধ্যানে হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলেন– 'আমার ব্যাপারে কাউকে চিন্তা করতে হবে না। খুশিমনেই আমি পদব্রজে চলছি...।'

সকিনা যেই হাতির ওপর আরোহণ করেছে, তার সামনে রয়েছে কালো রঙের পতাকা। তবলা, সানাই বেজে চলেছে। বিষ্ণু বেশ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন। তাঁর এক হাতে ঘোড়ার দড়ি, অন্য হাতে সবুজ রঙের পতাকা। বাঁ বাহুতে লম্বা তরবারি। পিঠে রয়েছে তির-ধনুক। বাতাসের তালে তালে চলতে থাকা এই বহর দেখে পথচারীদের বিস্ময়ের অন্ত নেই। পঞ্চাশ-ষাট জন আরোহী হাতির ডানে-বাঁয়ে এবং পেছনে বর্শা সামলে হুঁশিয়ারে চলছে। ছোট্ট এই কাফেলা ঘন বন পেরিয়ে ওই নদীর তীরে এসে পৌঁছায়– যা ক্যাম্পের কাছ দিয়ে বয়ে গেছে।

বিষ্ণু এখানে ঘোড়া থামিয়ে বললেন– 'এই নদীর পানি খুব মিষ্টি এবং ঠান্ডা। আমাদের কোনো মেয়ে যদি পিপাসার্ত থাকে, তাহলে এখানে

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যেতে পারে। আমরা আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছি। তোমরা অবশ্যই তবলা আর সানাইয়ে সুরের ঝংকার শুনতে পাচ্ছো।'

সকিনা বললো– 'ঠিক আছে, বাবা! আপনি চাইলে কিছুক্ষণ এখানে অবস্থান করতে পারি।'

বিষ্ণু ইসমাইলকে বললেন– 'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি বাদশাকে অবহিত করতে যাচ্ছি। সকিনার কারণে পরিস্থিতি অনেক বেশি পরিবর্তন হয়ে গেছে। জানি না, বাদশা সকিনাকে কীভাবে অভ্যর্থনা জানান। আমি ভাবছি– হঠাৎ সকিনা ক্যাম্পে পৌছালে অনেকের মধ্যে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। কারো কারো তো প্রাণও চলে যেতে পারে!'

ইসমাইল উদ্বিগ্ন চোখে বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে বললো– 'বিষ্ণু মহারাজ! আপনি কি কারবালার মজলুমদের মর্মবিদারী ইতিহাস সম্পর্কে অবগত আছেন?'

বিষ্ণু বললেন– 'কারও মনে যখন মানবতার দুঃখ-দুর্দশার আলো উঁকি দেয়, তখন তার চিন্তা-চেতনায় সবার আগে কারবালার মজলুমদের মর্যাদা ও ত্যাগের অনুপম দীক্ষা আনমনেই সৃষ্টি হয়ে যায়। হোসাইন রা. তো দুঃখজগতের রাজকুমার!'

বিষ্ণুর ঘোড়ার জিনে পা ঠেকানো হয়। মুহূর্তেই সেটি ঘন বন আর উঁচু উঁচু গাছগাছালির মাঝে হারিয়ে যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বৃক্ষ ও পাহাড়-পর্বতের ছায়া গভীর হতে থাকে। দ্রুত সান্ধ্য আঁধার নেমে আসে। মুসলিম সৈনিকেরা নদীর পানিতে অজু করে মাগরিবের নামাজ আদায় করে। সকিনা ও কুলসুমও নদীর তীরের সবুজ ঘাসে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন। সাধনা, চন্দ্ররানী ও কামিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে আছে। হিন্দু সৈনিকেরা মশাল জ্বালাতে শুরু করে। ক'জন সিপাহি মোহন, শেখর ও মহাদেবের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দূর নদীর প্রান্ত থেকে কিছুক্ষণ পরপর বুনো পশুদের চিৎকারধ্বনি শোনা গেলে ঘোড়াগুলো বিকট শব্দে হ্রেষা দিতে গলা দোলাতে থাকে। হাতিরাও নিজেদের অবস্থানের সংকেত জানায় মৃদু চিৎকার দিয়ে।

নামাজ পড়া শেষ হলে ইসমাইল নিকটে এসে বলে– 'সকিনা বোন! এখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করা সংগত হবে না। আশপাশে বড় ভয়ংকর ঘন বন। ওখানে অসংখ্য হিংস্র পশুর বসবাস।'

সবাই উঠে দাঁড়ালো। এরপর সিঁড়ির সাহায্যে হাতির ওপর সওয়ার হয়ে নিজ নিজ আসনে বসলো। সিপাহিরা নিজেদের ঘোড়ার লাগাম টেনে

www.pathagar.com

ধরেছে। পরে হঠাৎ স্লোগান আর সানাইয়ের ঝংকার একত্রে শোনা যেতে থাকে।

ইসমাইল ঘোড়ায় চড়ে বলতে থাকে– 'মনে হচ্ছে বাদশার সওয়ারি আসছে।'

নদীর ধার ঘেঁষে ঘন বন-জঙ্গল অতিক্রম করে করে একটি মহাসড়ক তৈরি করা হয়েছে, যা একটি সাপের মতো এঁকেবেঁকে গিয়ে বাদশার ক্যাম্পে গিয়ে ঠেকেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে অসংখ্য সওয়ারির অনেক বিশাল এক বহর পাহাড়ের চূড়ায় দেখা যেতে থাকে। অগণিত মশালের আলোয় অন্ধকার সুতীব্র আলোতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সামনে সামনে চলছেন সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও সাইয়েদ সাইফুদ্দিন। তাঁদের হাতে নিয়মমাফিক গোটা বাহিনীর পতাকা রয়েছে। তাঁদের পেছনে পেছনে বাদশা আলি কুলি খান এবং তাঁর পেছনে অন্য বড় বড় নেতারা আসছেন। সবিতা কুমারী, আজম খান, আদেল খান এবং উদ্যম খানও আসছেন তাঁদের সাথে। ভয়ংকর বন-বাদাড়ে অন্তরাত্মা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। ঘোড়ার হ্রেষায় গোটা ভূভাগে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে। মহাদেব ধীরে ধীরে হাতিকে আগে বাড়াতে শুরু করেছেন। বিষ্ণু মহারাজের হাতে নিয়েছেন সবুজ রঙের পতাকা। তিনি বেশ জাঁকজমকের সাথে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন। সকিনার হাতির পিঠে কালো রঙের পতাকা। সেটি বাতাসে উড়ছে। মহাদেব, ইসমাইল, শেখর, মোহন এবং অন্য সিপাহিরা ঘোড়া থেকে নেমে নিয়মমাফিক অভ্যর্থনা স্লোগান উচ্চকিত করতে থাকে। বাদশার দৃষ্টি কালো রঙের শোক স্মৃতিবাহী পতাকায় স্থির।

তিনি তাঁর মাথা থেকে পাগড়ি নামিয়ে বলেন– 'আমি পরম সম্মানিত নিদর্শনের প্রতি মাথা নোয়াচ্ছি। এই শোকাবহ পতাকা কারবালার শহিদদের স্মৃতি বহন করে আছে। আমি শহিদদের বাদশার দরবারে শ্রদ্ধাবনত।'

সবাই বিবি সকিনার কান্নার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। বাদশাসহ অন্য সকল নেতা সকিনার কাফেলাকে সাদরে বরণ করে নেন। এক বিচিত্র আবেগঘন পরিবেশ ছেয়ে যায় চারদিকে। এখানে এক অস্থায়ী ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। শিব দেবতার মন্দির থেকে বেরিয়ে হাকিম খাড়ির সীমান্তের দিকে তাকান। এরপর তিনি নাগ দেবতার মন্দির এবং তার আশপাশের পাহাড় ও বন-জঙ্গল পরিদর্শন করে ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসেন। সময়টা তখন দুপুর। স্বামী দয়ানন্দ বেশভূষা পাল্টে ফেলেছে।

www.pathagar.com

বাদশা আলি কুলি খান তাঁর নেতাদের উদ্দেশ করে বলতে থাকেন– 'শত্রুরা যদি মুখোমুখি লড়াই করতে না চায়, তাহলে আজ রাতে আমরা তাদের ওপর এক অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করতে চাই। আমি আশা করি– আজ রাতের আক্রমণই হায়েনাদের জন্য যথেষ্ট।'

সুভাষ চন্দ্র হাত জোড় করে বললো– 'এ লক্ষ্যে সব প্রস্তুত সম্পন্ন করা হয়েছে।'

হাতির আওয়াজ শোনা গেলে আলি কুলি খান বললেন– 'মনে হয় খণ্ডরায়ের হাতি পৌঁছে গেছে। হাতিগুলো বনের ভেতরই রাখা গেলে ভালো হয়। এই প্রাণী বনেই খুশি থাকে।'

খণ্ডরায় পঞ্চাশটি হাতি এবং পাঁচ হাজার সৈনিকের একটি বহর পাঠিয়েছে। পড়ন্ত বিকেলে পুব দিক হতে একজন আরোহীকে দেখা যায়। তার শরীরে চিতাবাঘের চামড়া। মাথায় লাল রঙের পট্টি। বাঁ হাতে লম্বা বর্শা। বড়ই নির্ভীকচিত্তে সে ঘোড়া দৌড়িয়ে বাদশার বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পে প্রবেশ করে। প্রহরীরা তাকে দূর থেকেই চিনে নিয়েছিলো। সে সুন্দর। সুন্দর বাদশার অস্থায়ী তাঁবুর সামনে ঘোড়া থেকে নেমে প্রহরীর অনুমতি নিয়ে পর্দা উঠিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। তার শরীর ঘর্মাক্ত। চোখে উদ্বেগের ধোঁয়া।

হাকিমের চরণ ছুঁয়ে সে হাত জোড় করে বলতে লাগলো– 'আমি রিয়াসিংয়ের চেয়ে বড় রাক্ষস আর ভয়ংকর হায়েনা এই জগতে আর কাউকে দেখিনি। যে পথ সে অতিক্রম করে যায়, সেখানে বইতে থাকে রক্তনদী। জায়গায় জায়গায় আগুন লাগিয়ে সে সবকিছু জ্বালিয়ে খাক করে দেয়। নির্মম ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছে সে। অসংখ্য গোত্রের মেয়েদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

এ কথা শুনে বাদশা আলি কুলি খান বললেন– 'এ হায়েনাকে এসব নির্মম আচরণের হিসাব অবশ্যই দিতে হবে। আগে বলো– সে এখন কোথায়?'

সুন্দর বললো– 'এখান থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে পাহাড়ের মাঝখানে সুন্দর একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে সে ক্যাম্প স্থাপন করেছে।'

বাদশা আলি কুলি খান তরবারির মুষ্টিতে হাত মেরে বললেন– 'রিয়াসিংকে বেশি সময় জুলুম-অত্যাচার ছড়াবার সুযোগ দেয়া যাবে না। আজ রাতেই আমি তার ওপর হামলার বিজলি চমকাবো। তোমরা সবাই

www.pathagar.com

রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণের জন্য পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি নাও। আল্লাহর সাহায্য পেলে আমরা অসহায় বনি আদমকে বাঁচানোর সুযোগ পাবো।'

মুসলিম বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী বিশাল হিন্দু সেনারা মনে করে– আসলে এটা এক স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, ধর্ম মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষকে জিঘাংসার হাত থেকে রক্ষা করে। একমাত্র ধর্মই পারে মানুষকে অমানুষ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে। পৃথিবীকে আজো বাসযোগ্য করে রাখার ক্ষেত্রে ধর্ম প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। কোনো ধর্মই গায়ের জোরে বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি এবং কোনো ধর্মপ্রচারকই একে সমর্থন করেননি, বরং তাঁরাই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বারবার। বিশ্বে নানা সময়ে ঘটে যাওয়া হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়; যদিও এই দাঙ্গাগুলি ধর্মের দোহাই দিয়ে ঘটানো হয়েছে এবং একে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপদান করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আসল কলকাঠি যাঁরা নাড়ছেন, তাঁরা এমন কোনো ধর্মভীরু নন। এমনকি অনেকেরই নিজ ধর্মাচারের প্রতি রয়েছে চরম উদাসীনতা। অথচ এই সব দাঙ্গায় তাঁরাই থাকেন নেতৃত্বে। রিয়াসিং তাঁদেরই একজন। এই দাঙ্গাসমূহ যে কোনো ধর্মীয় আনুগত্যের কারণে নয়, তা রিয়াসিংয়ের হিংস্রতা দেখে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এটাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না বলে বলা যেতে পারে আধিপত্যবাদের দাঙ্গা। ধর্মকে আশ্রয় করে আধিপত্য কায়েম করাই এসব দাঙ্গার মূল লক্ষ্য। সমাধান মিলবে তখনই, যখন আমরা প্রকৃতপক্ষেই চাইবো সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে আধিপত্যবাদী, লুণ্ঠনকারীদের দমন করতে। আর যদি একে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সযত্নে রেখে দিই, তা হয়তো একদিন এ দেশটিকেই নরককুণ্ড বানিয়ে ছাড়বে। যার হাত থেকে কারোই রেহাই মিলবে না।

যা-ই হোক, রাতের আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে যাবার পূর্বেই বাদশা প্রায় বিশ হাজার লড়াকু জানবাজ অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে নতুন গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করেন। এই গাজি এই রহস্যময় সৈনিক অত্যন্ত সন্তর্পণে পূর্ব দিকের বন-জঙ্গলের মাঝে হারিয়ে যান।

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

এদিকে স্বামী দয়ানন্দ রিয়াসিংয়ের ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে। এই মুহূর্তে তার সাথে আছে অশোক ও রণধীর। এই দুই বাহাদুর জানবাজ সিপাহি হচ্ছে রাজা প্রেমচন্দ্রের বাহিনীর বিশ্বস্ত নেতা। অশোক ও রণধীরও সাধুর বেশ ধারণ করেছে। রাজা রিয়াসিং ও সেনাপতি মধুকর সাধুদের দেখে আনন্দ প্রকাশ করে।

রাজা রিয়াসিং জিজ্ঞেস করে– 'স্বামীজি! কোথায় চলে গিয়েছিলে তুমি?'

স্বামী দয়ানন্দ রহস্যপূর্ণ গাম্ভীর্যের সাথে বললো– 'দেবতাদের মনোবাসনা জানতে আমরা এখান থেকে দূর গগনে চলে গিয়েছিলাম। আমাদের কিছু সাথি আগে থেকেই ওখানে ছিলো।'

রাজা রিয়াসিং জিজ্ঞেস করলো– 'এই যুদ্ধের ব্যাপারে দেবতাদের কী অভিরুচি?'

জবাবে স্বামী দয়ানন্দ বলে– 'প্রার্থনার সময় আমি ভগবানের সাথে কথা বললে তিনি আমাকে শুভ সমাচার দেন। বলেন– ক'দিনের মধ্যেই সময় পাল্টে যাবে। রাজাজিকে রক্ষায় ভগবান অনেক কিছু লিখে রেখেছেন। গণেশ দেবতা এক বিশাল সেনাবহর নিয়ে রাজাকে রক্ষা করতে এবং সাহায্য করতে রাজধানীর দিকে এগোচ্ছে। আজকের রাত বড়ই শুভ রাত। আজ রাতের যেকোনো সময়ে দেবতা সেনা নিয়ে আসবেন। আমি রাজাকে তুষ্ট করতে এসেছি। নইলে তুমি তো জানো, আমার ভক্ত-পূজারিদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি না।'

যেই প্রান্তরে রাজা রিয়াসিংয়ের বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করেছে, সেটি কালের বিবেচনায় এক দুর্ভেদ্য ও অনতিক্রম্য এলাকা। তার চারপাশে ঘন বন এবং আকাশচুম্বী পাহাড়-পর্বত। মাঠটি সৌন্দর্যের বিচারে খুবই মনোহর। পাঁচ-ছয় মাইল আয়তনের সুপ্রশস্ত এই মাঠ প্রকৃতির আরেক

www.pathagar.com

সুদৃশ্য ক্যারিশমা। ক্যাম্পের পূর্ব দিকে রয়েছে বিশাল ফটক, যা ক্যাম্পে প্রবেশের একমাত্র পথ। উন্মুক্ত এ প্রান্তরের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত রাজা রিয়াসিংয়ের সেনারা ছোট-বড় উঁচু-নিচু তাঁবু স্থাপন করেছে। রাজা রিয়াসিং চিতাবাঘের চামড়ার মতো পোশাক পরে আছে। তার মাথার লম্বা লম্বা চুল দুই কাঁধ বেয়ে ঝুলছে। ফটকের সামনে হাতির জন্য আস্তাবল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ঘোড়া ও মালামাল বহনকারী বিভিন্ন পশুর আখড়া স্থাপন করা হয়েছে পাহাড়ের প্রান্ত ঘেঁষে। রাজা রিয়াসিংয়ের তাঁবু একটি উঁচু জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে। তাঁবুর পেছনের দিকে রয়েছে একটি ঝরনা। পানি ঠান্ডা এবং মিষ্টি। তার বাহিনীর সেনাপতি মধুকরের তাঁবু কিছুটা পশ্চিম দিকে। রাজা রিয়াসিং কথাবার্তা, চালচলনে একেবারে গোঁয়ার ও অসভ্য প্রকৃতির। অকৃতজ্ঞ মানসিকতা আর নির্মমতাই যেন তার স্বভাবসিদ্ধ আচরণ। তার মাথায় আছে সাদা রঙের তিলক।

স্বামী দয়ানন্দ কথার এক ফাঁকে বলতে লাগলো– 'ভগবান আসামের শাসনক্ষমতা তোমার মাথার এই তিলকের ভেতর লিখে রেখেছেন। ভবিষ্যতে তুমি রাজা থেকে মহারাজা হবে।'

রাজা রিয়াসিং বললো– 'কিন্তু কৃষ্ণ মহারাজ তো আমার ভাতিজা।'

স্বামী মৃদু হেসে বললো– 'সে চিন্তা তোমার করতে হবে না। এটাই যে রক্ষকের সিদ্ধান্ত!'

এরপর স্বামী বললো– 'আজকের রাত খুশির রাত। মদের রাত, মাদকতার রাত।'

রাজা রিয়াসিং তার কথা কেটে বলতে লাগলো– 'তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। আমি ক্যাম্পের যত্রতত্র আলো প্রজ্বলিত করবো। আমাদের কাছে অসংখ্য কোমল সুন্দরী কুমারী দেবী আছে। শরাবেরও কমতি নেই।'

এরপর সে তালি বাজালো। একজন বর্শাধারী প্রহরী তাঁবুতে প্রবেশ করলো।

রাজা আনন্দে চিৎকার করে বলতে লাগলো– 'ক্যাম্পজুড়ে আমার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেয়া হোক যে, আজকের রাত যেন দিওয়ালির রাতের মতো বিপুল আনন্দ-উল্লাসে উদ্‌যাপন করা হয়। যার যেমন ইচ্ছে সেভাবেই যেন নিজেদের তৃপ্ত করে নেয়। দেবীদের কমতি দেখা দিলে সেনাপতি মধুকরকে বলবে– সে যেন আশপাশের গ্রাম থেকে সেই কমতি পূরণ করে নেয়। ন্যূনতম পাঁচজন সেনার ভাগে একজন করে দেবী থাকা চাই।'

www.pathagar.com

প্রহরী চলে গেলে স্বামী দয়ানন্দ এদিক-ওদিক তাকিয়ে মৃদুস্বরে কানে কানে বললো– 'রাজাজি! ভবিষ্যতে নিজের সেনাপতি মধুকরের ওপর অধিক বিশ্বাস রাখবে না।'

রাজা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমার সেনাপতি মধুকরজি কি আমার সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে?'

স্বামী বললো– 'আফসোসের সাথে আমি এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটবে। যতোক্ষণ রাজাজি তার ভগ্নিপতি সুভাষ চন্দ্রের রক্তের বদলা নিতে না পারবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত মধুকর বিশ্বস্ত থাকবে। পরে সে তার বোন কমলা দেবীর প্ররোচনায় পড়ে বিদ্রোহী হয়ে যাবে।'

রাজা তরবারি উঁচিয়ে বলতে লাগলো– 'আমি সাপকে মাথা তোলার এবং দংশন করার সেই সুযোগ দেবো না। আজকের রাত সেনাপতি মধুকরের শেষ রাত। আমি তাকে জীবিত ছাড়বো না। আঁচলের সাপকে আমি দংশন করার সুযোগ দিতে পারি না!'

স্বামী বললো– 'না। তুমি এমন করবে না। প্রতিটি কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা উচিত। এখনই মধুকরকে কিছু বলা সংগত হবে না। তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। আমি তোমাকে বলিনি যে, দেবতারা তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন! আমি কেবল তোমাকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে অবহিত করলাম। তুমি কেবল এটুকু মনে রাখবে। এখনই মধুকরকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তার ভাগ্যের ফয়সালাও দেবতারাই করবেন। তুমি শান্ত হয়ে যাও। নিজের পক্ষ থেকে তুমি তার ওপর বিশ্বাসের মাত্রা হ্রাস করতে থাকো এবং তার স্থলে অন্য একজনকে সেনাপতির পদে আসীন করার ব্যাপারে ভাবো।'

রাজা বললো– 'ঠিক বলেছো তুমি। আমি এমনই করবো।'

স্বামী বললো– 'যেখানে আকাশ ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত মিশে যায়, যেখানে চন্দ্র সূর্য জন্ম নেয়, ওখান থেকে আজ সন্ধ্যায় একজন রহস্যময় যুবক দেবতা সেনাবেশে এখানে আসবেন। তিনি তোমার মতোই চিতার পোশাক পরে থাকবেন। তাঁর মাথায় নাগদেবতার আকৃতির মতো কুণ্ডলী পাকানো তিলক হবে। তিনি সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসবেন। তাঁর পেছনে পেছনে কজন সাপুড়ে এবং সাধু-সন্ন্যাসীও থাকবেন। এঁরা সবাই হচ্ছেন অবতার। তাঁরা তোমাকে রক্ষা করবেন। সাহায্য করবেন।'

এরপর স্বামী কিছুক্ষণ নীরব থেকে খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে হাত উঁচিয়ে বলতে লাগলো– 'সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সূর্যদেবতা স্বপ্নের সংসারে যাওয়ার

www.pathagar.com

প্রস্তুতি নিচ্ছে। পূর্ব দিগন্তে সোম অবতার জন্ম নিচ্ছে। আমি তার স্থান সাজাতে যাচ্ছি...।'

স্বামী কী যেন বিড়বিড় করে পড়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলো। অশোক ও রণধীর ঝরনার কাছে তার অপেক্ষায় বসে আছে।

স্বামী দ্রুত হেঁটে তাদের কাছে গিয়ে বললেন– 'রাজা রিয়াসিং এই মুহূর্তে আমার জাদুর জালে আটকা পড়েছে। এই স্থানটি উপযুক্ত। এখানে ধূপ জ্বালাও এবং পুরোদস্তুর মহাদেব সেজে বসে যাও। সন্ধ্যের মধ্যে সুন্দর, শ্যাম ও মন্দিরের মহাদেব পৌঁছে যাবেন। আমি তাঁদের ব্যাপারে রাজার মন-মস্তিষ্কে দেবমালার ভেল্কিবাজি শুনিয়ে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছি। রাজা তাদের কোনো দেবতার অবতার ভাবতে বাধ্য হবে।'

অশোক ও রণধীর হাসতে থাকে।

স্বামী আরো বললো– 'পরিস্থিতি সম্পূর্ণই আমাদের নিয়ন্ত্রণে। সময়টাও অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের সবাইকে খুবই হুঁশিয়ার থাকতে হবে। বিচক্ষণতা দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে জেগে থাকার প্রয়োজন আছে।'

অশোক বললো– 'দয়ানন্দজি! তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। ভগবানের কৃপায় রাতের মধ্যে বিপ্লবের হুংকার ছড়িয়ে পড়বে।'

দয়ানন্দ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'সে এখন মধুকরজিকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেবে।'

চন্দনগাছ পোড়ানোয় সুগন্ধিময় ধোঁয়া শূন্যে উড়তে আরম্ভ করেছে। কিছু সৈনিক আসছে এদিকটায়। ওরা কাছে পৌঁছালে এরা গাইতে শুরু করে সাধুর ভজন। স্বামী তার সামনে পড়ে থাকা থলে হতে চূর্ণ বের করে আগুনে নিক্ষেপ করছে। সৈনিকেরা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে গেলো।

স্বামী তাদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'কেন এসেছো? বলো?'

একজন সৈনিক বললো– 'আমরা তো স্বামী-সাধুর দর্শনের উদ্দেশ্যেই এসেছি।'

স্বামী বসার নির্দেশ দিয়ে বললো– 'বসে পড়ো। আমরা প্রার্থনায় মগ্ন।'

রাজা রিয়াসিং তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করেছে। এখনো সে ঘোড়ার লাগাম ছাড়েনি, এমন সময় অতর্কিত একটি কবুতর চক্কর খেয়ে তার কাঁধের ওপর এসে বসে পড়ে। খুব করে কাঁপছে কবুতরটি। রিয়াসিং গভীর দৃষ্টিতে কবুতরটির দিকে তাকায়। এরপর ঘোড়া থেকে নেমে এটি নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করে। কবুতরটির গলায় বাঁধা ছিলো একটি কাগজ। সে

www.pathagar.com

দ্রুত কাগজটি খুলে পড়তে আরম্ভ করলো। এটাতে লেখা আছে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের বার্তা।

'প্রিয় মামা মহারাজ!

নমস্কার

আশা করি তুমি দ্রুত বেগে তোমার সেনা-সামন্ত নিয়ে আমার সহায়তায় এগিয়ে আসছো। ইতোপূর্বেকার চিঠিতে আমি তোমাকে রাজা সুভাষের খুনের ব্যাপারে লিখেছিলাম। সুভাষ চন্দ্রের বিধবা স্ত্রী সেই খুনের অপবাদ আমার ওপর চাপিয়েছে। সে বলছে– তার স্বামীকে আমি ষড়যন্ত্র করে খুন করিয়েছি। সব দিকে সে আমার বদনাম ছড়াচ্ছে। আমি তাকে অনেক বাধা দিয়েছি। কিন্তু কিছুই সে পাত্তা দিচ্ছে না। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে– সে শিব দেবতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত। আর তুমি তো জানো যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি কিছুতেই শিব দেবতাকে অসন্তুষ্ট করতে পারি না। আমি চাই, তুমি কমলা দেবীর ভাই মধুকরের দিকে কড়া দৃষ্টি রাখবে। যা-ই হোক, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, তোমার সেনাপতি মধুকর কমলা দেবীর ভাই। এ অবস্থায় তার রাজধানীতে আসা আমার রাজসিংহাসনের জন্য অনেক বড় শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং, তার ওপর কড়া দৃষ্টি রাখবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত দুর্গের ফটক পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর বিশ্বাস এবং অন্যান্য পরিকল্পনা অব্যাহত রাখতে পারো। প্রতিটি যুদ্ধে তাকে সামনে সামনে রাখবে। এভাবে হতে পারে কোনো যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে মারা পড়তে পারে। আর যদি সে বেঁচে যায়, তাহলে যেভাবেই হোক দুর্গের ফটকের বাইরেই তার জীবনপ্রদীপ সাঙ্গ করে দেবে। আশা করি, সব ব্যাপারে তুমি আমাকে সহায়তা করবে। মাতা মহারানি তোমার পথে চেয়ে আছেন।

নমস্কার।'

রাজা রিয়াসিং চিঠিটি ভাঁজ করে একটি সিন্দুকে রাখতে গিয়ে আনমনে বিড়বিড় করে বলে চলেছে– আশ্চর্য! স্বামীজির কথা দেখছি পুরোই সত্য! এই মাত্রই তো স্বামী আমাকে এ কথাই বললেন!

মধুকর তাঁবুতে প্রবেশ করলো।

www.pathagar.com

সে রাজাকে বিষণ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলো– 'ভালো আছেন তো? রাজার চেহারা এতো উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন?'

'না।' রাজা নিজ হাত কচলে মৃদু হেসে বলতে লাগলো– 'আমি মোটেই উদ্বিগ্ন নই। উদ্বিগ্ন হবো কেন? আসলে আমি স্বামীজির কথা শুনে বেশ উদ্বিগ্ন। সে বলছে– আজকের রাত বড়ই শুভ রাত। আজ রাতে আকাশ থেকে কিছু দেবতা কিছু অবতার আর কিছু ঋষি-মুণি আমাদের সহায়তার জন্য আসছেন। তাঁদের যথাযথ স্বাগত জানানোর ব্যাপারে আমি খুব উদ্বেগে আছি। তুমি তো জানো– দেবতা আর ঋষি-মুণিদের সাদরে বরণ করে নেয়া অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার।'

মধুকর হাত জোড় করে বললো– 'এতে উদ্বেগের কী আছে? আমরা আমাদের দেবতাদের যথাযথ মর্যাদায় বরণ করে নেবো। এখানে কিসের কমতি আছে?'

রাজা বললো– 'তা তো ঠিক আছে। আমাদের কাছে কোনো কিছুরই কমতি নেই। তবে স্বামী এমন একটি বিষয় আশা করেছেন– যা আমরা পূরণ করতে পারবো না।'

মধুকর জিজ্ঞেস করলো– 'তা কিসের আশা?'

'স্বামীর আশা– প্রতিটি সৈনিকের বুকে যেন একজন করে কুমারী ললনা অবশ্যই থাকে।'

মধুকর মাথা নুয়ে রাখে। নীরবতা ছেয়ে যায়।

রাজা এই নীরবতা ভেঙে বললো– 'সেনাদের এদিক-ওদিক পাঠিয়ে দেয়া হোক, যাতে ওরা বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত– যেখানে যার সামনে যতো মেয়ে পড়ে, সবাইকে তুলে নিয়ে আসে।'

মধুকর হাত জোড় করে বলে– 'এ বার্তা আমি আগেই পেয়েছি। সেই সুবাদে সেনাদের নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। আশা করি– রাত হতেই বহুসংখ্যক কুমারী মেয়ে সংগ্রহ হয়ে যাবে।'

রাজা বললো– 'ঠিক আছে। তুমি যেতে পারো।'

সে যাওয়ার সময় রাজা জিজ্ঞেস করলো– 'বাংলার হাকিমের সেনাদের তৎপরতা সম্পর্কে কোনো সংবাদ কি পাওয়া গেছে?'

মধুকর বললো– 'আমাদের গুপ্তচরেরা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো সংবাদ আসেনি। ভগবানের কৃপায় আমরা মুসলিম হানাদারদের তাদের অজ্ঞাতসারেই মেরে ফেলতে পারবো।'

www.pathagar.com

রাজা রিয়াসিং তাঁবুর ছাদের দিকে চোখ বুলিয়ে বলতে লাগলো– 'ঠিকই বলছো তুমি। পরাজয়ই বাংলার হাকিমের একমাত্র ললাট লিখন। ওকে ধরে আমি চিতার গুহায় নিক্ষেপ করতে চাই। আমি সুভাষ চন্দ্রের রক্তের প্রতিটি ফোঁটার হিসাব নেবোই। এটা আমার বচন। দেবতাদের এটাই কামনা। ভগবানের ফয়সালাও তা-ই। আমি আসাম ভূখণ্ডকে মুসলমানদের জন্য শ্মশানে পরিণত করবো!'

মধুকর তাঁবু থেকে বের হতে চাইলে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে কবুতরের ওপর। সে কবুতরটির দিকে ইশারা করে বললো– 'মনে হয় এই কবুতর রাজধানী থেকে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের কোনো বার্তা নিয়ে এসেছে!'

রাজা রিয়াসিং মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে বললো– 'বিশেষ কোনো বার্তা নয়। মহারাজা লিখেছে– রাজধানীতে খাদ্যদ্রব্যাদির সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। যতো দ্রুত সম্ভব দুর্গে যাতে খাদ্যদ্রব্য পাঠানো হয়।'

এমন সময় প্রহরী এসে বললো– 'রাজেশ কুমারজি দিমাপুর ও শ্রীপুরের কয়েকজন জমিদার এবং কৃষককে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছে অনেক খাদ্যদ্রব্য, মধু ও চিনি রয়েছে। রাজেশ কুমারের ধারণা, এই জমিদার এবং কৃষকেরা বাংলার হাকিমের সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছে।'

রাজা রিয়াসিং বললো– 'সব জমিদার এবং কৃষককে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হোক। আগামীকাল এদের ভাগ্যের ফয়সালা হবে। এখন আমি খুব ব্যস্ত।'

মধুকর করজোড়ে বললো– 'আমাদের মহারাজার ভাগ্যতারকা খুবই উচ্চতায় চিকচিক করছে। এখনই তো খাদ্যদ্রব্য সংকটের আলোচনা হচ্ছিলো। আর এমন সময়ই খাদ্যপণ্য হাতে আসার শুভ সমাচার চলে এলো!'

রাজা রিয়াসিং অসন্তোষ প্রকাশ করে বললো– 'এখন তুমি যেতে পারো। যে কাজ তোমার দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে, তা দ্রুত সমাধা করে এসো।'

সূর্য ঢলে পড়তে পড়তে ঝুঁকে পড়ে পশ্চিমাকাশে। অসংখ্য পাখপাখালি গাছের ডালে ডালে ফিরে এসেছে। রাজা রিয়াসিংয়ের হাজার হাজার রক্তপিপাসু সৈনিক ঘোড়া দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে তরবারি উঁচিয়ে বন-বাদাড়, গ্রাম-নগর ও পাহাড়-পর্বতে ছড়িয়ে পড়েছে। আসামের ঘন বন-জঙ্গল এবং পাহাড়ের ঢালুতে অসংখ্য গোত্র ও পাহাড়ি অধিবাসী বসবাস করতো। রাজার

www.pathagar.com

সৈনিকেরা ওই পাহাড়ি লোকদের ওপর বিভীষিকাময় তাণ্ডব চালিয়ে তাদের মেয়ে-বোনদের জোর করে ধরে নিয়ে আসতে থাকে। কেউ বিন্দু পরিমাণ বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ নিভিয়ে দেয়া হচ্ছে তার জীবনপ্রদীপ। সন্ধ্যা নাগাদ অসংখ্য অসহায় মেয়েকে ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়া হয়। রাজা রিয়াসিং স্বামী ও তার সাথিদের জন্য ঝরনার পাশে যেখানে ওরা ধূপ জ্বালিয়েছিলো, ওখানে খুব সুন্দর করে তাঁবু নির্মাণ করে দিয়েছে।

রাজা স্বামী দয়ানন্দের সামনে করজোড়ে মিনতি করে বললো– 'স্বামীজি! আপনার কথা শতভাগ সত্য। এখনই রাজধানী থেকে কৃষ্ণকুমারের বার্তাবাহী চিঠি এসেছে। সে লিখেছে– মধুকরের রাজধানীতে আসা উচিত হবে না। ভালো হয় যদি তাকে যাত্রাপথেই কোথাও আজীবনের জন্য শেষ করে দেয়া যায়। কারণ, তার বোন কমলা মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।'

স্বামী রাজার দিকে তাকিয়ে বললো– 'যদি মহারাজা কৃষ্ণকুমারের চিঠি আমার বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ না দিতো, তাহলে তো দেখা যায় তুমি আমার কথায় সন্দেহ পোষণ করতে!'

রাজা কাকুতি-মিনতি করে বললো– 'না, মহারাজ! না!' সৌম্য করুন, এমন ভাবনা আমার আদৌ ছিলো না। আমি কেবল স্বামীজি মহারাজের শক্তির ব্যাপারটিই তুলে ধরলাম।'

'ঠিক আছে।' স্বামী বললো– 'তুমি যেতে পারো। আমি ধ্যান-জ্ঞানে মগ্ন আছি। দেবতা এবং ঋষি-মুণিদের প্রশান্তির জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি। সময় এলে আমিই তোমার কাছে পৌঁছে যাবো।'

রাজা রিয়াসিং তার চরণ স্পর্শ করে চলে গেলো। স্বামী দয়ানন্দ ও অশোক দীর্ঘক্ষণ তার বোকামি দেখে হাসতে থাকে।

স্বামী বলে– 'অশোক! আমি কখনো কখনো ভাবতে বাধ্য হই– দেবমালার ভেল্কিবাজি আর মনুসমৃতার উপদেশের নাম দিয়ে আমরা কতো সহজে হিন্দু জাতির মন-মানসিকতায় প্রভাব ফেলতে পারি। আর এদিকে আমাদের বিপরীতে মুসলিম জাতি সত্যনিষ্ঠ ও বুদ্ধিদীপ্ত বিবেচনার খুব কাছাকাছি জীবন কাটাবার সুযোগ পাচ্ছে!'

রণধীর মৃদুস্বরে বলে– 'দয়ানন্দজি! আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা মুসলমানদের জীবনাচার খুব কাছ থেকে দেখার এবং তাদের চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছি। নইলে আমরাও তো অজ্ঞদের মতো একেবারে পাপের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতাম।'

www.pathagar.com

সন্ধ্যা হয়ে গেলে ফিরে আসে সেনাপতি মধুকর। এসেই সে সোজা স্বামীর চরণসেবায় মগ্ন হয়ে পড়ে।

স্বামী তার নুয়ে থাকা মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে থাকে– 'মনে হয় তুমি সফলভাবে ফিরে এসেছো।'

মধুকর মাথাটুকু আরেকটু ঝুঁকিয়ে জবাব দিলো– 'দেবতাদের কৃপায় আমরা অসংখ্য মেয়েকে উঠিয়ে এনেছি। এখন উৎসবে মজা মিলবে।'

স্বামী বললো– 'মধুকর! আমি তোমার মতো মূর্খ লোক এই জগতে আর দেখিনি। মৃত্যু তোমাকে ধাওয়া করতে করতে তোমার একেবারে নাগালে চলে এসেছে, আর তুমি উৎসবে মেতে উঠেছো!'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে মধুকর আশ্চর্য হয়ে বললো– 'আমি কিছুই বুঝিনি, মহারাজ! মৃত্যু আমাকে ধাওয়া করে আমার নাগালে পৌঁছে গেছে! এখনো তো মৃত্যুর সওদাগরদের কাছ থেকে নিজের বোনের রক্তের বদলা নেয়া বাকি...!'

স্বামী বললো– 'তুমি যদি জ্ঞান খরচ করে কাজ করো, তাহলে দেবতা তোমাকে সেই সুযোগ দেবেন। কিন্তু মনে হচ্ছে জ্ঞান-বুদ্ধি সব তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। তুমি তো একেবারে মূর্খ, অজ্ঞ।'

মধুকর বললো– 'হয়তো আমি ঠিকই মূর্খ ও বেকুব। কিন্তু আমার দেবতা তো শক্তিমান। আমাকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে আনা সম্ভব।'

স্বামী বললো– 'তুমি যদি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের হতে চাও, তাহলে আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থেকো।'

মধুকর তার চরণে মাথা ঠেকিয়ে বললো– 'আমাকে উপদেশ দিন। আপনার নির্দেশনা মতে আমি কাজ করবো।'

স্বামী বেশ রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে বললো– 'তাহলে ফিরে যাও। এখনই রাজা রিয়াসিংয়ের কাছে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের কাছ থেকে একটি চিঠি এসেছে। যেভাবেই হোক সেটি সংগ্রহ করার চেষ্টা করো। ওই চিঠির এক একটি শব্দ তোমাকে বিস্ময়ের সাগরে নিক্ষেপ করবে। তোমার অন্তর্চক্ষু খুলে যাবে। জীবনকে তুমি নব আঙ্গিকে বুঝতে সক্ষম হবে। এখন তুমি যেতে পারো। আমার তপস্যার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি তোমার চলতি পথের একটি দীপ জ্বালিয়ে দিলাম। সেই আলো দিয়ে তুমি ভবিষ্যতের অন্ধকার ঘাঁটি টপকাতে প্রস্তুত হও। আজকের রাত তোমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

রাত। কোনো প্রকার উৎসবে তুমি অংশ নেবে না। মদ হাতে নেবে না। কোনো সুন্দরী ললনা বুকে নিয়ে উন্মত্ততায় ভুগবে না। রাজা এবং তার সাথিরা মাতাল হয়ে গেলে তুমি মহারাজা কৃষ্ণকুমারের চিঠিটি সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। আর সেই কাজ তোমাকে সম্পন্ন করতে হবে রাতের দ্বিতীয় প্রহর গড়ানোর পূর্বেই। তুমি জানো না যে, অর্ধরাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখানে কেমন কাণ্ড ঘটে। দেবতাদের ভেদ বোঝা বড়ই দায়। তাঁরা আজ কঠিন সিদ্ধান্ত নেবেন। হুঁশ ঠিক রাখতে পারলে সৌভাগ্য তোমার ললাট চুম্বন করবে। বড় একটি রহস্য আমি তোমার কাছে ফাঁস করে দিলাম। এখন তুমি যেতে পারো।'

সূর্য ডোবার পর থেকে এখানে বড় বড় মশাল জ্বালানো হয়েছে। আকাশে তারারা ঝিকিমিকি করছে। নেচে-গেয়ে চলেছে সৈনিকেরা। মদপান করা হচ্ছে পানির মতো। কোমল কুমারী মেয়েদের চিৎকার তেপান্তরের সুরভিত রাতকে ফেটে পড়তে দেখা যাচ্ছে আর্তচিৎকারে। রাজার সৈনিকেরা সুন্দরী কুমারী মেয়েদের কোমল শরীর নিয়ে বিচিত্র খেলায় মেতে রয়েছে। রঙ-বেরঙের ওড়না হায়েনাদের পদপিষ্ট। রাজা রিয়াসিং নিজের তাঁবুর সামনে উঁচু একটি চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ আকাশে স্থির। মধুকর পেছনের দিক থেকে রিয়াসিংয়ের তাঁবুতে প্রবেশ করে এবং তার অগোচরে মহারাজার চিঠিটি বের করে পড়তে আরম্ভ করে। দ্রুত সে পড়ে নেয় চিঠিটি। এরপর যে পথ দিয়ে সে তাঁবুতে প্রবেশ করেছিলো, সে পথ দিয়েই বেরিয়ে যায়। তার মন-মস্তিষ্কে জ্বলতে আরম্ভ করে উদ্বেগের আগুন। পায়ের নিচের মাটি কেঁপে চলছে তার। আকাশটাকে দেখছে ধোঁয়াধূসর। বিশ্বাসের এই পৃথিবীর কিছুই সে বিশ্বাস করতে পারছে না আর। বড় ভারী মনে হতে থাকে সবকিছু। তাকে কেউই আসতে বা যেতে দেখেনি। দ্রুতপায়ে সে স্বামী দয়ানন্দের তাঁবুতে পৌঁছালো।

মধুকর স্বামীর চরণ ছুঁয়ে বলতে লাগলো– 'স্বামীজি মহারাজ! জগৎটা অন্ধকার হয়ে গেছে। অন্যায়ের সূর্য এই চাঁদ-তারাদের ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে। আমার বিরুদ্ধে অনেক বড় কূটচাল তৈরি করে রাখা হয়েছে। মৃত্যুর দিকেই এখন আমার যাত্রা। আপনি ঠিকই বলেছেন। মৃত্যু খুব দ্রুত আমাকে তাড়া করে ফিরছে। এখন আমার কী করা উচিত– কিছুই তো আমার বুঝে আসছে না!'

স্বামী মৃদু হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ দৃঢ়চিত্তে অভয় দিয়ে বললো– 'চিন্তা কোরো না। ভগবান তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। কূটচাল তৈরিকারীরা নিজেরাই গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। শিকারি নিজেই তার

www.pathagar.com

জালে আটকা পড়বে। বেঁচে থাকবে তুমি। দেবতাদের বিশাল এক বহর তোমাকে সাহায্য করতে আসছেন। আমি তোমার সাথে আছি। এই ভেবে আমার খুশি লাগছে যে, তোমার বন্ধ চোখ সময় আসার পূর্বেই খুলে গেছে। রাজধানীর দুর্গে তুমি অবশ্যই পৌঁছাবে। রাজধানীতে তোমাকে পৌঁছে দেয়া হবে। দেবতারা তোমাকে রক্ষা করার নিমিত্তে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। তোমার বোনের জীবন অত্যন্ত সংকটাপন্ন। তার বিরুদ্ধে অসংখ্য ফাঁদ এঁকে রাখা হয়েছে। হাজার হাজার অজগর তার দিকে ফণা তুলে আছে। তোমাকে তার সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে। এখন তুমি যেতে পারো। রাজার সাথে থাকো। সে যেন তোমার ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহে পতিত না হয়। অর্ধরাতের বেশ আগে করে এই তাঁবুতে ফিরে আসবে। কারণ, প্রায় অর্ধরাতের দিকে দেবতারা তাঁবুতে পৌঁছে যাবে। মনে রাখবে– কিছুতেই মদে হাত দেয়া যাবে না। সজাগ চোখে দেবতাদের দর্শন করবে এবং তাদের উপদেশ শুনবে।'

মধুকর হাত জোড় করে বললো– 'স্বামী মহারাজ! আমার বোন বেঁচে আছে তো?'

স্বামী বললো– 'সে বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে। তুমি তো জানো না, তাকে স্বয়ং শিব দেবতা রক্ষা করে যাচ্ছেন। শিব দেবতার মোকাবেলা করতে পারে– এমন কোনো শক্তি নেই। সুতরাং, তুমি কমলা বোনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

প্রৌঢ় বয়সী রাজা রিয়াসিং চারিত্রিকভাবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকৃতির পাষণ্ড লোক। তাকে মানুষ বলাটা মনুষ্য জাতির চরম অবমাননা বলে গণ্য হবে। মানবতার কাপালে সে একটি বিষফোড়া। হিংস্রতা, বর্বরতা, নির্মমতা ও রক্তের হোলিখেলাই তার একমাত্র স্বভাব। সে তার প্রাসাদের এক কোণে অসংখ্য চিতা বাঘ এবং বুনো কুকুর লালন-পালন করে থাকে। দুর্বল ও অসহায় লোকদের ছোটখাটো অপরাধের অজুহাতে সে মৃত্যুর চেয়ে ছোট কোনো শাস্তি দেয় না। প্রত্যহ কয়েকজন লোককে এই হিংস্র পশুদের গর্তে নিক্ষেপ করে তাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর তামাশা দেখা তার নিত্য অভ্যাস। বুনো কুকুরের এই রক্তখেকো বাহিনীকে সে যেকোনো অভিযানে নিজের সঙ্গে রাখে। এই কুকুরগুলো যখন আক্রমণ করে, তখন প্রতিপক্ষকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছাড়ে। হাতিও তাদের ভয়ে কাঁপতে থাকে। তার নিরাপত্তারক্ষায় রয়েছে আরেকটি বাহিনী। এদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। এরা সবাই বৌদ্ধ গোত্রের লোক। এই নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর অধিনায়কের নাম রাজু।

www.pathagar.com

রাজা সন্ধ্যার খানিক পূর্বে তাকে ডেকে বলেছে– 'রাজু! ঝরনার অদূরে পাহাড়ের চূড়ায় বৌদ্ধদের একটি প্যাগোডা আছে। শুনেছি– ওখানে খুব সুন্দরী কুমারী দেবী রয়েছে। তুমি গিয়ে ওদের সবাইকে এখানে নিয়ে আসো। ভিক্ষু যদি বাধা দেবার ধৃষ্টতা দেখায়, তাহলে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে উপস্থিত করবে। আমি আগন্তুক দেবতাদের রক্তখেকো কুকুরের চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখাবো।'

রাজু মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'রাজার নির্দেশ পালন করা হবে।'

রাজু যেতে চাইলে রাজা ফের বললো– 'সন্ধ্যার মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। স্বামী দয়ানন্দ বলেছেন– পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হওয়ার সাথে সাথেই দেবতারা এখানে এসে পৌঁছে যাবেন। আমার আশা– দেবতাদের আগমনের পূর্বেই যেন সব কাজ হয়ে যায়।'

রাজু পুনরায় অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বললো– 'বিশ্বাস রাখুন, রাজাজির দেয়া এই দায়িত্ব সন্ধ্যার আগেই সম্পন্ন করে ফেলা হবে।'

রাজা বললো– 'ঠিক আছে। এখন তুমি যেতে পারো।'

মধুকরও কম নির্মম পাষণ্ড নয়। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাকে ভাবনায় ফেলে দেয়। তার ভেতর সৃষ্টি হয়েছে একধরনের বিদ্রোহ। সে আলোর দিকে এগিয়ে যেতে উদ্গ্রীব। মধুকর একজন বাহাদুর সেনাপতি। রণকৌশলে রয়েছে তার অতুলনীয় দক্ষতা। বেশ বিচক্ষণতার সাথে সে এই প্রান্তরে ক্যাম্প স্থাপন করেছে। প্রান্তরের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা ঘন বন-জঙ্গলে সে যত্রতত্র সেনাছাউনি স্থাপন করেছে। বিশেষ করে, ওই প্রশস্ত মহাসড়কে সে অত্যন্ত চৌকস নিরাপত্তাবলয় নির্মাণ করেছে– যেটা শিব দেবতা ও নাগ দেবতার মন্দির পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। ওই মহাসড়কে অসংখ্য অশ্বারোহী পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে। ওই নিরাপত্তা বাহিনীর নেতৃত্বে আছে তিমরাজ। তিমরাজ মধুকরের বন্ধু ও সুহৃদ। সূর্য ডুবে গেলে উঁচু উঁচু গাছের ডালে ডালে পাখপাখালিরা নিজেদের বাসায় ফেরে। ঝরনা দিয়ে বয়ে যাওয়া পানির কলকল তানে শোনা যেতে থাকে এক মধুর ঝংকার।

রাজা তিমরাজকে ডেকে তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'স্বপ্নে আমি তোমাকে আমার বাহিনীর সেনাপতি বানিয়ে নিয়েছি।'

তিমরাজের চেহারায় একই সময়ে কয়েক ধরনের রঙ খেলা করতে থাকে। নিজ মাথায় হাত বুলিয়ে সে আশ্চর্য ভঙ্গিতে ঘাম মুছতে মুছতে বলে– '... কিন্তু মধুকর!'

www.pathagar.com

রাজা কর্কশকণ্ঠে জবাব দেয়– 'এতো বড় আনন্দের সংবাদ শোনার পর মধুকরের নাম মুখে আনা তোমার ধ্বংসের কারণ হতে পারে। মধুকরকে কি তুমি দেবতাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অধিক ভালোবাসো?'

তিমরাজ হাত জোড় করে কেঁপে কেঁপে বলে ওঠে– 'না, মহারাজ! না। দেবতাদের আশা-প্রত্যাশাকে আমি আমার প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসি। তিমরাজ রাজার আদেশ পালনে প্রস্তুত।'

রাজা মৃদু হেসে বললো– 'শাবাশ! তুমি বড় ভাব্যবান যুবক। মধুকরের জীবনের দিনক্ষণ ফুরিয়ে এসেছে। মহারাজা কৃষ্ণকুমারও তার মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী। এখন এই দায়িত্ব তোমাকেই পালন করতে হবে। যখন এবং যেখানে সংগত মনে করবে তাকে কুপোকাত করে দেবে।'

তিমরাজ খুব কষ্টে নিজের ভেতরকার হৃৎকম্পন নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। শঙ্কা আর ভীতিতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে চলেছে অনবরত।

সে দাঁড়িয়ে বললো– 'আমি মধুকরকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দিয়ে দেবতা, মহারাজা এবং নিজের অন্নদাতা রাজাকে খুশি করবো।'

রাজা নিজের তরবারির দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগলো– 'এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমার সেনাপতি। আমার এই তরবারি দ্বারা যেই মুহূর্তেই তুমি মধুকরকে পরলোকগমন করাবে, তখনই আমি তোমার এই পদোন্নতির ঘোষণা করবো।'

তিমরাজ হাঁটু গেড়ে রাজার কাছ থেকে তরবারিটি নিয়ে বললো– 'মধুকরজির জীবনের দিন যখন ফুরিয়ে গেছে, সুতরাং দ্রুতই তাকে এই জগৎ থেকে বিদায় জানানো দরকার।'

এরপর সে রাজার দেয়া তরবারিতে চুমু খেয়ে বললো– 'খুব দ্রুতই এই তরবারি মধুকরের রক্তে স্নাত হবে।'

রাজা রিয়াসিং একটি বিকট অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'তুমি যদি স্বেচ্ছায় এ কাজে প্রস্তুত না হতে, তাহলে এতোক্ষণে এই তরবারি তোমার রক্তে ভেজা থাকতো।'

তিমরাজের চেহারায় আবারও ঘামের বিন্দু বিন্দু ফোঁটা চিকচিক করতে থাকে। সে হাত জোড় করে বলে– 'সৌম্য ভিক্ষা দেয়া হোক, মহারাজ! রাজাজির প্রত্যাশার বিপরীত চিন্তাও তো করা সম্ভব নয়!'

রাজা হাততালি দিলে একজন প্রহরী ভেতরে প্রবেশ করে। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করে– 'দেবতাদের ব্যাপারে কি কোনো সংবাদ এসেছে?'

www.pathagar.com

প্রহরী হাত জোড় করে জবাব দিলো– 'পাহাড়চূড়া থেকে আলোর মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে।'

রাজা বললো– 'ঠিক আছে। সরস্বতী দেবীকে উপস্থিত করা হোক।'

অতঃপর সে তিমরাজের দিকে তাকিয়ে বললো– 'সেনাপতি তিমরাজকে প্রাণের আজ্ঞা দিয়ে বলছি– আমাদের নির্জন কথোপকথন যেন গোপন থাকে। মুখ খুললে কিন্তু মারা পড়বে।'

তিমরাজ করজোড়ে বলে– 'তিমরাজ ছোট্ট শিশু নয়, রাজাজি! আমার জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে এই ভেদ গোপন থাকবে। নিজের চিতায় পর্যন্ত আমি এই গোপন ভেদ সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

রাজা মৃদু হেসে বললো– 'আমি জানি, তুমি এমনই করবে। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এতো বড় পদের জন্য আমি তোমাকেই মনোনীত করলাম।'

তিমরাজ পেছনের পায়ে সরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

সন্ধ্যা পার হয়ে যাচ্ছিলো। প্রান্তরের দিকে দিকে জ্বলছে মশালের আলো। সৈনিকদের মাঝে খাবার বণ্টন করা হচ্ছে। পাহাড় থেকে ভেসে আসছে হাতির চিৎকারধ্বনি। শোনা যাচ্ছে বুনো কুকুরদের শোরগোল। তিমরাজের মাথা থেকে এখনো টপটপ করে ঝরছে ঘাম। এক মুহূর্তের জন্য পা বাড়ায় মধুকরের তাঁবুর দিকে। কিন্তু কী যেন ভেবে সে তার দিক পরিবর্তন করে প্রান্তরের এক প্রান্তে এগোতে থাকে। এখানে একজন সৈনিক ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিমরাজ অশ্বারোহী সৈনিককে বললো– 'সেনাপতি কি এদিকে আসেনি?'

সৈনিক হাত জোড় করে জবাব দিলো– 'এই তো কিছুক্ষণ আগে তিনি এখান দিয়ে গেলেন।'

তিমরাজ তাকে দ্রুত জিজ্ঞেস করলো– 'সেনাপতি কোন দিকে গেছেন? আমার ব্যাপারে কি তিনি কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

সিপাহি বললো– 'মনে হচ্ছে, তিনি পাহাড়ি সেনাছাউনির দিকে গেছেন। তিনি একাকী ছিলেন এবং আপনার ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন।'

তিমরাজ ঘোড়ার জিনে পা ঠেকিয়ে বললো– 'ঠিক আছে। তুমি আমার সাথে এসো।'

সিপাহি নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করলো। তিমরাজও জোরে ঘোড়া দৌড়াতে লাগলো। মধুকর মহাসড়ক থেকে একটু দূরে চূড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার নিকটে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে গেলো তিমরাজ।

www.pathagar.com

মধুকর তিমরাজের হাত নিজের হাতে নিয়ে খুবই মহব্বতের সাথে বলতে লাগলো– 'কোথায় চলে গেলে তুমি?'

তিমরাজ নীরব থাকলে মধুকর মৃদু হেসে বললো– 'আমি জানি, তুমি রাজার সাথে দেখা করে এসেছো।'

মধুকর আকাশের বুকে ঝিলিমিলি করতে থাকা তারকারাশির দিকে তাকিয়ে বললো– 'তিমরাজ! তুমি আমার বাল্যকালের বন্ধু। পরস্পর আমরা একে অন্যের সুখে-দুঃখে অংশীদার ছিলাম। তোমাকে ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি– ঘটনা কী, আমাকে খুলে বলো। আমার রক্ত দিয়ে নিজের হাত ভেজাবে না। বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার এই সম্পর্ক যদি ক্ষতিগ্রস্ত করো, তবে আজীবন তোমাকে পস্তাতে হবে।'

তিমরাজ মধুকরের পায়ে পড়ে বলতে লাগলো– 'মধুকরজি! ভগবানের দোহাই! এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাও। মৃত্যু তোমাকে তাড়া করে ফিরছে। পাষণ্ড রাজা তোমাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। এ ব্যাপারে সে আমাকে খুব চাপ দিচ্ছে। চলো, দূরে কোথাও হারিয়ে যাই।'

উভয়ে ঘোড়ায় চড়ে মহাসড়ক হয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

মহাসড়কের পরবর্তী মোড়ে পৌঁছে মধুকর বললো– 'তিমরাজ! এটা তোমার অগ্নিপরীক্ষার কঠিন মুহূর্ত। বন্ধুত্বের উপত্যকায় অবিচল থেকো। মৃত্যুর পাঞ্জা কোন দিক থেকে থাবা মারে, বলা যায় না। হয়তো মৃত্যু তার নিশানা পরিবর্তন করে স্বয়ং রাজাকে আক্রমণ করে বসতে পারে। এতে করে চিরদিনের জন্য মিটে যাবে অন্যায়, বর্বরতার কালো উপাখ্যান।'

তিমরাজ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমি আত্মার গভীর থেকে ভগবানের কাছে এই ভ্রাতৃঘাতী রক্তারক্তি থেকে মুক্তির প্রার্থনা করছি।'

এরপর সে মধুকরের হাতে চুমু খেয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে– 'মধুকর! তুমি দেখবে, তিমরাজ তার বন্ধুত্বের কাহিনি অমর করে রাখবে। পূর্ণিমার এই চাঁদের দিব্যি দিয়ে বলছি– আমার রক্তই প্রথমে এই মাটির বুকে পড়বে।'

মধুকর তিমরাজের কপালে চুমু খেয়ে বললো– 'এমনটাই আমি আশা করেছিলাম।'

সামনের মোড়ের একদিক দিয়ে কজন অশ্বারোহীকে দেখতে পাওয়া যায়, যাদের হাতে জ্বলছে মশাল। মধুকর বললো– 'সময় খুব কম। কাজ অনেক বেশি। এখনই আমাদের অন্য সতীর্থদের ব্যাপারটি অবহিত করতে হবে।'

www.pathagar.com

তিমরাজ বললো– 'ঠিকই বলছো তুমি। নিজের বিশ্বস্ত সকলকে ব্যাপারটি জানানো জরুরি।'

অশ্বারোহীরা নিকটে পৌঁছে গেছে। সেনাপতি এবং তিমরাজকে চিনতে পেরে ওরা ঘোড়া থেকে নেমে যায় এবং হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সেনাপতি মধুকর বলে– 'কোথাও কি দেবতাদের কোনো নিদর্শন দেখা যাচ্ছে?'

এক অশ্বারোহী জবাব দেয়– 'আমি সামনের পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখেছি– বহু দূরে কিসের যেন আলো দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, দেবতারা আসছেন।'

তিমরাজ বললো– 'ঠিক আছে। তোমরা যাও। দেবতাদের দেখা গেলে আমাকে জানাবে। আমি তাঁদের স্বাগত জানাতে যাবো।'

অশ্বারোহীরা ফিরে গেলে তিমরাজ বললো– 'আমি ভেবেই পাচ্ছি না, কী করে রাজা তোমার শত্রুতে পরিণত হলো?'

মধুকর জবাবে বললো– 'তুমি তো শুনেছো যে, আমার বোন কমলার স্বামী সুভাষ চন্দ্র রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ করতে গিয়ে মুসলমানদের হাতে খুন হয়েছেন।'

তিমরাজ বললো– 'হ্যাঁ, এ সংবাদ তো শুনেছি।'

মধুকর বললো– 'কমলা বোনের ধারণা হচ্ছে মহারাজা কৃষ্ণকুমার সুভাষ চন্দ্রকে ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলেছে।'

'কিন্তু এসব ঘটনা তোমাকে কে শোনালো?'

মধুকর বললো– 'আমাকে স্বামী দয়ানন্দ এসব বলেছেন। এরপর মহারাজা আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে রাজার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। বলা হয়েছে– মধুকর যেন রাজধানীর দুর্গের ধারেকাছে আসতে না পারে। এর আগেই যেন তাকে গোপনে হত্যা করা হয়। মহারাজা মনে করেছে– তার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহে ইন্ধন জোগাবো।'

তিমরাজ ক্রোধান্ধ হয়ে বললো– 'আমি নির্দোষ সুভাষ চন্দ্রের হত্যার প্রতিশোধ মহারাজার কাছ থেকে গুনে গুনে হিসাব করে নেবো।'

রাজার তাঁবু হতে সুগন্ধি ধূপ ছড়াচ্ছে। এখনো সে মদপানে মগ্ন। সরস্বতী ছাড়া আরও কজন মেয়ে আছে তাঁবুর ভেতরে।

রাজু তাঁবুতে প্রবেশ করেই হাত জোড় করে বললো– 'আমি ফুটন্ত ফুল আর কোমল কলি নিয়ে এসেছি।'

www.pathagar.com

রাজা বললো– 'পাহাড়ি ফুল-কলিগুলো আমার সামনে উপস্থিত করা হোক।'

রাজু তাঁবুর পর্দা ওঠায়। সৈনিকেরা প্রায় চল্লিশ জন মেয়ে এবং একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকে বর্শার ডগায় ঠেলে ঠেলে তাঁবুতে প্রবেশ করে। মেয়েগুলো প্রচণ্ডভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে।

রাজা রিয়াসিং টালমাটাল ক্ষুধার্ত চোখে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তোমরা ভীত হয়ে আছো কেন?'

বৃদ্ধ ভিক্ষু বললো– 'তুমি রাজা রিয়াসিং। তাই না?'

রাজা মাথা নাড়িয়ে জবাব দিলো– 'বলো, কী বলতে চাও।'

ভিক্ষু বললো– 'আমি মহাত্মা বৌদ্ধের একজন ভিক্ষু। বিশ বছর ধরে আমি এখানে অবস্থান করছি। এই বনে অগণিত হিংস্র হায়েনার বসবাস। কখনো কখনো বাঘ-সিংহ আমাদের প্যাগোডায় চলে আসে। এমনটি অধিকাংশ সময়েই হয়ে থাকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো হায়েনা আমাদের প্যাগোডা আর আশ্রমকে এভাবে অপমান করেনি, যেভাবে তোমার এই মানুষ আকৃতির হায়েনাগুলো আমাদের কষ্ট দিয়েছে। প্যাগোডায় এই মুহূর্তে পঞ্চাশ জন ভিক্ষুর লাশ রক্তমাটির সাথে গড়াগড়ি খাচ্ছে।'

রাজা রাজুর দিকে তাকিয়ে বললো– 'বোকা কোথাকার! আমি তোমাকে কী নির্দেশ দিলাম! পঞ্চাশ জন ভিক্ষুকে খুন করে তুমি ভালো করোনি। ন্যূনতম আমার পঞ্চাশটি কুকুর তাদের খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেতো।'

রাজু মৃদু হেসে বললো– 'ভিক্ষুরা যদি বাধা দেয়ার ধৃষ্টতা না দেখাতো, তাহলে আমি তাদের গায়ে তরবারি তুলতাম না।'

রাজা মেয়েদের দিকে আরেকবার তাকিয়ে একটি মেয়ের দিকে আঙুল দ্বারা ইশারা করে বললো– 'এ সবার চেয়ে সুন্দর। তাকে এখানে রেখে অবশিষ্টদের সৈনিকদের কাছে সোপর্দ করে দেয়া হোক।'

ওই মেয়ে ধমকের সুরে বললো– 'রাজা! আমাকে বেওয়ারিশ ভেবো না! আমাকে অপমান করলে তোমাকে ভারি মূল্য দিতে হবে!'

রাজা ক্ষোভের সুরে বললো– 'তুমি যদি সুন্দরী না হতে, তাহলে তোমার এই ধৃষ্টতার জন্য অত্যন্ত কঠিন শাস্তির মুখে পড়তে হতো!'

বৃদ্ধ ভিক্ষু বললো– 'রিয়াসিংজি! এ হচ্ছে ভুটানের মহারাজার মেয়ে। তার যদি কোনো ক্ষতি হয়, তবে ভুটানের সেনারা এই দেশ ধ্বংস করে দেবে।'

www.pathagar.com

রাজা বর্শা তুলে বৃদ্ধ ভিক্ষুর বুকে বিদ্ধ করে বলে– 'তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছো?'

বৃদ্ধ ভিক্ষুর এক মর্মন্তুদ আর্তনাদ আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে তোলে। মুহূর্তেই সে অনন্তের কোলে ঢলে পড়ে।

রাজা নির্দেশ দিলো– 'তাকে তুলে কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা হোক।'

এরপর সে মেয়েটির হাত ধরে বললো– 'তোমার নাম কী?'

জবাবে মেয়েটি বললো– 'আমার নাম লাজন্তী। আমার কাছ থেকে দূর হয়ে গেলে তোমার জন্য ভালো হবে। তোমারও হয়তো কোনো মেয়ে আছে। আগামীতে এর জন্য তোমাকে হিসাব...'

রাজা তার মুখে এক থাপ্পড় মেরে বললো– 'তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো কিন্তু। নিজের দুর্গন্ধযুক্ত মুখ দিয়ে আমার মেয়ের কথা বলার ধৃষ্টতা তোমাকে কে দিয়েছে?'

এরপর সে রাজুকে উদ্দেশ করে বললো– 'এদের সবাইকে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হোক। দেবতারা চলে যাওয়ার পর আমি এদের টুকরো টুকরো করে ফেলবো!'

লাজন্তী পেছনে সরে গিয়ে বললো– 'এমন অপমানকর জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে আমরা পছন্দ করি। কিছুতেই তোমার দুর্গন্ধময় শরীরের ভার তুলবো না!'

রাজা মসনদ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লাজন্তীর চুল ধরে ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেলে দিয়ে বলতে লাগলো– 'তোমাকে আমার শরীরের ভার অবশ্যই বইতে হবে।'

সৈনিকেরা বৃদ্ধ ভিক্ষুর লাশ তুলছে।

রাজা গর্জন করে বললো– 'লাজন্তীকে রেখে বাকি সবাইকে এখান থেকে নিয়ে যাও। আমি তার অহমিকার ভিত ভাঙবোই!'

এমন সময় স্বামী দয়ানন্দ তাঁবুতে প্রবেশ করে।

রাজা হাত জোড় করে বলে– 'স্বামীজি! অনেকক্ষণ ধরে আমি আপনার অপেক্ষা করছিলাম।'

স্বামী বৃদ্ধ ভিক্ষুর রক্তাক্ত লাশ এবং বিছানায় পড়ে থাকা আহত লাজন্তীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'এরা কারা?'

রাজা বললো– 'সামনের পাহাড়ে একটি বৌদ্ধ প্যাগোডা আছে। এই কচি কচি কলিদের ওখান থেকে তুলে আনা হয়েছে।'

www.pathagar.com

'ঠিক আছে। কিন্তু তুমি এই বৃদ্ধকে খুন করলে কেন?'

রাজা বললো– 'সে আমাকে ধমকাচ্ছিলো।'

স্বামী বললো– 'ধমক! কেমন ধমক! এরা তো একেবারে অপদার্থ লোক!'

রাজা বললো– 'বলা হয়েছে– এই মেয়ে ভুটান মহারাজার মেয়ে। বৃদ্ধ ভিক্ষু আরো বলেছে– যদি এর সাথে কোনো ধরনের মন্দ আচরণ করা হয়, তাহলে ভুটানের মহারাজা তাকে জীবিত ছাড়বে না।'

স্বামী মৃদু হেসে বললো– 'কিন্তু তুমি যদি এই বৃদ্ধকে ক্ষমা করে দিতে, ভালো হতো।'

'আমি ক্ষমা করা ভালো মনে করি না।'

স্বামী বললো– 'এখন এই মেয়ের সাথে তুমি কী করতে চাচ্ছো?'

রাজা বললো– 'দেবতা যদি তাকে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকেন, তাহলে আমি অপারগতা প্রকাশ করবো। আজ রাত আমি নিজের জন্য তাকে পছন্দ করে রেখেছি।'

'মহারাজ! আমার মিনতি শুনুন! আমাকে এই হায়েনার হাত থেকে উদ্ধার করুন! আমি পবিত্র এবং নির্দোষ। আমার পবিত্রতা বিনষ্ট করা হলে আমি মরে যাবো।'

স্বামী কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'রাজাজি! আমি তাকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি। তাকে দেবতাদের খেদমতে পেশ করবো। তাঁরা যদি একে পছন্দ করে নেন, তাহলে ঠিক আছে, অন্যথায় তোমার হাতে সোপর্দ করা হবে।'

লাজন্তী দাঁড়িয়ে বললো– 'আফসোস! এই গোটা জগৎ হায়েনার খাঁচায় পরিণত হয়েছে। আপনিও আমার মিনতির কোনো গুরুত্ব দিলেন না! আমি নিলামের জন্তু নই। আমি মানুষ। কারও মেয়ে, কারও-বা বোন। মানবতার এ সম্পর্ককে কিছুটা হলেও সম্মান করুন! কী করে আপনারা সকলে মূক, বধিরের মতো পাথর হয়ে গেলেন!'

স্বামী লাজন্তীর হাত ধরে বললো– 'মেয়ে! আমার পদ-পদবি বোঝার চেষ্টা করো। পুনরায় বেয়াদবি করলে এক ফুৎকারে তোমাকে অঙ্গার বানিয়ে দেবো!'

স্বামী তাকে টেনেহিঁচড়ে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

বাইরে বেরিয়ে স্বামী মৃদুস্বরে বললো– 'লাজন্তী বোন! আমাকে ক্ষমা করে দাও। এভাবেই তোমাকে হায়েনাদের আক্রোশ থেকে বাঁচানো সম্ভব ছিলো।'

'আপনি আপনি আমাকে বোন বলেছেন?'

স্বামী বললো– 'হ্যাঁ, তুমি আমার বোন। ভাই হয়ে আমি তোমার সম্ভ্রম হেফাজত করলাম। শাস্তির এই নির্মমতা দ্রুতই কেটে যাবে।'

লাজন্তী জিজ্ঞেস করলো– 'কে আপনি? এখানে কেন এলেন? এই হায়েনাদের সাথে আপনি কী করে থাকেন?'

স্বামী মৃদু হেসে বললো– 'বোন! আমি এই জগতের বাসিন্দা নই। আঁধার পথের পথিক নই। আলোর ফোয়ারা ফেরি করে ফিরি আমি।'

লাজন্তী আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মহাত্মা বুদ্ধের ভগবান আপনাকে কক্ষা করুন। ভগবানের কৃপায় আলোর পথ তো অবিরাম চলতেই থাকবে।'

স্বামী বললো– 'লাখ লাখ মা, বোন, মেয়ের আশীর্বাদ প্রয়োজন আমার।'

লাজন্তীকে তাঁবুতে পৌঁছিয়ে স্বামী তার উভয় সাথিকে উদ্দেশ করে বললো– 'এই মেয়ে হচ্ছে রাজার অন্যায় নির্মমতার শিকার লাজন্তী। তাকে নিরাপদে রাখা আমাদের কর্তব্য।'

স্বামীর উভয় সাথি তাকে খুব সম্মানের সাথে বসায়।

এক সাথি বলে– 'স্বামীজি! সে এখন ভাইদের নিরাপত্তাবলয়ে অবস্থান করছে। জগতের কোনো অপশক্তি তার কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আমরা লাশ হয়ে গেলেও তার সম্ভ্রমের শত্রুদের তাড়া করে ফিরবো।'

লাজন্তী কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলতে লাগলো– 'না ভাই, না! ভগবান আপনাদের বাঁচিয়ে রাখবেন। আপনারা আছেন বলেই তো পৃথিবীটা এখনো টিকে আছে। আপনাদের শত্রুদের ললাটেই লেখা আছে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।'

স্বামী লাজন্তীর মাথায় হাত রেখে বলতে লাগলো– 'তুমি চিন্তামুক্ত হয়ে এখানে থাকো। আমি তোমার অন্য বোনদের সাহায্যের চেষ্টা করে আসি।'

এমন সময় একজন সৈনিক দৌড়ে এলো এবং বলতে লাগলো– 'স্বামীজি! দেবতা আসছেন!'

স্বামী জিজ্ঞেস করলো– 'কতোদূর পৌঁছেছেন?'

সৈনিক জবাব দিলো– 'উপত্যকার বাইরে।'

www.pathagar.com

প্রকৃতির আকাশে আজ এক অদ্ভুত নীরবতা। জাদুরঙা রহস্যময় জোছনা তাতে। সৌন্দর্যের সবটুকু নিংড়ে প্রকৃতি যেন আজ অপরূপ সাজে কারো করুণা ভিক্ষা করছে। পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ বিতরণ করে যাচ্ছে তার সবটুকু আলো। জলপ্রপাত আর ঝরনাধারার কলতানে এক মধুর ঝংকার। প্রান্তরের দিকে দিকে জ্বালানো আছে বিশাল বিশাল মশাল। রাজা রিয়াসিংয়ের সৈনিকেরা মদপান করতে করতে মাতালের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে নেচে-গেয়ে একাকার। রাজা রিয়াসিংও মাতাল হয়ে পড়েছে। সে সরস্বতী দেবীর সৌন্দর্য আর সংগীতের জাদুতে ডুবে আছে। সরস্বতী গাছের কচি ডালের মতো শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে নৃত্য করে যাচ্ছে। রাজার তাঁবুতে বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন প্রহরী। সরস্বতীর জাদু সবাইকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে।

রাজা সরস্বতীর হাত ধরে তাকে জোর করে কোলে বসিয়ে তার মুখে চুমু খেয়ে বললো– 'সরস্বতী! তুমি আমার যৌবনের কামনা। তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত দুর্বল। সব বাতি তোমার সামনে অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে থাকে।'

সরস্বতী মৃদু হেসে করজোড়ে মিনতি করে বলে– 'আমার রাজা হচ্ছেন আমার দেবতা, আমার অন্নদাতা। আমি তো কিছুই নই; কেবল একজন দাসী। আমার সবকিছুই রাজার তরে সমর্পিত।'

সরস্বতী উত্তর আসামের প্রচলিত পোশাক পরে আছে। তার বুকের অর্ধেক সুদৃশ্য স্বর্ণের অলংকারে ঠাসা। মাথায় সুন্দর করে সিঁদুর আঁকা।

রাজা তার দীঘল কালো চুলে হাতের আঙুল বুলিয়ে বলতে থাকে– 'সরস্বতী! জানি না, আজকের রাত কেন এতোটা মধুময়। অন্য সময়ের চেয়ে আজ তোমাকে বেশি সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী লাগছে।'

সরস্বতী এক বিচিত্র ভঙ্গিমায় চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করে– 'ভুটান মহারাজার মেয়ে লাজন্তীর ব্যাপারে কী অভিরুচি?'

রাজা বললো– 'ভগবানের এ এক অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টি। অত্যন্ত সুন্দরী সে। তাকে দেখে সাক্ষাৎ আকাশের পরির মতো মনে হয়।'

রিয়াসিং সরস্বতীকে একদিকে সরিয়ে বলে– 'কিন্তু তার জীবনকাল আজকের রাতের ভোর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। দেবতারা ফিরে যাওয়ার পর লাজন্তীর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়া হবে।'

সরস্বতী রাজার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'দয়া ভিক্ষা দিন, মহারাজ!'

রাজা খঞ্জরের ধারের ওপর আঙুল বুলিয়ে বললো– 'তুমি ভয় পেয়ো না। সর্বাবস্থায় আমি তোমার ওপর দয়া করবো। তুমি তো জানো, আমি

www.pathagar.com

উচ্চবাক্য একেবারে পছন্দ করি না। স্বামী দয়ানন্দ যদি না আসতেন, তাহলে এতোক্ষণে লাজন্তী হতো পরলোকের বাসিন্দা।'

এমন সময় একজন সৈনিক ভেতরে এসে জানালো– 'দেবতা আসছেন।'

উপত্যকাজুড়ে শুরু হয়ে যায় ঢোল, তবলা আর সানাইয়ের মধুর গুঞ্জরন। রাজা দ্রুত সোনার মুকুট মাথায় পরে জিজ্ঞেস করলো– 'স্বামী দয়ানন্দ কোথায়?'

সিপাহি মাথা ঝুঁকিয়ে জবাব দিলো– 'স্বামীজি দেবতাদের সাদরে বরণ করতে গেছেন।'

নিরপত্তারক্ষী ফিরে জিজ্ঞেস করলো– 'মহারাজ! ভুটান মহারাজার মেয়ের ব্যাপারে কী নির্দেশ?'

রাজা মৃদুস্বরে বললো– 'কিছুক্ষণের জন্য আমি আমার নির্দেশ ফিরিয়ে নিলাম। তোমরা আমার সাথে থাকবে এবং অন্য নির্দেশের অপেক্ষা করবে।'

রাজা চিতাবাঘের চামড়ার তৈরি পোশাকের ওপর সবুজ রঙের রেশমি কোমরবন্ধ বেঁধে জিজ্ঞেস করলো– 'মধুকর কোথায়?'

সৈনিক জবাব দিলো– 'সেনাপতি পাহাড়ে আছে, মহারাজ!'

রাজা বললো– 'তিমরাজ আসেনি কেন?'

সৈনিক জবাব দিলো– 'তিমরাজজি উপত্যকার বাইরে সেনাদের দেবতাদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত করছেন।'

রাজা এখনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি, এমন সময় তিমরাজ তাঁবুতে প্রবেশ করে হাত জোড় করে বললো– 'তিমরাজ উপস্থিত, মহারাজ!'

রাজা ঠোঁটের কোণে মুচকি হেসে বললো– 'মনে হয় তুমি তোমার কাজ শুরু করে দিয়েছো?'

তিমরাজ মাথা নুয়ে রাজার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'রাজাজির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা তিমরাজের ধর্ম।'

কিছুক্ষণ পর রাজা রিয়াসিং জিজ্ঞেস করলো– 'দেবতাদের সওয়ারি কতোদূর এসে পৌঁছেছে?'

জবাবে তিমরাজ বললো– 'এখন থেকে কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁদের সওয়ারি বনের ওই মাথার মোড়ে দেখা গিয়েছিলো। মনে হচ্ছে এতোক্ষণে তাঁরা প্রান্তরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন।'

www.pathagar.com

রাজা লম্বা পা ফেলে তাঁবু হতে বেরিয়ে আসে। আকাশে নববধূর মতো সেজে রয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ। রাজা চূড়ায় দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের ওপর দৃষ্টি দিয়ে বললো– 'আমার রক্তখেকো কুকুরদের কী হলো! এখনো ওদের ক্ষুধার চিৎকার শোনা যাচ্ছে না যে!'

'মহান দেবতার শক্তি কুকুরগুলোর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।'

রাজা এ উক্তির রেশ টেনে জিজ্ঞেস করলো– 'কেন?'

তিমরাজ বললো– 'সম্ভবত দেবতারা কুকুরের চিৎকার পছন্দ করেন না।'

রাজা অসন্তুষ্টচিত্তে বললো– 'আমি যখন কুকুরের চিৎকারকে সংগীতের মতো ভালোবাসি, সেখানে আগত দেবতাদের তা কেন ভালো লাগবে না?'

তিমরাজ বললো– 'কেবল আজকের রাতের ব্যাপার, মহারাজ! আমরা দেবতাদের অসন্তুষ্ট করতে পারি না। তাঁরা তো আমাদের সাহায্যেই আসছেন। এটা তাঁদের শক্তির বাহাদুরি। দেবতাদের শক্তি পাহাড়-পর্বতকে টুকরো টুকরো করতে সক্ষম।'

রাজা ঘোড়ায় আরোহণ করে বললো– 'ঠিকই বলেছো তুমি। আমি তোমার সাথে সহমত পোষণ করছি।'

রাতের এখন প্রথম প্রহর চলছে। দেবতাদের কাফেলা প্রান্তরে প্রবেশ করছে। সানাই বাজছে। এ হচ্ছে সুন্দর– যে দেবতার বহুরূপ ধারণ করে আছে। আর তার পাশের যুবক হচ্ছে সাপুড়ে সাধন। সাধনের গলায় ঝুলছে বিশাল এক অজগর সাপ। তার হাতের কবজিতে লেপ্টে আছে নাগমণি। সুন্দর আরোহণ করে আছে একটি সাদারঙা ঘোড়ায়। তার হাতে লম্বা বর্শা। সে রাজা রিয়াসিংয়ের মতো বাঘের চামড়ার পোশাক পরে আছে। তার পেছনে পেছনে রয়েছে প্রায় বিশ জন অশ্বারোহী। এরা সবাই সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধরে আছে। এই বহরটিকে খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছিলো। খুবই নীরবে এরা প্রান্তরে প্রবেশ করছে। সানাই আর তবলার একাকার আওয়াজ ছাড়া কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। প্রান্তরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি হাতি।

সুন্দর তার ঘোড়ার লাগাম টেনে বিরক্তি প্রকাশ করে বললো– 'আমাদের স্বাগত জানাতে গণেশ দেবতা আসেনি কেন?'

www.pathagar.com

স্বামী দয়ানন্দ হাত জোড় করে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো– 'দয়া ভিক্ষা দিন, মহারাজ! দয়া ভিক্ষা দিন। রাজা রিয়াসিংয়ের অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে।'

সুন্দর আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্রোধভরা কণ্ঠে বললো– 'রাজা তো বোকা, কিন্তু তোমার তো জানা থাকার কথা! তুমি কেন ভুল করলে? তুমি কি রাজাকে বলোনি যে, আমরা আকাশের নীলিমা পেরিয়ে এখানে এসেছি! দেবতাদের দেবতাকে স্বাগত জানানোর জন্য আসা প্রয়োজন। কিন্তু কুলাঙ্গার রাজা গণেশ দেবতাকে মোটা মোটা শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। এটা অন্যায়। মারাত্মক জুলুম। এটা দেবতার প্রতি চরম অবমাননা। আমি এ ধরনের অপমান সহ্য করি না।'

সুন্দর বেশ জাঁকজমকের সাথে গর্জন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সমবেত হয়ে গেছে অসংখ্য সেনা। দেবতাকে বিক্ষুব্ধ দেখে সবাই নীরবে অবনত মস্ত কে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্বামী হাত জোড় করে বললো– 'আমি দেবতার কাছে সৌম্যের ভিক্ষা প্রার্থনা করছি। পূজারিরা তো ভুল করেই থাকে।'

সুন্দর বললো– 'রাজা কোথায়?'

এক যুবক সামনে অগ্রসর হয়ে অবনত মস্তকে করজোড়ে বিনীত কণ্ঠে বললো– 'রাজাকে অবহিত করা হয়েছে। তিনি দেবতাদের স্বাগত জানাতে আসছেন।'

সুন্দর বললো– 'কে তুমি?'

স্বামী স্বগর্বে জবাব দিলো– 'এ হচ্ছে মধুকর। সে রাজা রিয়াসিংয়ের সেনাপতি।'

সুন্দর ঝুঁকে তার দিকে তাকালো। তার ঠোঁটে এক রহস্যময় মুচকি হাসির রেখা। মুখে কিছু বলার রঙ ছড়িয়ে আছে। সামনের দিক হতে রাজা রিয়াসিং তার নিরাপত্তারক্ষী ও অন্য নেতাদের সাথে আসছে। চারদিকে অজস্র মশাল। দিনের মতো আলোকিত পরিবেশ। ভক্তি আর আবেগ-উচ্ছ্বাসের এক অদ্ভুত আবহ। স্লোগান দেয়া হচ্ছে। গাওয়া হচ্ছে ভজন। সানাইয়ের তালে তালে বাজছে ঢোল-তবলা। ঘোড়ার হ্রেষা আর হাতির চিৎকারও চলছে সমানতালে।

সুন্দর সেনাপতি মধুকরের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি সেনাপতি, তাই না?'

www.pathagar.com

মধুকর হাত জোড় করে বলে– 'জি মহারাজ!'

সুন্দর বলে– 'আকাশের রহস্যাবৃত আঙিনায় এক গভীর বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে। সজাগ থাকবে। ঘুমাবার মতো বোকামি করলে নির্ঘাত মারা পড়বে।'

রাজার সওয়ারি কাছেই পৌঁছে গেছে। মধুকর, তিমরাজ, স্বামী দয়ানন্দ এবং অন্য লোকজন সামনে থেকে সরে যায়। সুন্দর রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে দেবমালার আকৃতি গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। সে তার ডান হাত শূন্যে তুলে ধরে হাতে ধরে থাকা বর্শাকে এদিক-ওদিক ঘোরাতে থাকে।

রাজা হাত জোড় করে বলে– 'দেবতার আগমনে আমাদের ভূমণ্ডল অত্যন্ত আনন্দিত।'

এরপর সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেবতার সামনের মাটিতে মাথা রেখে দেয়।

সুন্দর তার দীর্ঘ বর্শা নিচু করে রাজার পাশে মাটিতে গেড়ে বলে– 'ওঠো রাজা! তোমার মিনতি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। ওঠো, আমি আমার শক্তির ছায়া তোমার মাথায় রাখলাম। তুমি শান্ত হয়ে যাও। এতোক্ষণ আমি অসন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু তোমার পূজার এই দৃশ্য আমাকে সন্তুষ্ট করে দিয়েছে। তোমার ললাটের সব অশুভ ছায়া মুহূর্তের মধ্যে আমি মুছে দিলাম।'

সুন্দর ঘোড়া থেকে নেমেছে। রাজা দোজানু হয়ে হাত জোড় করে বলতে থাকে– 'এটা দেবতার অনেক বড় কৃপা। দেবতার জ্ঞান-ধ্যান ও অন্তর্লোকে জগতের কোনো বিষয়ই গোপন নয়। হিন্দু জাতির রাজনীতি ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এ সময়টি বড়ই করুণ।'

সুন্দর তার মাথায় হাত রেখে বলতে লাগলো– 'এ ব্যাপারে রাজার কোনো চিন্তা করতে হবে না। উত্তরণের সব উপায় আমরা নির্ধারণ করে নিয়েছি। আমার শক্তি হিন্দু জাতির জামিন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সানাই বাজাও। আনন্দ উদ্‌যাপন করো।'

এরপর সে সাধনের দিকে তাকিয়ে বললো– 'নাগমণিকে জাগাতে বীণা বাজাতে থাকো। সময়টা বেশ মধুময়।'

বাতাসের ঢেউ ফুলের কোমল শরীরে চুমুর পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ শূন্য হতে বেজে উঠতে থাকে বীণার মধুর সুরের জাদু। সাধনের গলায় লেপ্টে থাকা বড় সাপটি ফণা তুলে আছে। তার দীর্ঘ জিহ্বাটি বারবার বের হতে থাকে। ক্যাম্পজুড়ে তুমুল শোরগোল।

www.pathagar.com

সুন্দর স্বামী দয়ানন্দের হাত ধরে বলতে লাগলো– 'অর্ধরাত পর্যন্ত আমি প্রার্থনা করবো। আমাকে ঝরনার কাছে নিয়ে চলো।'

এরপর সে রাজা রিয়াসিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললো– 'রাজাজি! সকল সেনাকে আনন্দ উদ্‌যাপনের আজ্ঞা দেয়া হোক। আমি নিজেও অর্ধরাত পর তোমাদের রঙ-তামাশায় অংশ নেবো।'

এরপর সে হাত ঘুরিয়ে স্বামীর সাথে ওই দিকে এগোতে থাকলো, যেখানে ঝরনা রয়েছে। রাজা রিয়াসিং সেনাপতি মধুকর ও তিমরাজের সাথে চলে গেলো।

রাজার তাঁবুর সামনে পৌঁছে সুন্দর বললো– 'মনে হচ্ছে এটা রাজার তাঁবু?'

জবাবে রাজা বললো– 'জি মহারাজ!'

সুন্দর বললো– 'ঠিক আছে। খুব সুন্দর আকৃতির তাঁবুটি ভালো জায়গাতেই নির্মাণ করেছো। এখন তোমরা সবাই এখানে অবস্থান করো। কেউ আসবে না।'

সুন্দরের সাথে রয়েছে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন যুবক। সবাই সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধরে আছে। এরা সবাই সশস্ত্র এবং বাংলার হাকিমের বাহাদুর ও অভিজ্ঞ সৈনিক।

ঝরনার নিকটে পৌঁছে সুন্দর পেছনে ফিরে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'দয়ানন্দজি! অর্ধরাতের দিকে অতর্কিত আক্রমণ চালানো হবে। বাংলার হাকিম আলী কুলি খান নিজেই এর নেতৃত্বে থাকবেন।'

স্বামী দয়ানন্দ বললো– 'আমি জানি হাকিম এখানে আসবেন। মাটির নিচের অবস্থা বিচিত্র ঢংয়ে আমি পরিবর্তন করে রেখেছি। সেনাপতি মধুকর মহারাজা কৃষ্ণকুমার ও রাজা রিয়াসিংয়ের পঙ্কিল পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। গুপ্ত হামলা চালানোর সময় সেনাপতি আমাদের সাথে থাকবে।'

অন্ধকারে কিসের যেন শব্দ ভেসে এলো। সুন্দর ও স্বামী অবাক দৃষ্টিতে তাকায়। অন্ধকারে একটি ছায়া এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে।

'কে তুমি? নিষেধ করা সত্ত্বেও দেবতাদের স্থানে এগোবার ধৃষ্টতা কেন দেখাচ্ছো? নিজের জীবনের প্রতি তোমার একটুও মায়া নেই?'

আগন্তুক কোমলকণ্ঠে জবাব দিলো– 'আমি মধুকর।'

স্বামী দয়ানন্দ বললো– 'মধুকর! এসো। এখনই আমরা তোমার ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম।'

www.pathagar.com

মধুকর সামনে অগ্রসর হয়ে সুন্দরের চরণ ছুঁয়ে বললো– 'দেবতা মহারাজ! আমি একজন দুঃখীচিত্তের মানুষ। পদে পদে পেরেশানি আমার পিছু ধাওয়া করছে।'

সুন্দর তাকে দাঁড় করিয়ে গলায় জড়িয়ে ধরে বললো– 'তোমার পেরেশানি সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। তবে তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিছুক্ষণ পরই এখানকার সবকিছু পাল্টে যাবে। নাচে-গানে মত্ত মাতাল এই পাপিষ্ঠরা রক্তের নদীতে চিরতরে ডুবে মরবে।'

মধুকর আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুলচিত্তে বললো– 'জানি না, অর্ধরাত কখন আসবে! এক-একটি মুহূর্ত খুবই ভারী ঠেকছে।'

এরপর সে বললো– 'দেবতাদের রহস্যময় সেনারা কোন দিক থেকে প্রান্তরে প্রবেশ করবে? সেদিকে আমি আমার বিশ্বস্ত সৈনিক মোতায়েন করে রাখতে চাচ্ছি।'

সুন্দর মৃদু হেসে বললো– 'মধুকরজি! আমার নাম সুন্দর। আমি বাংলার হাকিমের খুবই নগণ্য একজন সৈনিক। আমি তোমার ভাই। আজ রাতের শেষভাগে বাংলার হাকিম এই প্রান্তরে অতর্কিত আক্রমণ করতে আসছেন।'

মধুকর বিস্ময় প্রকাশ করে বললো– 'আপনার নাম সুন্দর? আপনি দেবতা নন? বাংলার হাকিম স্বয়ং নিজের সৈনিকদের সাথে আক্রমণের জন্য আসবেন? এসব কী বলা হচ্ছে?'

স্বামী দয়ানন্দ বললো– 'মধুকর! এসব সত্য। বাংলার হাকিম আসছেন। ছোট্ট এই অভিযানের নেতৃত্ব দেয়ার তার কোনো প্রয়োজন নেই। এই দায়িত্ব তো তাঁর সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ সেনাও পালন করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাকিম তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন। এই জন্য আমি তোমাকে তোমার তাঁবুতে অবস্থান করার জন্য বলেছিলাম।'

মধুকর বললো– 'বাংলার হাকিম শুধু আমার সাথে দেখা করতে আসছেন? এ কেমন আশ্চর্যের কথা!'

সুন্দর বললো– 'হ্যাঁ, কিছুক্ষণ পর যখন হাকিমকে নিজের চোখের সামনে দেখবে, তখন তোমার আশপাশ আকাশচুম্বী সৌন্দর্যে মহীয়ান দেখতে পাবে। এখন তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

মধুকর যেতে চাইলে স্বামী বললো– 'মধুকর! বুনো কুকুরগুলোকে তুমি কী করেছো? মনে হয় সবগুলো কুকুর ঘুমিয়ে গেছে! তাদের ক্ষুধার চিৎকার শোনা যাচ্ছে না কেন?'

www.pathagar.com

মধুকর হেসে হেসে বললো– 'বনের মসিবতগুলোকে বনের অন্ধকারেই সোপর্দ করে দিয়েছি। ওই পাহাড়ে একটি বিশাল গুহা আছে। ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে সেটা পাহাড়ের অন্য প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। আমি একটি একটি করে সবগুলো কুকুরকে গর্তে ফেলে দিয়ে এসেছি। তিমরাজের কাছে কুকুরগুলোর ব্যাপারে রাজা জিজ্ঞেস করেছিলো। তিমরাজ রাজাকে এই বলে শান্ত করেছে যে, দেবতার শক্তি কুকুরগুলোর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।'

সুন্দর ও তার সাথিরা অনেকক্ষণ ধরে হাসতে থাকে।

সুন্দর আকাশের দিকে তাকিয়ে তার এক সাথিকে উদ্দেশ করে বলে– 'কিশোর! সময় ঘনিয়ে এসেছে। দ্রুত তুমি মশাল নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাও। মশালটি পর্বতচূড়ার একটি পাথরের ওপর বেঁধে রাখবে। হাকিম এই ইশারার অপেক্ষায় আছেন।'

কিশোর দ্রুতপায়ে পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করে। স্বামী সুন্দরকে প্যাগোডায় বসবাসরত বৌদ্ধদের খুন করা এবং ভুটানের মহারাজার মেয়ে লাজন্তীর সম্ভ্রমহানির সব ঘটনা শোনায়।

সুন্দর বলে– 'রাজকুমারী লাজন্তী এই মুহূর্তে কোথায় আছে?'

দয়ানন্দ জবাব দিলো– 'এই মুহূর্তে সে আমার তাঁবুতে আছে।'

সুন্দর বললো– 'সাম্প্রদায়িক রেষারেষির পাঞ্জায় আসামের মাটি আজ রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। ভগবানের কৃপায় আজ যদি বাংলার হাকিম এখানে না আসতেন, না জানি অন্যায় আর নির্মমতার কী ভয়াবহ কাণ্ড এখানে ঘটে যেতো। কতোই না নিঃস্ব লোকের লাশের সারি পড়তো এখানে। কতো কুমারী বিসর্জন দিতে বাধ্য হতো তাদের সতীত্ব ও সম্ভ্রম। দুঃখী মানবতার পায়ের নিচের মাটির কম্পন শোনা যাচ্ছে দিকে দিকে। আজ নিরাশার বালুচর ডিঙিয়ে আশা-প্রত্যাশার সোনালি পাপড়ির মুচকি হাসির রেখা দেখা যাচ্ছে।'

এরপর সে বললো– 'আমি রাজকুমারী লাজন্তীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। মনে হচ্ছে, সে ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাকে সান্ত্বনা দেয়া দরকার।'

দয়ানন্দ বললো– 'ঠিক আছে। আপনি ভালো মনে করলে আসতে পারেন।'

সুন্দর তার সাথিদের উদ্দেশ করে বললো– 'তোমরা সকলে ভোরের সূর্যের কিরণের মতো আলোকোজ্জ্বল। আলোর ফেরিওয়ালার সঙ্গী তোমরা। আসামের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা থাকবে তোমাদের নাম।

www.pathagar.com

বন্ধুরা! বাহাদুর সৈনিকেরা! রাতের চাকা কিছুক্ষণ পরই অর্ধরাতে গড়াবে। তোমরা সবাই ক্যাম্পে চলে যাও এবং রাজার সেনাদের খুবই রহস্যপূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল করে তোলো। তোমরা তো জানো– বাংলার হাকিম রক্তারক্তি পছন্দ করেন না। সৈনিকদের মাঝে এমন অনেক লোকও থাকতে পারে, যারা বাধ্য হয়ে পাপাচারে জড়িয়ে পড়েছে। ক্ষমতা আর শক্তির কাছে নিরুপায় হয়ে তারা এই পেশায় আসতে বাধ্য হয়েছে। এই মুহূর্তে রাজা এবং তার সৈনিকেরা উৎসব-উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছে। নিজ নিজ কৌশল দ্বারা দুরাচার প্রকৃতির সৈনিকদের ভালোভাবে উন্মাদ বানিয়ে রাখো।'

সুন্দরের সাথিরা এক বিচিত্র ভঙ্গিতে ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেলো। আলোর ফেরিওয়ালারা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো আলো বিতরণে। রাজার সেনারা শরাব পান করে পাগলের মতো আচরণ করে যাচ্ছে। স্থানে স্থানে সৈনিকেরা সুন্দরী মেয়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্ষুধার্ত বাঘের মতো। মশালের আলোতে বিভিন্ন স্থানে রক্ত পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে রক্তে ভেজা কাচের চুড়ি। সুন্দরের সাথিদের অন্তর রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মহান এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা তরবারি কোষবদ্ধ করে রেখেছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে মদের দুর্গন্ধ। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে সেনারা। এক তুমুল হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়েছে ক্যাম্পজুড়ে। সুন্দরের সাথিরা ঋষি-মুণিদের বেশ ধারণ করে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তারা বলছে– 'আকাশ থেকে দেবতার বাহিনী আসছেন। বড়ই ভাগ্যবান তোমরা, দেব-দেবীদের স্বাগত জানানোর জন্য তোমরা মনের মাধুরী মিশিয়ে আনন্দ-ফুর্তি করতে থাকো। মন মিটিয়ে পান করো।'

সৈনিকেরা দ্বিগুণ উদ্দীপনায় স্লোগান দিতে দিতে মেয়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। এক মেয়ে চিৎকার করে বলে– 'তোমরা পাপী ঋষি। কেমন পাষাণের মতো তোমরা পাপের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছো! তোমরা ভগবানের আসামি। মানব সম্পর্কের পবিত্র বন্ধনের খুনি তোমরা!'

একজন সৈনিক তার মুখে থাপ্পড় মেরে বলতে লাগলো– 'দেবতাদের আসামি বলছিস! তোকে আমি জীবিত ছাড়বো না!'

'না!' সুন্দরের সাথি সৈনিকের হাত ধরে বললো– 'তুমি তাকে মেরো না। কেউ তাকে মারতে হবে না। ভগবান কথা বলার জন্য মুখ দিয়েছেন। তাকে বলতে দাও।'

www.pathagar.com

মেয়েটি ভাঙা ভাঙা চোখে তার দিকে চেয়ে রইলো।

এরপর সে হাত জোড় করে বললো- 'সৌম্য করুন, মহারাজ! আমি অন্যায় করে ফেলেছি। মনে হয়, ভেতরে ভেতরে তুমি সে নও- যাকে বাহির থেকে আমি কল্পনা করেছি। নিজেই দেখছি তুমি বিপরীতমুখী আবেগ নিয়ে লড়ে যাচ্ছো!'

আরেক সৈনিক ওই মেয়ের শক্ত বাহু ধরে বলতে লাগলো- 'কোনো জ্ঞানী-ধ্যানী মহাদেবের মেয়ের মতো মনে হচ্ছে তোমাকে।'

মেয়েটি সৈনিকের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো- 'জ্ঞান-ধ্যানের আলো মাতা-পিতার মাধ্যমে ছড়াতে হয় না, মূর্খ! এটা তো নিজের অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব!'

এরপর সৈনিক মেয়েটিকে জোর করে চূড়ার ওপর শুইয়ে দেয়। তার কোমল শরীর নিয়ে জোরপূর্বক খেলা করতে আরম্ভ করে। তাকে মুক্ত করে দেয়া হয় পোশাক থেকে। পাহাড়চূড়া বেয়ে বইতে থাকা ঝরনার পানির কলতান শোনা যাচ্ছে। সুন্দর ও স্বামী নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের তাঁবুর দিকে এগোয়। সবদিক থেকেই ভেসে আসছে সেনাদের বিকট হাসি আর নিরুপায় মেয়েদের মর্মবিদারী আর্তনাদ। তাঁবুতে পৌঁছে সুন্দর দেখতে পায় এক অনিন্দ্যসুন্দরী পরিসদৃশ মেয়ে মশালের নিচে মাথা ঝুঁকে বসে আছে। তাদের পদধ্বনিতে সে উঠে দাঁড়ায়।

সুন্দরের সামনে অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বলে- 'আমি দেবতার দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতা আমাকে তাঁবুর বাইরে যেতে দেয়নি। দেবতা তো দেখেছেন যে, বাইরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত লাশের সারি আর উন্মত্ততার নির্মম নিদর্শন। ঘোর অন্ধকার আর হায়েনাদের রক্তপিপাসা আমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছে। সৌম্য করুন। আমার ভুল হয়ে গেছে।'

তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

সুন্দর মেয়েটির মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে বললো- 'রাজকুমারী বোন! স্বামী আমাকে তোমার দুঃখভরা সব ঘটনা জানিয়েছে। আসামের মাটিতে ভুটানের রাজকুমারীকে অপমান করা হয়েছে। এ জন্য আমি লজ্জিত ও দুঃখিত। তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আজ রাতেই বড় এক ফয়সালা হয়ে যাবে। নিজ চোখে তুমি ওই হিংস্র হায়েনাদের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি দেখতে পাবে।'

www.pathagar.com

রাজকুমারী অবাক দৃষ্টিতে সুন্দরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'আপনি তো সত্যিকার দেবতা।'

সে তার পায়ে পড়ে যায়।

সুন্দর তার মাথা উঠিয়ে বললো– 'না, বোন! আমি দেবতা নই। এখনো তো আমি পূজারিও হতে পারিনি। কিন্তু তোমার উদ্বিগ্নের কোনো কারণ নেই। দেবতারা আসবেন। তুমি যখন তাকে দেখবে, আনমনেই তুমি বলে উঠবে– আপনি মহাত্মা বুদ্ধের প্রতিমূর্তি। আপনি ভালোবাসার দেবতা।'

রাজকুমারী লাজন্তী আশ্চর্য ভঙ্গিতে সুন্দরের দিকে তাকিয়ে বললো– 'কে তিনি? এই মুহূর্তে তিনি কোথায়? কখন আসবেন? আমার আজীবনের পিপাসার্ত মন কতোকাল তাঁর দর্শনের অমৃত সুধা দ্বারা তৃপ্ত হবে!'

এমন সময় স্বামীর এক সাথি তাঁবুতে প্রবেশ করে বললো– 'রাজু নামীয় জনৈক নেতা আসছে।'

'রাজু! মহারাজ! এ হচ্ছে ওই হিংস্র– যে ভিক্ষুদের খুন করেছে। সে আবার কোন অত্যাচারের মতলব নিয়ে এলো? অত্যন্ত হিংস্র হায়েনা সে।'

সুন্দর ও স্বামী দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলো। তাদের কজন সাথি তির তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। রাজুর সাথে রয়েছে পনেরো-বিশ জনের একটি সশস্ত্র বহর। সুন্দর বেশ ধমকের সুরে বললো– 'আমি রাজাকে বলেছি এদিকে যেন কেউ না আসে। তারপরও সে কোন উদ্দেশ্যে এখানে পাঠালো?'

রাজু অবাক ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'কিন্তু দেবতা তো ঝরনার কাছে ছিলেন!'

সুন্দর বললো– 'আমি কারও অধীন নই। আমি দেবতা। যেখানে ইচ্ছে সেখানেই থাকতে পারি। জীবনকে যদি প্রিয় মনে হয়, তাহলে নীরবে রাতের অন্ধকারে ফিরে যাও।'

'না!' রাজু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললো– 'আমার নাম রাজু। বৌদ্ধ গোত্রের সাথে আমার সম্পর্ক। দেব-দেবীদের আমি খুব কম সমীহ করে থাকি।'

সুন্দর তরবারির মুঠি শক্ত হাতে ধরে জিজ্ঞেস করলো– 'কী মানে? কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

রাজু বললো– 'রাজা আমাকে লাজন্তীকে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।'

www.pathagar.com

স্বামী বললো– 'তুমি যাও। আমি নিজেই লাজন্তীকে রাজার কাছে নিয়ে যাবো।'

রাজু বর্শা উঁচিয়ে মারাত্মক ধৃষ্টতার সাথে গর্জন করে উঠলো– 'রাজু খালি হাতে যায় না, মহারাজ!'

সুন্দর অগ্রসর হয়ে তার নিকটে এসে বললো– 'তুমি কি বৌদ্ধ গোত্রের নেতা বিষ্ণু মহারাজকে চেনো?...'

রাজু জবাব দিলো– 'বিষ্ণু মহারাজকে আমরা আমাদের দেবতা জ্ঞান করি।'

সুন্দর বললো– 'তোমার কি ওই গোত্রের ভয়ংকর পরিণতির কথা জানা আছে?'

রাজু গর্জন দিয়ে বললো– 'আমরা ওই হায়েনাদের কাছ থেকে অত্যন্ত ভয়ংকর প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি– যাদের হাতে বৌদ্ধ গোত্র ধ্বংস হয়েছে। বিষ্ণু মহারাজ বেঁচে আছেন এবং তিনি আকাশে অবস্থান করছেন। আমি আমাদের গোত্রের খুনিদের ভুলিনি। তাদের ধাওয়া করাই আমি আমার ব্রত মনে করি। কিন্তু আপনি এই প্রশ্ন করার কে?'

জবাবে সুন্দর বললো– 'আমি তোমাকে তোমাদের পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছি। বাঘের চামড়া গায়ে দেয়া দ্বারা তুমি বাঘ হয়ে যাওনি। চুপচাপ ফিরে যাও। রাজকুমারী লাজন্তী এখন তোমার এবং তোমাদের রাজার নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে দেবতার ছায়াতলে অবস্থান করছে। তার কল্পনা মন থেকে মুছে ফেলো!'

রাজু নিজের বর্শাধারী হাত পেছনের দিকে টেনে নিচ্ছিলো, এমন সময় সুন্দর বিজলির গতিতে তরবারি কোষমুক্ত করে ফেলে এবং মুহূর্তের মধ্যে রাজুর পেটে বিদ্ধ করে দেয়। সে বুনো মহিষের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সুন্দর ও স্বামীর সাথিরা রাজুর সাথে আসা সৈনিকদের আগে থেকেই তিরের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে রেখেছিলো। যথাসময়ে তারা সৈনিকদের জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেয়।

সুন্দর স্বামী দয়ানন্দের দিকে তাকিয়ে বললো– 'ব্যাপারটি তুমি এখনই মধুকরকে অবহিত করো।'

অতঃপর সে এক সাথিকে বললো– 'ক্যাম্পজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সকল সাথিকে এখানে নিয়ে আসো।'

রাজু এবং তার সাথিদের লাশ ছটফট করে করে ঠান্ডা হয়ে যায়। বাইরে বেরিয়ে এসেছে রাজকুমারী। হাতে তার বর্শা। সে রাজুর লাশের

www.pathagar.com

ওপর ঝুঁকে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে তার লাশ দেখছিলো। এরপর হঠাৎ সে বর্শার ধারালো অংশ দিয়ে উপড়াতে শুরু করে রাজুর চোখ। চিৎকার করে সে বলছে– 'এখনো তোকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। আমি তোর এই খুনি অপবিত্র চোখ দিয়ে আমাদের সুন্দর জগৎ দেখাবার আজ্ঞা দিতে পারি না। তুই এখন আকাশের মুসাফিরদের এই ভয়ংকর চোখ দিয়ে ভয় দেখাতে পারবি না।'

সুন্দর তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো– 'রাজকুমারী বোন! এই খুনি হায়েনা তার গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। বিশ্বজগৎ তার ভয় থেকে মুক্ত।'

রাজকুমারী বললো– 'বীর দেবতা! এখনো অনেক হায়েনা রয়ে গেছে।'

সুন্দর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বললো– 'বিশ্বাস করো, সবাই খুব দ্রুত নিজ নিজ ভয়ংকর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। তুমি শান্ত হয়ে তাঁবুতে চলে যাও। তোমার ভাইয়েরা তোমার নিরাপত্তায় সজাগ আছে।'

রাজকুমারী লাজন্তী নিজ সংকল্প ব্যক্ত করে বললো– 'না! আমি আমার ভেতরকার দেবীর মুখ সেলাই করে দিয়েছি– যে আমাকে চুপ থাকার উপদেশ দিতো। আমি রাজকুমারী লাজন্তীকে জাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমি আমার সম্ভ্রম রক্ষাকারীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে অংশ নেবো।'

সাথে সাথে অন্ধকারে কিসের যেন শব্দ ভেসে এলো।

এ হচ্ছে স্বামী ও মধুকর।

সুন্দর কোনো প্রকার ভূমিকা ছাড়া বলা আরম্ভ করলো– 'যা হয়েছে অনিচ্ছাসত্ত্বে হয়েছে। এটাকে আমি ভগবানের বড় কোনো সিদ্ধান্ত বলে মনে করি।'

মধুকর তরবারির মুঠোয় হাত রেখে বললো– 'আমি যেকোনো ধরনের জটিল পরিস্থিতি পৌরুষচিত্তে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত।'

www.pathagar.com

অতর্কিতে আক্রমণ

এখনো কিছু সময় অতিবাহিত হয়নি, এমন সময় হঠাৎ প্রান্তরের অপর প্রান্ত হতে আল্লাহু আকবারের গগনপ্লাবী তাকবির ও স্লোগানধ্বনি কানে ভেসে আসতে থাকে। রাজার ক্যাম্পের হাঙ্গামা মুহূর্তেই নীরবতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। সুন্দরের চোখেমুখে আনন্দের হিল্লোল বইতে থাকে।

সুন্দর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে– 'ভগবান! তুমি কতো বড় দয়াময়। বড় জটিল পরিস্থিতিতে তুমি কৃপা বর্ষণ করেছো!'

রাজকুমারী লাজন্তী বলে উঠলো– 'এরা কারা? এ কেমন স্লোগান? আমি তো এমন স্লোগান কখনো শুনতে পাইনি!'

সুন্দর মৃদু হেসে বললো– 'এরা জোছনার নায়ে আরোহণ করে এখানে এসেছে। এরা জগতের মাঝে আলো বিতরণ করে থাকে। আল্লাহ হচ্ছে তাদের ভগবানের নাম।'

রাজকুমারী লাজন্তী বিস্ময়কর আনন্দের ঘূর্ণিঝড়ে সাঁতরাতে সাঁতরাতে মুসলিম বাহিনীর দিকে চেয়ে আছে। বিশৃঙ্খল মাতাল আসাম সেনারা উন্মাদের মতো পালাতে শুরু করে এদিক-ওদিক।

স্বামী দয়ানন্দ মধুকরের দিকে তাকিয়ে বলে– 'দ্রুত তুমি তোমার তাঁবুতে চলে যাও এবং নিরাপত্তারক্ষীদের চৌকোনা থাকতে বলো। রাজা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তোমার ক্ষতি করতে চাইবে।'

মধুকর লম্বা পা ফেলে নিজের তাঁবুর দিকে এগিয়ে যায়। তিমরাজ দৌড়ে রাজা রিয়াসিংয়ের তাঁবুতে প্রবেশ করে। রাজা রিয়াসিং নেশাগ্রস্ত হয়ে আছে। তার বাহুতে লেপ্টে আছে সরস্বতী। তার দীঘল কালো চুল সাপের মতো তার বুকে ছড়িয়ে আছে।

তিমরাজ হাঁফাতে হাঁফাতে বললো– 'রাজাজি! মুসলিম সেনারা গোটা প্রান্তর ঘেরাও করে অতর্কিত আক্রমণ করছে।'

www.pathagar.com

রাজা হাঁকডাক করে দাঁড়ায়। বর্শা হাতে নিয়ে গর্জে ওঠে– 'মৃত্যু এই হানাদারদের ঘেরাও করে সিংহের খাঁচায় নিয়ে এসেছে। কাউকে জীবিত ছাড়বে না!...'

রাজা দ্রুত অস্ত্র বাঁধতে শুরু করে।

রাজা জিজ্ঞেস করে– 'মধুকর কোথায়?'

তিমরাজ জবাব দেয়– 'যুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে।'

রাজা বললো– 'তিমরাজ! তোমার জন্য এটা এক মোক্ষম সুযোগ। সময়টা কাজে লাগাবার চেষ্টা করো।'

তিমরাজ মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'ঠিক আছে...। এ উদ্দেশ্যেই আমি উপস্থিত হয়েছি।'

প্রান্তরজুড়ে চিৎকার আর তাকবিরধ্বনি। সর্বত্র বিভীষিকাময় যুদ্ধ। আসাম বাহিনীর সেনারা টিকটিকির মতো এদিক-ওদিক চিৎকার করে করে পালাচ্ছে। মুসলিম বাহিনী গাজর-মুলার মতো তাদের কুচি কুচি করে চলেছে। আসাম বাহিনীর বহু সেনা রাজা রিয়াসিংয়ের তাঁবুর আশপাশে এসে জড়ো হতে লাগলো।

রাজা বাইরে বেরোলে একজন সৈনিক হাত জোড় করে কেঁদে কেঁদে বলে– 'জালেমরা আমাদের সবকিছু ধ্বংস করে ফেলেছে। গোটা প্রান্তর আমাদের সেনাদের রক্তে থকথক করছে...।'

রাজা রিয়াসিং রাগে তার বুকে বর্শা বিদ্ধ করে বলতে থাকে– 'তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস? আমি আমার এক-একজন সৈনিকের রক্তের প্রতিটি ফোঁটার হিসাব হানাদারদের কাছ থেকে নেবোই। তাদের রক্তনদীতে ভাসিয়ে দেবো!'

মুসলিম বাহিনীর সেনারা বিজলির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন উচ্চস্বরে বলছিলো যে, ওরা এদিকে আসছে। তারা বলে যাচ্ছে– 'আমরা আলোর সওদাগর। অন্ধকারে আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে দীপ জ্বালাবো। অন্ধকার আর আলো একত্রে থাকতে পারে না। অন্যায়ের কালোরাত অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে!'

রাজা চিৎকার করে বললো– 'তার মুখ বন্ধ করে দাও!'

তুমুল বেগে চলছে রক্তাক্ত লড়াই। পদে পদে রাজা রিয়াসিংয়ের সৈনিকদের লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। রাজা রিয়াসিং তার নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে একদিকে এগোতে লাগলো। স্বামী দয়ানন্দ পৌঁছে যায় বাংলার বাদশা আলী কুলি খানের কাছে।

www.pathagar.com

দয়ানন্দ ঝুঁকে বাদশার জুব্বায় চুমু খেয়ে বলতে থাকে– 'মধুকর রাজা রিয়াসিংয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত আছে।'

বাদশা বললেন– 'এই মুহূর্তে সে কোথায়?'

'সে এখন তার তাঁবুতে অবস্থান করছে। সুন্দর তার নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আছে।'

বাদশা তাঁর আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাথিদের দিকে তাকিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন– 'ওই তাঁবু কোন দিকে?'

স্বামী জবাব দিলো– 'সামনের চূড়ার পেছনে।'

বাদশা আলী কুলি খান ঘোড়ার লাগাম টেনে বললেন– 'আমি তার খাতিরে এসেছি।'

অতঃপর বাদশা মোহনের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মোহন! আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। যারা পালাতে চায়, তাদের পালাতে দাও। আহত আর নারীদের ওপর হাত ওঠাবে না।'

কিছুক্ষণ পর বাংলার মহান বাদশা মধুকরের তাঁবুতে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর ডান দিকে দুজন মুখোশ পরিহিত, আর বাঁ দিকে স্বামী দয়ানন্দ ও সুন্দর দাঁড়ানো। বাদশা সবুজ পোশাক পরে আছেন। তাঁর দুই চোখে প্রত্যয়ের ছাপ। অত্যন্ত মান-মর্যাদা ও আভিজাত্যের এক অনন্য নিদর্শন তিনি।

তিনি স্নেহভরা দৃষ্টিতে মধুকরের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি কি মধুকর?'

মধুকর হাত জোড় করে জবাব দিলো– 'জি মহারাজ! আমি মধুকর।'

পরে বাদশা জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কমলা দেবীর ভাই, তাই না?'

কমলা দেবীর নাম শুনে মধুকর আবেগে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সাথে সাথে সে বাদশার পায়ে পড়ে যায় এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। বলে– 'আপনি একজন মহান শক্তিমান দেবতা। ভগবানের দোহাই! আমার নিরপরাধ বোনকে অত্যাচারী মহারাজার বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।'

বাদশা আলী কুলি খান তাকে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'কমলা দেবী আমার মেয়ে। তার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। রাজধানীতে সে নিরাপদেই আছে।'

www.pathagar.com

মধুকর অশ্রু মুছতে মুছতে বললো– 'না জানি সে এখন কেমন আছে!'

বাদশা মধুকরের কাঁধে হাত বুলিয়ে বললেন– 'বেটা মধুকর! তোমাকে না বললাম, তোমাকে কমলার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করতে হবে না! ওখানে তার কোনো শঙ্কা নেই। সে দৃঢ় নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আছে। সব দিক দিয়ে নিরাপদে আছে।'

মধুকর বললো– 'মহারাজ! সুভাষ চন্দ্রজির মৃত্যু তাকে অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছে। তার স্বামীকে সে খুব ভালোবাসতো। সে তো একজন সতী-সাধ্বী মেয়ে। সুভাষকে দেখে দেখেই তার জীবন কেটেছে।'

বাদশা মৃদু হেসে নিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মুখোশ পরিহিত সাথির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'তুমি কি মনে করো সুভাষ মারা গেছে! না, সুভাষ বেঁচে আছে। ভালোবাসা কখনো মরতে পারে না। কোনো না কোনো রূপ নিয়ে ভালোবাসা বেঁচে থাকবেই!'

এরপর তিনি হাত বাড়িয়ে একজন মুখোশ পরিহিতের চেহারা হতে মুখোশ সরিয়ে বললেন– 'এদিকে তাকাও। এ হচ্ছে সুভাষ চন্দ্র।'

'সুভাষ!' মধুকর চিৎকার করে উঠলো। মধুকর আর সুভাষ দীর্ঘক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদতে থাকে।

এরপর বাদশা বললেন– 'বেটা সুভাষ! এখন আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

... মধুকর আরেকবার বাদশার পায়ে পড়ে বিড়বিড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। সে বলতে থাকে– 'আপনি ভগবান। আপনি জীবন ফেরতদানকারী ভগবান। আপনি সুভাষ চন্দ্রকে বাঁচিয়ে আমার ওপর অনেক বড় করুণা করেছেন। আজীবন আমি আপনার পূজা করতে থাকবো।'

বাদশা আলী কুলি খান মৃদু হেসে বলতে লাগলেন– 'তুমি পাগলামি কোরো না। সুভাষের কিছুই হয়নি। যে মেরে ফেলতে চায় তার চেয়ে জীবন দানকারী অনেক বেশি শক্তিশালী।'

সুভাষ মধুকরকে পুনরায় গলায় জড়িয়ে ধরে বললো– 'মধুকর! আমি সবার চেয়ে বেশি ভাগ্যবান। একজন মহান দেবতার ছায়াতলে আমার আশ্রয় মিলেছে।'

তাঁবুর বাইরে তরবারির ঝনঝনানি, ঘোড়ার হ্রেষা আর চিৎকারের ভয়ংকর তাণ্ডব এখনো অব্যাহত আছে।

www.pathagar.com

বাদশা আলী কুলি খান ফিরতে গিয়ে বললেন– 'মধুকর! যে করেই সম্ভব তুমি যদি রাজধানীতে পৌঁছাতে পারো, তাহলে কমলা দেবী খুব খুশি হবে।'

'ঠিক আছে, মহারাজ! দ্রুতই আমি রাজধানী অভিমুখে রওনা হবো।'

রাজা রিয়াসিং প্রান্তর থেকে পালিয়ে গেছে। ছোট্ট একটি দল নিয়ে সে গভীর বনে আত্মগোপন করেছে। ক্যাম্পে আহত ও নারী ছাড়া তিমরাজ এবং মধুকরের বিশ্বস্ত সাথিরা রয়েছে। বাদশা এখনো মধুকরের তাঁবুতেই অবস্থান করছিলেন। মোহন কজন সৈনিক নিয়ে ওখানে পৌঁছে যায়।

মোহন ঝুঁকে বাদশা আলী কুলি খানের চরণ ছুঁয়ে বললো– 'শুভ সংবাদ, মহারাজ! রাজা রিয়াসিং পালিয়ে গেছে। প্রান্তরজুড়ে নিপীড়িত নারী, আহত সেনা এবং তিমরাজের সেনা ছাড়া আর কিছু নেই।'

আলী কুলি খান মৃদু হেসে বললেন– 'তিমরাজ কি তোমার কোনো সাথির নাম?'

মধুকর জবাব দিলো– 'জি মহারাজ! সে আমার বাল্যকালের বন্ধু। রাজা রিয়াসিং আমাকে খুন করার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে।'

আলী কুলি খান বললেন– 'তার ওপর কি তোমার আস্থা আছে?'

মধুকর বললো– 'জি মহারাজ! তিমরাজ অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু। সে নিজে খুন হতে পারে কিন্তু বন্ধুত্বের বন্ধনের সাথে সে কিছুতেই গাদ্দারি করতে পারে না।'

বাদশা আলী কুলি খান আনন্দিত হয়ে বললেন– 'আমি তোমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। এখন তুমি বাইরে বেরিয়ে নিজের সেনাদের সমবেত করো। আগের মতোই তুমি রাজা রিয়াসিংয়ের সেনাপতি হিসেবে থাকবে। আমি তোমাকে রাজধানীর দুর্গে পৌঁছে দেয়ার যথাযথ চেষ্টা করছি। তুমি মাড়ি ও খাড়ির মন্দিরের মাঝখানের পথ ধরে সফর অব্যাহত রাখবে। আমি আমার গোটা বাহিনীকে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করবো।'

বাদশা আলী কুলি খান বেরোতে চাইলে রাজকুমারী লাজন্তী সামনে এসে তাঁর পায়ে নুয়ে পড়ে বলে– 'আমার জন্য কী নির্দেশ, মহারাজ!'

বাদশা দৃষ্টি অবনত করে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কে, মা?'

স্বামী সংক্ষিপ্তভাবে রাজকুমারী লাজন্তীর পূর্ণ ঘটনার বিবরণ শোনায়।

'মা! আমার খুব আফসোস হচ্ছে। আমাদের আসতে কিছুটা দেরি হয়ে গেছে। তুমি যদি আমার সাথে যেতে পছন্দ করো, তাহলে আমি খুব খুশি হবো। দ্রুত তোমাকে ভুটান পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

www.pathagar.com

বাদশা ঘোড়ায় আরোহণ করে গোটা ক্যাম্পে একটি চক্কর দেন। জায়গায় জায়গায় লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এক জায়গায় তিনি কয়েকজন লোককে গাছের সাথে বাঁধা দেখতে পান।

বাদশা তাদের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'মনে হচ্ছে তোমরা দিমাপুরের জমিদার ও কৃষক?'

দিমাপুরের কৃষকেরা বাদশাকে চিনতে পারে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা চিৎকার দিয়ে ওঠে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সবাই।

একজন বৃদ্ধ কৃষক বলতে থাকে– 'ভাইয়েরা! আমাদের রক্ষায় আমাদের দেবতা এসে গেছেন। আসামের ভাগ্যে আলো ঝলমল তারা উদিত হয়েছে! অন্নদাতা! আপনি এসে গেছেন?'

বাদশা তাঁর সিপাহিদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তাকিয়ে কী দেখছো! তাদের বাঁধন খুলে দিচ্ছো না কেন?'

সৈনিকেরা দ্রুত তাদের বাঁধন খুলে দিতে থাকে। তারা সবাই বাদশার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে আহাজারি করতে থাকে।

বাদশা বললেন– 'তোমরা সবাই নিজ নিজ বাহন প্রস্তুত করো। ক্যাম্পে থাকা সব মেয়েকে গাড়িতে বসিয়ে দ্রুত প্রান্তর থেকে বেরিয়ে পড়ো। আমরা তোমাদের পেছনে পেছনে আসছি। তোমাদের সবাইকে এখন কয়েক দিন আমাদের সাথে থাকতে হবে।'

ভোরের পূর্বেই বাদশা আলী কুলি খান তাঁর বাহিনীকে সাথে করে প্রান্ত র থেকে বেরিয়ে যান। পরিকল্পনামতে তিমরাজ আর মধুকর তাদের তাড়া করে ফিরছে। রাজা রিয়াসিং লুকিয়ে আছে বনের গহিনে। মধুকর ও তিমরাজের সৈনিকেরা উচ্চস্বরে হরি রাজা হরি কৃষ্ণ স্লোগান দিতে দিতে এদিক-ওদিক ঘোড়া দৌড়াতে আরম্ভ করে। এরা বনের গহিনে লুকিয়ে থাকা রাজাকে এই ধারণা দিতে চাচ্ছে যে, বাদশা আলী কুলি খানকে ধাওয়া করা হচ্ছে। তবলা আর ঢোল বাজানো হচ্ছে জোরে জোরে। রাজকুমারী লাজন্তী ঘোড়ায় আরোহিত। তার হাতে লম্বা বর্শা। দিমাপুরের কৃষক আর মুসলিম সিপাহিরা রাজা রিয়াসিংয়ের বাহিনীর কয়েকটি বাহন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে মেয়েদের বসায়। গরুর গাড়ির চড়চড় শব্দ বিদীর্ণ করে রাখে রাতের নিস্তব্ধতা। বাদশা ও তাঁর বাহিনী ফিরে যাচ্ছে বিজয়ী বেশে। মুসলিম বাহিনীর দশ-বিশ জন সৈনিক মামুলি আহত হয়েছে। ভোর ঘনিয়ে আসছে। আকাশে ভোরের তারা চিকচিক করছে। আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রান্তরের যত্রতত্র রক্ত আর রক্ত। রাজা রিয়াসিংয়ের বাহিনীর আহত সেনারা ব্যথায় কাতরাচ্ছে। সাহায্যের জন্য ডাকছে, কিন্তু তাদের দেখভাল বা ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধার মতো কেউ নেই। বুনো কুকুর, বাঘ, সিংহ এবং অন্যান্য হিংস্র পশু গুহা থেকে বের হয়ে পৌঁছে গেছে প্রান্তরে। রাজা রিয়াসিং চড়ে আছে পাহাড়ের চূড়ায়। যখন সে নিশ্চিত হয়ে যায় যে মুসলিম বাহিনী চলে গেছে– তখন সে তার সঙ্গে থাকা সৈনিকদের নিয়ে প্রান্তরে ফিরে আসে। এসেই সে দেখতে পায়– মৃত্যুর এক ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞ তার সাথে বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

রাজা বলে– 'ঢোল-তবলা বাজিয়ে সেনাদের ফিরে আসার ইশারা অব্যাহত রাখা হোক।'

সূর্যের সোনালি কিরণ পাহাড়চূড়ায় চিকচিক করে করে প্রান্তরকে আলোকিত করে তুলছে।

রাজা পাগলের মতো চিৎকার করে বলে যাচ্ছে– 'আমাকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। স্বামী মস্ত বড় একজন ধোঁকাবাজ। দেবতা আসলে হানাদার মুসলিম বাহিনীর সৈনিক ছিলো। আমরা তাদের ধাওয়া করবোই!'

সময়ের অভিরুচি তখন অনেক পরিবর্তিত। পরিবেশ অকল্পনীয়রূপে পাল্টে গেছে। এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যপট এখানে। সৃষ্টিকর্তা এক বিচিত্র আঙ্গিকে তার ফয়সালা নির্ধারণ করে রেখেছেন। সেই মহান অধিপতির কাছে সবকিছুই সম্ভব। রাতের প্রথম প্রহরে এখানে হিন্দুদের অত্যাচারী রাজা রিয়াসিং অন্যায় অনাচারের সমুদয় কালো ছায়া নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো। রাজার নির্লজ্জ নির্দয় রক্তখেকো সেনারা যেখানে হিংস্র তাণ্ডবে মেতে উঠেছিলো। হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ লাঞ্ছিত হয়েছিলো এখানে। অসংখ্য কুমারী নারীর সম্ভ্রম নিয়ে উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছিলো হিংস্র হায়েনারা। সেই প্রান্তরেই রাতের শেষ প্রহরে রাজা রিয়াসিং এবং তার পাপিষ্ঠ সেনারা বিচারের কঠিন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলো। নিজেদের বাঁচাতে তারা নির্লজ্জের মতো পালাতে বাধ্য হয়েছিলো পাহাড়চূড়া আর বন-বাদাড়ে।

বাংলার বাদশা আলী কুলি খানের জানবাজ সেনাদের অদম্য সাহসী ভূমিকা রুখে দেয় এই মর্মন্তুদ তাণ্ডবের গতি। এভাবে গভীর রাত শেষে দেখা দেয় ভোরের শুভ্র আলোকপ্রভা। প্রান্তরের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত রাজার বেহায়া পাষণ্ড সেনাদের লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আহতদের আহাজারি পরিবেশকে আরো ভারী করে তুলেছে। কেয়ামত তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে

www.pathagar.com

আবির্ভূত হয়েছে। সব দিকে আগুন আর আগুন। অসংখ্য তাঁবু জ্বলছে। মশালগুলো নিভে গেছে বহু আগেই। রক্তের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বুনো হিংস্র জন্তুরা প্রান্তরের লাশগুলোকে খাবলে খাবলে খাচ্ছে। পশুদের ভয়ংকর ডাকে আহতরা মারাত্মক তটস্থ হয়ে আছে। রাজা ঘন বনে লুকিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলো। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লে সে নিশ্চিত হতে পারে যে, আলী কুলি খান চলে গেছেন। তখন সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে।

এরপর রাজা উঁচু চূড়ায় দাঁড়িয়ে পাগলের মতো প্রলাপ বকতে থাকে– 'আমাকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। আমি প্রতিশোধ নেবো। রক্তের নদী বইয়ে দেবো। বাংলার বাদশা আলী কুলি খানকে রক্তনদীতে ভাসিয়ে আমি প্রতিশোধের জ্বলন্ত আগুন নেভাবো।'

এমন সময় প্রান্তরের এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার সৈনিক চূড়ার আশপাশে এসে জড়ো হয়।

রাজা রিয়াসিং চূড়া থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়ে বললো– 'আমরা ওদের ধাওয়া করবো। এখনো ওরা বেশি দূর যায়নি।'

সেনাপতি মধুকর অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বললো– 'এখনই আমরা তাদের ধাওয়া করে ফিরে এলাম। ওরা বাঁদরের মতো বনের অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আমি মনে করি– এখন আর ওদের ধাওয়া করার প্রয়োজন নেই। যুদ্ধবিগ্রহে এ-জাতীয় দুঃখজনক ঘটনা ঘটেই থাকে। আমরা কেউ অস্বাভাবিক কোনো কিছুর শিকার হইনি। এখনো তো অনেক ময়দানে লড়াই করা বাকি আছে। ভগবান চাইলে আমরা আমাদের এক-একজন সৈনিকের শরীর থেকে বেয়ে পড়া প্রতিটি রক্তের ফোঁটার হিসাব নেবোই! আমরা কিছুই হারাইনি; বরং অনেক কিছু পেয়েছি। আমরা মুসলমানদের রণকৌশল সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।'

রাজা রিয়াসিং তিমরাজের দিকে তাকালে সে হাত জোড় করে বললো– 'সেনাপতিজি ঠিকই বলেছেন। মুসলমানদের ধাওয়া করতে যাওয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত ক্যাম্পের সবকিছু গুছিয়ে নেয়া এবং আহতদের ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে সেবা-শুশ্রূষার দিকে মনোযোগী হওয়া। সেনাদের মনোবল ও শৃঙ্খলা ওলট-পালট হয়ে গেছে। তাদের মাঝে ভয়ভীতি ছেয়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে রাজা যদি ভিন্ন কোনো নির্দেশ দেন, তবে আমরা তা পালন করতে প্রস্তুত।'

www.pathagar.com

রাজা মাথা নুয়ে কিছু ভেবে বললো– 'সম্ভবত তুমি ঠিকই বলছো। বৈদ্যকে নির্দেশ দেয়া হোক– যাতে সে আহত সৈনিকদের ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধার কাজ শুরু করে দেয়।'

রাজা তার ঘোড়ায় চড়ে তাঁবুর দিকে এগোতে গিয়ে বললো– 'সেনাপতিজি! তুমি অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত হিসাব জানাও। দিন চড়তেই কার্যক্রম শুরু হবে।'

রাজা ঘোড়ার জিনে পা ঠেকায়। ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর রক্তে রঙিন হয়ে গেছে। দুপুরের পর রাজার তাঁবুতে সেনাবাহিনীর বড় বড় নেতারা সমবেত হয়েছে।

সেনাপতি মধুকর দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো– 'প্রাথমিক তথ্যমতে– আমাদের প্রায় দুইশো সেনা নিহত হয়েছে। প্রায় চারশো সেনা আহত হয়েছে। তন্মধ্যে আড়াইশো সেনার আঘাত মারাত্মক। আনুমানিক এক হাজার সেনা পলাতক। এ ছাড়া শতাধিক ঘোড়া অকেজো হয়ে গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মধুকর বললো– 'চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমাদের মনোবল ভাঙেনি। মুসলিম বাদশার সাথে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবেলা করবোই। তাদের অহমিকা ধুলোয় মিশিয়ে দেবো। আমি আহতদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা করার জন্য বৈদ্যকে নির্দেশ দিয়েছি। আশা করছি– কাল-পরশুর মধ্যে সকল সেনা চলাফেরার উপযোগী হয়ে উঠবে। তাদের সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই প্রান্তরে অবস্থান করতে হবে।'

রাজা রিয়াসিং মদের আরো একটি পাত্র হতে মদ ঢেলে পান করতে করতে বললো– 'শত্রুকে আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আহত পশু বড় মারাত্মক হয়ে থাকে। আমাদের ওপর আক্রমণ করে হানাদার মুসলিম বাদশা নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। তার জীবনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। নিজ হাতে আমি বাংলার হাকিমকে জবাই করার শপথ করেছি।'

এরপর সে আরেক নেতার দিকে তাকিয়ে বললো– 'গোচি! তুমি তো বিভিন্ন গোত্রভিত্তিক এলাকা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখো। এই মুহূর্তে তোমার সহায়তা আমার খুব প্রয়োজন।'

'এ আমার সৌভাগ্য যে আমি আমার রাজার প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাবো।'

www.pathagar.com

ব্রহ্মপুত্র নদ, বিশাল পর্বত এবং তার প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলসহ আসামের এই এলাকা যেন স্বর্গোদ্যান। স্পন্দনশীল জীবনশৈলী, বিভিন্ন উপজাতি ও ভিন্ন সংস্কৃতির উপস্থিতি বিস্ময়কর আসাম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আসামের ইতিহাস আর্যদের সময়কে ফিরিয়ে আনে এবং মহাকাব্য, তান্ত্রিক, বৈদিক, বৌদ্ধ সাহিত্যে এর উল্লেখ পাওয়া গেছে। তারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এসব জাতি ও সম্প্রদায়ের ব্যাপারে গোচির ভালো জানাশোনা আছে।

গোচি এবার জিজ্ঞেস করলো– 'আমি আমার রাজার জন্য কী করতে পারি?'

রাজা রিয়াসিং বললো– 'এখনই তুমি সেনাদের একটি বহর নিয়ে শিলংয়ের বাটিপাড়া এলাকায় বসবাসরত গোত্রদের কাছে যাও। যতো বেশি সম্ভব ওদের গোত্র থেকে সেনা তৈরি করে নিয়ে আসো। আমি অধিক শক্তি সঞ্চয় করে কম সময়ের ভেতর মুসলমানদের শেষ করে দিতে চাই। যারা তোমার সাথে আসতে অস্বীকার করবে, তাদের কোনো ধরনের চিন্তাভাবনা ছাড়াই মেরে ফেলবে। আমি আসামের স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে কোনো গাদ্দারকে জীবিত দেখতে চাই না!'

গোচি তরবারির মুঠোয় হাত রেখে বললো– 'আশা রাখি আমি বিফল হবো না। আমাকে দুই দিনের সুযোগ দেয়া হোক। এই দুই দিনের ভেতর আমি সাঁওতাল ও বিশু গোত্র থেকে হাজার হাজার রক্তপিপাসু যুবকের এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে আনতে সক্ষম হবো। যেসব লোক রাজার কামনা-বাসনার প্রতি অসম্মান জানাবে, তাদের মুহূর্তের মধ্যেই খুন করে ফেলা হবে। আসামের বিদ্রোহীদের আসামের মাটিতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই!'

রাজা তার ডান হাত ছড়িয়ে বললো– 'তোমাকে এক হাজার সেনার ওপর নেতৃত্ব দেয়া হবে। এখন তোমাকে যাবার আজ্ঞা দিলাম। আমি অধীর আগ্রহে তোমার ফেরার অপেক্ষায় থাকবো।'

গোচি অগ্রসর হয়ে রাজার চরণে চুমু খেয়ে দ্রুতপায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলো। মধুকর মৃদু হাসিমাখা দৃষ্টিতে তিমরাজের দিকে তাকায়। তার চোখে ঔদ্ধত্য খেলা করছে।

তিমরাজ হাত জোড় করে বললো– 'রাজাজি যথাসময়ে অনেক বড় একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। বৌদ্ধ, সাঁওতাল ও অন্য পাহাড়ি গোত্রগুলো

www.pathagar.com

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হলেও এরা বেশ রক্তপিপাসু এবং লড়াকু মানসিকতার অধিকারী। আশা করা যায়– এসব গোত্রের সেনাদের সাহায্যে আমরা পরবর্তী রণাঙ্গনে মুসলিম বাদশার সেনাদের কুপোকাত করে দিতে সক্ষম হবো।'

রাজা একটি অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'তিমরাজজি! লড়াই করা আর রক্ত নিয়ে খেলা করা সুসংস্কৃতির অধিকারী লোকদের কাজ নয়।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে রাজা ফের বলে উঠলো– 'কয়েক দিন আমরা এখানেই অবস্থান করবো। সৈনিকদের মাঝে স্থিরতা প্রয়োজন। তাদের মনের শান্তি দরকার। তাই বহুসংখ্যক মেয়ে প্রয়োজন আমাদের। শিলংয়ের কৃষকদের সুন্দরী ললনাদের অনেক কেচ্ছা-কাহিনি প্রসিদ্ধ আছে। ভাগ্যক্রমে আমাদের অবস্থানও শিলংয়ের কাছাকাছি। সুতরাং, সন্ধ্যার আগে আগে শিলংয়ে বসবাসরত সব কুমারী মেয়েকে আমি এখানে দেখতে চাই।'

একজন নেতা অবনত মস্তকে বললো– 'রাজার মনোতুষ্টির লক্ষ্যে শিলংয়ের সকল অধিবাসীকে এখানে নিয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু একটি ভয় আছে।'

'তা কী?' রাজা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো– 'সেই ভয় সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা হোক।'

নেতা বললো– 'শিলংয়ে বিশু গোত্রের লোকজনও বসবাস করে। যদি তাদের সাথে এ-জাতীয় ব্যবহার করা হয়, তাহলে....'

রাজা তার কথা কেটে বললো– 'তোমার নাম খাদান, তাই না?'

খাদান এগিয়ে এসে রাজার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বললো– 'হ্যাঁ, আমি খাদান।'

রাজা তার পিঠে খঞ্জরের ডগা দিয়ে আঁচড় কেটে বলতে থাকে– 'তোমার আশঙ্কার ব্যাপারে আমার ধারণা আছে। কিন্তু আমি প্রজাদের বাড়াবাড়িকে বিদ্রোহ মনে করি। রাজারা তার দেশের মহান দেবতা হয়ে থাকে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান জানানো প্রজাদের আবশ্যিক দায়িত্ব।'

খাদান বললো– 'তারপরও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মনমানসিকতা সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের চিন্তাধারা আর আমাদের চিন্তাধারায় অনেক পার্থক্য।'

www.pathagar.com

রাজা পা ঠেকিয়ে খাদানকে লাথি মেরে বললো– 'দার্শনিক হবার প্রয়োজন নেই। রাজনীতির ক্রিয়াকাণ্ড শৌর্য উদ্যম আর সাহসের দ্বারা সম্পন্ন করতে হয়। যেসব লোক সাহসী ভূমিকা নেয়ার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত, সে কখনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে পারে না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, আর তোমাকেই এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার নির্দেশ দিচ্ছি। সন্ধ্যার আগে আগে এখানে শিলংয়ের সব মেয়ে নিয়ে পৌঁছে যেতে হবে; নইলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তোমাকেই। দুর্বলচিত্তের যুক্তিবাদী লোকদের কোনো প্রয়োজন নেই আমার! যেকোনো মূল্যে আমি আমার সেনাদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে চাই। যাও, তুমি এখন যেতে পারো।'

তিমরাজ, মধুকর এবং আরো কজন নেতা খাদানের দুর্ভাগ্য দেখে হাসছে।

খাদান তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলে তিমরাজ বলে ওঠে– 'মৃতদের ক্রিয়াকর্মের সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু...'

রাজা বললো– 'কিন্তু কী?'

চিতায় জ্বালানোর আনুষ্ঠানিকতা আদায়ের জন্য একজন মহাদেব দরকার।

রাজা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললো– 'মহাদেব, মহাপুরুষ ও পূজারিদের ওপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই। একজন স্বামীর বদমাশি আমাকে এসব জ্ঞান-ধ্যানের ব্যাপারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তোমরা তো জানো– স্বামী দয়ানন্দ আমাদের সাথে কেমন ধোঁকাবাজি করলো। হারামি স্বামী গোটা আসামের সাথে বেইমানি করেছে। ওই গাদ্দার ছিলো মহারাজার শত্রু। সে ছিলো বাংলার হাকিমের গুপ্তচর।'

সবদিকে ছেয়ে যায় নীরবতা।

কিছুক্ষণ পর মধুকর বললো– 'হতে পারে দেবতাদের ভিন্ন কোনো রহস্য আছে। স্বামী তো একজন জ্ঞানী-ধ্যানী মানুষ ছিলো। তারপরও পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। আজ পর্যন্ত তো কোনো স্বামী বা মহাদেব কোনো রাজা-প্রজার সাথে এমন জঘন্য পাপে জড়ায়নি। সুতরাং, যতোক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর ব্যাপারে তার স্বজাতির প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া না যাবে, ততোক্ষণ তাকে সন্দেহ করা উচিত হচ্ছে না।'

www.pathagar.com

রাজা রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলতে লাগলো– 'মধুকরজি! তোমার মনে সন্দেহের অন্ধকার বসত করছে। তোমার মাঝে বিশ্বাসের আলো দেখা যাচ্ছে না। এই দুর্বলতা তোমার পদের প্রতি অবমাননার নামান্তর। তুমি কি কোনোভাবে আমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারবে যে, স্বামী দয়ানন্দ আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি! সে এখন কোথায়? ওই বদমাশ আকাশ থেকে আসেনি, সে এসেছে আলী কুলি খানের ক্যাম্প থেকে।'

মধুকর সামনে অগ্রসর হয়ে রাজার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'রাজার মনে কষ্ট দেয়া আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। আমি কোনো স্বামী, পণ্ডিত বা পুরোহিতের পূজারি নই। নিজের রাজাকেই আমি আমার দেবতা হিসেবে মান্য করি। আমি এমনিতেই একটি কথা বলেছি যে, স্বামী দয়ানন্দের মনমোহিনী কথার ধোঁকার জাল খুব মজবুত ছিলো। অনির্বাণ দাবিদার এমন লোক এতো সস্তায় এই ভূখণ্ডকে নিলামে তুলতে পারে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

রাজার মাঝে এবার কোমলতা বিরাজ করতে থাকে। একজন বৃদ্ধ নেতা বলে ওঠে– 'এখন শ্মশানের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা জরুরি। চিতাখোলায় যদি যথাযথ নিয়মে তাদের পোড়ানো না হয়, তাহলে তাদের আত্মা কষ্ট পাবে।'

রাজা বললো– 'পাহাড়ের ওই পাড়ে একটি মন্দির আছে। ওখান থেকে পণ্ডিত-মহাদেব ডেকে আনা হোক।'

দুপুরের মধ্যে সিপাহিদের আরতি প্রস্তুত করে রাখা হয়। প্রান্তরের এক প্রান্তে স্তূপ করে রাখা হয়েছে লাকড়ি। ইতোমধ্যে মন্দিরের কজন পূজারি ও পণ্ডিতও পৌঁছে গেছে। মহাপুরুষের পায়ে গাছের খড়ম।

আরতি নিয়ে চিতাখোলায় যাত্রা শুরু হলে রাজা বর্শা উঁচিয়ে বলতে থাকে– 'আমি আমার নির্দোষ বীর সেনাদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটার প্রতিশোধ নেবো। হানাদার মুসলমানদের রক্তের নদীতে ভাসিয়ে দেবো। কাউকেই জীবিত ছাড়বো না। আমি ওই আসাম নাগরিকদের চিরতরে শেষ করে দেবো, যারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

পুরোহিত পেছনে ফিরে রাজার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– 'তুমি রাজা। রাজার মতোই থাকো। ভগবানের মতো কথা না বললে উপকার পাবে। ভগবান তোমাকে যেই মান-মর্যাদা দিয়েছেন, তার সীমা অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখিয়ো না। নইলে তোমাকে ভীষণ পস্তাতে হবে। আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

রাজা বিস্বাদকণ্ঠে বললো– 'মহাদেব! আপনার বক্তব্য আমার পছন্দ হলো না। এই মুহূর্তে আপনাকে যেই কাজে ডাকা হয়েছে, সেটা সম্পন্ন করুন। রাজনীতির ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই আপনার।'

দিনের মধ্যভাগেই মৃতদের ক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। দিন গড়ালে এই প্রান্তরের ভস্মীভূত তাঁবুর জায়গায় নতুন করে তাঁবু নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়া হয়। সেনাদের জন্য বানানো হয় নতুন নতুন আবাসস্থল। কঠিন পাহারার ব্যবস্থা নেয়া হয় প্রান্তরের প্রবেশপথে। কয়েক ধরনের পরিবর্তন আসে এ পর্যায়ে। দিনের শেষ বেলায় রাজা ঘোড়ায় চড়ে গোটা ক্যাম্প প্রদক্ষিণ করে। তার ডানে-বাঁয়ে আছে মধুকর ও তিমরাজ। রাজা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে করে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান জারি করে। পাহাড়ের খাদে এবং চূড়ায় সেনা মোতায়েন করা হয়।

ব্রহ্মপুত্র নদ তিব্বতের মান-সরোবর হ্রদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে, আসামের বৃক্ষাচ্ছাদিত পাহাড় ও ঘূর্ণমান সমভূমির আঁকাবাঁকা পথ ধরে প্রবাহিত হয়েছে। তারই একটি শাখানদীর সাথে মিশেছে প্রান্তরের অদূরের ঝরনাটি। ঝরনার কাছে পৌঁছে রাজা মধুকরকে লক্ষ করে বললো– 'তুমি নদীর ওই পাড়ে গিয়ে ভালো করে ঘাঁটি দেখে আসো।'

মধুকর কয়েকজন সৈনিক নিয়ে নদীর তীরঘেঁষা পথে যাত্রা শুরু করে। রাজা তিমরাজকে নিজের পেছনে পেছনে আসার নির্দেশ দিয়ে ঘোড়ার জিনে পা ঠেকায়। তিমরাজের ঘোড়া রাজার ঘোড়ার পেছনে পেছনে দৌড়ছে। উভয়ে প্রান্তরঘেঁষা গহিন বনের ভেতর দিয়ে সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ওই সড়কের নিকটে চলে আসে, যেটা দিয়ে উপকূলের মন্দিরে যাওয়া যায়। এখানে এক জায়গায় রাজা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে পেছনে ফিরে দেখলো তিমরাজ কাছে পৌঁছেছে।

কোনো ধরনের ভূমিকা ব্যতিরেকে রাজা বললো– 'তিমরাজ! আমি তোমাকে সেনাপতি হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। মনে হয় মধুকরের বন্ধুত্বের খাতিরে তুমি নিজের ভবিষ্যৎকে আলোকিত করা পছন্দ করোনি!'

তিমরাজ অবস্থার ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে বললো– 'আমি কারও বন্ধু নই। আমি কেবল আমার রাজার দাস। রাজাজি মহান। সর্বাবস্থায় আমি আমার রাজার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।'

রাজা এবার তিমরাজের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে– 'আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে সত্য বলবে।'

www.pathagar.com

তিমরাজ ঘোড়া থেকে নেমে রাজার ডান পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'মিথ্যাকে আমি ঘৃণা করি। মিথ্যা আমার পছন্দ না।'

রাজা বললো– 'তোমার কাছ থেকে এটাই আমি আশা করি। আশা করি, তুমি আমার সাথে মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাবে না। এই মুহূর্তে তুমি জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে অবস্থান করছো। আচ্ছা বলো– রাতের শেষভাগে যখন অতর্কিত আক্রমণ চালানো হয়, তখন মধুকর কোথায় ছিলো?'

'মধুকর!' তিমরাজ মৃদুস্বরে বললো– 'সম্ভবত মধুকরজি তখন তার তাঁবুতে ছিলো।'

'খুব ভালো।' রাজা বললো– 'তুমি সত্য বলেছো। হয়তো তুমি আমার পরবর্তী প্রশ্নের জবাবেও সত্যবাদীর প্রমাণ দেবে।'

তিমরাজের মাথা থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে।

রাজা তার চোখে চোখ রেখে বললো– 'মধুকরকে ভয় পাবার প্রয়োজন নেই। আমি তাকে যে পথে রওনা করিয়েছি, সেই পথের পথিক ফিরে আসে না। তার ফিরে আসার সব পথ আমি রুদ্ধ করে দিয়েছি। আশা করি, এতোক্ষণে সে নদীর উত্তাল স্রোতের পানিতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে পরলোকে পাড়ি জমিয়েছে।'

তিমরাজের পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠছে।

সে হাসির ব্যর্থ কসরত করে হাত জোড় করে বলতে লাগলো– 'মহারাজ! সৌম্য করুন। আমি নির্দোষ।'

রাজা কোমরবন্ধনী থেকে লটকে থাকা খঞ্জর বের করে সেটার ধারের ওপর আঙুল বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'ঠিক আছে তুমি নির্দোষ। কিন্তু তোমাকে এই নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ দিতে হবে। বলো– বাংলার হাকিম মধুকরের তাঁবুতে কেন গিয়েছিলো?'

তিমরাজের মাথা চক্কর দিতে থাকে। সে চোখ বন্ধ করে বলে– 'আমি কিছু জানি না। বাংলার হাকিমকে আমি প্রান্তরে তরবারি চালাতে দেখেছি। মধুকরের তাঁবুতে কে গিয়েছে, সে ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। রাজাজি যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, তাহলে আমাকেও মেরে ফেলতে পারেন। আমি যদি বিশ্বাসঘাতক হয়ে থাকি, তবে আমারও বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।'

রাজা কিছু ভেবে নিয়ে বললো– 'তিমরাজ! আজ থেকে তুমি সেনাপতি। মধুকরের জীবনলীলা আমি সাঙ্গ করার বন্দোবস্ত করেছি। সে

www.pathagar.com

বিশ্বাসঘাতক। মনে হয় আমার এবং মহারাজার কাছ থেকে নিজের ভগ্নিপতির খুনের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। যা-ই হোক, তাকে আমি শেষ করে দিয়েছি। তার বেঁচে থাকা গভীর সংকটের কারণ হতো। তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আশা করি, এই বিশ্বাসকে তুমি দুর্বলতা হিসেবে নেবে না। মধুকরের নিরাপত্তারক্ষীদের জবানবন্দি নিয়ে জেনে নেবে যে, রাতে বাংলার হাকিম কী উদ্দেশ্যে মধুকরের তাঁবুতে গিয়েছিলো। দ্রুত আমি মধুকরের বদমাশি আর গাদ্দারির ব্যাপারে অবগত হতে চাই। কে জানে ওই অপদার্থ বাংলার হাকিমের কাছে আমাদের কী কী গোপন ভেদ ফাঁস করেছে!'

তিমরাজ বললো– 'মধুকরের জন্য এতো সীমালঙ্ঘন উচিত হয়নি। সে অনেক বড় অন্যায় করেছে। আজীবন তার আত্মা প্রেতাত্মা হয়ে শান্তির জন্য কাতরাতে থাকবে।'

রাজা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলো– 'অথচ আমি তাকে বলেছিলাম যে, সুভাষ চন্দ্র মুসলমানদের হাতে খুন হয়েছে। কিন্তু সে আমার কথা বিশ্বাস করলো না।'

তিমরাজ বললো– 'বিশ্বাস না থাকতে পারে, তাই বলে আসামের রাজনৈতিক শত্রুদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখার কোনো অধিকার তার ছিলো না।'

ঠান্ডা বাতাস। ঘন বনে শোঁ শোঁ আওয়াজ। গাছের ছায়া লম্বা হতে শুরু করেছে। রাজা ও তিমরাজ প্রান্তরে প্রবেশ করলে একজন সৈনিক দ্রুত ঘোড়ার জিনে চুমু খেয়ে হাত জোড় করে বলে– 'একটি খারাপ সংবাদ, মহারাজ!'

রাজা বললো– 'আমি যেকোনো ধরনের খারাপ সংবাদ শোনার সাহস রাখি। আমার মনের ভেতর পাহাড়ের মতো উদ্যম রয়েছে।'

সৈনিক কাঁপাকণ্ঠে বললো– 'সেনাপতি মহারাজ হারিয়ে গেছেন।'

রাজা ক্ষোভ প্রকাশ করে বললো– 'সেনাপতি হারিয়ে গেছে এ কেমন বকবক করছো! এখনই আমি মধুকরজিকে নদীর পাড়ের দিকে রওনা করে এলাম। কী হয়েছে তার?'

সৈনিক বললো– 'সেনাপতি নদীতে ডুবে গেছেন। আমরা নদীর তীর ঘেঁষে পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় অতর্কিত সামনের জঙ্গল

www.pathagar.com

থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসে সেনাপতির ঘোড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেনাপতি পল্টি খেয়ে নদীতে পড়ে যান। আমরা মধুকরজিকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভগবান তা মঞ্জুর করেননি। নদীর প্রবল স্রোত সেনাপতিকে ভাসিয়ে বহুদূর সাগরের কাছে নিয়ে যায়।'

রাজা তিমরাজের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি এখন থেকে আমার সেনাপতি। মধুকরকে হারিয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। মধুকর ছিলো একজন বাহাদুর সৈনিক। ভগবানের হয়তো তার প্রয়োজন ছিলো। যা হবার তা-ই হয়েছে। আমরা তার শোক পালন করবো। তার নামে একটি মূর্তি বানিয়ে গণেশ দেবতার মন্দিরে রেখে দেবো।'

রাজা রিয়াসিং ঘোড়া থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলো। তিমরাজ এবং অন্য নেতারা তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। রাজা বলে উঠলো– 'আমি দুঃখ ভোলার জন্য শরাব পান করবো।'

রাজা মদের পাত্র হতে মদ নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলো এবং বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলতে লাগলো– 'এদের সবাইকে মদ পান করাও। আমরা সকলেই পেরেশান। এমন পরিস্থিতিতে অনেক বেশি পরিমাণে মদ পান করা জরুরি।'

রাজার তাঁবু থেকে ফিরে তিমরাজ সোজা চলে গেলো মধুকরের তাঁবুর সামনে। ওখানে গিয়ে সে মধুকরের নিরাপত্তারক্ষীদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলো– 'ইতোমধ্যে তোমরা শুনেছো যে, মধুকর নদীতে ডুবে অনন্তের জীবনে পাড়ি জমিয়েছেন। মৃত্যু এখন আমার আর মধুকরের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার হাকিমের সাথে মধুকরের সাক্ষাতের বিষয়টি রাজার জানা হয়ে গেছে। তোমাদের ব্যাপারে রাজা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। তোমরা তো জানো, রাজার সিদ্ধান্ত কী হতে পারে। খুনের চেয়ে ছোট কোনো শাস্তিতে তিনি সন্তুষ্ট হন না। এই মুহূর্তে আমি বেশ উদ্বিগ্ন। তোমাদের বাঁচানোর চিন্তা আমাকে মধুকরের শোক পালনের সুযোগ দিচ্ছে না। হয়তো আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না। কিছুই করতে পারবো না।'

এরপর হঠাৎ করে তিমরাজ বাইরে ফিরে বললো– 'যদি সম্ভব হয় রাতের মধ্যেই তোমরা অন্ধকারে দূরে কোথাও পালিয়ে যেয়ো। মৃত্যুর এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে এ ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপায় নেই।'

www.pathagar.com

নতুন আগন্তুক

সময়টা ছিলো সন্ধ্যার। সূর্য সারা দিনের ক্লান্তি ঝেড়ে পশ্চিম দিককার পর্বতচূড়া আর ঘন বনের আড়ালে হারিয়ে যাবার পথ খুঁজছে। গাছের ছায়ারা শূন্যে হারিয়ে যেতে থাকে। মেহগনি ও গর্জনগাছের ডালে ডালে রঙ-বেরঙের পাখপাখালি নিজেদের বিছানার সন্ধানে ব্যস্ত। বন-পাহাড়ের নিস্তব্ধতা গভীর থেকে গভীরতর হতে শুরু করেছে। বাটিপাড়া গ্রামের ঘর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়তে দেখা যাচ্ছে। সাইয়েদ হায়দার ইমাম, উদ্যম খান, মোহন ও শেখর কজন সিপাহির সাথে নদীর তীরঘেঁষা উঁচু একটি চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই রঙিন সৌন্দর্য উপভোগ করে যাচ্ছে। ঠান্ডা ঠান্ডা শুকনো বাতাসের মাদকতা ছড়াতে থাকে চারদিকে। এটা হচ্ছে ওই জায়গা, যেখানে একটি পাহাড় তার দিক পরিবর্তন করে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়েছে। এ কারণে বিশাল নদীটি এ স্থানে এসে ছোট্ট একটি খালের আকার ধারণ করেছে। পানির প্রবল স্রোত এখানে এসে কিছুটা স্থবির হয়ে ওঠে। তালে তালে নদীর পানি এখানকার পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে এক অদ্ভুত ঘূর্ণি সৃষ্টি করে। বিচিত্র ধরনের এক ঝংকার সৃষ্টি হয় তখন।

হঠাৎ সাইয়েদ হায়দার ইমাম আঙুলের ইশারায় তার সাথিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলে– 'নদীতে এটা কী আসতে দেখা যাচ্ছে?'

উদ্যম খান এবং অন্য সাথিরা সামনের নদীর দিকে তাকায়।

উদ্যম খান বলে ওঠে– 'মনে হয় কোনো গাছের ডাল ভেঙে পড়ে নদীতে ভেসে আসছে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'আপনি ঠিকই বলেছেন। গাছের মতোই লাগছে।'

নদীর প্রবল স্রোতের কারণে গাছের ডালটি দ্রুত গড়াতে গড়াতে চূড়ার কাছে চলে আসে।

www.pathagar.com

হঠাৎ মোহন চূড়ায় চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে– 'গাছের ডালের সাথে একজন মানুষকে আটকে থাকতে দেখা যাচ্ছে!'

চূড়ার শীর্ষে দাঁড়িয়ে সবাই গভীর দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখছে। এরপর ধাপে ধাপে সবাই চূড়া থেকে নেমে নদীর পাড়ের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করে। এই পাড়ে নদীর পানি তার গতিপথ পরিবর্তন করার জন্য সজোরে পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খায়। সাইয়েদ হায়দার ইমাম এবং অন্য সাথিরা নদীতে পৌঁছার আগেই মোহন নদীতে নেমে যায়। গাছের ডালটি একসময় তার খুব কাছে পৌঁছে যায়। মোহন একজন দক্ষ সাঁতারুর মতো প্রবল স্রোতের বিপরীতে লড়াই করে গাছটির কাছে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। মোহনের দুর্দশা দেখে সাইয়েদ হায়দার ইমাম, উদ্যম খান এবং অন্য সাথিরা নদীতে নেমে সাঁতার কেটে তার কাছে চলে আসে। এমন সময় কয়েকজন সিপাহিও নদীর পাড়ে চলে আসে। নদীর পানিগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে পশ্চিম দিকে মোড় নেয়। বহু কষ্টে এরা গাছের ডালের ঘন শাখায় আটকে থাকা লোকটিকে বের করে আনতে সক্ষম হয়। লোকটি বেহুঁশ। আহত। তবে বেঁচে আছে।

তাকে নিয়ে নদীর তীরে পৌঁছে সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'দ্রুত তাকে তাঁবুতে পৌঁছে দাও।'

শেখর দ্রুত আহত বেহুঁশ লোকটিকে কাঁধে নিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগোতে থাকে। ওই লোকটির মুখ ও নাক থেকে পানি বেয়ে পড়ছে।

ক্যাম্পে পৌঁছে সাইয়েদ হায়দার ইমাম শেখরকে বললেন– 'তাকে আমার তাঁবুতে নিয়ে চলো।'

উদ্যম খান আরেকজন সিপাহিকে উদ্দেশ করে বললেন– 'দ্রুত হাকিম সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসো।'

সাইয়েদ হায়দার ইমামের তাঁবু মশাল জ্বালিয়ে আলোকিত করে রাখা হয়েছে। আহত লোকটিকে আরামদায়ক বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে। তার শরীরে বাঘের চামড়ার পোশাক।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'আমি অন্যদিকে যাচ্ছি। তোমরা দু-তিনজন লোক মিলে তার এই শক্ত ভেজা পোশাকটি খুলে আমার নতুন জামাটি পরাও।'

সিপাহিরা অল্পক্ষণের মধ্যে তার পোশাক পরিবর্তন করে গরম কম্বলে মুড়িয়ে রাখে। সে ঘন ঘন ব্যথায় কাতরানো শ্বাস নিচ্ছে। এমন সময় বৃদ্ধ

www.pathagar.com

হাকিম রওশন জমির তাঁবুতে প্রবেশ করেন। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খানও আছেন তাঁর সঙ্গে।

হাকিম সাহেব তাকে ভালো করে দেখার পর বললেন– 'আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। দ্রুত এই লোকের হুঁশ ফিরে আসবে। চোট খুব সাধারণ। তার শরীরে অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগেছে। কিছুক্ষণ পর জ্বর ওঠার আশঙ্কা আছে। মহামহিম আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এই আহত মেহমান দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবে। দুশ্চিন্তা কিছু নেই। আমার ধারণা– দুয়েক দিনের মধ্যে সে হাঁটাচলা করতে সক্ষম হয়ে উঠবে।'

হাকিম সাহেব মেহমানের ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে পট্টি বাঁধতে শুরু করেন। সাইয়েদ হায়দার ইমাম হঠাৎ চমকে গিয়ে মেহমানের গলায় পড়ে থাকা স্বর্ণের চেইনের দিকে তাকান। তাঁর ডান হাত দ্রুতবেগে চেইনের কাছে চলে যায়। স্বর্ণের সুদৃশ্য চেইনটির মাঝখানে হাতির আকৃতির ছোট্ট একটি মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম উদ্যম খানের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'এ সাধারণ কোনো সৈনিক হবে না। হিন্দু রাজাদের বাহিনীর বড় কোনো নেতা হবে।'

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মোহন বলে উঠলো– 'হিন্দুদের রাজা এবং তার সেনারা বাঘের চামড়ায় তৈরি পোশাক পরে থাকে। আর এই হাতির ছবিবিশিষ্ট মূর্তিটি হলো গণেশ দেবতার মূর্তি।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'তার পোশাক দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি যে, সে হিন্দু বাহিনীর কোনো সেনা হয়ে থাকবে। যা-ই হোক, সে যে-ই হোক না কেন, এই মুহূর্তে সে আমাদের মেহমান। এখন সে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে। পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তার সেবা-শুশ্রূষা করা আমাদের কর্তব্য।'

হাকিম রওশন জমির মৃদু হেসে বলতে লাগলেন– 'সাইয়েদ সাহেব! নিশ্চিন্ত থাকুন। তার কিছুই হবে না। বিশ্ব পালনকর্তা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছেন। আমার মন সাক্ষী দিচ্ছে যে, তাকে মেরে ফেলার জন্য কেউ নদীতে ফেলে দিয়েছিলো। আল্লাহই জানেন– এই লোক কোথায় থেকে এখানে এসে পৌছালো। মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে বেঁচে এখানে এসেছে। আমি একজন চিকিৎসক। ইনশা আল্লাহ, আমি আমার যাবতীয় চিকিৎসা-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ণোদ্যমে তার চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছি।'

www.pathagar.com

তাঁবুর চুলা হতে আগুনে তাপ আসছে। তাঁবুর পরিবেশ যথেষ্ট উষ্ণ। মশালের হলুদাভ আলো খুবই মনোহর লাগছে। বাইরে ঘোর অন্ধকারে দূর-দূরান্তে বিশালাকায় মশাল জ্বলে চলেছে। বাতাসের ধাক্কায় সেগুলো মাঝেমধ্যে কাঁপছেও।

হাকিম সাহেব তাকে ভালো করে চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। তিনি বলছেন– 'তোমরা গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমি এখানে আছি। যখনই তার হুঁশ ফিরে আসবে, তখনই তোমাদের অবহিত করা হবে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান তাঁবু হতে বেরিয়ে গেলেন। মোহন শেখরও তাঁদের পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেলো। তাঁবুর দরজায় কজন সিপাহি বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁবুটি বেশ প্রশস্ত। রাতের প্রথম প্রহর শুরু হয়েছে। চাঁদ-তারাদের মেলায় আনন্দের হিল্লোল। পর্বতের ভয়ংকর দৃশ্য প্রকৃতিকে শান্ত করে রেখেছে। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান ক্যাম্পে ঘোরাফেরা করতে করতে অনেক দূর চলে গেছেন। বাটিপাড়া গ্রামের ঘর থেকে আলোর ফোয়ারা উঠে উঠে আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে। এক স্থানে পঞ্চাশ-ষাট জন সেনার হট্টগোল দেখা যায়। কী বিষয়ে যেন ওরা তর্কাতর্কি করছে। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান ওখানে পৌঁছালে সিপাহিরা চুপ হয়ে যায়। তাদের মাঝে কয়েকজন আসাম নাগরিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। একজন আসাম বৃদ্ধ হাত জোড় করে উভয় নেতাকে নমস্কার করে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান খুবই সম্মানের সাথে মোলায়েম কণ্ঠে জবাব দিয়ে বললেন– 'আমাদের কারণে তোমাদের কোনো কষ্ট হয়নি তো?'

একজন সিপাহি একদিকে পড়ে থাকা বড় বড় কলসির দিকে ইশারা করে বললো– 'সরদার! গ্রামবাসী দুধ পাঠিয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে ফেরত দিতে চাইলে এরা মানতে চাচ্ছে না।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম সামনে অগ্রসর হয়ে বৃদ্ধ আসাম নাগরিকের হাত নিজের হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন– 'বাবাজি! আমরা আপনাদের আতিথেয়তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রয়োজনীয় সব বস্তু আমাদের কাছে আছে। কোনো জিনিসেরই কমতি নেই। আপনাদের আমরা কিছু দিতে এসেছি, কিছু নিতে আসিনি। আমরা আপনাদের ভাই, আপনাদের সন্তান...।'

www.pathagar.com

বৃদ্ধ আসাম নাগরিক হাত জোড় করে বললেন– 'মহারাজ! আমরা আপনাদের সেবক। আমরা গরিব, আপনারা বড়ই মহান। আমাদের গ্রামে এসেছেন। এতো বিশাল বাহিনীর কোনো যথাযথ সেবা তো আমরা করতে পারবো না, আমাদের পক্ষ থেকে অল্প কিছু দুধ যদি গ্রহণ করে নিতেন, তাতে আমরা অত্যন্ত খুশি হতাম। ভগবান জানেন– আপনাদের আগমনে আমরা কী পরিমাণ খুশি।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম মৃদু হেসে বললেন– 'ঠিক আছে। আপনি জিদ ধরে আছেন, তাই আপনার নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসার এই উপহার আমরা সাদরে গ্রহণ করে নিলাম।'

বৃদ্ধ আসাম নাগরিক পুনরায় হাত জোড় করে বললেন– 'আমি এই গ্রামের মৌয়াল।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি আবার বললেন– 'মহারাজ! আপনাদের চিন্তাধারা আসামের রাজাদের চাইতে অনেক ভিন্ন।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম মৃদু হেসে বললেন– 'আপনি আমাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করেছেন, আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।'

বৃদ্ধ মৌয়াল বললো– 'গ্রামের লোকজন আপনাদের চরণ ছোঁয়ার আশা পোষণ করছে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'বাবা! গ্রামের লোকদের আন্ত রিকতায় আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ।'

বৃদ্ধ মৌয়াল মাথা ঝুঁকিয়ে সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খানের চরণ ছুঁয়ে বললো– 'আমি এখনই গিয়ে গ্রামের লোকদের এই শুভ সংবাদ শুনিয়ে আসি।'

এমন সময় একজন সিপাহি এসে বললো– 'সরদার! অচেনা মেহমানের হুঁশ ফিরে এসেছে... ।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান দ্রুতবেগে তাঁবুর দিকে চললেন। অচেনা মেহমান ব্যথায় কাতরাতে থাকে। সে বিস্ময়ে ডুবে থাকা দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলো। তার কপালের এক-একটি রেখায় দুঃখ-ব্যথার আখ্যান লেখা। অসংখ্য প্রশ্নের বাণ তার চেহারায় উতলে উঠছে। তার চোখে ব্যথার ছাপ।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম তার হাত নিজ হাতে নিয়ে খুবই মহব্বতের সাথে এবং অত্যন্ত আপনের মতো করে জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনি কেমন আছেন, ভাই!'

www.pathagar.com

অচেনা মেহমান ব্যথাকাতরকণ্ঠে বললো– 'আমি কোথায় আছি? আপনারা কারা? এটা কি মৃত্যু উপত্যকা? নাকি ওই জগৎ, যেখানে অন্যায়, অনাচার আর বর্বরতার বসত? আমি কোথায়? কিছু বলুন! ব্যথায় আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে!'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান অচেনা মেহমানের দিকে মায়াভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। উভয়ের চেহারায় সন্তুষ্টির রঙ ছড়িয়ে আছে। অচেনা মেহমান কুঁকড়ে চোখ বন্ধ করে নেয়।

হাকিম সাহেব সামনে তেপায়ায় পড়ে থাকা দুধের পাত্র উঠিয়ে বললেন– 'বেটা! আপনি তো মৃত্যু জয় করে এসেছেন। মৃত্যুর ভয়ংকর ছায়া আপনার থেকে অনেক দূরে। আপনি আপনার সহমর্মীদের মাঝেই অবস্থান করছেন। আপনি দোয়ার বেষ্টনীতে অত্যন্ত নিরাপদে আছেন। এই গরম দুধটুকু পান করে নিন। ভালো লাগবে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান তাকে ভর দিয়ে ওঠালেন। সে দুই-চার চুমুক দুধ পান করলো।

অচেনা লোকটি দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো– 'আমাকে কেন বলা হচ্ছে না– আমি কোথায় এবং আপনারা কারা? আমাকে তো মেরে ফেলা হয়েছিলো। জালেম রাজা আমাকে মৃত্যুর গভীর উত্তাল নদীতে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলো। আমার মনে হচ্ছে, আমি পুনর্জন্ম পেয়ে স্বপ্ন-আশার কোনো এক রহস্যময় উপত্যকায় পৌঁছে গেছি!'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম তার হাত ধরে বললেন– 'আপনি কোনো ধরনের স্বপ্নের পৃথিবীতে নন। এটা বাস্তবের পৃথিবী। আপনি বেঁচে আছেন। সামান্য চোট লেগেছে। দ্রুত আপনি চলাফেরায় সক্ষম হয়ে উঠবেন। এরপর আপনি হারানো ঠিকানায় ফিরে যেতে পারবেন।'

অচেনা মেহমান বললো– 'আপনি কে? আপনি তো আমাকে আপনাদের পরিচয় সম্পর্কে কিছুই বললেন না!'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'আমি আপনার ভাই। আমার নাম হায়দার ইমাম। আমি বাংলার হাকিমের বাহিনীর একজন সিপাহি।'

অচেনা মেহমান চমকে উঠে বললো– 'কী বললেন আপনি? আমার শ্রবণশক্তির ওপর আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি কে? এখন আপনি কী বললেন?

www.pathagar.com

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'আপনি পেরেশান হচ্ছেন কেন! আমরা জালেম নই। আমাদের বাদশা কোনো ধরনের অত্যাচারী শাসক নন। আমরা বাংলার হাকিমের বাহিনীর সিপাহি। আমি নিশ্চয়তা দিয়ে আপনাকে বলছি– আপনি অত্যন্ত নিরাপদে আছেন। দুর্বল, অসুস্থ ও অসহায়দের ওপর হাত তোলা আমাদের পেশা নয়।'

অচেনা মেহমান পূর্ণ শক্তি নিয়ে চিৎকার করে বললো– 'আমি বাংলার হাকিমের ক্যাম্পে পৌঁছে গেছি! আমি বাংলার হাকিমের সিপাহিদের সাথে কথা বলছি! কখনো কল্পনায় ছিলো না। এমন তো কখনো হতে দেখিনি! ভগবান! হে আমার ভগবান! আপনার শক্তি অনন্ত অসীম।'

তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আবেগের আধিক্যে তার গলা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের পানি। সে কথা বলতে পারছে না। খুব কষ্টে সে হাত জোড় করে বললো– 'ওই মহান দেবতা ওই মহারাজ কোথায়? আমাকে তাঁর চরণে পৌঁছে দিন। আমি ওই দেবতার চরণে মাথা রেখে তার পদতলে আমি মরে যেতে চাই...!'

এ কথা বলতে বলতে সে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খানের সাথে সাথে তাঁবুতে উপস্থিত সব লোক বিস্ময়ের সাগরে ডুবে আছে। হাকিম সাহেব পেরেশান হয়ে অচেনা মেহমানের মাথায় হাত রেখে জ্বরের তাপমাত্রা পরখ করে বললেন– 'জ্বর তো বেশি না। জানি না, এমন অবস্থা কেন সৃষ্টি হলো!'

রাত গভীর হয়ে গেলে সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান নিজ নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে গোটা ক্যাম্পে চক্কর কাটেন। উভয়ের মাথায় সাদারঙা পাগড়ি। সবার মাঝে খাবার বণ্টন করা হয়। নামাজ-কালাম পড়ে সবাই শুয়ে পড়েন। ফজরের সময় হলে সবাই নিদ্রা থেকে জেগে নামাজ পড়ে সমর অনুশীলনে নেমে পড়ে। মুজাহিদদের তরবারির ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে সর্বত্র।

মধুকর বিড়বিড় করে চোখ খুলে বললো– 'বাইরে কিসের আওয়াজ? সেনাবাহিনী কি রওনা হচ্ছে?'

একজন হিন্দু প্রহরী সামনে এগিয়ে এসে মাথা নুয়ে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ! সেনাবাহিনী কোথাও যাচ্ছে না। এটা তো মামুলি সমর অনুশীলন।'

www.pathagar.com

তাঁবুর ভেতরকার মশালগুলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। চন্দনগাছের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে তাঁবুর অভ্যন্তরে।

মধুকর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'সকাল হয়ে গেছে। আমি তো গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলাম।'

'মহারাজ! হাতমুখ ধুয়ে নিন। গরম পানি আনা হয়েছে।'

এমন সময় তাঁবুর পর্দার অপর প্রান্ত হতে হাকিম রওশন জমিরের আওয়াজ উচ্চকিত হয়– 'আমি হাকিম রওশন জমির। ভোরের সালাম জানাতে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছি।'

মধুকর দাঁড়িয়ে বললো– 'ধন্যবাদ মহারাজ! আসুন, আমি সজাগ আছি।'

হাকিম সাহেবের ঠোঁটে নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসার মুচকি হাসি।

হাকিম সাহেব মৃদু হেসে বললেন– 'সুপ্রভাত।'

জবাবে মধুকর উভয় হাত জোড় করে নমস্কার বললো।

হাকিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন– 'বলুন বেটা, শরীরের অবস্থা কেমন? রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো?'

মধুকর নিজের শরীরের দিকে তাকায় এবং ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে বলে– 'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। ভালো ঘুম হয়েছে রাতে। ক্ষতস্থানে হালকা হালকা ব্যথা অনুভব হচ্ছে।'

দুজন সিপাহি গরম পানি আর একটি বড় বাসন নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করলো।

মধুকর বললো– 'আমি স্নান করতে চাচ্ছি।'

এরপর সে হাকিম সাহেবের দিকে আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– 'যদি হাকিম সাহেব আজ্ঞা দেন, তাহলে খুব কৃপা হবে।'

হাকিম সাহেব ঝুঁকে মধুকরের কপালে চুমু খেয়ে বললো– 'আল্লাহ আপনার সাহায্য করবেন। ভালো করে গোসল করে নিন। খোদা হাফেজ। কিছুক্ষণ পর আবার আসবো।'

মধুকর দাঁড়িয়ে বললো– 'বড় অনুগ্রহ করলেন।'

মধুকর সিপাহিদের পেছনে পেছনে তাঁবুর অপর প্রান্তে চলে গেছে। গোসল করার পর তাকে নতুন পোশাক পরানো হয়। ভালো করে সেজে আছে সে। তার লম্বা লম্বা চুল কাঁধ বেয়ে ঝুলছে।

www.pathagar.com

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রহরীর দিকে তাকিয়ে সে বললো– 'আপনাকে আসামের নাগরিকের মতো মনে হচ্ছে!'

প্রহরী বললো– 'জি মহারাজ! আমি আসামের অধিবাসী। খণ্ডরায়ের বাহিনীর একজন সদস্য...।'

'তবে কি খণ্ডরায়ও...!'

'জি মহারাজ।' প্রহরী হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'খণ্ডরায় মহারাজও কৃষ্ণকুমারের অত্যাচারে আক্রান্ত। মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের খুনে তিনি অনেক দুঃখ পেয়েছেন। খণ্ডরায় তার পরিবার-পরিজন নিয়ে হাকিম দেবতার চরণতলে আরামে জীবন যাপন করছেন।'

মধুকর এবার জিজ্ঞেস করলো– 'এরা সবাই কোথায়? কেউ কি তাদের বলেনি যে, আমি অন্যায় নির্মমতার সংসার ছেড়ে এখানে পৌঁছেছি! হাকিম দেবতা কোথায়? সুভাষ ও খণ্ডরায় কোথায়? আমাকে ওরা দেখতে আসেনি কেন?'

প্রহরী মৃদু হেসে বললো– 'মহারাজ! চিন্তার কোনো কারণ নেই। হাকিম দেবতা যদি এখানে থাকতেন এবং তিনি যদি আপনার আহত হওয়ার খবর জানতে পারতেন, তাহলে তিনি সারা রাত জেগে থেকে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। মহারাজ, আপনি যাঁদের কথা উল্লেখ করলেন, তাঁদের কেউই এখানে নেই। তাঁরা তো রাজধানীর দুর্গ অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।'

মধুকর জিজ্ঞেস করলো– 'এই সেনারা কোথা হতে এসেছে এবং যাচ্ছে কোথায়?'

প্রহরী বললো– 'এই সেনারা হান্দুরের দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিতে যাচ্ছে।'

'হান্দুর...' মধুকর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'সাইয়েদ হায়দার ইমাম এবং উদ্যম খান হান্দুরের দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিতে যাচ্ছেন– আপনি এটাই তো বলেছেন, নাকি?'

প্রহরী বললো– 'জি মহারাজা! আমি সত্য বলেছি। কিন্তু মনে হয় মহারাজ, আপনার কারণে অভিযান মুলতবি রাখা হয়েছে।'

মধুকর বললো– 'কিন্তু আপনি এতো বড় সংবাদ কী করে জানতে পারলেন...?'

প্রহরী বললো– 'এখানে কারও কাছ থেকে কোনো কথা গোপন রাখা হয় না। হাকিম দেবতা তাঁর সেনাদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখেন।'

www.pathagar.com

মধুকর দাঁড়িয়ে বললো– 'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। হান্দুর পর্যন্ত যেতে পারবো। রাক্ষসের আবাসভূমি আমি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবো! তাদের গোটা খান্দানের নাম-নিশানা মুছে দেবো আমি। আপনি যান। গিয়ে সরদারদের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দিন যে, আমার খাতিরে যেন অভিযান মুলতবি করা না হয়।'

এমন সময় তাঁবুর পর্দা চড়চড় করে ওঠে। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান হাকিম সাহেবকে সাথে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করেন। মধুকর হাত জোড় করে উভয়কে প্রণাম করে। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান তার পাশের চেয়ারে বসে যান।

মধুকর বলে– 'আপনারা এতো বড় সংবাদ আমার কাছ থেকে কেন গোপন রাখলেন? হাকিম দেবতার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ তুলবো।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম জিজ্ঞেস করলেন– 'হাকিমের কাছ থেকে আপনি আমাদের ব্যাপারে কী অভিযোগ করবেন? আমরা তো আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু গোপন রাখিনি!'

মধুকর বললো– 'আপনারা হান্দুরের রাক্ষসের দুর্গে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন, এটা তো আপনারা আমাকে এখনো পর্যন্ত বললেন না! মনে হয়, আপনাদের মতো সরদাররা এখনো আমার বিশ্বাসের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না!'

উদ্যম খান বললেন– 'না! ব্যাপারটা এমন নয়, মধুকর ভাই। এখন আমরা আপনার কাছে এটাই বলতে এসেছি।'

'শুনেছি– আপনারা নাকি আমার খাতিরে আপনার অভিযান মুলতবি করেছেন? যদি এটা সত্য হয়, তাহলে এখনই রওনার নির্দেশ দিন। এখনই আমি আপনাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ভগবান আমাকে এক নির্দয় পাষণ্ডের আবাসস্থল ধ্বংসের সুযোগ করে দিচ্ছেন।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'আপনি আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা এখানকার সুন্দর প্রান্তরগুলোকে মানুষের রক্তে রঞ্জিত করার অভিলাষে আসিনি। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছি। আমরা অন্ধকারের মাঝে আশা-আকাঙ্ক্ষার দীপ জ্বালাতে এসেছি। রাজা রিয়াসিংয়ের অন্যায় অনাচারের শাস্তি আমরা তার প্রজাদের ওপর প্রয়োগ করতে পারি না। আপনি তো জানেন– অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় দ্বারা হয় না। দীপ যখন জ্বলে উঠবে, অন্ধকার এমনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

মধুকর বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে লাগলো– 'তবে কি আপনারা আপনাদের পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনেছেন? ভগবানের দিব্যি! আপনারা যদি দক্ষিণ আসাম জয় করে হান্দুরের দুর্গ ধ্বংস না করেন, তাহলে আলোর দীপ বেশি দিন জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'আপনি আমার কথা ভুল বুঝেছেন। রাজা রিয়াসিং কখনো তার কর্মফল থেকে পালাতে পারবে না। আমরা তার দুর্গে আক্রমণ করে তার ওপর কোনো ধরনের রক্তারক্তি পছন্দ করি না। এই দেশের জনগণ অসহায়, মজলুম ও নিপীড়িত। ক্ষমতার শক্তি এই লোকদের জীবন থেকে সত্যকে অনেক দূরে থাকতে বাধ্য করেছে। আপনি বারবিটার বৌদ্ধ গোত্রের উদাহরণ টানবেন না, কারণ সেটা ছিলো প্রতিশোধের আগুন। যার শিখা বৌদ্ধ গোত্রের ঘরগুলোকে ছাইয়ে পরিণত করে দিয়েছিলো। আপনি জানেন না, মহারাজা কৃষ্ণকুমারের নির্দেশে বৌদ্ধ গোত্রের নেতা বিষ্ণু মহারাজের নির্দয় দুরাচার ছেলে নারায়ণ আমাদের এক সরদারের গোটা গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে বাড়িঘর লুটপাট করেছিলো। অসহায় লোকদের নিয়ে মেতে উঠেছিলো রক্তের হোলিখেলায়। সে এক মর্মান্তিক ঘটনা। এই ঘটনা আমি বারবার বলা পছন্দ করছি না। বৌদ্ধ গোত্রের নেতা বুঝতে পেরেছেন যে, তার গোত্রের পরিণতি এমনই হওয়ার ছিলো। আমরা মাঢ়ি ও মঙ্গল সিংয়ের দুর্গ ধামিনি জয় করেছি। এই মুহূর্তে মঙ্গল সিংয়ের মেয়ে সবিতা কুমারী এবং মাঢ়ির রাজা সুভাষ হাকিমের ক্যাম্পে অবস্থান করছে। আমরা তাদের জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিইনি; বরং তাদের পথের অন্ধকারগুলোকে নিজের রক্ত দিয়ে আলোকিত করে চলেছি। আমরা গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করার উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি; নতুন নতুন গ্রাম নির্মাণ করতে এসেছি। আমরা আসামের লাখ লাখ অধিবাসীর জন্য নতুন এক আসাম উপহার দেবো। এমন এক আসাম, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে যার থাকবে আলো আর আলো। আমরা জুলুম, অন্যায় ও অবিচারের অন্ধকার চিরতরে মুছে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

মধুকর বললো– 'আমি আপনার যুক্তি বুঝতে পেরেছি। আপনারা হলেন আলোর ফেরিওয়ালা। কিন্তু মনে রাখবেন– ফণা তুলে থাকা বিষাক্ত সাপের কাছ থেকে কখনো ভালো আচরণের বিশ্বাস রাখা যায় না। রাজা রিয়াসিংকে অনেক বছর যাবৎ আমার চেনা আছে। আসামের ভূখণ্ড যতো দিন রাজা রিয়াসিং আর মহারাজা কৃষ্ণকুমারের মতো জালেমদের কাছ থেকে পবিত্র না হবে, ততো দিন পর্যন্ত নতুন একটি আসামের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব

www.pathagar.com

হবে না। আপনারা জানেন না, এই খান্দান কী মারাত্মক অন্যায় কর্ম সাধন করেছে। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা এই খান্দানের পাপাচার সম্পর্কে যখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অবহিত করবে, তখন তাদের জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হওয়া হাড্ডিগুলো বারবার জ্বালানো হবে। মহারাজা কৃষ্ণকুমার, অজয় কুমার, তাদের মা এবং রিয়াসিং এই সময়কার ভয়ংকর খুনি রাক্ষস। নির্দয়। পাষণ্ড। আপনি তো জানেন না... হয়তো কেউই জানে না যে, এই অত্যাচারী পাষণ্ডরা আসামের কতো মহান একজন ব্যক্তিকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রতারণা করে মেরে ফেলেছে। বাদল সিং মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের ছোট ভাই। তিনি ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণকুমার ও তার বড় ভাই অজয় কুমারের পিতা। এই জালেমরা একটি কঠিন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে তাকে মেরে ফেলে। আর প্রচার করে যে, বাদল সিং শিকার খেলতে গিয়ে বনের হিংস্র পশুর হাতে নিহত হয়েছেন। বাদল সিং ছিলেন তাঁর বড় ভাইয়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন। এই ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে নিজেদের পথের কাঁটা মনে করতো।'

'বাদল সিং!' সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'কৃষ্ণকুমার কি তার পিতার খুনি?'

জবাবে মধুকর বললো– 'হ্যাঁ। মহারাজা কৃষ্ণকুমার নিজ পিতার খুনি। তার মা-ও নিজ স্বামীর খুনি। আর রিয়াসিংয়ের হাত তার ভগ্নিপতির রক্তে রঞ্জিত। এমন লোকদের সাথে কি কোনো ধরনের সহমর্মিতা দেখানো যায়? আমি নিজেও অপরাধী। বাদল সিংয়ের খুনের কিছুটা দায় আমার ওপরও আছে। আমারও শাস্তি হওয়া দরকার।'

আসাম সেনা বললো– 'মহারাজ! আপনি এক মর্মান্তিক ভেদ উন্মোচন করলেন। বাদল সিং ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবান্ধব। সাহসী বীর ছিলেন। মহারাজা জয়ধ্বজ সিং তাঁর ভাইকে খুব ভালোবাসতেন। জয়ধ্বজ সিং বাদল সিংয়ের ছেলেদের নিজের সন্তান মনে করে কাছে রাখতেন।'

মধুকর বললো– 'আর এই রাক্ষস অজগররা তাদের অনুগ্রহকারী চাচাকে মৃত্যুর অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। রাজত্বের লোভে তারা জয়ধ্বজকে মেরে ফেলেছে। এমনই ছিলো তাদের পরিকল্পনা।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'বাদল সিংয়ের অন্যায়ভাবে খুন হওয়ার মর্মান্তিক এই ঘটনা খুবই পরিকল্পিতভাবে গোপন রাখা হয়েছে। মনে হয় আপনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছুই জানে না যে, বাদল সিং কীভাবে মারা গেলো!'

www.pathagar.com

জবাবে মধুকর বললো– 'না, ব্যাপারটা আসলে এমন নয়। হান্দুরের প্রধানমন্ত্রীও এ বিষয়ে অবগত। কিন্তু তিনি নিরুপায়। বাদল সিংয়ের সাথে আসা সৈনিকদের বন্দীখানায় আটকে রাখা হয়েছিলো। রাজা রিয়াসিংয়ের একটি অভ্যাস ছিলো, সে প্রতি মঙ্গলবার বনের চিতাবাঘ দাওয়াত করে আনতো। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাঘের গর্তে চার-পাঁচজন জীবিত মানুষকে বেঁধে ফেলে দেয়া হতো। বাঘগুলো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। রিয়াসিং বর্বরতার এই তামাশা দেখতে অভ্যস্ত ছিলো। এই উদ্দেশ্যেই বাদল সিংয়ের সেনাদের ব্যবহার করা হয়।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'তওবা, হে খোদা! মানুষ যখন পশুত্বের জীবন অবলম্বন করে নেয়, তখন সে কেমন জুলুমের পথ সন্ধান করে ফেরে!'

উদ্যম খান বললেন– 'এখন এই হিংস্র হায়েনাদের পতনঘণ্টা শুরু হয়ে গেছে। এরা নিজেদের নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেই এগোচ্ছে। যারা অন্যের ওপর নিপীড়ন চালায়, প্রকৃতপক্ষে সে নিজের ওপরই অন্যায় করে। আসামের অত্যাচারী শাসক এখন শত বছর ধরে শাস্তির এই নির্মম নরকে পতিত হবে। মধুকরজি! আপনি সম্ভবত ভুল বুঝেছেন, আমরা আসামের গরিব, দুস্থ ও অসহায় লোকদের ওপর নিপীড়নকারীদের কখনো ক্ষমা করবো না।'

মধুকর খুশি প্রকাশ করে বলতে লাগলো– 'অভিযান মুলতবি রাখবেন না। আমি সুস্থ আছি। হান্দুর দুর্গ এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। আশা করি, সন্ধ্যার আগেই আমরা ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হবো।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আমরা সব জানি। আমরা আমাদের কৌশলমতে নিজেদের অভিযান অব্যাহত রেখেছি। অভিযান মুলতবি রাখা হয়নি; বরং উত্তম আঙ্গিকেই অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। শক্তি আমরা খুব কম ব্যবহারের পক্ষপাতী। অতিরিক্ত রক্তপাত আমরা ভালো মনে করি না। কৌশল দ্বারা হান্দুর দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাই। এই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের বাহিনীর অগ্রগামী বহর পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করি, আমাদের রহস্যময় নিরস্ত্র জানবাজেরা সন্ধ্যার মধ্যে হান্দুর দুর্গের ফটকে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে।'

মধুকর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'আমার বুঝে আসছে না আপনি কাদের কথা বলছেন। নিরস্ত্র লোক কী করে সশস্ত্র লোকদের মোকাবেলা করবে?'

www.pathagar.com

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'শিব দেবতার মন্দিরের মহাদেব হান্দুর দুর্গের মন্দিরের বড় মহাদেবের নিকটাত্মীয়। আমরা জেনেছি– ওই দুর্গের মন্দিরের মহাদেব অত্যন্ত ভালো লোক। তার অন্তর মানবতার দরদে ভরা।'

মধুকর বললো– 'এবার আমি আপনাদের পরিকল্পনার গভীরতা আঁচ করতে পেরেছি। গণেশ দেবতার মন্দিরের মহাদেব কল্যাণজি সত্যিকার অর্থেই একজন কল্যাণকামী ভালো লোক। তাঁর মন মানবপ্রেমে ভরপুর। তিনি রাজা রিয়াসিংয়ের অন্যায় কর্মকাণ্ডে বাধা দিয়ে থাকেন। আশা করি– তিনি ভালোভাবে সাহায্য করবেন।'

এরপর সে তাঁবুর ছাদের দিকে তাকিয়ে আনমনে বলতে লাগলো– 'প্রধানমন্ত্রী এবং মহাদেব উভয়ের সমন্বয়ে এক বিশাল শক্তিবলয় গড়ে তোলা সম্ভব।'

মধুকর সাইয়েদ হায়দার ইমামের হাত নিজের হাতে রেখে চুমু খেয়ে বললো– 'আপনারা রক্তারক্তি ব্যতিরেকেই হান্দুর দুর্গ জয় করতে সক্ষম হবেন।'

www.pathagar.com

মাতাল রাজকুমার

পর্বতের ভীতিকর আঁকাবাঁকা পথ। পাহাড়ের উঁচু-নিচু ঢালুতে মেহগনি, গর্জন, একাশিয়া ও সেগুনগাছের দৃষ্টিনন্দন সারি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে আছে। এই ঘন বনের অসমতল চূড়া আর গভীর গিরিখাদ বেয়ে সাপের মতো পথটি এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে বহুদূর। হঠাৎ সামনে দেখা যায় একটি নদী। নদীটি বহুদূরের বরফ আচ্ছাদিত চূড়া বেয়ে বেয়ে পাহাড়ের আকার ধারণ করে পূর্ব দিকে চলে গেছে। নদীর পাড়ে পাড়ে খুব সুন্দর ফসলের খেত। পানি মিষ্টি ও শীতল।

মহাদেব নদীর তীরে ঘোড়া থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকালেন। পরে নিজ সাথিদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আমরা আমাদের সফরের অর্ধেক পথ অতিক্রম করে এলাম। এই নদী বাটিপাড়া আর হান্দুরের একেবারে মধ্যখানে অবস্থিত। নদীটির পানি খুব ঠান্ডা ও মিষ্টি। কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম নেয়া গেলে কোনো অসুবিধা হবে না। আশা করি– সূর্য ডোবার পূর্বেই আমরা হান্দুর পৌঁছে যেতে পারবো।'

মহাদেবের কাফেলার সবাই ঘোড়া থেকে নেমে নদীর তীরে ছড়িয়ে পড়লো। চারদিকে মনোমুগ্ধকর ফুল-ফলের গাছ। ফল গাছে নানা রঙের প্রজাপতি উড়ছে। সূর্যের সোনালি কিরণ নদীর পানির ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে তালে এক বিচিত্র ভঙ্গিমায় খেলা করে চলেছে। অভিযাত্রীদের ঘোড়াগুলো চরে ঘাস খাচ্ছে।

মহাদেব একজন সাধুর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'প্রণবসহ অন্য সাথিদের মাঝে শুকনো মোয়া আর ভুনা খিচুড়ি বিতরণ করে দাও।'

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর মহাদেব দাঁড়িয়ে বললেন– 'এখন হাঁটা উচিত। সন্ধ্যার পরপরই হান্দুর দুর্গের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

এছাড়া সামনের সফর আরো কঠিন, দুর্গম। হিমালয়ের শাখা পর্বত পেরিয়ে এখন আমাদের এগোতে হবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মহাদেব, প্রণব ও তাঁর সাথিরা ঘোড়া নিয়ে নদী পার হতে থাকে। নদীর স্রোত খুব প্রবল। তারপরও প্রশিক্ষিত ঘোড়াগুলো অনায়াসে তা পার হয়ে যায়। ঘাটে তীব্র বেগে বাতাস বইতে থাকে। এই বাতাস হতে কখনো কখনো ভেসে আসে প্রচণ্ড শোঁ শোঁ আওয়াজ। পথটি সত্যিই দুর্গম। কোথাও গভীর গিরিখাদ, আবার মাঝেমধ্যে আকাশচুম্বী চূড়া। এভাবেই মহাদেবের কাফেলা সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। পদে পদে মৃত্যুর অন্ধকার। প্রতিটি মুহূর্তই প্রাণসংহারক।

এই এলাকাটি আসামের বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে খ্যাত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য, গাছপালা, প্রাণী ও পাখির একটি ভিন্নধর্মী মিশ্রণ আছে এখানে। উপযুক্ত জলবায়ু ও আবহাওয়ার অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সুবিশাল অরণ্যের ভান্ডার আসামের এই এলাকাকে বিভিন্ন পশু, পাখি ও প্রাকৃতিক গাছপালার অনুকূল স্থান হিসেবে গড়ে তুলেছে। এখানকার বিভিন্ন বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য এবং জাতীয় উদ্যান বিশ্বব্যাপী কিছু বিরল প্রজাতির প্রজননস্থল হিসেবে গণ্য। সোনালি লেঙ্গুর থেকে একশৃঙ্গী গন্ডারসহ প্রচুর বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য এই পর্বত।

মাঝপথে খুবই সরু একটি মোড়ে পৌঁছে মহাদেব ঘোড়া থেকে নেমে বললেন– 'সাথিরা! সামনের কয়েক মাইল আমাদের হেঁটে যেতে হবে। নিজ নিজ ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে ধরে রাখো।'

এ পথটি অত্যন্ত দুর্গম। গাছের শাখা-প্রশাখা ডিঙিয়ে খাড়া উঁচু পর্বত ডিঙাতে হচ্ছে। পথ যতোই সংকীর্ণ হোক, এই কাফেলার সৈনিকেরা ততোধিক প্রশস্ত মনে আলোর পানে ছুটে চলেছে। মনে হয় এই জগৎ তাদেরই জগৎ। দূর-দূরান্তে বিস্তীর্ণ পর্বতরাশি। নীরব, নিস্তব্ধ পরিবেশ। জীবন যেন ডুবে গেছে এই তেপান্তরে। ভয়... শঙ্কা... কিন্তু অভিযান চলছেই। সামনে পথটুকু কিছুটা সমতল। এরা ফের ঘোড়ায় চড়ে চলতে শুরু করে।

মহাদেব ঘোড়ার জিনে পা ঠেকিয়ে বললেন– 'যে করেই হোক আমাদের সন্ধ্যার পূর্বেই পৌঁছাতে হবে। এখান থেকে আনুমানিক দুই ক্রোশ পরে একটি সাঁকো পড়বে, এরপরই আমরা পৌঁছে যাবো হান্দুর দুর্গের দিকে।'

www.pathagar.com

চলতি পথে তিনি সাথিদের সাথে আসামের নানা ইতিহাস বলতে থাকেন। তিনি বলেন– 'মধ্যযুগীয় সময়ে, আসাম দুটি রাজবংশ কোচ ও অহম দ্বারা শাসিত হতো। কোচদের উৎস ছিল তিব্বতি-বার্মা অঞ্চল এবং অহম ছিল– যারা উত্তর আসাম শাসন করতো। এই সময় ভারতবর্ষ অনেক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু আসাম ভিন্ন কোনো শক্তির দ্বারা শাসিত হয়নি। এই তো সামনেই হান্দুর এলাকা। সামনে গ্রামটির কয়েক ক্রোশ পরেই ম্যানিলা পর্বত। আমরা এখন এই পর্বতের পাশ ঘেঁষে আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখবো।'

এই কাফেলা ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পথটি তেমন দুর্গম নয়। কিন্তু গাছগাছালি আর ঘন ঝোপের কাঁটা সামান্য বিপদে ফেলছে। এরা সবাই যখন নিম্নভূমির দিকে এগোচ্ছে, এমন সময় অতর্কিত বনের ঘন ঝোপ থেকে বিশাল এক সাপ এসে ফণা তুলে সামনে দাঁড়ায়। তার চোখেমুখে ক্রোধের আগুন। নিশ্বাসের তাপ বহুদূর পর্যন্ত অনুভব করা যাচ্ছে। সব হিন্দু পূজারি ও সাধু ঘোড়া থেকে নেমে সাপের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যায়।

মহাদেব হাত জোড় করে অবনত মস্তকে কাঁপাকণ্ঠে বলতে আরম্ভ করেন– 'নাগ দেবতা! আমরা আপনার পূজারি। আমরা শিব দেবতা ও নাগ দেবতার মন্দিরের মহাদেব। আমরা আপনার পবিত্র পাঠশালার পূজারি। আমাদের ওপর দয়া করুন। আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিন। আমাদের যেতে দিন। আপনি দেবতা। আপনি মহান শক্তিমান দেবতা। আমাদের সাহায্য করুন। আপনার সাহায্য-সহযোগিতা আমাদের খুবই প্রয়োজন। আমরা আপনার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ-লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা এই ভূখণ্ডের রাক্ষস খুনিদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছি।'

ভয়ংকর সাপটি আরো শক্তি দিয়ে ফণা উঁচিয়ে রাখে। তার হুংকারে গোটা পরিবেশ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

প্রণব কয়েক কদম এগিয়ে সাপের সামনে মাথা নুয়ে হাত জোড় করে বলতে লাগলো– 'নাগ দেবতা! আমাদের সাহায্য যদি করতেই না পারেন, দয়া করে আমাদের পথ ছেড়ে দিন। আমাদের হাতে সময় খুব কম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। যদি দুর্গের ফটক বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের পরিশ্রম বৃথা যাবে। ভোরের আগে আগে এই ভূখণ্ডে আমাদের অনেক কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। আমাদের মিনতি গ্রহণ করুন। নইলে আমরা মনে করবো আপনি নাগ দেবতার রূপে ভয়ংকর কোনো রাক্ষসের প্রেতাত্মা।'

www.pathagar.com

এই জায়গার নিচে একটি প্রশস্ত সড়ক দেখা যাচ্ছে। পূর্ব দিকে দুই-তিন ক্রোশ পরেই রাজা রিয়াসিংয়ের আলিশান দুর্গ। এখান থেকেই দুর্গের চূড়াটি চিকচিক করতে দেখা যাচ্ছে। প্রণবের দৃষ্টি দুর্গের উঁচু উঁচু বুরুজের ওপর স্থির। হঠাৎ একটি পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ার দৌড়ের আওয়াজ শোনা যেতে থাকে। একটু পরই এই ঘোড়াগুলো দৌড়ে তাদের কাছ দিয়েই অতিক্রম করে গেলো। প্রায় চল্লিশ জন অশ্বারোহী। তাদের মাঝে একটি ঘোড়াগাড়িতে একজন যুবক ছেলে আরোহণ করে আছে। সব সওয়ারির গায়ে বাঘের পোশাক। বড় হিংস্র বেগে ওরা ঘোড়াকে তাড়া করে করে দুর্গের দিকে এগোচ্ছে। এই অশ্বারোহী বহরটি যখন সামনে থেকে চলে যায়, তখন হঠাৎ সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় সাপটি।

প্রণব বলে– 'মনে হয় নাগ দেবতা আমাদের তাঁর শক্তি ও কৃপা দ্বারা উদ্ধার করেছেন। ঘোড়ার গাড়িতে আরোহী ছেলেটিকে রাজার ছেলের মতো লাগছে।'

কিছুদূর এগোনোর পর মহাদেবের কাফেলা দেখছে পথের ধারে বেশ কজন কৃষকের লাশ। প্রণব এই লাশগুলোর ব্যাপারে অন্য কৃষকদের জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়, রাজা রিয়াসিংয়ের ছেলে এ পথ দিয়ে যাওয়ার পথে যাকেই সামনে পায়, তাকেই তির-তরবারির আঘাতে মেরে ফেলে। সে বলে– গরিব প্রজারা রাজা বা রাজকুমারের হাতে মারা গেলে তারা স্বর্গবাসী হয়। তাই প্রতিদিন বিকেলে রাজকুমার এই কৃষিজমির পাশে এসে যাকেই সামনে পায়, তাকেই মেরে ফেলে। আরেকটু সামনে এগোলে এই কাফেলা আরো কজন লাশ রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখতে পায়। দুঃখতাপে পুড়ে যায় মহাদেবের সফরসঙ্গীদের মন। সূর্য ইতোমধ্যে নীল পাহাড়ের পেছনে ডুবে গেছে। আকাশে তারারা মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে। মেঘের বড় বড় খণ্ড পর্বতের বিশাল চূড়ার গায়ে চুমুর পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। মহাদেব এবং তাঁর সাথিদের ঘোড়াগুলো দ্রুতবেগে দৌড়ে দুর্গের ফটকের কাছে গিয়ে পৌছেছে। ফটকের বাইরে-ভেতরে সশস্ত্র সেনারা পাহারারত। সাধুদের এই কাফেলা ফটকের সামনে গিয়ে পৌছালে সেনারা এগিয়ে এসে তাদের ঘিরে নেয়।

আনন্দ প্রকাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে– 'এ কেমন ধৃষ্টতা! আমাদের ঘিরে রেখেছো কেন?'

সেনানেতা আনন্দ প্রকাশের নিকট এসে বললো– 'আপনারা কারা? এখানে কেন এসেছেন?'

www.pathagar.com

মহাদেব জোরালো কণ্ঠে বললেন– 'আমি শিব দেবতা ভগবানের মন্দিরের মহাদেব আনন্দ প্রকাশ। আমরা এখানে গণেশ দেবতা এবং দুর্গা মাতা মহাকালী শ্যামার মন্দিরে তীর্থযাত্রী হিসেবে এসেছি।'

মহাদেব গেরুয়া রঙের পোশাক পরে আছেন। তাঁর গলায় ঝুলে আছে মোটা মোটা দানার চার-পাঁচটি মালা। তাঁর মাথায় সাদা রঙের তিনটি তিলক চিকচিক করছে।

সেনানেতা কিছুটা নম্রসুরে বললো– 'আমরা কীভাবে বিশ্বাস করবো যে, আপনি শিব দেবতার মন্দিরের মহাদেব আনন্দ প্রকাশ?'

মহাদেব বেশ কর্কশকণ্ঠে বললেন– 'বারবার আমাকে অপমান করা হচ্ছে। মনে হয় তোমার শিব দেবতা-বিষয়ক কোনো জ্ঞান-বিদ্যা নেই? দেবতার শক্তি এই পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারে...!'

নেতা বললো– 'আপনারা কেমন ঋষি-মুণি? আমি তো জীবনে কখনো কোনো ঋষি-মুণিকে এভাবে সৈনিকের মতো সশস্ত্র দেখিনি...!'

মহাদেব খুব গভীর দৃষ্টিতে সওয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মূর্খ! দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কি তোমার কিছু জানা আছে? এই মুহূর্তে আসামের হিন্দু জাতি রাজনৈতিকভাবে কতোটা সংকটাপন্ন– তোমার কি জানা আছে? অত্যন্ত দুর্গম পথ পেরিয়ে আমরা তোমাদের রক্ষা করার জন্য এখানে এসেছি।'

ফটক থেকে মাঝবয়সী একজন সুসজ্জিত লোককে আসতে দেখা যাচ্ছে। সেনারা তাকে দেখে একদিকে সরে যায়।

সেনানেতা করজোড় করে বলতে থাকে– 'প্রধানমন্ত্রীজি! এই মহাদেবের কথা শুনুন। আমার বিচারমতে এই লোক অত্যন্ত রহস্যময়।'

প্রধানমন্ত্রী করজোড়ে বললেন– 'নমস্কার।'

মহাদেব জবাবে হাত জোড় করে বললেন– 'নমস্কার! আপনি কি এই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী?'

প্রধানমন্ত্রী মাথা নাড়িয়ে বললেন– 'জি মহারাজ! সেবককে শাস্ত্র বলা হয়।'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ ঘোড় থেকে নেমে শাস্ত্রজির নিকট গিয়ে বললেন– 'আপনার রাজ্যের সেনারা বেশ বোকা ও মূর্খ।'

শাস্ত্র বেশ শিষ্টাচারপূর্ণ কণ্ঠে বললেন– 'সৌম্য করবেন। কিছুটা অপারগতা আছে। বাধ্য হয়ে আমরা সৈনিকদের জিজ্ঞাসাবাদের অধিকার

www.pathagar.com

দিয়েছি। আসাম ভূখণ্ডে স্থানে স্থানে মুসলমান হানাদাররা হামলা করে চলেছে। কী জানি, কখন তারা এখানে হানা দিতে চলে আসে!'

মহাদেব বললেন– 'যাদের আপনি হানাদার বলছেন– তারা ইতোমধ্যে পাহাড়-সাগর পাড়ি দিয়ে অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে আসামের অর্ধেকের চেয়ে অধিক এলাকায় ছেয়ে গেছে। আমরা ঘন বনের দুর্গম পথ অতিক্রম করে এখান পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছি। ভয়ংকর এক ধ্বংসযজ্ঞ আপনাদের এই সুন্দর প্রান্তরকে বিরান করে দিতে পারে। আমরা মুসলমানদের বিশাল এক বাহিনীকে বাটিপাড়া ও শিলংয়ের গ্রামে দেখেছি। তাদের মোড় এই দুর্গের দিকে ফেরানো। আমি তপস্যা, ধ্যান ও যোগাসনের দীপ জ্বালাতে এসেছি।'

শাস্ত্রের চোখে আশ্চর্য ধরনের চমক।

শাস্ত্র মহাদেবের কাছে এসে বললেন– 'আপনি কি মুসলিম সেনাকে নিজ চোখে দেখেছেন?'

মহাদেব মৃদু হেসে বললেন– 'দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কাল-পরশুর মধ্যে আপনিও তাদের নিজ চোখে দেখতে পাবেন।'

প্রধানমন্ত্রী এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন– 'মুসলমানদেরকে তাদের মৃত্যু এই প্রান্তরে ডেকে আনছে।'

আনন্দ প্রকাশ বললেন– 'আমাদের কি সারা রাত বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে? আমাদের আগমন যদি আপনাদের অপছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা ফিরে যাবো। আমি গণেশ দেবতার মন্দিরের মহাদেব কল্যাণজির বড় ভাই আনন্দ প্রকাশ।'

শাস্ত্র তাঁর পা ছুঁয়ে বললেন– 'সৌম্য করুন, মহারাজ! ভুল হয়ে গেছে।'

এরপর তিনি সেনাদের উদ্দেশ করে বললেন– 'দুর্গজুড়ে ঘোষণা দিয়ে দাও– শিব দেবতা ভগবানের মন্দিরের বিদ্বান মহাপুরুষ ও পূজারি আসছেন!'

কিছুক্ষণ পর মহাদেব ও তাঁর সাথিদের দুর্গের দেউড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁরা উচ্চস্বরে গীতার শ্লোক গেয়ে যাচ্ছে। গণেশ দেবতার মন্দির রাজপ্রাসাদের সামনে অবস্থিত। এটা অনেক বড় মন্দির। বহুসংখ্যক পূজারি, তীর্থযাত্রী ও দেবদাসী এখানে সব সময় অবস্থান করে। গণেশ বলতে যা বোঝায়– তার মাথাটি হাতির এবং তাঁর উদরটি স্ফীত। এই মূর্তিতে গণেশের চারটি হাত দেখা যায়। গণেশের চতুর্ভুজ মূর্তিই সর্বাধিক পরিচিত।

www.pathagar.com

নিচের ডান হাতে তিনি নিজের একটি ভাঙা দাঁত, অর্থাৎ তাঁর হস্তীমুণ্ডের বাইরের দাঁত ধরে থাকেন। নিচের বাঁ হাতে থাকে একটি মিষ্টান্ন। এটি তিনি নিজের শুঁড় দিয়ে স্পর্শ করে থাকেন। গণেশের প্রাচীন মূর্তিগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– শুঁড়টি বাঁ দিকে বাঁকানো থাকে, যাতে গণেশ তার নিচের বাঁ হাতের মিষ্টান্নটি আস্বাদন করছেন, সেটি বোঝা যায়।

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ তাঁর সাথিদের কাছে গণেশ দেবতার পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন– গণেশ পৌরাণিক হিন্দুধর্মে সর্বাগ্রে পূজ্য ও সেই কারণে অন্যতম প্রধান দেবতা। স্বাভাবিক কারণেই তার সম্পর্কে প্রচলিত নানা আখ্যান-উপাখ্যান বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে। গণেশ-সম্পর্কিত যে কাহিনিটি পুরাণ ও উপকথায় সর্বাধিক চর্চিত, সেটি হলো গণেশের 'গজানন' হবার কারণ। বলাই বাহুল্য, পুরাণের স্বাভাবিক চরিত্র অনুসারে এক-একটি পুরাণে এই প্রসঙ্গে এক-এক রকমের ভাষ্য পাওয়া যায়। এমনকি একই পুরাণে পরস্পরবিরোধী দুটি মতও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া গণেশের পিতৃমাতৃভক্তি ও বিয়ে-সম্পর্কিত নানা কাহিনিও বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শিবপুরাণ অনুসারে, গণেশ ও কার্তিকেয় বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। তখন স্থির হয়, উভয়ের মধ্যে যে আগে বিশ্বপরিক্রমা করে আসতে পারবে, তার বিয়ে আগে হবে। কার্তিকেয় ময়ূরে আরোহণ করে বিশ্বপরিক্রমায় বের হন; কিন্তু গণেশ শিব ও পার্বতীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বলেন, শাস্ত্রমতে তিনি শতবার বিশ্বপরিক্রমা করলেন। এরপর বিশ্বরূপের দুই কন্যা সিদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে গণেশের বিয়ে হয়। সিদ্ধির পুত্র হয় লক্ষ্য ও বুদ্ধির পুত্র লাভ। কার্তিক নারদের কাছ থেকে বিয়ের সংবাদ পেয়ে ফিরে আসেন ও মনের দুঃখে ক্রৌঞ্চ পর্বতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। অন্য একটি মতে, তুলসী নামের এক নারী গণেশকে বিয়ে করতে চাইলে ব্রহ্মচর্যব্রতী গণেশ অসম্মত হন। তিনি তুলসীর চিত্তবৈকল্যের জন্য তাকে শাপ দেন দানবপত্নী হওয়ার। তুলসীও তাকে শাপ দেন। ফলে পুষ্টি নামের এক নারীকে গণেশ বিয়ে করতে বাধ্য হন।

***

দুর্গা মাতার মন্দির রাজপ্রাসাদের ভেতরে অবস্থিত। বিশেষ বিশেষ লোকদের জন্যই এখানে যাত্রা করার অনুমতি মেলে। রাজ্যের খ্যাতনামা

www.pathagar.com

জাদুকর গোপাল কোহিলি এই মন্দিরের মহাদেব। মহাদেব আনন্দ প্রকাশ এবং তাঁর সাথিরা বেশ কিছুক্ষণ দুর্গের দেউড়িতে ঘোরাফেরা করে কাটায়।

মহাদেব প্রধানমন্ত্রী ও প্রহরীদের উদ্দেশ করে বলেন– 'আমার সাথিরা সারা রাত এখানে ধ্যানজ্ঞানে কাটাবে। শান্তি আর প্রেমবিদ্যা চলবে ধীরে ধীরে। আমরা আলোর অভিযাত্রী হিসেবে এসেছি। যতোক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকারের গভীর কালি মুছে না যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভগবানের তপস্যায় কাটাবো।'

শাস্ত্র মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর পা স্পর্শ করে বললেন– 'আমি বিশ্বাস করি– ধর্মগুরু আসাতে আমাদের ওপর করুণার বৃষ্টি বর্ষিত হবে... ।'

প্রাচীরের আশপাশে বাজতে আরম্ভ করে তবলা-সানাই। মহাদেব এবং তাঁর সাথিদের মনে বিচিত্র রঙের ঢেউ। প্রণব এবং আরো কজন সাথি দেউড়ির কক্ষ ভালো করে দেখে নিচ্ছে। দুর্গের ভেতর থেকে বিশাল এক বহর নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে এদিকটায় আসছে। অসংখ্য জ্বলন্ত মশাল দেখা যাচ্ছে। সানাইয়ের মধুর তানে পরিবেশকে করে তুলেছে আরো জাদুময়।

প্রধানমনন্ত্রী মহাদেব আনন্দ প্রকাশকে উদ্দেশ করে বললেন– 'মহাদেবজি! ঘোড়ায় আরোহণ করুন। আমি আপনার ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটবো। এটা আমার মনের একান্ত আশা।'

মহাদেব ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। অতঃপর এই কাফেলা গণেশ দেবতার মন্দিরের দিকে এগোতে লাগলো। ধীরে ধীরে দূরত্ব কমে আসছে। গণেশ দেবতার মন্দিরের মহাদেব সামনের বহরের আগে আগে এগিয়ে আসছেন। তাঁর পেছনে পেছনে মন্দিরের পূজারি করতালি দিতে দিতে আসছে। কাছে পৌঁছে মহাদেব ঘোড়া থেকে নেমে যান। তাঁর সাথিরাও ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। কোমল কুমারী সুন্দরী দাসীরা হাতে বাতি নিয়ে আসছে। চারদিকে খুবই আনন্দময় পরিবেশ বিরাজ করছে।

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ তাঁর ছোট ভাই কল্যাণজির পা ছোঁয়ার জন্য নুয়ে পড়লে কল্যাণজি বলতে লাগলেন– 'আনন্দ প্রকাশজি! এ আপনি কী করছেন! আপনি একজন বিদ্বান ঋষি এবং আমার বড় ভাই। আপনি আমার অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছেন কেন?'

আনন্দ প্রকাশ কল্যাণজির মাথায় চুমু খেয়ে বলতে লাগলেন– 'বিদ্বান তো আপনি; আমি নই। আমি তো কিছুই জানি না। তবে এটুকু জানি যে, আপনি একজন সত্যিকার মহাপুরুষ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি... ।'

www.pathagar.com

দুই ভাই মন্দিরের দিকে এগোতে থাকেন। তাঁদের সামনে-পেছনে বিশাল বহর। তুমুল হইচই। লোকেরা আনন্দ প্রকাশের চরণ ছোঁয়ার জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। যখন উভয় মহাদেব মন্দিরের দরজায় গিয়ে পৌঁছান, তখন একজন সশস্ত্র বনমানুষ প্রকৃতির সেনা আনন্দ প্রকাশের সামনে কুর্নিশ করে বললো– 'মহাদেবজি! এই লোক নিজেকে যোগী এবং আপনার সঙ্গী বলে দাবি করছে। এখনই সে দুর্গে প্রবেশ করেছে।...'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওই লোকের দিকে তাকালেন– যাকে গৌরবিন্দ সিং ধরে এনেছে। মহাদেবের চেহারায় গভীর উদ্বেগের ছাপ।

কিছুক্ষণ পর তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন– 'হ্যাঁ, এ আমার সাথি। সে চিরকুমার। তপস্যায় খুব আগ্রহ তার।'

এরপর তিনি প্রণবের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'প্রণব! এর হাত শক্ত করে ধরে রাখো। পালাবার চেষ্টা করলে তার হাঁটু ভেঙে দেবে।'

প্রণব যোগীবেশী আগন্তুকের হাত ধরে নেয়। যোগী দাঁড়িয়ে থাকে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছাইয়ের প্রলেপ দেখা যাচ্ছে।

মহাদেব মন্দিরের দরজার উঁচু চৌবাচ্চায় চড়ে শোরগোলের সামনে হাত জোড় করে বললেন– 'দেবতার পূজারিরা! আমি অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুক্ষণ আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

চৌবাচ্চা থেকে নেমে মহাদেব আনন্দজি প্রণবের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এই বহুরূপীকে নিয়ে আমার সাথে আসো।'

মন্দিরের একটি শ্মশানের নীরব অংশে পৌঁছে আনন্দ প্রকাশ কল্যাণজিকে উদ্দেশ করে বললেন– 'একটি গোপন কক্ষে আমি এই লোকের সাথে কথা বলতে চাই।'

কল্যাণজি সামনে এগিয়ে একটি কক্ষের দরজা খুলে বললেন– 'আসুন, এখানে কেউ আসবে না।'

কক্ষে একটি বাতি জ্বলছে। আনন্দ প্রকাশ ভেতর থেকে কক্ষটি বন্ধ করে যোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমার কাছে সময় খুব কম। স্বল্প সময়ে অল্প শব্দে এই বহুরূপ ধারণের কাহিনি খুলে বলো। মৃত্যু এখন তোমার খুবই নিকটে।'

www.pathagar.com

যোগী মহাদেব কল্যাণজির দিকে তাকিয়ে খুবই বিনতকণ্ঠে হাত জোড় করে বলতে লাগলো– 'মহাদেবজি! আমি মোরং।'

কল্যাণজি অবাক হয়ে বললেন– 'আপনি মোরং?' আপনি সেনাপতি মধুকরের বিশ্বস্ত ও একমাত্র সচিব! আপনাকে এই বহুরূপী আকৃতিতে দেখে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। মনে হয় ভয়ংকর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে!'

মোরং কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো– 'মহাদেবজি! এমন এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে যে ব্যাপারে কল্পনাও করা যায় না। রাজা সেনাপতি মধুকরকে শিলংয়ের ঘাতক নদীতে ফেলে মেরে ফেলেছে। একজন দূত মধুকরজির গোটা খান্দানকে হত্যা করার পরোয়ানা নিয়ে এই দুর্গের দিকে আসছে। সময় খুবই কম। যদি রাজার দূত রাজকুমারের কাছে চলে আসতে সক্ষম হয়, তখন মধুকরের খান্দানকে বাঁচানো দুষ্কর হয়ে পড়বে।'

প্রণব ও মহাদেব আনন্দ প্রকাশ আশ্চর্য হয়ে তার দিকে চেয়ে আছেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর কল্যাণজি মোরংয়ের কাছে জানতে চাইলেন– 'রাজা তাঁর সেনাপতিকে কোন অপরাধে হত্যা করলেন?'

মোরং জবাব দিলো– 'সবকিছু আমি খুলে বলবো। আগে দুঃসময়টি যেতে দিন। আমি মধুকরজির মেয়ে কাজল ও তার মাতাকে ব্যাপারটি অবহিত করতে এসেছি।'

কল্যাণজি বললেন– 'আমার উদ্বেগের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। কিছু না কিছু বলো!'

'সেনাপতি মধুকরজি মুসলিম শাসকদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই অপরাধে মধুকরকে হত্যা করা হয়।'

প্রণব আর আনন্দ প্রকাশের চোখে আলো খেলা করতে শুরু করে।

কল্যাণজি চিৎকার বলে ওঠেন– 'এটা মিথ্যা! এটা গভীর কোনো ষড়যন্ত্র। এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না যে, মধুকর তার ভগ্নিপতি রাজা সুভাষ চন্দ্রের খুনি মুসলমানদের কখনো ক্ষমা করতে পারে।'

মোরং কেঁদে কেঁদে বললো– 'মহাদেবজি! প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে– কমলা দেবীর স্বামী রাজা সুভাষ চন্দ্র বেঁচে আছেন। নিজ চোখে তাঁকে আমি মুসলমানদের সাথে দেখেছি।'

এরপর সে কান্নাকণ্ঠে বললো– 'ভগবানের দোহাই! আমাদের এখন যেতে দিন। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান।'

www.pathagar.com

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ মোরংয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'বেটা মোরং! আমাকে সৌম্য করো। না জেনে তোমার সাথে আমি কিছু অত্যুক্তি করেছি।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি মৃদু হেসে বললেন– 'যদি সেনাপতি মধুকর মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার কারণে মারা গিয়ে থাকে, তবে উদ্বিগ্নের কিছু নেই। মুসলমানরা তার গোটা পরিবারকে নিঃস্ব অবস্থায় মরতে দেবে না।'

কল্যাণজির বিস্ময়ের মাত্রা বাড়তে থাকে। অনেক কিছু জিজ্ঞাসুনেত্রে নীরব চাহনিতে তিনি আনন্দ প্রকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

প্রণব তরবারির মুঠোয় হাত মেরে বললো– 'আজকের রাতের সকাল রাজকুমার এবং তার নির্দয় সেনাদের পক্ষে দেখা আর সম্ভব হবে না। আমরা আলোর দূত হয়ে এখানে এসেছি।'

আনন্দ প্রকাশ কল্যাণজির দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মন্দিরের কোনো পূজারিকে পাঠিয়ে সেনাপতি মধুকরের স্ত্রী ও তার মেয়েকে এখানে ডেকে আনো। আমরা তাদের নিরাপত্তা দেবো। সাথে সাথে ঘোষণা দিয়ে দাও যে, আজকের রাত নৃত্য আর পূজার রাত। গণেশ দেবতা সেনাপতি মধুকরের মেয়েকে নর্তকী বলে গ্রহণ করেছেন।'

কল্যাণজ চমকে উঠে আনন্দ প্রকাশের দিকে তাকালেন। বললেন– 'আপনি মহান বিদ্বান। আনন্দজি! আপনি এমন দুর্দশা থেকে উত্তরণে অনেক বড় একটি মূল্যবান পন্থা বাতলে দিলেন। হিন্দু দেবমালা মতে– কোনো দেবতার নর্তকীকে কোনো পুরুষ ছুঁতে পারে না।'

মহাদেব কল্যাণজি লম্বা লম্বা পা ফেলে বাইরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সমাগমমুখর লোকদের উদ্দেশে ঘোষণা দিলেন– 'আজকের রাত নাচ-পূজার রাত। সেনাপতি মধুকরের মেয়েকে আমি নর্তকী হিসেবে মনোনীত করলাম।'

লোকজন আনন্দে নেচে-গেয়ে একাকার। রাত ধীরে ধীরে গভীর হতে আরম্ভ করে। কাঁসর ঘণ্টার রিনিঝিনি ঝংকার বেজে উঠেছে। সানাইয়ের মধুর সুরে জাদুর ছোঁয়া। ঝুমঝুম শব্দের টক্কর খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। মন্দিরের দরজাটি সেগুন কাঠের তৈরি। এটাতে মণু সমরিতার অধ্যায় খোদাই করা আছে। দরজার কাছেই রয়েছে একটি পাথরের সিঁড়ি। এই

www.pathagar.com

সিঁড়ি বেয়ে মহাদেব ও তাঁর সাথিরা একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন। কক্ষের ছাদে টাঙানো ফানুসটি জ্বলছে। কক্ষের দেয়ালের চারপাশে অনেকগুলো মশাল জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। কক্ষের অভ্যন্তরে গাঁদা ও চম্পা ফুলের বিশাল স্তূপ। কক্ষের পেছনের দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে গণেশ দেবতার হাতির আকৃতির মূর্তি। ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীকে গণেশ চতুর্থী বলা হয়। হিন্দু বিশ্বাসে এই দিনটি গণেশের জন্মদিন। গণেশ চতুর্থী-সংক্রান্ত একটি কিংবদন্তি হিন্দুসমাজে প্রচলিত, একবার গণেশ চতুর্থীতে প্রতি বাড়িতে মোদক ভক্ষণ করে ভরা পেটে ইঁদুরে চেপে ফিরছিলেন গণেশ। পথে ইঁদুরের সামনে একটি সাপ এসে পড়লে সে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। এতে গণেশ পড়ে যান ও তাঁর পেট ফেটে সব মোদক রাস্তায় পড়ে যায়। গণেশ উঠে সেগুলো কুড়িয়ে পেটের মধ্যে পুরে পেটের ফাটা জায়গাটি ওই সাপ দিয়ে বেঁধে দেন। আকাশ থেকে চন্দ্র তা দেখে হেসে ফেলেন। তাই গণেশ শাপ দেন যে চতুর্থীর দিন চাঁদ কেউ দেখবে না। এই হচ্ছে গণেশ দেবতার কাহিনি।

সুন্দরী দেবদাসীরা এখানে পূজার গীত গুনগুনিয়ে গাইছে।

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ কল্যাণজিকে উদ্দেশ করে বললেন– 'নাচপূজার কখন শুরু হবে?'

কল্যাণজি বললেন– 'আপনারা ভোজন সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তিটুকু দূর করে নিন। এরপর নৃত্যপূজা আরম্ভ হবে।'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ বললেন– 'আমরা ক্লান্ত নই। এই মুহূর্তে আমরা জীবনের যেই পথ পাড়ি দিচ্ছি, সেই পথের যাত্রীরা কখনো ক্লান্ত হয় না।'

মহাদেব কল্যাণজি মৃদু হেসে বললেন– 'মনে হচ্ছে আপনি অনির্বাণের নতুন আলোকপ্রভার দেখা পেয়েছেন! আপনার শরীর থেকে এক আশ্চর্য ধরনের জাদুর সুবাস ভেসে আসছে। আমি অনুভব করতে পারছি যে, এখন আপনার ধ্যান-দৃষ্টি আর সুন্দর দেবীদের দিকে যাচ্ছে না।'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ অবনত মস্তকে কুর্নিশ করে বললেন– 'আমার চিন্তা-চেতনা, চলন-বলন সবকিছু বদলে গেছে। এই দাসীরা আমাদেরই মেয়ে। আমরা সবাই তাদের পিতা দেবতা। আমার আত্মা প্রেমবিদ্যার খুশবোতে সুবাসিত। পাপ ও প্রেমের পথ ভিন্ন ভিন্ন। সেই পথের পথিকদের আচার-আচরণও ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক।'

www.pathagar.com

কল্যাণজি আনন্দ প্রকাশের পা ছুঁয়ে বললেন– 'আপনি এই প্রেম-ভালোবাসা কোথা হতে সাধন করলেন? মনে হয় শিব দেবতা আপনার অন্তর্চক্ষু খুলে দিয়ে অমর আত্মা উপহার দিয়েছেন!'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন– 'অনেক বড় এক দেবতা আমার মনের সব পঙ্কিলতা ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছেন। আমাদের পথ এখন গগনচুম্বী আলোয় আলোকিত।'

কক্ষে উপস্থিত পূজারি ও দেবদাসীরা আশ্চর্য ভঙ্গিতে মহাদেব আনন্দ প্রকাশের দিকে চেয়ে আছে।

আনন্দ প্রকাশ কল্যাণজির হাত ধরে বলতে লাগলেন– 'আমরা কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই। আমাদের নির্জন একটি কক্ষে নিয়ে চলো। যেখানকার পরিবেশ নীরব। শান্ত।'

কক্ষ থেকে বের হওয়ার সময় মহাদেব পূজারিদের বললেন– 'মহাদেব আনন্দ প্রকাশ কিছুক্ষণ একাকী থাকতে চাচ্ছেন। আমি তাঁকে আশ্রমের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। কাউকে এদিকে আসার আজ্ঞা দেবে না।'

আশ্রমের প্রাসাদ মন্দিরের পূর্ব কোণে অবস্থিত।

আশ্রমে পৌঁছে কল্যাণজি একজন পূজারিকে বললেন– 'মহাদেব আনন্দ প্রকাশ কিছুক্ষণ নির্জনে কাটাতে চাচ্ছেন। শান্ত ও নিবিড় পরিবেশ দরকার।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আশ্রমে উপস্থিত সব লোককে বের করে দেয়া হলো।

আশ্রমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করার পর কল্যাণজি মহাদেব আনন্দ প্রকাশের সামনে বসে বললেন– 'আপনি যা কিছু বলতে চান নিশ্চিন্তে বলুন। আমি শুনতে প্রস্তুত। আগে এটা বলুন যে, কী কারণে আপনি শিব দেবতার মন্দির ছেড়ে এলেন? মুসলমানরা কি মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর করে ফেলেছে? শুনেছি– মুসলমানরা নাকি আসামের বিশাল অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছে!'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ বললেন– 'কল্যাণজি! মুসলমানরা আসাম ভূখণ্ডের এক ইঞ্চিও কবজা করেনি।'

কল্যাণজি বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে লাগলেন– 'আমি তো শুনেছি– বাংলার বাদশা আলী কুলি খান অর্ধেক আসাম দখল করে নিয়েছে এবং সে রাজধানী অবরুদ্ধ করে রেখেছে। আসামের স্বাধীনতা খুবই সংকটাপন্ন।'

www.pathagar.com

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ জ্বলতে থাকা মশালের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলতে লাগলেন– 'আপনি ভুল শুনেছেন। বাংলার বাদশা অর্ধেক আসাম নয়, বরং গোটা আসামের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে চলেছেন। আসামের স্বাধীনতা নিয়ে কোনো ভয় নেই; আসামের অত্যাচারী শাসকদের জন্য যতো ভয়। তাদের রাজসিংহাসনের এখন টালমাটাল অবস্থা। বাইরে বেরিয়ে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন, গোটা জগতের মাঝেই এক স্বর্গীয় পরিবর্তন চলে এসেছে। আসামের সৌভাগ্য ফিরে আসছে। জুলুমের গভীরতা আর অন্যায়ের অন্ধকারের কালো রাত ফুরিয়ে আসছে। মুসলিম শাসকেরা তাঁদের ক্ষমতা এবং সালতানাত প্রশস্ত করার লক্ষ্যে লড়ছেন না, বরং তাঁরা এই দেশের লাখ লাখ অসহায়, নিঃস্বদের দুঃখের সাথি হিসেবে প্রকৃতির ওপর ছেয়ে পড়েছেন। তাঁরা যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই নিজেদের কৃতিত্বের অম্লান স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন।'

কল্যাণজি বললেন– 'কী বলতে চাচ্ছেন আপনি? আপনার হুঁশ ঠিক আছে তো? আপনি কি সত্যিই আনন্দ প্রকাশ?'

এরপর তিনি আনন্দ প্রকাশের কাঁধ ধরে সজোরে ঝাঁকড়া দিয়ে বললেন– 'আপনি কি আনন্দ প্রকাশ, নাকি অন্য কেউ...!'

আনন্দ প্রকাশ কল্যাণজির চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'আমি পূর্বেকার আনন্দ প্রকাশ নই, আমি কল্যাণজির ওই ভাই হয়ে এসেছি, যেমনটি তিনি সব সময় আমার ব্যাপারে প্রত্যাশা রাখতেন।'

এরপর তিনি কল্যাণের উভয় কাঁধে হাত রেখে বলতে লাগলেন– 'আসামের রাজ কায়কারবারে তো আপনার প্রচণ্ড ঘৃণা ছিলো...!'

কল্যাণজি বললেন– 'হ্যাঁ, সেটা সত্য। আমি জালেম রাজা-মহারাজাদের ঘৃণার চোখে দেখি।'

আনন্দ প্রকাশ বললেন– 'আপনার স্বপ্ন অচিরেই সত্য হয়ে ফিরে আসছে। শাসকদের নির্মমতার ধারাবাহিকতা কদিনের মধ্যে থমকে দাঁড়াবে। এই দেশের সকল রাজা এক-এক করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রাজধানীর দুর্গ বাংলার হাকিমের পায়ের নিচে ঝুঁকে আছে। তাঁর পায়ের ছোট্ট একটি আঘাতে কৃষ্ণকুমারের রাজসিংহাসন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমি গণের দেবতার তীর্থযাত্রী হিসেবে আসিনি। আমার সাথে শিব দেবতার পূজারি নয়, বাংলার হাকিমের চৌকস সিপাহিরা এসেছে। আপনি তাদের কপালের রেখা পড়তে থাকুন, দেখবেন তাতে দৃঢ় প্রত্যয়ের কেমন অমোচনীয় কীর্তি লেখা!

www.pathagar.com

আমরা সবাই নিজ নিজ রক্ত দিয়ে আসামের নতুন ইতিহাস লেখার কাজে ব্যস্ত।'

কল্যাণজি কানে কানে বলতে লাগলেন– 'আপনার সাথিরা কি মুসলমান?'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ বললেন– 'না, আমার সাথিরা মুসলমান নয়। ওরা হিন্দু এবং আসামের নাগরিক। আপনাকে কি আমি বলিনি যে, এই মুহূর্তে গোটা আসাম মুসলিম হাকিমের মুঠোয় রয়েছে। এরা জনসাধারণের মনমুকুরে রঙিন স্বপ্নে বসবাস করছে। আপনি হয়তো রমা রায়, খগুরায় ও রাজা সুভাষ চন্দ্রের নাম শুনে থাকবেন।'

কল্যাণজি বললেন– 'ওইসব রাজাকে আমি ভালো করেই চিনি।'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ মুচকি হেসে বললেন– 'আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, এই সব রাজা এখন বাংলার হাকিমের বাহিনীর সিপাহি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বৌদ্ধ গোত্রের সরদার বিষ্ণু মহারাজকে হাকিম নিজের ভাই বানিয়ে নিয়েছেন। এ ছাড়া ওনার সাথে আছে ধামিনির দুর্গপতি মঙ্গল সিংয়ের মেয়ে সবিতা কুমারীর বাহিনীর বাহাদুর সেনাবৃন্দ।'

কল্যাণজি বললেন– 'মনে হচ্ছে আপনি আমাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন।'

আনন্দ প্রকাশ ভাইয়ের কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'এটা স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।'

কল্যাণজি বললেন– 'আমি হিন্দু জাতিকে আসামের অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলতে চাই। কিন্তু হিন্দু জাতির ধর্মীয় স্বাধীনতা কিছুতেই আমরা মুসলমানদের কাছে বর্গা রাখতে পারি না। মৃত্যুর ভয়ে আত্মহত্যা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি আত্মবলিদানের কথাই বলছি। আজ যদি আমরা মুসলমানদের কাছে আমাদের ধর্ম বর্গা রেখে নিজেদের শাসকদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো বোকামি করি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না।'

আনন্দ প্রকাশ মৃদু হেসে বললেন– 'আমিও আপনার মতো মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক চরমপন্থীর দৃষ্টিতেই দেখতাম। কিন্তু যখনই আমি মুসলমানদের কাছ থেকে দেখলাম, তখন চরমপন্থী মনোভাবের পর্দা মুহূর্তেই আমার চোখ থেকে সরে যায়। ভগবানের দিব্যি! এই মুহূর্তে শিব দেবতা, নাগ দেবতা এবং অন্যান্য দেবতার মন্দিরে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনভাবে পূজা অর্চনা করা হচ্ছে। মুসলমানরা পূজারি, সাধু, ঋষি-

www.pathagar.com

মুণি ও মহাদেবদের অত্যন্ত সম্মান করে থাকেন। কল্যাণজি! এই মুহূর্তে সুসময় আপনার চৌকাঠে কড়া নাড়ছে। আপনি মনের দ্বার খুলে দিন। এই সুবর্ণ সময়টিকে যদি মূল্যায়ন করেন, তাহলে জনম জনম আপনার আত্মা শান্তি পাবে। নইলে আপনার জানা থাকার কথা যে, সময় যখন সম্মুখে এগোবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে, তখন সে কাউকেই পরোয়া করে না। পরিস্থিতির মূল স্রোতে অংশ নিন। আমাদের পেছনে পেছনে এমন বাহিনী এদিকে আসছে– যারা পা বাড়ালে ভূভাগের প্রশস্ততা সংকীর্ণ হয়ে আসে। তাদের হাতের মুঠোয় নিজেকে অনায়াসে সঁপে দেয়। মুসলমানরা রক্তারক্তি পছন্দ করে না। তারা শক্তির পরিবর্তে কৌশল প্রয়োগের পক্ষপাতী। যদি আগন্তুক শাহসওয়ারদের জন্য এই দুর্গের ফটক খুলে দেওয়া হয়, তাহলে নির্দোষ মানুষের এক ফোঁটা রক্তও ঝরানো হবে না।'

এরপর মহাদেব আনন্দ প্রকাশ খুব প্রভাবক আঙ্গিকে নিজের ভাইকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সবকিছু অবহিত করেন। পরে বলেন– 'সম্ভবত আপনার জানা নেই যে, মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার চাচা জয়ধ্বজ সিংয়ের খুনি। সে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে নির্মমভাবে তার ওপর অশেষ অনুগ্রহকারী চাচা, হবু শ্বশুর আসাম মহারাজাকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে। আপনি তো রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে চেনেন। ওই বেচারির ওপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে। কৃষ্ণকুমারের ডাইনি পাষণ্ড মাতা তাকে আমার হাওলা করে দিয়েছিলো। আমাকে বিশাল অঙ্কের ঘুষ দেয়া হয়েছে। সে কোমল সুন্দরী রাজকুমারীকে আমার মাধ্যমে সম্ভ্রমহানি করে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। আমি তার প্রতারণার মোহের জালে আটকে গিয়েছিলাম। আমি রাজকুমারীর সম্ভ্রম কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাজকুমারীর সৌভাগ্য– শিব দেবতা তার সাহায্যে আকাশ থেকে নেমে আসেন এবং রাজকুমারীকে আমার অত্যাচারের পিঞ্জর থেকে বের করে দূরে কোনো এক অজানা জগতে নিয়ে যান। মুসলিম হাকিম রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত কে নিজের মেয়ে বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি চন্দ্রকান্তের মাথায় আসামের রাজসিংহাসনের মুকুট পরাতে চান।'

মহাদেব কল্যাণজি বললেন– 'কিন্তু আপনিই তো বললেন– রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত শিব দেবতা ভগবানের সাথে অজানা কোন জগতে চলে গেছে। এ অবস্থায় বাংলার হাকিম তাকে কোথা হতে খুঁজে বের করে রাজমুকুট পরাবে?'

www.pathagar.com

আনন্দ প্রকাশ মৃদু হেসে জবাব দিলেন– 'হাকিমের জানা আছে– রাজকুমারী কোথায়। শিব দেবতা তাঁকে সবকিছু বলে দিয়েছেন।'

কল্যাণজি মাথা ঝুঁকিয়ে চিন্তার সাগরে ডুবে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর আনন্দ প্রকাশ বললেন– 'কল্যাণ ভাই! আপনি চুপ করে আছেন কেন? কিছু বলছেন না যে! জবাব দিচ্ছেন না কেন? এই কথাগুলো কি আপনার মনে পীড়া দিয়েছে?'

কল্যাণজি খানিক হাসিমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন– 'না... ব্যাপারটি এমন নয়। আপনি অত্যাচারী কৃষ্ণকুমারের পূর্বের চেয়ে আরো বড় একটি জুলুমের কথা শুনিয়ে আমার মনে ঘৃণার আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন, যার শিখা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।'

আনন্দ প্রকাশ আশ্চর্য প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন– 'আরো একটি বড় জুলুম বলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?'

কিছুক্ষণ চিন্তার গভীরে ডুবে গিয়ে কল্যাণজি ব্যথাভরা কণ্ঠে বললেন– 'খুব কম লোকই জানে যে, কৃষ্ণকুমার তার পিতাকে তার দুশ্চরিত্রা মাতা তার পতিদেবকে তার পাষণ্ড মামা রিয়াসিং নিজ ভগ্নিপতির খুনি। আর এখন আপনি বলছেন মহারাজা জয়ধ্বজ সিং আত্মহত্যা করেননি তাকেও কৃষ্ণকুমারই খুন করেছে!'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বললেন– 'আমি সত্যিই বলছি জয়ধ্বজ সিংকে খুন করা হয়েছে। কৃষ্ণকুমারের ওপর আমি অপবাদ লাগাচ্ছি না। যা সত্য তা-ই বলছি।'

কল্যাণজি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন– 'ভগবানের ঘর হয়ে থাকে দয়ার সাগর। কিন্তু বর্তমানে অন্যায়-অবিচারের যে ঘোর অমানিশা চলছে এবং দিন দিন ভয়াবহ মাত্রায় তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, এমন পরিস্থিতিতে এই সুন্দর সংসার তো অশ্রুসাগরে ডুবে মরতে বাধ্য!'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ ভাইয়ের কাঁধে হাত বুলিয়ে বললেন– 'না ভাই! নিরাশার ঘোর অমানিশার কাল ফুরিয়ে এসেছে। শান্তির সূর্য উদয়ের সময় এখন। মৃত্যুর ভয়ংকর ছায়া খুব দ্রুত ওই জালেমদের পিছু নিয়েছে। আলী কুলি খান তাদের ক্ষমতার দর্প চূর্ণ করে চলেছেন। ওই পাষণ্ডদের জীবনের দিন ফুরিয়ে এসেছে।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন– 'এই মুহূর্তে আমি ওইসব লোককে আলোর শামিয়ানার তলে সমবেত করতে চাচ্ছি– যাদের অন্তর ইজ্জতের জীবন কামনা করে...।'

www.pathagar.com

কল্যাণজি বললেন– 'এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রের ওপর ভরসা রাখা যেতে পারে। আশা করি, তিনি বিমুখ করবেন না। তিনি একজন ভালো মনের মানুষ।'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ বললেন– 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁর ললাটরেখা গভীরভাবে পড়েছি। তিনি ভালো মানুষ। আশা করি– তিনি নিরাশ করবেন না।'

আশ্রমের প্রাসাদের পেছনের দরজা খুললেই কল্যাণজির ঘর। দুই ভাই এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে নবপ্রত্যয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আশ্রমের প্রাসাদ থেকে বেরোলেন। অন্ধকার গলির কোণে একজন পূজারি দাঁড়িয়ে আছে।

পূজারি এগিয়ে এসে কল্যাণজির পা ছুঁয়ে অবনত মস্তকে বললো– 'মহাদেবজি! আপনাকে রাজকুমার এবং চম্পারানি ডেকেছেন...!'

কল্যাণজির চেহারায় আশঙ্কার ছাপ।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'কে ডাকতে এসেছে?'

পূজারি জবাব দিলো– 'তুরমক সিং এসেছে।'

মহাদেব কিছুটা পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'এখন সে কোথায়?'

পূজারি বললো– 'আমি তাকে মন্দিরে বসিয়ে রেখেছি।'

মহাদেব কল্যাণজি বললেন– 'আমার ব্যাপারে ওকে কী বলেছো?'

পূজারি হাত জোড় করে বললো– 'আমি তাকে বলেছি– মহাদেবজি তাঁর বড় ভাই আনন্দ প্রকাশের সাথে ঘরে অবস্থান করছেন।'

মহাদেব বললেন– 'তুমি সঠিক বলেছো। এখন তুমি যাও এবং তাকে বলো যে, দ্রুত আমি রানি ও রাজকুমারের কাছে পৌঁছে যাবো।'

'খুব ভালো, মহারাজ!' বলে পূজারি দ্রুত পায়ে গলির অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ মৃদুস্বরে বললেন– 'মনে হচ্ছে চম্পারানী আর রাজকুমার আমার ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা জানতে চাচ্ছে।'

মহাদেব কল্যাণজি বললেন– 'আপনি সে ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। আমি রক্তপিপাসু ডাইনি চম্পারানী এবং তার রাক্ষস ছেলে শাওন কুমারকে খুব ভালো করে বেকুব বানাতে জানি।'

মহাদেব প্রকাশজি কিছু ভেবে বললেন– 'আপনি ভালো মনে করলে আমিও আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।'

www.pathagar.com

মহাদেব তাঁর প্রাসাদের দরজায় এগোতে গিয়ে বললেন– 'প্রয়োজন দেখা দিলে আপনাকে ডেকে নেবো।'

উভয় ভাই দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। মন্দির অভিমুখী পথে নিস্তব্ধ নীরবতা। এই দুই ভাই অতিথিশালায় প্রবেশ করলে সেখানে তীর্থযাত্রী ও পূজারিদের মাঝে শোরগোল সৃষ্টি হয়।

প্রণব এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে বললো– 'মহাদেবের আজ্ঞা হলে আশীর্বাদের দীপ জ্বালানো হবে।'

'তোমরা এখনো ভোজন সারোনি?'

মহাদেব কল্যাণ জিজ্ঞেস করলেন।

জবাবে প্রণব বললো– 'ভোজন প্রস্তুত কিন্তু ক্ষুধা নেই। দায়িত্বের ডাক ক্ষুধা-পিপাসার সব চাহিদা কেড়ে নিয়েছে। আমাদের আজ্ঞা দিন। দীপ প্রস্তুত।'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ প্রণবের কপালে চুমুর পরশ বুলিয়ে বললেন– 'বেটা প্রণব! আমি তোমার চেতনাকে কুর্নিশ করি। তুমি মহান মহাদেব, বেটা! এখন চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। মহাদেব কল্যাণজি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। যেই গোপন পথ আমরা সন্ধান করে ফিরছি, সে ব্যাপারে কল্যাণজি অবগত।'

প্রণব মাথা ঝুঁকিয়ে ভক্তি আর সম্মানের আতিশয্যে কল্যাণের হাতে চুমু খেয়ে বলতে লাগলো– 'আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিলো যে, কল্যাণজির পবিত্র আত্মা আলোর পথ অনুসরণ করেই চলবে। মহাদেবের আশীর্বাদ আমাদের খুবই প্রয়োজন। দেবতাদের অশ্বারোহীরা যখন পতাকা নাচিয়ে এখানে আসবেন, তখন মহাদেবের মাথায় শান্তির মুকুট পরানো হবে।'

কজন যাত্রী নড়াচড়া করতে থাকে।

মহাদেব কল্যাণজি বললেন– 'প্রণব! তুমি কি জানো যে, দেবতাদের সেনারা রাজা রিয়াসিং এবং মহারাজা কৃষ্ণকুমারের সহায়তায় এগিয়ে আসছেন?'

প্রণব অবাক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'আমি তাঁদের কথাই বলছি। আমি আসামের হিন্দু জাতির সোনালি ভবিষ্যতের কথাই বলছি। আমি স্বাধীনতার আলোর কথাই বলছি।'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ বললেন– 'যখন ভগবানের কৃপার বৃষ্টি বর্ষিত হবে, তখন তা উঁচু উঁচু সব স্তরে ছড়িয়ে পড়বে।'

www.pathagar.com

এরপর তিনি কথা কেটে বললেন– 'মনে হয় এখনো পর্যন্ত তীর্থযাত্রীরাও ভোজন করেনি। এসো, সবাই মিলে ভোজন সারি। পরে নৃত্যপূজায় অংশগ্রহণ করা হবে।'

আহারপর্ব সারার পর মহাদেব কল্যাণজি বললেন– 'মহাদেব আনন্দ প্রকাশজি! আপনি আপনার সাথিদের সাথে গণেশ দেবতার মূর্তির কাছে চলে আসুন। ততোক্ষণে আমি রানি ও রাজকুমারের প্রাসাদ থেকে ফিরে আসছি।'

'কেন? কী প্রয়োজন?'

প্রণব বিস্ময় প্রকাশ করে মহাদেব কল্যাণজির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– 'দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তারা আমাকে ডেকেছে।'

'কিন্তু মহাদেব মহারাজ!' প্রণব বলতে লাগলো– 'মহাদেব এবং ঋষি-মুণিদের তলব করার অধিকার কি কারও থাকতে পারে? রাজকুমার আর রানির তো উচিত ছিলো নিজে নিজেই এখানে চলে আসা। এটা তো মহাদেবের মর্যাদা ও শক্তির প্রতি চরম অপমান! এখানে কি সব সময় এই নিয়ম চলে আসছে?'

'কোনো অসুবিধা নেই।' মহাদেব কল্যাণজি বললেন– 'আমি ওখানে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়বো না। ছোট ছোট ব্যাপারে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখকে সহ্য করতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি...।'

এমন সময় একজন পূজারি পেছন থেকে এসে বললো– 'মহাদেবজি! দ্রুত করুন। তুরমক সিং ক্ষোভে ফুঁসছে।'

প্রণব এবার জানতে চাইলে– 'এই তুরমক সিং আবার কে?'

মহাদেব কল্যাণজি দাঁড়িয়ে বললেন– 'তুরমক সিং শাওনের সেনাবাহিনীর সেনাপতি। দ্রুতবাজি এবং চঞ্চলতা তার স্বভাবের বিশেষ অংশ হয়ে আছে। সে তার অভ্যাসের কাছে অসহায়। দ্রুত সে রাগ করে ফেলে। এটাকে আমি মন্দজ্ঞান করি না। কেননা সেনারা রাগান্বিত থাকলে ভালো দেখায়।'

মহাদেব কল্যাণজি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। উঁচু একটি মসনদে বসে আছে রাজকুমার শাওন। সে পঁচিশ বছর বয়সের এক তাগড়া নওজোয়ান। তার দীর্ঘ কালো চুল দুই কাঁধ বেয়ে ঝুলছে। তার মোটা মোটা চোখে যৌবনের তৃষ্ণা। তার পায়ের কাছে বসে আছে এক কুমারী সুন্দরী মেয়ে। সামনের তেপায়ায় পড়ে আছে সোনার পাত্র। চাঁদের জোনাকির মতো উজ্জ্বল

www.pathagar.com

বর্ণের এক অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়ে রাজকুমার শাওনের বাহুতে ঝুলে আছে। রাজকুমার তার সুরভিত চুলে চুমু খেয়ে যাচ্ছে। সুন্দরী ললনার অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে আছে যৌবনের উন্মাতাল নেশা। পায়ের কাছে বসে থাকা মেয়েটি রাজকুমারের উন্মত্ততা দেখে দেখে ভেঙেচুরে একাকার। চরম মাদকতা ছেয়ে আছে তার মাঝে।

রাজকুমার হাত বাড়িয়ে মদের পাত্র নিয়ে বললো– 'আমি নিজ হাতে আমার আত্মার রাজকুমারীকে মধু পান করাবো।'

রাজকুমারের বাহুতে লেপ্টে থাকা মাতাল যুবতী রাজকুমারের বুকে মাথা রেখে বলতে লাগলো– 'আমি রাজকুমারের আত্মায় মিটে যেতে চাই। আমাকে তোমার মিলন সাগরে ডুবে যেতে দাও। রাজকুমারজি! আমি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবো। ভগবানের দোহাই লাগে– আমাকে তোমার মনের গভীরে ঠাঁই দিয়ে মনের উত্তাল সাগরের ঢেউ থামাও!'

রাজকুমার তার ফুলের মতো কোমল ওষ্ঠাধারে মদের পরশ বুলিয়ে বলতে লাগলো– 'আজকের রাত মধুমতির রাত। রাতভর আমরা জেগে থাকবো। রাতভর আমরা একে অন্যের মাঝে হারিয়ে যাবো।'

'তোমাকে আমার দিব্যি– দেরি কোরো না, রাজকুমারজি! আমার মধুমতি যৌবনের জ্বলতে থাকা আশাকে তোমার প্রেম কল্পনার পানি দ্বারা শীতল করে দাও...।'

এমন সময় এক প্রহরী ভেতরে এসে অবনত মস্তকে কুর্নিশ করে বললো– 'রাজকুমারজি! মহাদেব কল্যাণ এসেছেন।'

রাজকুমার মধুভরা চোখে প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'সে কেন এসেছে?'

প্রহরী বললো– 'তার সাথে সেনাপতি তুরকম সিংও আছে। সে বলেছে– রাজকুমার ও রানি নাকি তলব করেছেন।'

রাজকুমার শাওন কিছুটা ভেবে বললো– 'ঠিক আছে, আমি তাকে ডেকেছিলাম কিন্তু এটা তো অনেক পুরনো কথা মনে হচ্ছে। সে আসতে এতো দেরি করলো কেন? মহাদেবজি কি জানেন না যে, আমি অত্যন্ত কঠোর!'

প্রহরী চুপ।

www.pathagar.com

এক মুহূর্ত নীরব থেকে রাজকুমার পুনরায় বললো– 'মাতাজিকে অবহিত করা হোক। যতোক্ষণ পর্যন্ত মাতাজি না আসবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত মহাদেবকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দাও...।'

কিছুক্ষণ পর মাতারানি চম্পাকে রাজকুমারের কক্ষের পেছনের দরজা দিয়ে আসতে দেখা যায়। সে ভয়ংকর আকৃতির পোশাক পরে আছে। তার চোখ রক্তবর্ণ। সে বাঁদীদের কাঁধে ভর করে আসছে।

রাজকুমার কুর্নিশ করে বললো– 'মাতাজি! সৌম্য করুন। আমি দাঁড়িয়ে স্বাগত জানানোর পরিস্থিতিতে নেই...।'

রানি তার মাথায় চুমু খেয়ে বললো– 'কোনো অসুবিধা নেই, বেটা! রাজকুমারদের যৌবন এমনই উন্মাতাল হয়ে থাকে। আমি খুব খুশি। মনভরে জীবনের এই রঙিন দিন এবং মধুভরা রাতের মজা উপভোগ করতে থাকো। তুমি নিজেই বীরপুরুষ এবং একজন বীরপুরুষের সন্তান। বীরপুরুষদের সুন্দরী মেয়েদের মাঝে হারিয়ে যাওয়া জরুরি। মনের আগুন নেভানো থাকলে জীবনটাকে অনেক হালকা-পাতলা মনে হয়...।'

রাজকুমার তার সামনে পড়ে থাকা অর্ধ উলঙ্গ সুন্দরীর মসৃণ হাতটি ধরে বলতে লাগলো– 'আজকের রাতের জন্য আমি কোয়েলকে বেছে নিয়েছি। আমার মনোনয়নকে কি আপনি বাহবা দেবেন না? দেখুন, সে কতো সুন্দর। কলির মতো কোমল। পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল!'

মাতারানি অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'বেকুব! এটা তোমার বাহাদুরি নয়! কোয়েলকে আমিই বাছাই করেছি। তাকে আমি আজকের রাতের জন্য মনোনীত করেছি। আমাকে ধন্যবাদ দাও এবং আমার মনোনয়নকে সাধুবাদ জানাও...!'

'ধন্যবাদ, মাতাজি!' এরপর সে মসনদ থেকে নেমে বললো– 'এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি নিজ হাতে মাতাজিকে এক পাত্র মধু পান করাতে চাই।'

পর্দা চড়চড় করে ওঠে। একজন প্রহরী কক্ষে প্রবেশ করে হাত জোড় করে বলে– 'প্রধানমন্ত্রী, মহাদেব কল্যাণজি এবং সেনাপতি তুরমক সিং অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।'

রাজকুমার তরবারির মুঠোয় হাত রেখে বললো– 'কে তুমি?' আর... কেন বারবার কড়া নাড়ছো...!'

প্রহরী থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করলো।

www.pathagar.com

মাতারানি রাজকুমারের হাত ধরে বললো– 'তাকে কিছু বোলো না!'

রাজকুমার তরবারি রেখে বললো– 'দূর হয়ে যাও! যতোক্ষণ আমি অনুমতি না দেবো ততোক্ষণ ভেতরে আসবে না!'

প্রহরী হাত জোড় করে বাইরে বেরিয়ে গেলে মাতারানি বললো– 'তিনজনকে ভেতরে আসার অনুমতি দেয়া হোক।'

কিছুক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র, মহাদেব কল্যাণজি এবং সেনাপতি তুরমক সিং একসাথে রাজকুমারের কক্ষে প্রবেশ করলো। রাজকুমার তার মসনদে গিয়ে বসে পড়লো।

কোয়েল আরেকবার তার গলা জড়িয়ে ধরে মাতাল সুরে বলতে লাগলো– 'তুমি কোথায় রাজকুমার! দূরে সরে যাচ্ছো কেন! আমার মধুমতি যৌবনে সাগরের তরঙ্গ বইছে। আমাকে তোমার মাঝে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো...!'

রাজকুমার তার ওষ্ঠাধারে তার উষ্ণ ঠোঁট রেখে বললো– 'আমি তোমার কাছেই আছি, কোয়েল। তুমি তোমার মনের প্রেম কল্পনার সাগরের জোয়ার-ভাটা ভালো করে তরঙ্গায়িত হতে দাও।'

প্রধানমন্ত্রী ও মহাদেব মাথা ঝুঁকিয়ে আছেন। তাঁদের কপালে চিকচিক করছে ঘামের ফোঁটা। তুরমক সিংয়ের চোখ বিছানায় পড়ে থাকা মেয়ের অর্ধনগ্ন শরীরে স্থির হয়ে আছে।

মাতারানি মদের পাত্র হতে ঠোঁট সরিয়ে বললো– 'আমাকে সেনাপতি তুরমক সিং বলেছে– কিছু সন্দেহভাজন প্রকৃতির লোকের একটি বহর মন্দিরে ঘোরাফেরা করছে। ওই লোকেরা কারা এবং কার অনুমতিতে দুর্গে প্রবেশ করেছে? আমি যেখান নিষেধ করে রেখেছি, সেখানে তোমরা তা অমান্য করার ধৃষ্টতা কী জন্য দেখালে?'

প্রধানমন্ত্রী হাত জোড় করে বললো– 'সৌম্য করুন, রানি! আমি একটুও নির্দেশ অমান্য করিনি...!'

'তাহলে কী করেছো? আগন্তুক দল কী করে দুর্গে প্রবেশের সাহস পেলো?'

'রাজকুমারজি! ওনি ওনি মহাদেব কল্যাণজির বড় ভাই আনন্দ প্রকাশ। মহাদেব আনন্দ প্রকাশ হচ্ছেন মহান দেবতা শিব দেবতার মন্দিরের পূজারি। তাঁর সাথে মন্দিরের আরো কজন পূজারি ও ঋষি এসেছেন।

www.pathagar.com

মহাদেব কল্যাণজি এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।'

মহাদেব বললেন– 'রাজকুমারজি! মাতারানিজি! আমি গণেশ দেবতা ভগবানের মহাদেব। আমি আসামের হিন্দু জাতি এবং রাজা-প্রজা সবার হিতাকাঙ্ক্ষী। মহাদেব আনন্দ প্রকাশ আমার বড় ভাই। কেউ হয়তো ভুল তথ্য দিয়ে রাজকুমার ও মাতারানিকে উদ্বেগে ফেলেছে।'

রাজকুমার তুরমক সিংয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'তুরমক সিং! তোমার তথ্য ভুল ছিলো কেন?'

তুরমক সিং বললো– 'এটা ঠিক যে আগন্তুক হচ্ছে কল্যাণজির বড় ভাই এবং শিব দেবতার মন্দিরের মহাদেব। কিন্তু তিনি সন্দেহভাজন। মহাদেব বলে কি তিনি সন্দেহভাজন হতে পারেন না?...' তুরমক সিং মহাদেব কল্যাণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

তিনি অসন্তুষ্টচিত্তে বললেন– 'তুরমক সিং! তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। মহাদেবকে তুমি অপমান করছো। তুমি শিব দেবতা ভগবানের শক্তিকে উপহাস করছো। তোমার জানা থাকা দরকার– শিব দেবতা হচ্ছেন ক্রোধের দেবতা। তাঁর শক্তি এই পাহাড়-পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারে। তুমি নিজের অজ্ঞতা দ্বারা রাজাজির রাজসিংহাসনকে সংকটের মুখে নিক্ষেপ করছো!'

'আমি বিস্তারিত জানার জন্য জিজ্ঞেস করেছি। তিনি তোমার বড় ভাই। তিনি শিব দেবতা ভগবানের মন্দিরের মহাদেব। আমি তাঁর চরণসেবায় আসবো।'

রাজকুমার কথার মোড় ফিরিয়ে বললো– 'তিনি যদি নিজেই এখানে চলে আসতেন, তাহলে খুব ভালো হতো। আমরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে সাদরে বরণ করে নিতাম...।'

কল্যাণজি অবনত মস্তকে বললেন– 'আমাকে ফিরে যাবার আজ্ঞা দিন। আজ রাত নৃত্যপূজার রাত। লোকজন আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

রাজকুমার কোয়েলকে একদিকে সরিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'নৃত্যপূজা কে করবে?'

মহাদেব বললেন– 'সেনাপতি মধুকরের মেয়ে কাজল নৃত্যপূজা করবে।'

www.pathagar.com

রাজকুমার দাঁড়িয়ে বললো– 'কাজল এখানে কোথা থেকে আসবে? সে তো তার নানার বাড়ি চলে গেছে... ।'

মহাদেব বললেন– 'গতকাল সন্ধ্যায় সে এসেছে।'

রাজকুমার গর্জন দিয়ে বললো– 'শুনছো মাতাজি! কাজল কাল রাতে এসেছে, আর এখনো পর্যন্ত সে আমার চরণসেবার জন্য এলো না...!'

'তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমি তার কাছে এবং তার মায়ের কাছে কঠিন ভাষায় এর কৈফিয়ত চাইবো। রাজার অনুপস্থিতিতে আমি রাজ্যের নিয়ম ভঙ্গের অধিকার কাউকে দিতে পারি না!'

রাজকুমার বললো– 'তুমি যেতে পারো, মহাদেবজি! কিন্তু নৃত্যপূজা শুরু করতে তাড়া করো না। আমি আসছি। আমি নৃত্যরত কাজলকে দেখবো। কীভাবে তার নিটোল পায়ের রিনিঝিনি ঝংকারে গোটা জগৎ কাঁপিয়ে তোলে... ।'

কোয়েল রাজকুমারের চরণে ঝুঁকে বললো– 'আমার মধুমতি যৌবনের আগুন না নিভিয়ে যেয়ো না... রাজকুমার! এখানে আমি পানিহারা মাছের মতো কাতরাতে কাতরাতে মরে যাবো...!'

রাজকুমার তাকে একদিকে সরিয়ে বললো– 'তোমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। আজকের রাত কাজলের রাত। আমি তাকে আমার বাহুডোরে আজ আবদ্ধ করে উঠিয়ে আনবো... ।'

মাতারানি এক ভয়ংকর ডাইনির মতো অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'শাওন কুমার একদম তার পিতাজি মহারাজের মতো সৌন্দর্যপূজারি... ।'

তুরমক সিং হাত জোড় করে বললো– 'সব ক্ষেত্রে পিতার অনুসরণ করা ভালো লক্ষণ, মাতারানি... ।'

মহাদেব কল্যাণজি নিজের ভুল অনুভব করে চলেছেন। তিনি আফসোস করতে করতে হাত মালিশ করতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র নিভু নিভু দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছেন মহাদেবের প্রায়শ্চিত্তের ছটফটানি... ।

রাজকুমার বললো– 'মহাদেবজি! তুমি যেতে পারো। তোমার পেছনে পেছনে আমি আসছি। মাতাজি! তুমিও কি নৃত্যপূজায় অংশ নিতে চাও?'

'কেন নয়!' মাতারানি বললো– 'সেই সুবাদে মহাদেবজির ভাইয়ের দর্শনও হয়ে যাবে!'

www.pathagar.com

কোয়েল হাত জোড় করে বললো– 'আমাকে আকাশে উত্তোলন করে এমন নির্দয়ভাবে ভূমণ্ডলে ছুড়ে মারলে! রাজকুমার! আমি তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছি!'

রাজকুমার অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'ভূমণ্ডলের পোকামাকড় ভূমণ্ডলের জীবজন্তুরা খাবে– এটাই তো স্বাভাবিক। তোমার জন্য তুরমক সিং খুব উপযুক্ত এবং যথেষ্ট।'

তুরমক সিং সামনে অগ্রসর হয়ে কোয়েলকে এক ঝটকায় কাঁধে তুলে নিলো। মাতারানি ও রাজকুমার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। প্রধানমন্ত্রী ও মহাদেব মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মাতারানি বললো– 'তুরমক! তোমার বাহুতে দেখি প্রচুর শক্তি! খুব সহজেই তুমি কোয়েলকে কাঁধে তুলে নিলে...!'

তুরমক সিংয়ের চোখ আনন্দে উছলে ওঠে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসে কামনার আগুন।

সে ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বলতে লাগলো– 'এ তো কচি কলির মতো হালকা পাতলা। তাকে আমি চোখের পালক দিয়ে তুলে ধরতে পারবো!'

'তুমি তো দেখছি কবির মতো কথা বলছো!'

মাতারানি সামনে অগ্রসর হয়ে তার চোখ টিপে বললো– 'তার মধুমাখা রূপ-যৌবনের অঙ্গে অঙ্গে আগুন। ভালো করে তাকে ঠান্ডা করা চাই...।'

তুরমক সিং বললো– 'আমি রাজকুমার আর রানিজির দেয়া এই ফুলের যথাযথ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবো।'

'না!' রাজকুমার বললো– 'মূল্যায়নের ব্যাপার নয়। বরং কচি ফুলটিকে তুমি তোমার মনের মতো করে নিংড়ে নেবে, যাতে জীবনের জন্য তার মনের আশা পূরণ হয়ে যায়।'

মাতারানি একটি শয়তানি অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'কাল ভোরেই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমি তার কাছ থেকে তার রাতের প্রতিটি মুহূর্তের আখ্যান পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনবো।'

মহাদেব ও প্রধানমন্ত্রী হাত জোড় করে রাজকুমারের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। উভয়ে চুপচাপ ভারী ভারী পা উঠিয়ে চলে যাচ্ছেন। যখন তাঁরা রাজপ্রাসাদের সীমানার বাইরের একটি উন্মুক্ত স্থানে চলে এলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী মৃদুস্বরে বললেন– 'মহাদেবজি! আপনি তো বেশ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোক। এ আপনি কী করলেন? কাজলের মতো নিষ্পাপ পবিত্র মেয়েকে

www.pathagar.com

আপনি নিজ হাতে আগুনে ভয়াল চিতায় ফেলে দিতে পারলেন...? এই রাক্ষস তো তাকে ছাড়বে না!'

মহাদেব কল্যাণজি হাত কচলে বললেন– 'আমি অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হচ্ছি। মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে আমার। আমার জানাই ছিলো না যে, কাজল ওই ক্ষুধার্ত বাঘের ভয়ে তার নানার বাড়ি চলে গিয়েছিলো... ।'

'এখন কী হবে...?'

প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলে মহাদেব আকাশের বুকে চমকে থাকা চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমি কাজলকে বরবাদ হতে দেবো না। যে করেই হোক তাকে আমি রক্ষা করবোই। এ লক্ষ্যে আমি আমার জানবাজি রাখবো। রাজকুমার শাওনের জীবনঘণ্টা ফুরিয়ে এসেছে। কাজল ভগবানের নর্তকী হয়ে মন্দিরে আসছে। ভগবান তাকে রক্ষা করবেই...!'

প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'কল্যাণজি!'

কল্যাণজি তাঁর দিকে তাকালে প্রধানমন্ত্রী এদিক-ওদিক তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন– 'আমাদের মধ্যে কেউই এই রাক্ষসের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হই।'

সামনের দিক হতে কজন সেনা আসছে। মহাদেব বললেন– 'সম্ভবত আপনি বিগত দিনগুলোর কথা বলে আমাকে ভীত করতে চাচ্ছেন... ।'

'কী মানে?'

প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলে মহাদেব বললেন– 'এই সেনাদের যেতে দিন।'

সামনে থেকে আসা সেনারা কুর্নিশ করে চলে গেলে মহাদেব বলতে আরম্ভ করলেন– 'বিগত দিনগুলো ছিলো বড়ই ভয়ংকর, কিন্তু আগামীর দিনগুলো আসছে আশা-জাগানিয়। আকাশের পূর্ণিমার আলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন! এর আলো কি কিছুটা অধিক বিচ্ছুরিত দেখা যাচ্ছে না!'

এরপর তিনি খানিক থেমে বললেন– 'অচিরেই আমরা শুভ সমাচার শুনতে পাবো... ।'

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র বললেন– 'আমার বুঝে আসছে না মহাদেবজি! আপনি কোন ধরনের কথাবার্তা বলছেন! এমন কথাবার্তা আপনার পদ-পদবির সাথে যায় না। আমার মনে হচ্ছে– মানসিকভাবে আপনি খুব ভেঙে পড়েছেন।'

www.pathagar.com

মহাদেব কল্যাণজি প্রধানমন্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'সত্যি করে বলুন তো, আমি আপনাকে আমার এবং গণেশ দেবতার দিব্যি দিয়ে বলছি– আপনার কাছে রাজা, রাজকুমার এবং মাতারানিকে কেমন লাগে?'

প্রধানমন্ত্রী আশ্চর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনি এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন? আপনার হুঁশ ঠিক আছে তো?'

কল্যাণজি বললেন– 'আমার দিব্যি! সত্যি করে বলুন আপনাকে যদি কেউ তাদের তিরোধানের সংবাদ শোনায়, তাহলে আপনি কী করবেন?'

প্রধানমন্ত্রী অকপটে বললেন– 'আমি ওই রাহু-রাক্ষসদের মৃত্যুর সংবাদদাতার মুখে চুমু খাবো, চাই সে অচ্ছুতই হোক না কেন!'

'তাহলে আমার মুখে চুমু খেতে পারেন। আপনাকে আমি রাজা থেকে নিয়ে মহারাজা পর্যন্ত সব জালেমের মৃত্যুর হাতে পরাজিত হওয়ার সুসংবাদ শোনাচ্ছি। মহাদেব আনন্দ প্রকাশ এবং তাঁর সাথিরা সেই ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস হয়ে এখানে এসেছেন।'

প্রধানমন্ত্রী তাঁর মাথার ঘাম মুছে বললেন– 'মহাদেব! আপনার মানসিক ভারসাম্য উধাও হয়ে গেছে। একটি ভুল আপনার অন্তরাত্মা ভেঙে চৌচির করে তুলেছে। হারানো অনুভূতিশক্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করুন। মহাদেব! আমরা সবাই আপনার মুখাপেক্ষী। কাজলের সম্ভ্রমহানির ঘটনা নতুন কিছু নয়। মহাদেব! এই দুর্গের অভ্যন্তরে জানি না কতোজন মেয়ের আত্মা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। একজন কাজলের জন্য এতোটা ভেঙে পড়া ঠিক হচ্ছে না। আশা করি– সেনাপতি মধুকর তার মেয়ের সম্ভ্রমহানির যথাযথ প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। আমাদের উচিত নিজ নিজ অবস্থানে অবিচল থাকা। অন্যায়-অনাচারের প্রহেলিকা তো বহু পূর্ব হতেই দিগ্‌বিদিক ছড়িয়ে পড়েছে।'

মহাদেব তার হাত ধরে গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন– 'আমি পাগল হইনি। নবচেতনায় বলীয়ান হওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। আমার সামনে প্রত্যাশার আলো উঁকি দিচ্ছে।'

এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সবকিছু খুলে বললেন।

প্রধানমন্ত্রী সব কথা শোনার পর বললেন– 'মহাদেবজি! আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমি যেন মুসলমানদের জন্য দুর্গের ফটক খুলে দিই। আচ্ছা, এতে করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাকে কী বলবে? আমাকে কেউ হিন্দু জাতির বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যায়িত করুক– এটা আমি কিছুতেই মেনে

www.pathagar.com

নেবো না। মুসলমান এবং হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন আছে, ভবিষ্যতেও ভিন্ন ভিন্নই থাকবে।'

মহাদেব বললেন– 'প্রধানমন্ত্রীজি! সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে চলুন। ধর্মীয় আবেগ দিয়ে সব কাজ চলে না। মুসলমান হাকিম আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়ে যাচ্ছেন। তারা রাতের নিস্তব্ধতায় সম্ভ্রম খোয়ানো মেয়েদের ইজ্জত রক্ষার জন্য মানবতার শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওরা কাজলের জন্য লড়ছে। ওরা জয়ধ্বজ সিংয়ের মেয়ে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের জন্য লড়ছে। আপনি তো জানেন যে, মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার পিতা বাদল সিংয়ের খুনি। আজ আরো একটি তথ্য জেনে নিন– মহারাজা জয়ধ্বজ সিং আত্মহত্যা করেননি; বরং কৃষ্ণকুমারই তাঁকে প্রতারণার মাধ্যমে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে...।'

প্রধানমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন– 'ও ভগবান! বাদল সিং! আমি তো বাদল সিংয়ের আসামি...!'

প্রধানমন্ত্রী মহাদেবের ডান হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন– 'আমি আপনার সঙ্গে আছি। আমি পরিবর্তিত মৌসুমের পক্ষে থাকবো। আলোর যাত্রাপথে আমি আপনার পায়ের নিশানা অনুসরণ করে করে চলবো। আমি বাদল সিংয়ের ওপর পতিত অন্যায় নিপীড়নের আখ্যান রাজসাক্ষী হয়ে ভগবানের আদালতে তুলে ধরবো।'

মহাদেব বললেন– 'আপনার কাছ থেকে এমনটাই আমার আশা ছিলো। আনন্দ প্রকাশের দেয়া তথ্যমতে– রাতের মধ্যভাগে মুসলিম সেনারা এখানে এসে পৌঁছাবে। ওই সময় পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে আমাদের পরিস্থিতি সামলে রাখতে হবে।'

'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।' প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'আমি আমার বিশ্বস্ত সাথিদের এখনই অবহিত করছি।'

মন্দিরের দিক হতে মশালধারী একটি বহর স্লোগান দিতে দিতে এদিকে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন– 'এরা কারা?'

মহাদেব বললেন– 'এরা সবাই মুসলিম বাহিনীর সৈনিক। সাধুবেশে এরা দুর্গের দুর্বল অংশগুলো দেখে নেয়ার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন– 'এরা সবাই কি মুসলমান?'

www.pathagar.com

'না, এরা হিন্দু।' কল্যাণজি বললেন।

মশালধারীদের বহর নিকটে পৌঁছালে মহাদেব কল্যাণজি এবং প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র অন্ধকার থেকে বেরিয়ে সামনে আসেন। মহাদেব কল্যাণজি প্রণবকে কাছে ডেকে বললেন– 'বেটা প্রণব! ইনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র।'

প্রণব হাত জোড় করে অবনত মস্তকে বললো– 'আজ সন্ধ্যায় দুর্গের ফটকে প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছিলাম। তিনি বড় জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মহারাজ...।'

'ঠিক বলেছো তুমি...। প্রধানমন্ত্রী আশার প্রদীপ।'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশের সকল সাথি হাতের মুঠোয় জ্বলতে থাকা মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন তুমুল হইচই করছে, ভজন গাইছে তাদের ঘিরে।

মহাদেব মৃদুস্বরে প্রণবের কানে কিছু কথা বললেন। প্রণব কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পরে দৃঢ়চিত্তে বললো– 'উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, মহাদেবজি! কিছুক্ষণ পরই আমরা মন্দিরের দিকে আসছি। নাচ শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা মন্দির থেকে রাজপ্রাসাদের দিকে যাওয়ার পথে চৌকসচিত্তে অবস্থান করবো।'

'ঠিক আছে...।' প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'তোমাদের জন্য হাতিয়ারের বন্দোবস্ত করা হবে।'

মন্দিরের দিক হতে ভেসে আসছে কাঁসরঘণ্টা আর ঢোল-তবলার শব্দ। মন্দিরের ভেতরে-বাইরে জ্বলছে অসংখ্য মশাল ফানুস। কুমারী মেয়েরা রঙ-বেরঙের আঁচল বাতাসে উড়িয়ে আনন্দ-ফুর্তি করছে। পর্বতের চূড়ায় চিকচিক করছে পূর্ণিমার চাঁদ। গোটা জগৎ আলোকিত জোনাকির আলোয়।

লোকজন ভজন গাইতে গাইতে মন্দিরের দিকে এগোচ্ছে। মহাদেব ও প্রধানমন্ত্রী অন্ধকার পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত।

প্রধানমন্ত্রী মন্দিরের পেছনের অংশে পৌঁছে বললেন– 'মহাদেবজি! জোশ আর হুঁশ দুটো বিপরীতমুখী বিষয়। আমার মতে এই মুহূর্তে তোমার হুঁশ ঠিক রাখা আবশ্যক। জোশের মাধ্যমে যেকোনো কাজের ফলাফল বিগড়ে যেতে পারে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।' মহাদেব বললেন– 'এখনো শক্তি সম্পর্কে আমাদের কাছে পুরোপুরি ধারণা আসেনি।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'জানি না ভগবান আমাদের ভাগ্যে কী লিখে রেখেছেন। আশা-প্রত্যাশার দীপ জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। এই দুর্গের দুর্ভেদ্য

www.pathagar.com

মূক বধির প্রাচীর জানে এতোকাল ধরে কতো কোমল কুমারীর আর্তচিৎকার আকাশ-পাতাল কাঁপিয়েছে। আজ কি কাজলের আর্তচিৎকারও সইতে হবে!'

মহাদেব উৎকণ্ঠার স্বরে বললেন– 'এই দুঃখ ন্যূনতম আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। আমার ওপর পর্বতের ভার উত্তোলন এর চেয়ে ঢের সহজ। আমি কাজলের আসামি। কাজলকে নরপিশাচদের রক্তনখর হতে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। কিন্তু এর কোনো উপায় তো দেখছি না...!'

প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– 'মহাদেবজি! বিচক্ষণতা দ্বারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আবেগ সংবরণের সময় এখন। কখনো কখনো তরবারি কোষবদ্ধ করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হয়ে থাকে।'

উভয়ে মন্দিরে পৌঁছে যান। মহাদেব আনন্দ প্রকাশ হাত জোড় করে বসে আছেন গণেশ দেবতার মূর্তির সামনে। বিশাল প্রশস্ত কক্ষে তীর্থযাত্রী, পূজারি ও দেবদাসীদের ভিড়। গণেশ দেবতা ভগবানের চরণে ফুলের স্তূপ। রঙ-বেরঙের আঁচল উড়ছে। বিভিন্ন রাগসংগীত পরিবেশন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মহাদেব আনন্দ প্রকাশের পা ছুঁয়ে বললেন– 'আমি মহাদেব ভগবানের দর্শনে এসেছি।'

'ধন্যবাদ, মহারাজ!'

'ধন্যবাদ আপনাকে দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি।'

মহাদেব কল্যাণজি খুবই উদ্বেগের সুরে একজন দাসীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'কাজল কোথায়?'

'কাজল তার সখীদের সাথে মন্দিরের পেছনের কক্ষে অবস্থান করছে।'

'সে কি নৃত্যের জন্য প্রস্তুত?'

'জি, মহাদেবজি! মহারাজ, সে তো সেই কবেই প্রস্তুত। আপনার অনুমতির অপেক্ষায়...।'

মহাদেব কল্যাণ বললেন– 'কলাকুশলী ও গীতিকারদের এখানে পাঠিয়ে দাও। নৃত্যপূজার সময় হয়ে গেছে।'

রাতের তখন প্রথম প্রহর চলছে। দাসী চলে গেছে। মহাদেব আনন্দ প্রকাশ তাঁর ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'কল্যাণজি! আপনাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে...! কারণ কী? রাজকুমার বা চম্পারানীর সাথে কোনো কথা-কাটাকাটি হয়নি তো?'

www.pathagar.com

'না, মহাদেবজি!' কল্যাণজি বললেন– 'তেমন কোনো ব্যাপার নয়। আমি যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত।'

একজন সৈনিক কক্ষে প্রবেশ করলো। সে কল্যাণজির সামনে হাত জোড় করে বললো– 'রাজকুমারী চম্পারানী এবং রাজকুমারের সওয়ারি আসছে।'

কল্যাণজি বললেন– 'ঠিক আছে। আমি তাদের অপেক্ষায় আছি।'

ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে নৃত্যপূজা। কাজল খুব সুন্দর শৈলীতে নেচে যাচ্ছে। রাজকুমার ও মাতারানি গণেশ দেবতার মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছেছে। কাজল নৃত্যের নতুন নতুন কলা জনসমক্ষে তুলে ধরছে। মনোমুগ্ধকর তালে সে নেচে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় সে তার বাহু দুলিয়ে হাতে থাকা প্রদীপ এক চক্কর ঘুরিয়ে গণেশ দেবতার মূর্তির চরণের সামনে রেখে দেয়। নিজেও মূর্তির চরণে ভক্তিভরে বসে যায়। পিতলের দীপ গণেশ দেবতার চরণতলে জ্বলছে। কাজল হাঁপিয়ে উঠছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে মধুর বাদ্য ঝংকারও সমানতালে বাজতে থাকে। নৃত্য শেষ হতেই রাজকুমার শাওন দাঁড়িয়ে দ্রুত গণেশ দেবতার চরণে পড়ে থাকা কাজলের কাছে চলে আসে। এসেই তার কাঁধ ধরে দাঁড় করিয়ে বলে– 'কাজল! তুমি আমার মনের আঙিনায় নৃত্যের তরঙ্গ ছড়িয়েছো... ।'

কাজল নিজের বাহু তার বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে দুই পা পেছনে সরে বলতে লাগলো– 'রাজকুমার! তুমি?'

'নমস্কার!' সে হাত জোড় করে বললো।

'আমি বেয়াদবি এবং ধৃষ্টতা একেবারে পছন্দ করি না!'

কাজল বললো– 'রাজকুমার! তোমার মাথা ঠিক আছে তো? তুমি মদ খেয়েছো। আমি কাজল। আমার পিতাজি হচ্ছেন সেনাপতি... ।'

রাজকুমার এক ঝটকায় জোর করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো– 'তুমি আমার ভালোবাসা... ।'

মহাদেব কল্যাণজি সামনে এগিয়ে এসে বললেন– 'এ হচ্ছে ভগবানের নর্তকী... ।'

রাজকুমার ক্রোধভরা কণ্ঠে বললো– 'আমি কিছু শুনতে চাই না। নিজের উপদেশ নিজের কাছে রাখো।'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ সামনে এগিয়ে বললেন– 'রাজকুমারজি! এটা মন্দির। এটা ভগবানের ঘর। এর পবিত্রতা বিনষ্ট কোরো না।'

www.pathagar.com

রাজকুমারের রক্তচক্ষু তার দিকে পড়লে সে জিজ্ঞেস করলো– 'কে তুমি? নিজের জীবনকে কেন শঙ্কার মুখে ফেলছো?'

মহাদেব বললেন– 'আমি শিব দেবতা ভগবানের মন্দিরের মহাদেব।'

'আচ্ছা!' রাজকুমার বললো– 'তুমি কল্যাণজির বড় ভাই, তাই না? নমস্কার!'

সে মহাদেবের সামনে হাত জোড় করে বললো– 'তোমার আগমনে আমরা দেবতার শক্তির আশ্রয় পেয়েছি।'

'সেই উদ্দেশ্যেই আমি পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি।' মহাদেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন।

রাজকুমার সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'কাজল দেবীকে বাইরে নিয়ে চলো আমি আসছি।'

কাজলের মা এসে চম্পারানীর পায়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো– 'রানি! এটা অন্যায়। আমার মেয়ে ভগবানের নর্তকী। তার গায়ে হাত দেয়া পাপ। দেবতার অভিশাপে সব ধ্বংস হয়ে যাবে...'

রানি দাঁড়িয়ে বললো– 'তুমি বড় ভাগ্যবান। তোমার মেয়েকে রাজকুমার এক রাতের জন্য পছন্দ করেছে। তোমার তো খুশি হওয়া উচিত।'

মন্দিরের পবিত্রতা ছারখার হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে নীরব নিস্তব্ধতা। গুনগুনিয়ে গাইতে থাকা হাস্যোজ্জ্বল দেবদাসীদের চেহারা মলিন। অন্যান্য পূজারি ও সাধারণ মানুষের মুখ বিবর্ণ। সকলের মাঝে গভীর উৎকণ্ঠা। কাজলের চেহারায় নেমে এসেছে রাতের ঘোর অমানিশা।

সে ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে মহাদেবের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মহাদেবজি! এ কেমন অন্ধকার!'

মহাদেব কল্যাণজি মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন– 'মা কাজল! ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। এ হচ্ছে রাজকুমার।'

কাজল বললো– 'সেটা তো আমিও জানি। কিন্তু এটা তো মন্দির। এটা ভগবানের পবিত্র ঘর। ভগবানের ঘরে একজন নর্তকীর সাথে এ জাতীয় বেহায়াপূর্ণ আচরণ মারাত্মক অন্যায়। ভগবানের ঘরে গণেশ দেবতার সামনে এমন হিংস্র আচরণ করার অধিকার কারও নেই!'

'কাজল!' রাজকুমার গর্জে উঠে বললো– 'তুমি আমার প্রেমকে অন্যায় হিংস্রতা বলে আখ্যা দিচ্ছো? তোমার কি জানা আছে– এ ধরনের অনর্থক কথাবার্তা শুনতে আমি অভ্যস্ত নই!'

www.pathagar.com

কাজল তার অশ্রুসিক্ত ভীত চোখে রাজকুমারের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'রাজকুমার, আমার জানা আছে– তুমি রাজকুমার শাওন। কিন্তু সম্ভবত তোমার জানা নেই যে, আমি কে?'

'কে তুমি?' রাজকুমার বিস্বাদকণ্ঠে গর্জে উঠলো।

জবাবে কাজল বললো– 'আমি সেনাপতি মধুকরের মেয়ে।'

চম্পারানী দাঁড়িয়ে নিকটে এসে গেছে। সে কাজলের থুতনির নিচে আঙুল রেখে তার দিকে তাকিয়ে এক খুনি ডাইনির মতো চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো– 'তুমি রাজকুমারকে ধমকাচ্ছো? রাজকুমারের সামনে তোমার পিতার কী মূল্য...!'

এরপর সে তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'এই অপদার্থের চুল ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাও এবং জেলখানার অন্ধকারে নিক্ষেপ করো!'

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ সামনে এগিয়ে এসে চম্পারানীর সামনে হাত জোড় করে বললেন– 'সৌম্য করুন, রানি! কাজল এখনো অল্পবয়সী বালিকা। হয়তো সে রাজকুমারের সামনে কীভাবে কথা বলতে হয়– তা জানে না। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি তাকে বোঝাতে পারি।'

চম্পারানী বললো– 'না, মহাদেব! বোঝানোর আর প্রয়োজন নেই। আমি আমার রাজকুমারের সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীকে ক্ষমা করতে পারি না। জেলখানার শিক্ষা তার মন-মস্তিষ্ক ঠিক করতে যথেষ্ট।'

এমন সময় প্রণব তার সাথিদের নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো। রাজকুমার অবাক দৃষ্টিতে তাকে দেখে নিলো। এরপর কল্যাণজিকে উদ্দেশ করে বললো– 'এই লোক কে?'

কল্যাণজি বললেন– 'সে মহাদেব আনন্দ প্রকাশের সহযাত্রী এবং শিব দেবতা মহারাজের পূজারি।'

পুরুষ হিসেবে প্রণবকে দেখতে খুব সাহসী বীরের মতো লাগতো। তার চোখে ছিলো জাদুর মায়া। তার শুকনো ঠোঁট দুটোতে সব সময় হাসি লেগেই থাকতো। তার ঘন কালো চুল দুই কাঁধ বেয়ে ঝুলে আছে। শুভ্র চেহারার প্রণবকে দেখতে এক বিস্ময় মানবের মতো দেখা যাচ্ছিলো। রানি গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। সে চোখের পলক ফেলতে ভুলে যাচ্ছে। কাজলের মাতা এসে চম্পারানীর পায়ে পড়ে বলতে লাগলো– 'রানিজি! সৌম্য করুন। আমাদের দয়া ভিক্ষা দিন। আমার মেয়ে নির্দোষ।'

www.pathagar.com

প্রণব কাজলের মাতাকে রানির পা থেকে উঠিয়ে বললো– 'তুমি কোন মেয়ের মা? রানিজির বিচারমতে তোমার মেয়ে কী অপরাধ করেছে...?'

কাজলের মা কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো– 'আমি কাজলের মা এবং সেনাপতি মধুকরের স্ত্রী।'

রাজকুমার প্রণবের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুবই তাচ্ছিল্যকণ্ঠে বললো– 'কে তুমি? এমন ভঙ্গিতে কথা বলার তুমি কে? তুমি কি জানো না, আমার উপস্থিতিতে কারও কোনো কথা বলা ধৃষ্টতার পর্যায়ে পড়ে! যেই সব লোক সীমা অতিক্রম করে আমি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে থাকি।'

প্রণব কিছুটা হাসিমাখা কণ্ঠে বললো– 'আমার জানা আছে, রাজকুমার! দুর্বল, অসহায় ও গরিব জনসাধারণকে বিনা দোষে তাড়িয়ে তাড়িয়ে মেরে ফেলার শাস্ত্রে তুমি যথেষ্ট অভিজ্ঞ। আমরা আজ সন্ধ্যায় দুর্গের বাইরে তোমার এই পশুসুলভ হিংস্রতা নিজ চোখে দেখেছি।'

রাজকুমার ক্রোধে চিৎকার দিয়ে বললো– 'বেয়াদব!...' সাথে সাথে সে কোমর থেকে খঞ্জরটি বের করলো।

প্রণব বিদ্যুৎ গতিতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার খঞ্জরধারী হাতের কবজিটি ধরে এমন জোরে মোচড় দিলো যে, রাজকুমার সজোরে চিৎকার দিলো এবং তার খঞ্জরটি ছিটকে পড়লো।

প্রণব খঞ্জরটি তুলে নেয় এবং হাসতে হাসতে বলে– 'তুমি এখনো অল্পবয়সী বালক। খেলনা নিয়ে খেলা করা তোমার জন্য মানায়। অস্ত্র হাতে নেয়ার বয়স তো এখনো তোমার হয়নি। অস্ত্রের ধার হচ্ছে মূক, বধির। এই খঞ্জরের ধার নিজেই বলতে পারবে না যে, কার গলায় আঘাত করা উচিত আর বুকে বিদ্ধ হওয়া উচিত। তোমার শরীর হতে বেয়ে পড়া রক্ত দেখে তোমার মা ভীষণ কষ্ট পাবে। সুতরাং, নিজে নিজে অনুতপ্ত হয়ে সোজা এখান থেকে চলে যাও। এটা গণেশ দেবতার পবিত্র অঙ্গন। এর পবিত্রতা রক্তাক্ত করো না। আমরা দেবতার পূজারিরা সব ধরনের খেলা জানি। আমার সাথে মোকাবেলা করার ইচ্ছে করলে নিমেষেই মারা পড়বে!'

চম্পারানী আহত সাপের মতো হুংকার ছেড়ে বলতে লাগলো– 'জানো কি এই অপরাধের সর্বনিম্ন শাস্তি কী হতে পারে?'

প্রণব অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বললো– 'জানি। ভালো করেই জানি। এই নগরীর নিয়ম হচ্ছে মামুলি যেকোনো অপরাধে এখানকার অধিবাসীদের ন্যূনতম শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু...।'

www.pathagar.com

চম্পারানী ঘৃণায় নিজের ঠোঁট চেপে ধরে বললো– 'তুমি বোকা মূর্খ পাগল!'

রাজকুমার সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে রাগতস্বরে বললো– 'এই পাগলকে গ্রেফতার করে নাও...!'

প্রণবের সাথিরা এক ঝটকায় রাজকুমারের সৈনিকদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। চম্পারানী পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে বললো– 'আমি দেবতাদের পবিত্র আঙিনা অপবিত্র করতে পারি না।'

এরপর সে রাজকুমারের হাত ধরে বললো– 'রাজকুমার! দেবতাদের পূজারি এবং সেবকদের সাথে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।'

চম্পারানী প্রণবের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো– 'তুমি দুর্গামাতার সত্যিকারের সেবক। আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তোমার শক্তি মহাকালীর শক্তি...।'

রাজকুমার কাজলের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি আমার সাথে যেতে প্রস্তুত নাকি নও?'

কাজল হাত জোড় করে বললো– 'রাজকুমারজি! আমার ওপর কৃপা করো। আমি যেখানে আছি, সেখানেই থাকার আজ্ঞা দাও।'

রাজকুমার বললো– 'না, আমি যেখানে চাই, তোমাকে সেখানেই থাকতে হবে।'

প্রণব চম্পারানীর সামনে হাত জোড় করে বললো– 'কাজলকে নিয়ে আমি প্রাসাদের দিকে আসবো। কিছুক্ষণ সময় দেয়া হোক।'

চম্পারানী প্রণবের কাঁধে হাত রেখে বললো– 'ঠিক আছে, আমরা তোমার অপেক্ষা করবো।'

রাজকুমার ও চম্পারানী মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলো। প্রাসাদে পৌঁছে চম্পারানী রাজকুমারের রাতের সঙ্গী কে হবে, সে নিয়ে ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলো। একসময় তার মাথায় এলো ঐশ্বরিয়ার কথা। ঐশ্বরিয়া হচ্ছে কাজলের চাচাতো বোন এবং মন্ত্রী শংকরের মেয়ে। উভয়ে সমবয়সী এবং অপূর্ব রূপসী। নৃত্যপূজায় ঐশ্বরিয়াকে দেখেছে চম্পারানী। সে অবশ্য এতোক্ষণে ঘরে ফেরার পথে আছে। যেই ভাবনা সেই কাজ। কাজলের প্রতিশোধ নেয়া হবে তার চাচাতো বোনের কাছ থেকে। রাজকুমারের রাতের সঙ্গী নিয়ে আর ভাবতে হবে না। শংকরের প্রাসাদ মন্দির থেকে বেশ কিছু পথ দূরে। এটাও একটা সুযোগ বটে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে চম্পারানী

www.pathagar.com

কিছু সেনা পাঠিয়ে দেয় ঐশ্বরিয়াকে তুলে আনার জন্য। দ্রুতপায়ে সেনারা মন্দির থেকে মন্ত্রী শংকরের বাড়ির পথ ধরে এগোতে থাকে। মাঝপথেই দেখা পেয়ে যায় ঐশ্বরিয়ার। সেনারা তার মুখ চেপে ধরে কাঁধে তুলে সোজা নিয়ে আসে রাজপ্রাসাদে।

এদিকে প্রণব তার কথামতো চম্পারানীর সাথে কথা বলার জন্য রাজপ্রাসাদের দিকে এগোতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে সে দ্বিমুখী পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সেনাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে চায়– 'রাজপ্রাসাদ কোন দিকে?'

সেনারা জবাব দেয়– 'পথে গড়িয়ে পড়তে থাকা রক্তই তোমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবে।'

অবাক হয়ে প্রণব জানতে চায়– 'এ কিসের রক্ত?'

সেনা জবাব দেয়– 'মন্ত্রী শংকরের মেয়ে ঐশ্বরিয়ার।'

প্রণবের রক্ত মাথায় উঠে যায়। সে চরম ক্রোধ নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগোতে থাকে। মনে মনে ভাবে– আমি এখন নিরস্ত্র। আবেগ আর জোশ দিয়ে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। শান্ত থাকতে হবে আমাকে। পরিস্থিতি অনুপাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এই ভাবনা মাথায় রেখেই একসময় পৌঁছায় রাজপ্রাসাদে।

বাইরে তুমুল ঘূর্ণিঝড়। বজ্রপাতের ভয়াল গর্জনের পাশাপাশি মুষলধারে বৃষ্টিও নেমেছে। প্রণব রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে দেখতে পায় একটি মেয়ে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। মৃদুস্বরে প্রণব জানতে চায়– 'এটা কার লাশ?'

চম্পারানী বললো– 'আগে বলো– কাজল কোথায়? তাকে নিয়ে আসোনি?'

প্রণব নম্রসুরে জবাব দেয়– 'কাজলকে মন্দিরের কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সব পূজারি মিলে তাকে খুঁজছে। যে করেই হোক তাকে খুঁজে এখানে উপস্থিত করবোই। সে ব্যাপারে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, রানিজি। দয়া করে আমাকে একটু বলুন– এই মেয়েটি কে? তাকে কেন মেরে ফেলা হলো?'

মাতারানি রাজকুমারের দিকে তাকিয়ে বলে– 'বেটা! প্রণবকে সব খুলে বলো।'

www.pathagar.com

প্রণবের সামনের তেপায়ায় পড়ে আছে একটি চিঠি। রাজকুমার চিঠিটি প্রণবের দিকে দিয়ে বলে– 'এটা পিতাজি মহারাজের চিঠি। এখনই একজন দূত এসে দিয়ে গেছে। পড়ো এবং বলো– এখন আমাদের করণীয় কী?'

প্রণব চিঠিটি পড়তে শুরু করে। প্রণবের চেহারা ধোঁয়ামলিন। রাজা রিয়াসিং লিখেছে– 'সেনাপতি মধুকর আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে মুসলমান হাকিমের সাথে আঁতাত করে আমার সাথে গাদ্দারি করার ধৃষ্টতা দেখাতে চেয়েছিলো। সে আমাকে মেরে ফেলার ফাঁদ পেতেছিলো। ভগবানের কৃপায় আমি তার ষড়যন্ত্র ধরে ফেলতে সক্ষম হই। আমি মধুকরকে মেরে ফেলেছি।'

রাজা রিয়াসিং আরেকটু সামনে গিয়ে লিখে– 'মধুকরের গোটা খান্দানকে অনতিবিলম্বে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দেবে।'

চিঠি পাঠের এক ফাঁকে প্রণব বললো– 'এই মধুকর কে?'

রাজকুমার শাওন বললো– 'মধুকর হচ্ছে আমাদের রাজ্যের সেনাপতি। কাজলের পিতা এবং এই যে মৃত্যুযাতনায় ছটফট করতে থাকা ঐশ্বরিয়াকে দেখতে পাচ্ছো– তার চাচা। একজন বিদ্রোহীর পরিবারকে মৃত্যুর চেয়ে আর কম শাস্তি কী দেয়া যেতে পারে!'

প্রণব কোমল কণ্ঠে বললো– 'মধুকরের অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে তার গোটা পরিবারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া তো অন্যায়...।'

এমন সময় প্রহরী ভেতরে এসে বললো– 'প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র এবং সেনাপতি তুরমক সিং ভেতরে প্রবেশের আজ্ঞা প্রার্থনা করছেন।'

রাজকুমার হাতের ইশারায় বললো– 'অনুমতি দেয়া হলো।'

তুরমক সিং ও প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র কক্ষে প্রবেশ করলে রাজকুমার উভয়কে উদ্দেশ করে বললো– 'সেনাপতি মধুকরের গোটা পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করে জেলখানার শেকলের ভেতর আবদ্ধ করে রাখা হোক। আগামীকাল সবাইকে সর্বসাধারণের সামনে মৃত্যুর শাস্তি দেয়া হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র হাত জোড় করে অবনত মস্তকে বললো– 'রাজকুমারকে পিতা মহারাজের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।'

এরপর রাজকুমার রাজা রিয়াসিংয়ের চিঠিটি হাতে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো– 'এটা পিতা মহারাজের নির্দেশ।'

কক্ষে কিছুক্ষণ নীরবতা ছেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তুরমক সিং বলে– 'বাইরে এখন ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়। তুফান থেমে যাওয়ার সাথে সাথে মধুকরের গোটা খান্দানকে গ্রেফতার করে নেওয়া হবে।'

মাতারানি ও রাজকুমারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রণব বেরিয়ে যায়। তুমুল তুফান আর ঘন বৃষ্টিতে ভিজে দৌড়ে দৌড়ে সে চলে আসে গণেশ দেবতার মন্দিরে। মন্দিরের সরু পথে তার এক সাথি দাঁড়িয়ে আছে।

প্রণব জিজ্ঞেস করে– 'মহাদেব আনন্দ প্রকাশ ও কল্যাণজি কোথায়?'

একজন সিপাহি জবাব দিলো– 'ওরা নিচের গোপন কক্ষে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

প্রণব সামনের দিকে পা বাড়িয়ে বললো– 'আমি এখনই আসছি।'

এই বলে সে গোপন কক্ষে প্রবেশ করে। কক্ষে উপস্থিত মহাদেব আনন্দ প্রকাশ, কল্যাণজি, কাজল ও তার মাতা এবং মোরং দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানায়।

প্রণব সবাইকে উদ্দেশ করে বললো– 'মহাদেবজি! সময় খুব কম। ইতোমধ্যে অর্ধরাত অতিবাহিত হয়ে গেছে। রাজা রিয়াসিংয়ের দূত পৌঁছে গেছে। রাজা মধুকরের গোটা খান্দানকে মেরে ফেলার ফরমান জারি করেছে। রাজকুমার প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র ও তুরমক সিংকে মধুকরের গোটা পরিবারের সব সদস্যকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছে।'

এরপর সে কাজল এবং তার মাতার দিকে তাকিয়ে বললো– 'শংকরজির মেয়ে ঐশ্বরিয়াকে রাজকুমার মেরে ফেলেছে। আমি চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচাতে পারিনি। আজীবন আমি এই যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকবো।'

কাজল এবং তার মা কাঁদতে আরম্ভ করলো।

কল্যাণজি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন– 'এটা কান্নার সময় নয়।'

প্রণব গোপন কক্ষের ভেতরের আরেক কক্ষে প্রবেশ করলো এবং সিপাহির পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে এলো। সে দোধারী লৌহবর্ম পরেছে। মাথার শিরস্ত্রাণ ভালো করে বেঁধেছে। মন্দিরের সরু পথে প্রণবের সাথিরা তার অপেক্ষা করছে। বজ্রপাতের অতর্কিত বিচ্ছুরণ আর মেঘের ভয়ংকর গর্জনে মন্দিরের দেয়ালের দরজা-জানালা কেঁপে কেঁপে উঠছে। অত্যন্ত ভয়াল পরিবেশ। খুবই অন্ধকার রাত। প্রণব এবং তার সাথিরা একে

www.pathagar.com

অন্যকে শক্ত দড়ি দিয়ে পরস্পর বেঁধে নিয়েছে। বিচিত্র জানবাজ ছোট্ট এই কাফেলা মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়ে।

মহাদেব আনন্দ প্রকাশ দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে বললেন– 'আমার বিশ্বাস– তোমরা দুর্গের প্রধান ফটকের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হবেই।'

প্রণব ভয়ংকর অন্ধকারের দিকে পা বাড়িয়ে বলে– 'আমাদের আশীর্বাদের প্রয়োজন।'

প্রণব এবং তার সাথিরা বাইরে বেরিয়ে যায়। বাতাসের গতি তুমুল বেগে ছুটতে থাকে। বড় বড় গাছের ডালগুলো এই বাতাসে একেবারে মাটিতে এসে গড়াগড়ি খেতে থাকে।

কল্যাণজি একটি বন্ধ কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন– 'এই কক্ষে লম্বা একটি সুড়ঙ্গপথের মুখ আছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে জেলখানায় যাওয়া যায়। এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ওইসব বন্দীকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়– যাদের সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা উদ্দেশ্য। আমি এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে শংকরজিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে আসি। আমি প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রের সাথেও যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করবো। আপনারা সবাই সচেতন থাকবেন।'

কাজল বললো– 'মহাদেবজি! আমি শংকর চাচার কাছে যেতে চাই। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

কল্যাণজি খানিক নীরব থেকে বললেন– 'মা! এখন ওখানে যাওয়া তোমার উচিত হবে না। ভয়ের কিছু নেই, আমি শংকরের সাথে সাক্ষাৎ করেই ফিরে আসবো।'

কাজল নিরাশার দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকালো। তার মা বললো– 'কাজল! তুমি একজন বীর এবং মর্যাদাসম্পন্ন সিপাহির মেয়ে। ধৈর্য দ্বারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করো। হিম্মত হারালে চলবে না। অন্যায়ের ভয়ংকর অন্ধকারের সামনে পালিয়ে কোনো লাভ হবে না। সময় পরিবর্তন হচ্ছে। তুমি তো দেখছো, এই মুহূর্তে অজানা অদেখা কতো শক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে! তুমি একা নও।'

কল্যাণজি বললেন– 'তুমি হচ্ছো দেবী। তুমি গণেশ দেবতার নর্তকী।'

কাজল তার নাক থেকে সোনার নাকফুল তুলে একদিকে রেখে বললো– 'না, আমি নাচিয়ে নর্তকী নই। আমি বালির চোরাবালিতে হারাতে

www.pathagar.com

চাই না। আমি মধুকরজির মেয়ে নই, ছেলে। ভগবান যদি আমার কপালে মৃত্যু লিখে রেখে থাকেন, তবে মান-সম্মান নিয়ে মরতে আমি প্রস্তুত।'

কাজলের চোখে প্রত্যয়ের শিখা চিকচিক করছে।

মহাদেব বললেন– 'কাজল, তুমি বেঁচে থাকবে। এই ঘনঘোর অন্ধকারের সকাল হবে খুব দীপ্তিময়। এই জগৎ আজ আশা-নিরাশার রঙিন পার্থক্য এঁকে দেবে।'

কল্যাণজির সাথে একজন মশালধারী পূজারিও আছে। এরা দুজন সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলেন। সুড়ঙ্গটি মোটা মোটা বিশাল পাথরের জোড়ায় তৈরি। অন্ধকার আলো-বাতাসশূন্য হওয়ার কারণে সুড়ঙ্গ থেকে বিকট দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। এটি মানুষের উচ্চতা বরাবর প্রস্থ। খুব সতর্কতার সাথে মহাদেব ও পূজারি সামনে এগিয়ে চলছেন। উভয়ের পায়ে কাঠের খড়ম। খটখট শব্দে এক জাদুময় পরিবেশ ছেয়ে আছে এই গুহাভ্যন্তরে। সুড়ঙ্গের ভয়াল নিস্তব্ধতা এবং ভেতরকার ভয়-শঙ্কা জয় করে অল্প সময়ে মহাদেব ও পূজারি সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় পৌঁছে যান।

পূজারি সুড়ঙ্গের এ প্রান্তের দরজায় সজোরে আঘাত করে বললো– 'মনে হচ্ছে এটা বাহির দিয়ে খোলা হয়। এই সময়ে এমন তুফানের মধ্যে কে এটা খুলতে আসবে!'

মহাদেব মৃদু হেসে বললেন– 'এটা ভেতর থেকেই খোলা হয়।'

অতঃপর মহাদেব একদিকে লটকিয়ে রাখা লোহার চাবির দিকে ইশারা করে বললেন– 'মশালটি আমাকে দাও, তুমি এই চাবি দিয়ে তালা ঘোরাতে থাকো।'

পূজারি চাবি ঘোরাতে আরম্ভ করে। এতে করে বিকট শব্দ শোনা যেতে থাকে। সাথে সাথে সুড়ঙ্গের দরজা খুলে যায়। দরজা খুলেই মহাদেব কল্যাণজি ও পূজারি বাইরে বেরিয়ে আসেন।

www.pathagar.com

শেষ তুফান

তুফানের তীব্রতা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। বিপদের মাত্রা সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। রাতের তখন মধ্য প্রহর। কিন্তু ঝড়-তুফানের মাত্রা হ্রাসের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শংকর তার শয়নকক্ষের এক কোণে চন্দনগাছের তৈরি পালঙ্কে রাখা পিতলের সুদৃশ্য মূর্তিটির সামনে হাত জোড় করে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। তার সন্ত্রস্ত চোখ দুটো মূর্তির নিথর পায়ে স্থির। অতর্কিত শয়নকক্ষের পেছনের দরজায় কাঠের চড়চড় শব্দ শোনা যেতে থাকে। শংকর মাথা ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকালো। তার পত্নী ধীরে ধীরে পা তুলে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

শংকর জিজ্ঞেস করলো– 'সাবিত্রী! তুমিও জেগে আছো?'

সাবিত্রী তার চরণ স্পর্শ করে হাত জোড় করে বললো– 'পতি দেবতা! আমার মন ভীষণ ভয়ে কাবু। মনে হচ্ছে– আজকের রাতের এই তুফানে জীবনের সব পুষ্পভূমি ছারখার হয়ে যাচ্ছে। গোটা জগৎ মনে হয় মৃত্যুর সাগরে ডুবে যাবে!'

শংকর ঝুলে থাকা কম্পমান ফানুসের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'ঠিকই বলছো তুমি এমন তুফান জীবনে আমি আর কখনো দেখিনি। আজ রাতের ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা খুবই ভয়ংকর মনে হচ্ছে। কার অভিশাপ যেন সারা দুনিয়াকে পাঞ্জায় নিয়ে পিষে যাচ্ছে। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।'

সাবিত্রী তার বুকে হাত রেখে আর্তনাদের সুরে বললো– 'ঐশ্বরিয়া এখনো আসেনি। আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে।'

শংকর কিছু ভেবে বললো– 'সে হয়তো এখনো মন্দিরে আছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

www.pathagar.com

সাবিত্রী বললো– 'তা ঠিক আছে। কিন্তু আমার কেন যেন ভীষণ ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমাদের ঐশ্বরিয়া গভীর উৎকণ্ঠায় আছে। যে করেই সম্ভব ঐশ্বরিয়াকে নিয়ে আসো।'

শংকর বললো– 'সাবিত্রী! বাইরে ঘূর্ণিঝড় বিশাল বিশাল পাথুরে চূড়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চলেছে। এমন সময় কে কোথায় যেতে পারে! ধৈর্য ধরো, ভোর নাগাদ তুফান থেমে যাবে।'

হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে প্রচণ্ড শব্দে একটি বজ্রপাত আঘাত হানে। বিজলির বিচ্ছুরণ আর মেঘের ভয়ংকর গর্জনে দেয়াল কেঁপে ওঠে। পাহাড়চূড়া ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছাদের ফানুস দুলেই চলেছে। সাবিত্রী চিৎকার করে ওঠে। ভয়ে তার শরীর কাঁপছে।

শংকরের বুকে মাথা গুঁজে সে বলতে থাকে– 'শংকরজি! চলো, কোথাও পালিয়ে যাই। দেয়াল ধসে যেতে পারে।'

শংকর ধীরকণ্ঠে বললো– 'পালিয়ে যাওয়া অনর্থক মনে হচ্ছে।'

এমন সময় একজন প্রহরী ভেতরে প্রবেশ করে বললো– 'শংকরজি! গণেশ দেবতা ভগবানের মন্দিরের মহাদেব কল্যাণজি এসেছেন। তিনি ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছেন।'

শংকর আশ্চর্য ভঙ্গিতে বললো– 'কল্যাণজি এসেছেন এই তুফানের মধ্যে! রাতের এমন সময়! মনে হচ্ছে অনেক বড় কোনো দেবতার শক্তির সাহায্য নিয়ে এসেছেন।'

সাবিত্রী নিজেকে সামলে নিয়ে বললো– 'মনে হয় গণেশ দেবতা মহাদেবকে আমাদের সাহায্যে পাঠিয়েছেন।'

শংকর প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'মহাদেবকে ভেতরে আসার আজ্ঞা দেয়া হলো।'

প্রহরী পেছনের পায়ে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর মহাদেব কল্যাণ শংকরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন।

শংকর সামনে অগ্রসর হয়ে কল্যাণজির চরণ ছুঁয়ে বললো– 'মনে হয়, গণেশ দেবতা ভগবান আমাদের মিনতিতে দয়াপরবশ হয়ে মহাদেবকে আমাদের সাহায্যে পাঠিয়েছেন।'

সাবিত্রী মহাদেবের পায়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো।

মহাদেব তাকে উঠিয়ে বললেন– 'ধৈর্য ও সাহস দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। কান্না দ্বারা দুঃখের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়।'

www.pathagar.com

সাবিত্রী বললো– 'মহাদেবজি! আপনার আগমনে আমাদের দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে গেছে।'

শংকর একটি মসনদের দিকে ইশারা করে বললো– 'মহাদেবজি! এই মসনদে আরাম করে বসুন। যতোক্ষণ তুফান না কমবে, ততোক্ষণ আমি আপনাকে যেতে দেবো না।'

মহাদেব মসনদে বসে বললেন– 'শংকরজি! তুমি কি জানো এই তুফান কেন এসেছে?'

শংকর হাত জোড় করে বললো– 'না, মহাদেবজি। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।'

মহাদেব ছাদে ঝুলতে থাকা ফানুসের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'এর আগেও আরেকবার এমন তুমুল তুফান এসেছিলো। তোমার হয়তো স্মরণ আছে, বরাবর এক বছর আগের কথা। সেই সময়ও এই প্রান্তরে এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে রক্তসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো।'

শংকর মহাদেবের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– 'হ্যাঁ, এমনই এক তুফান এক বছর পূর্বেও হয়েছিলো। কিন্তু আপনি কোন নিরপরাধ ব্যক্তির কথা বলছেন? কার রক্ত ঝরানো হয়েছে– সেটা আমার স্মরণ নেই। রক্ত তো সব সময় ঝরানো হয়ে থাকে। জগতের প্রতিটি স্থানে খুনখারাবি তো নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

মহাদেব মাটিতে পড়ে থাকা বোতলের টুকরোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'বোতলের এই টুকরোগুলো মনে হয় ফানুস থেকে ভেঙে পড়েছে।'

সাবিত্রী হাত জোড় করে বললো– 'জি মহারাজ! খুব জোরে বজ্রপাত হয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো পাহাড় ভেঙে প্রান্তরে এসে পড়েছে!'

মহাদেব মৃদু হেসে বললেন– 'তুমি ঠিকই বলেছে; পাহাড় ভেঙে প্রান্তরে এসে পড়েছে।'

এরপর তিনি শংকরের কাঁদে হাত রেখে বললেন– 'শংকরজি! তুমি তো জানো বাদল সিংকে অন্যায়ভাবে খুন করা হয়েছিলো... ।'

শংকর বললো– 'বাদল সিং আপনি বাদল সিংয়ের কথা কেন শোনাতে চাচ্ছেন? কী বলতে চান আপনি? আমি বাদল সিংকে খুন করিনি।'

মহাদেব তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'আমি তোমাকে বাদল সিংয়ের আসামি বলছি না। আমরা সবাই তার আসামি। তাকে খুন করার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে আমরা সবাই সমান অংশীদার। সবাই মিলে আমরা ওই নির্দোষ নিরপরাধ লোকটিকে রক্তনদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। সেই সময়ও আজকের মতোই তুফান ছিলো। অসংখ্য প্রদীপ নিভে গিয়েছিলো। সব দিক ছেয়ে গিয়েছিলো গাঢ় অন্ধকারে। এভাবেই দেয়ালগুলো কেঁপেছিলো। আজকেও আরেক নিরপরাধকে রক্তনদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। এক কোমল কিরণকে রক্তসাগরে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। পূর্ণিমার গোটা চাঁদকে টুকরো টুকরো করে অন্ধকার গুহায় নিক্ষেপ করা হয়েছে।'

শংকর হাত জোড় করে বলতে লাগলো– 'মহাদেবজি! শুরু থেকেই আমি ভীষণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছি। মৃত্যুর কথাবার্তা বলে আপনি আমার ভীতি আরো বাড়িয়ে তুলছেন কেন? বাদল সিংকে কেউ খুন করেনি। তাকে বনের হায়েনারা মেরে ফেলেছিলো। এই কথা গোটা জগৎ জানে।'

মহাদেব রহস্যভরা হাসি দিয়ে বললেন– 'শংকরজি! আপনি মেনে নিন যে, বাদল সিংকে বনের হায়েনারা মারেনি; বরং বাদল সিং এই দুর্গের হায়েনাদের হাতেই মারা গেছে।'

শংকর রাগতস্বরে বললো– 'আপনি কি রাজাকে বাদল সিংয়ের খুনি বলতে চাচ্ছেন?'

মহাদেব বিস্বাদকণ্ঠে বলতে লাগলেন– 'হ্যাঁ, রাজা বাদল সিংয়ের খুনি। সে এমনভাবে বাদল সিংকে খুন করেছে, যেভাবে আজ তার ছেলে তোমার মেয়েকে রক্তনদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে।'

শংকর চিৎকার দিয়ে বললো– 'এ আপনি কী বলছেন, মহাদেবজি! আমার মেয়েকে রাজকুমার...'

মহাদেবের চোখ অশ্রুতে টইটম্বুর। 'শংকরজি! চাঁদের চেয়ে সুন্দর ঐশ্বরিয়াকে রাক্ষস রাজকুমার নিজ হাতে খুন করেছে। ভগবান যাকে এই জগতের আলো করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, জালেম রাজকুমার তাকে রক্তনদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে।'

সাবিত্রী সজোরে একটি আর্তনাদ দিয়ে মহাদেবের পায়ে পড়ে যায়। কেঁদে কেঁদে সে বলতে থাকে– 'মহাদেবজি! আমার মেয়েকে কোন অপরাধে মেরে ফেলা হলো? এমন অন্যায় আচরণের হেতু কী?'

মহাদেব সাবিত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'মা! ধৈর্য ধরো। ভগবানের ঘর আলোকিত। সেখানে অন্ধকার নেই।'

www.pathagar.com

শংকর তরবারি উঠিয়ে বললো– 'আমি ঐশ্বরিয়ার রক্তের এক-একটি ফোঁটার হিসাব নেবোই। ঐশ্বরিয়া আমার মেয়ে। রাজকুমারকে এই অন্যায় আচরণের জন্য খুবই ভারী খেসারত দিতে হবে। ঐশ্বরিয়া কোনো অচ্ছুত বা হীন মূল্যের মেয়ে নয়!'

মহাদেব বললেন– 'আমরা সবাই যদি অচ্ছুত, কৃষক ও দুর্বল শ্রেণির ওপর নির্মম অত্যাচারগুলো সহ্য করে নিতে অভ্যস্ত না হতাম, তাহলে আজ আমাদের রক্ত নিয়ে এভাবে মেতে ওঠার সাহস কারো হতো না। আমাদের দুর্বলতা ও নীরবতাই রাজা-মহারাজের শক্তির উৎস।'

সাবিত্রী অনবরত কেঁদেই চলেছে। শংকরের শরীর রাগে-ক্ষোভে ফুঁসছে আর কাঁপছে।

শংকর বললো– 'কিন্তু রাক্ষস রাজকুমার ঐশ্বরিয়াকে কেন খুন করলো?'

মহাদেব বললেন– 'শংকরজি! পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। অনেক বড় এক খুনি তুফান সন্নিকটে। সময় খুবই কম। জোশের পরিবর্তে হুঁশ দ্বারা পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে।'

শংকর তরবারির মুঠোয় হাত রেখে ভাঙা গলায় বলতে লাগলো– 'ঐশ্বরিয়া! আমি তোমার দুর্দশাগ্রস্ত আত্মার শান্তির জন্য তোমার খুনিকে শত টুকরোয় খণ্ড-বিখণ্ড করে ছাড়বো। তোমার রক্তের প্রতিশোধ আমি গুনে গুনে আদায় করবো। রাজা আর রানি তাদের রাজকুমারের শোকে এমনভাবে ছটফট করবে– যেভাবে আজ আমরা ছটফট করছি।'

মহাদেব তার কাঁধে হাত রেখে স্নেহের পরশ বুলিয়ে বললেন– 'বেটা শংকর! ধৈর্য দ্বারা কাজ করো। রাজকুমারের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। আকাশের ভগবান তার ধ্বংসে ফয়সালা করে রেখেছেন। তুমি তো কেবল একজন রাজকুমারের কথা বলছো, আর আমি অত্যাচারী এই খান্দানের প্রতিটি সদস্যের মৃত্যুর ঘোষণা শুনে যাচ্ছি।'

শংকর ক্রোধভরা কণ্ঠে বললো– 'না, মহাদেবজি! না। জালেম রাজকুমারকে কেউ মারতে পারে না। কোনো দেবতা, কোনো অবতার বা কোনো ঋষি-মুণি যদি তাকে মারতে চায়, তবে আমি তাদের গতিরোধ করবোই। শাওন কুমার আমার আসামি। আমি তাকে নিজ হাতেই খুন করবো। নইলে আমার আত্মা চিরজীবন দুঃখ পাবে।'

www.pathagar.com

মহাদেব বললেন– 'শংকর! তুমি আবেগের ঢেউয়ে সাঁতার কাটছো। আমি তোমাকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করতে এসেছি। ভয়ংকর একটি রক্তাক্ত স্রোত সন্নিকটে। সবকিছুই ভস্ম হয়ে যাবে।'

সাবিত্রী বললো– 'মহাদেবজি! এর চেয়ে বড় মর্মান্তিক ঘটনা আর কী হতে পারে! আপনি দেখছেন যে, ঐশ্বরিয়ার শোকে আকাশও কাঁদছে অঝোরে।'

মহাদেব বললেন– 'ঠিকই বলেছো তুমি। আকাশ কাঁদছে। সময়ের স্রোত কেঁপে উঠেছে। গোটা জগৎ রাগে গর্জন করছে। কিন্তু আমি তো বলবো– মৌসুমের এই ঘূর্ণিঝড় সবকিছু ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যদি এই ভয়ংকর তুফান হায়েনাদের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়াতো, তাহলে এতোক্ষণে এখানে রক্তের বন্যা বইয়ে যেতো।'

শংকর অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললো– 'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?'

মহাদেব কল্যাণ জবাব দিলেন– 'শংকর! ঐশ্বরিয়ার খুনের মর্মান্তিক ঘটনা হচ্ছে ভবিষ্যতে আরো মারাত্মক রক্তের হোলিখেলার প্রাক্-প্রস্তুতি। পরিণতি আরো ভয়ংকর রূপ নেবে। কারণ, রাজা রিয়াসিং তোমাদের গোটা খান্দানকে মেরে ফেলার ঘোষণা জারি করেছে। এটা তোমার এবং তোমার খান্দানের অনেক বড় সৌভাগ্য যে, মৌসুমের এই দমকা হাওয়া, তুমুল বৃষ্টি আর প্রবল ঘূর্ণিঝড় হায়েনাদের তাদের নিজ নিজ কুঠরিতে বন্দী হয়ে থাকতে বাধ্য করেছে।'

শংকর আশ্চর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো– 'কী বললেন! রাজা রিয়াসিং আমাদের গোটা খান্দানকে মেরে ফেলার নির্দেশ জারি করেছে? কিন্তু কেন? আমরা কী অপরাধ করলাম? আমাদের পক্ষ থেকে এমন কী অন্যায় হয়ে গেলো, যার শাস্তি আমাদের গোটা খান্দানকে পেতে হবে! মধুকর ভাই কোথায়? তিনি তো রাজার সেনাবাহিনীর সেনাপতি। এসব কী হচ্ছে!'

মহাদেব বললেন– 'শংকরজি! হাতে সময় খুব কম। পরিস্থিতি অনেক বেশি মর্মান্তিক রূপ নিয়েছে। এই ভার সইবার মতো নয়। রাজার নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ঐশ্বরিয়াকে খুন করা হয়েছে। রাজা লিখেছে– মধুকর বিদ্রোহী হয়ে মুসলমানদের সাথে আঁতাত করেছে। ধরা খাওয়ার পর তাকে মেরে ফেলা হয়েছে এবং তার বিদ্রোহী আচরণের কারণে তোমাদের সবাইকে মৃত্যুর শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

www.pathagar.com

শংকর চিৎকার দিয়ে বললো– 'না! এটা গভীর কোনো ষড়যন্ত্র! মধুকর আসামের বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। কিছুতেই সে হিন্দু জাতির বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। মধুকরকে রাজা খুন করে বড় কোনো কূটচাল রটাতে চাচ্ছে।'

কল্যাণজি শংকরের হাত নিজের হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন– 'তুমি ঠিকই বলেছো। মধুকর আসামের বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। কিছুতেই সে হিন্দু জাতির বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। রাজাই ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেছে। এই কাহিনি অনেক দীর্ঘ। কমলা দেবীর স্বামী রাজা সুভাষের খুনের সংবাদ তোমাদের খান্দানকে অনেক বেশি শোকাহত করেছিলো। আমি জানি– মধুকর তার ভগ্নিপতির খুন হওয়া এবং তার বোনের বিধবা হওয়ার বিষয়টিতে ভীষণ দুঃখ পেয়েছে। তার মনে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে মুসলমান হাকিমের রক্ত ঝরিয়ে প্রতিশোধের এই আগুন নেভাতে চায়। তুমি দুঃখ পেয়ো না, শংকরজি! আমি তোমার সামনে একটি সত্য বাস্তবতা তুলে ধরতে চাই। তোমার ভাই সেনাপতি মধুকর সত্যিই বিদ্রোহ করেছে।'

'না!' শংকর চিৎকার ছুড়ে বললো– 'ভগবানের দোহাই লাগে, মহাদেবজি! আপনি এতোটা নিশ্চয়তা দিয়ে এমন কথা বলতে যাবেন না। মধুকরের ওপর বিদ্রোহের অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোনো অবস্থাতেই সে বিদ্রোহী হতে পারে না! সে এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আসাম নাগরিক।'

মহাদেব মৃদু হেসে বললেন– 'আর এ কারণেই সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপে আমি এ কথা বলছি যে, মধুকর বিদ্রোহের ঝান্ডা উচ্চকিত করেছে। যেভাবে আমি-তুমি বিদ্রোহী হচ্ছি– সম্পূর্ণ এভাবেই মধুকরও বিদ্রোহ করেছে। সে যদি বিদ্রোহ না করতো, তাহলে তাকে আমি হীনম্মন্য এবং ছোট মনের লোক মনে করতাম।'

শংকর বললো– 'মহাদেবজি! আমি আপনার কথা বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? এমনিতেই আমি বেশ উদ্বিগ্ন। আমার উদ্বেগ আর বাড়িয়ে তুলবেন না। আমার আত্মার সাথে সাথে মন-মস্তিষ্ককেও আক্রান্ত করে তুললে আমি তো পাগল হয়ে যাবো!'

মহাদেব বললেন– 'শংকরজি! তুমি কি মনে করেছো যে, রাজা সুভাষ চন্দ্রকে মুসলমানরা হত্যা করেছে?'

শংকর বললো– 'এতে তো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।'

www.pathagar.com

মহাদেব মৃদু হেসে বললেন– 'আর এ ব্যাপারে আমার অকাট্য বক্তব্য হচ্ছে– রাজা সুভাষ চন্দ্র বেঁচে আছেন এবং তিনি বাংলার হাকিমের মুখঢাকা ছেলে হিসেবেই আছেন।'

সাবিত্রী মহাদেবের পায়ে হাত রেখে বললো– 'মহাদেবজি! ভগবানের দোহাই! এমন অবাস্তব কথা আমাদের শোনাবেন না!'

মহাদেব সাবিত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'মা সাবিত্রী! আমি বাচাল নই। কোনো অবাস্তব কথা বলা আমার কাজ নয়। বরং এক কঠিন বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করলাম মাত্র। যেই মুহূর্তে আমাকে এমন কথা বলা হচ্ছিলো, তখন আমিও তোমাদের মতো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন বর্ণনাকারীরা হাতের কড়ার সাথে কড়া মিলিয়ে পরিস্থিতিকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে ফেলেছে, তখন আমি মানতে বাধ্য হয়েছি যে, সুভাষ চন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণকুমারের ভয়ানক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ভগবানের কৃপায় প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। মহারাজা কৃষ্ণকুমার সুভাষকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণের বাহানায় সুভাষের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠায় সে। সুজন ছিলো মহারাজা কৃষ্ণকুমারের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর প্রধান। মহারাজা সুভাষকে খুন করার দায়িত্ব সুজনের হাতে অর্পণ করে। এদিকে ভেতরে ভেতরে সুজন ছিলো চন্দ্রকান্তের শুভাকাঙ্ক্ষী। দুর্গের বাইরে এসে সে সব কথা বলে দেয়।'

'উহ্ ভগবান!' শংকর বলে উঠলো– 'এ আমি কী শুনছি! কমলা দেবী কোথায়? আমার কাছে এসব কথা গল্পগুজবের মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু মহারাজা কেন সুভাষকে খুন করার এই ফন্দি আঁটলো...?'

মহাদেব বলতে আরম্ভ করলেন– 'মাঢ়ির দুর্গে মুসলমানরা আক্রমণ করে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলে তোমার ভাতিজা দীপক ভীত হয়ে দুর্গের বাইরে পালিয়ে যায়। অল্পবয়সী এই বাচ্চাটি পাহাড়-জঙ্গল ডিঙিয়ে একসময় মুসলিম বাহিনীর নিকটে এসে পৌঁছে যায়। মুসলমান হাকিম তাকে অত্যধিক স্নেহ-মায়ায় আগলে রাখেন। এদিকে দীপককে হারিয়ে তার মা পাগলের মতো দুর্গ হতে বেরিয়ে কোনো না কোনোভাবে মুসলিম বাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। দীপক কুমার মুসলিম হাকিমকে বলেছিলো যে, তার মাতাকে একজন মুসলিম সরদার হত্যা করেছে। হাকিম তাঁর ওই সরদারকে তলব করে বলেছিলেন– যদি আমার সেনাপতি দীপক কুমারের মাকে হত্যার মতো অপরাধ করে থাকে, তাহলে তাকে আমি নিজ হাতে হত্যা করবো। সৌভাগ্যক্রমে কমলা দেবী ওই সরদার পৌঁছার পূর্বেই হাকিমের কাছে

www.pathagar.com

পৌঁছে যায়। হাকিম কমলা দেবীকে নিজের মেয়ে বলে সম্বোধন করেন এবং পরদিন খুব সম্মানের সাথে তাকে রাজধানীতে অবস্থানরত সুভাষ চন্দ্রের কাছে পৌঁছে দেন। যেই মুসলিম সরদার কমলা দেবী ও দীপক কুমারকে রাজধানীতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলো, তার সাথে মহারাজা এবং তার মাতা মহারানি অপমানজনক আচরণ করে। দীপক কুমার এবং কমলা দেবী মহারাজা ও মাতা মহারানির এই অবমাননা সহ্য করতে পারেনি। দীপক কুমার দরবারে সবার সামনে বলে দেয়– 'মুসলমান হাকিম আমার পিতার সমতুল্য। তিনি আমাদের সাথে আপনের চেয়ে উত্তম ব্যবহার করেছেন। আমি তাঁর প্রেরিত সৈনিককে অপমান করা বরদাশত করতে পারি না।' এরপর কমলা দেবীও দীপকের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে। সে বলে– 'দীপক অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলেছে। মুসলমান হাকিম একজন দয়ার সাগর।' ব্যস, এভাবে মহারাজা এবং মাতা মহারানি দীপক ও কমলার শত্রু হয়ে যায়। আর তোমার তো জানা আছে– কৃষ্ণকুমার এবং তার মাতা কতো বড় জালেম পাষণ্ড। সুভাষের উপস্থিতিতে সে তার ক্রোধের আগুন শীতল করতে পারছিলো না।'

শংকর বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'তাহলে কি কমলা দেবী ও দীপক কুমার শিব দেবতা ভগবানের শক্তির অধীনে রয়েছে?'

মহাদেব বললেন– 'জি হ্যাঁ, শিব দেবতা ভগবান তাদের রক্ষা করছেন।'

খানিক নীরবতার পর মহাদেব বলতে লাগলেন– 'শংকরজি! এখনো কি আপনার কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়নি? মধুকরজি যদি রাজধানীতে পৌঁছে যেতো, তাহলে এটা তো স্পষ্ট যে এতে করে কমলা দেবীর শক্তি বৃদ্ধি পেতো। বোনের টান আর মহারাজার অসৎ অভিরুচির মুখে পড়ে মধুকর কিছুতেই মহারাজার শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারতো না। এই আশঙ্কায় মহারাজা গোপন এক বার্তায় মধুকরকে রাজধানীর দুর্গের বাইরে গোপনে হত্যার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো। এভাবে মধুকরের হত্যার অপবাদও মুসলমান হাকিমের নামে ছড়ানো যেতো। ভাগ্যক্রমে মধুকর বিষয়টি জেনে যায়। অতঃপর মুসলমান হাকিম গুপ্তচর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মধুকরের সামনে এই সত্যটি উন্মোচন করেন যে, সুভাষ চন্দ্র বেঁচে আছে এবং খুব মান-সম্মানের সাথে সে এক আলোকোজ্জ্বল স্বাধীন আসাম গড়ার সংগ্রামে মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে যাচ্ছে...।'

www.pathagar.com

শংকর ও সাবিত্রীর চোখ চিকচিক করছে। তারা দূর অন্ধকারে আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ দেখতে পাচ্ছে। তাদের চেহারায় প্রত্যাশার প্রলেপের বিকিরণ।

শংকর বললো– '... আপনি বলছেন, সুভাষ চন্দ্র আসামের আলোকিত ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে মুসলমান হাকিমের সাথে সংগ্রাম-সাধনায় বড় সম্মানের সাথে অংশ নিয়েছে। তাহলে কি মুসলমান হাকিম আসামের ভবিষ্যতের পায়ে পরাধীনতার বেড়ি পড়াতে চাচ্ছেন? এ কেবলই স্বপ্ন। কিন্তু তারপরও আমি নিরুপায়। আমাকে এতে বাধ্য করা হয়েছে। গোলামির এই জিঞ্জিরকে ফুলের মালা মনে করছি। এই অবমাননাকর স্বাধীনতার চাইতে ওই দাসত্ব অনেক ভালো– যেটা কমলা দেবী ও দীপক কুমার পছন্দ করেছে। আমিও মান-সম্মান নিয়ে মুসলমানদের গোলামির ভারী শেকল পরে বিদ্রোহের ঘোষণা দিলাম।'

মহাদেব বললেন– 'হয়তো অনেক কিছুই আমি সময় আসার পূর্বেই তোমাকে বলে দিচ্ছি। শংকরজি! মুসলিম হাকিম তাঁদের রাজত্বের সীমানা বাড়ানোর অভিপ্রায়ে এই লড়াই করছেন না। শংকর! হয়তো তোমার বিশ্বাস হবে না যে, মহারাজা জয়ধ্বজ সিং আত্মহত্যা করেননি; বরং প্রতারণার মাধ্যমে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'হ্যাঁ!' মহাদেব আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন– 'মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে বড় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।'

শংকর জিজ্ঞেস করলো– 'মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে কে হত্যা করলো?'

মহাদেব শংকরের হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন– 'যে নিজের পিতা বাদল সিংকে খুন করিয়েছে, সে-ই সুযোগমতো নিজের চাচা মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের শয়নকক্ষে আগুন লাগিয়ে ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠেছিলো।'

বাইরে মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে বৃষ্টি। বজ্রপাতের তরবারি চিকচিক করে উঠছে থেকে থেকে। কেঁপে কেঁপে উঠছে প্রান্তর। ঢলের পানির শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে আসছে কানে। ছাদের ফানুসগুলো এখনো দুলছে।

মহাদেব বললেন– 'শংকরজি! নির্দয় পরিবেশ খুবই কঠিন। মধুকরের সামনে সম্মানের মৃত্যুর সব কটি দ্বার রুদ্ধ ছিলো। সে বিদ্রোহ করে অনেক বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আমি খুব উদ্বিগ্ন। তুরমক সিং মন্দিরকে ঘেরাও করে রেখেছে। তুমুল এই তুফান থামতেই সে মন্দিরে আক্রমণ করে বসবে।'

www.pathagar.com

শংকর বললো– 'মন্দির কেন ঘেরাও করে রাখা হলো?'

মহাদেব বললেন– 'শুরুতে তো রাজকুমার শাওন তার যৌন তাড়না নিবারণ করার জন্য কাজলকে জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। আর এখন সে রাজার নির্দেশ তামিল করার উদ্দেশ্যে কাজল এবং তার মাতাকে মন্দির থেকে জোর করে নিয়ে যাবে।'

শংকর বললো– 'মা কাজল এবং তার মাতা মন্দিরে আছে?'

মহাদেব বললেন– 'হ্যাঁ, ওরা মন্দিরে আছে। তাদের রক্ষা করার জন্য ভগবান অনেক বড় মহৎপ্রাণ শ্রীমান দেবতাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি দেখতে পাবে– রাজকুমারের সেনারা রক্তের নদীতে ভেসে যেতে বাধ্য হবে।'

শংকর বললো– 'আমি নিজেই তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবো।'

মহাদেব বললেন– 'এমনটাই আমার আশা ছিলো। আগে বলো, জেলখানায় এই মুহূর্তে তোমার কাছে কতোজন সশস্ত্র সেনা আছে। তাদের মধ্যে কতোজনের ওপর তোমার আস্থা রয়েছে?'

শংকর ছাদে জ্বলতে থাকা ফানুসের দিকে তাকিয়ে খুবই রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে বলতে লাগলো– 'আমার কাছে কেবল একজন সিপাহি আছে। আমার বিশ্বাস– ওই একজন সিপাহিই এই দুর্গের দৃঢ় ভিত এক আঁচড়ে হেলিয়ে তুলতে সক্ষম। রাজা রিয়াসিং থেকে নিয়ে মহারাজা কৃষ্ণকুমার পর্যন্ত সবাই তার শক্তি সম্পর্কে সম্যক অবগত।'

মহাদেব বিস্ময়ের অতলে হারিয়ে বলতে লাগলেন– 'তুমি কোন সিপাহির কথা বলছো? তিনি তো কোনো দেবতা হবেন!'

'জি, মহারাজ!' শংকর মহাদেবের সামনে হাত জোড় করে বললো– 'তিনি একজন দেবতা।'

মহাদেব বললেন– 'তিনি যদি কোনো দেবতা হয়ে থাকেন, তাহলে তার ব্যাপারে আমি না জানার তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। কী নাম তাঁর?'

শংকর বললো– 'তাঁর নাম তাঁর নাম না, মহাদেবজি! না! আকাশের মতো উঁচু এই নাম আমার ছোট্ট মুখে উচ্চারণ করা বড়ই দুষ্কর। আপনি তাঁকে হারানো দেবতা নামক সিপাহি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারেন।'

www.pathagar.com

মহাদেব বললেন– 'মনে হয় তোমার আত্মার যন্ত্রণা তোমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ছেয়ে গেছে। শংকরজি! হুঁশ ঠিক রাখো। প্রবহমান সময়ের স্পর্শকাতরতা উপলব্ধি করে বীরদর্পে মোকাবেলায় প্রস্তুত হও।'

এমন সময় প্রহরী ভেতরে এসে হাত জোড় করে বললো– 'শংকরজি মহারাজ! প্রধানমন্ত্রী অনেক সেনাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তিনি প্রহরীদের বকছেন এবং অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছেন।'

শংকর তরবারি হাতে নিয়ে রাগতস্বরে বললো– 'প্রধানমন্ত্রীকে তার মৃত্যু ডেকে এনেছে।'

মহাদেব বললেন– 'না, এমন নয়, শংকর। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বস্ত লোক।'

'তাহলে তিনি সৈনিকদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছেন কেন?'

মহাদেব বললেন– 'এখনো তিনি তোমার মতিগতি সম্পর্কে অবগত নন। আমি পর্দার পেছনে লুকিয়ে পড়ছি। তুমি সান্ত্বনা হিসেবে তার সাথে কথা বলতে পারো।'

মহাদেব পর্দার পেছনে লুকিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র শংকরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর পোশাক ভেজা।

শংকর তরবারির মুঠোয় হাত রেখে বললো– 'শাস্ত্রজি! তোমাদের রাজকুমার আমার নিরপরাধ, নিষ্পাপ ঐশ্বরিয়াকে হত্যা করেছে। আমি প্রতিশোধের তীব্র তাপে দগ্ধ হচ্ছি। আমার চোখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াও, তাহলে তা ভালো হবে। নইলে রাজকুমারের পূর্বেই তোমার ওপর আমার প্রতিশোধের অনল নেভানোর কাজ আরম্ভ করে দেবো।'

শাস্ত্র প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এই দুর্গে নিত্যদিন রক্ত ঝরে পড়তে থাকে। মনে হচ্ছে আজকের রাতের ঘূর্ণিঝড় সব জালেমের কাছ থেকে সম্পূর্ণ হিসাব চুকে নেবে।'

শংকর তরবারির ধারালো অংশে আঙুল বুলিয়ে বললো– 'এই অসময়ে তুমি কেন এসেছো?'

শাস্ত্র মৃদুস্বরে বললেন– 'আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উচ্চকিত রাখতে আগ্রহীদের সংখ্যা নিরুপণের উদ্দেশ্যে এসেছি।'

শংকর সামনে অগ্রসর হয়ে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রের চরণ স্পর্শ করে বললো– 'শাস্ত্রজি! তুমি মহান দেবতা; সব সময়ে তুমি সত্যের পক্ষে ছিলে।'

শাস্ত্র প্রদীপের সামনে দাঁড়ানো। সাবিত্রীর দুই চোখে আশার ঢেউ।

www.pathagar.com

সাবিত্রী প্রধানমন্ত্রীর সামনে হাত জোড় করে বললো– 'শাস্ত্রজি! ঐশ্বরিয়া নির্দোষ। সে ফুলের মতো কোমল, নিষ্পাপ। চাঁদের মতো পবিত্র। তাকে খুন করে রাজকুমার অনেক বড় পাপ করেছে।'

শাস্ত্র তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'আপাতত এই মর্মন্তুদ বিষয়টি ভুলে অদূর ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভাবতে হবে। ঐশ্বরিয়া তার নিজের বিসর্জন দিয়ে আমাদের সবার অন্তর্চক্ষু খুলে দিয়েছে। আমরা সকলেই অপদার্থ হীনম্মন্য। আমাদের নীরবতা অত্যাচারী রাজার খান্দানকে আরো বেশি অত্যাচারী করে তুলেছে।'

মহাদেব ধীরে ধীরে পা ফেলে বাতির কাছে এসে বললো– 'শাস্ত্রজি সঠিক বলেছেন। এখানে প্রতিদিনই মানুষের রক্ত ঝরে পড়ে। রক্তপিপাসু রাজা শকুনের মতো জীবিত লাশের ওপর হামলে পড়ে। কিন্তু আমরা সকলেই এই তামাশা দেখে যাই। অসহায় দুর্বল লোকেরা আর্তনাদ দিতে দিতে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শুরু থেকেই আমরা যদি এমন অবিচার হত্যা রুখে দিতাম, তাহলে আজ ঐশ্বরিয়াকে বিনা দোষে মরতে হতো না।'

শাস্ত্র মহাদেবের চরণ স্পর্শ করে হাত জোড় করে বললেন– 'মহাদেবজি! এমন অসময়ে আপনি এখানে?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে শাস্ত্র বললেন– 'শংকরজিকে যদি জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ভালো হবে। এতে করে আমরা রাজকুমারকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হবো।'

শংকর বললো– 'আমিও জেলখানায় থাকতে পছন্দ করি। ওখানে আমার শক্তি লুকিয়ে আছে। আমি আমার শক্তিকে মুক্ত করে রাজার অন্যায়ের ভিত সমূলে উপড়ে ফেলবো।'

শাস্ত্র শংকরের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'শংকরজি! কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

শংকর জবাব দিলো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! এ ব্যাপারে আমার কাছে কিছু জানতে চেয়ো না। সময়মতো তোমাদের সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। আপাতত তুমি আমাকে নিজের পন্থায় কয়েদি বানিয়ে জেলখানায় পাঠিয়ে দাও।'

শংকর ও সাবিত্রী সশস্ত্র সেনাদের নিয়ন্ত্রণে জেলখানার দিকে এগোতে লাগলো। শংকরজির প্রাসাদ আর জেলখানার প্রধান ফটকের মাঝে মাত্র

www.pathagar.com

কয়েক কদমের দূরত্ব। কিন্তু এই মুহূর্তে এই কয়েক কদমের দূরত্বকে কয়েক মাইলের মতো কঠিন ও দুষ্কর মনে হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় এখনো তুমুল বেগে বয়ে যাচ্ছে। বিশাল বিশাল চূড়া হতে বড় বড় পাথরখণ্ড নিচে পড়ার শব্দ আসছে। গোটা প্রান্তরে এক ভীতিকর পরিবেশ। ভয়ংকর গর্জন আর প্রচণ্ড বজ্রপাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে ধরিত্রী। জেলখানার প্রধান ফটকের সামনে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী একজন সেনাকে বললেন– 'জেলখানার দরজায় সজোরে করাঘাত করো।'

সৈনিক উভয় হাত দিয়ে জেলখানার সম্মুখপ্রান্তের প্রধান ফটক খুলতে থাকে। ভেতরের ছোট্ট জানালা দিয়ে কেউ একজন বলে উঠলো– 'কে? এই সময়ে এখানে কী?'

সৈনিক বললো– 'দরজা খুলে দাও। প্রধানমন্ত্রী ভেতরে আসতে চাচ্ছেন।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আরেকজন জিজ্ঞেস করলো– 'প্রধানমন্ত্রী কোথায়?'

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র জানালার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিয়ে বললেন– 'আমি এখানে আছি। তুমি দারোগা, তাই না... ?'

'জি, আমি দারোগা। এখনই দরজা খুলে দিচ্ছি।'

কয়েকজন সেনা ভেতর থেকে এসে দরজা খুললো। দরজার দেউড়িতে পনেরো-বিশ জন সশস্ত্র প্রহরী জ্বলন্ত মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রধানমন্ত্রীর পেছনে পেছনে শংকর, সাবিত্রী ও মহাদেব কল্যাণজি দেউড়িতে প্রবেশ করলেন।

দারোগা আশ্চর্য ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'আরে শংকরজি! আপনিও...!'

শংকর মৃদু হেসে বললো– 'দারোগাজি! আমার সাথে আমার স্ত্রী সাবিত্রীও আছে। আমরা তোমার অতিথি হয়ে এসেছি।'

দারোগা হাত জোড় করে অবনত মস্তকে বললো– 'ধন্যবাদ মহারাজ! চিরদিন অতিথি হয়ে থাকুন। কিন্তু আমি এসব কল্পনার কোনো মর্মার্থ উদ্ঘাটন করতে পারছি না।'

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র দারোগার নিকটে গিয়ে বললেন– 'দারোগাজি! আমার খুব তাড়া আছে। তুমি তো জানো– আজকের রাত কতো ভয়ংকর রাত! প্রাচীরের বাইরে সর্বত্র লাশ আর লাশ। শংকর, সাবিত্রী এবং তাদের এই

www.pathagar.com

প্রহরী রাজার বিশেষ কয়েদি। আমার ধারণা মতে– রাজার বিশেষ বন্দীদের সাথে বিশেষ দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তুমি সম্যক অবগত। এরা অধিক সময় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। আগামীকাল যেই বিশাল বিপ্লব ধেয়ে আসছে, তাদের সেখানে সোপর্দ করা হবে।'

দারোগা ভাঙা ভাঙা চোখে একবার প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকায়, আরেকবার শংকর ও সাবিত্রীর দিকে তাকায়। শংকরের চেহারায় তৃপ্তির ছাপ।

শংকর মৃদু হেসে দীপ্তকণ্ঠে বললো– 'দারোগাজি! উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। এটা দুনিয়ার রীতি। এটাকে ধূপ আর ছাই দিয়ে গড়া হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের যেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আগামীকাল তাদেরই সেখানে পোড়ানো হবে। নরকে নিক্ষেপ করা হবে রাজা-মহারাজাদের। তুমি যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার আমাদের সাথে করতে পারো। আমরা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে আপাদমস্তক প্রস্তুত।'

দারোগা বললো– 'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।'

প্রধানমন্ত্রী দারোগাকে একদিকে ডেকে নিয়ে কানে কানে বললেন– 'শংকর তোমাকে বিস্তারিত অবহিত করবে। সংক্ষিপ্ত শব্দে আমি কেবল এটুকু বলতে পারি যে, অনেক বড় এক বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। আগামীকাল সকালের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। শংকরের প্রতিটি কথা মান্য করে চলবে। শংকর তোমার কাছে সময়ের অনেক বড় মূল্যবান আমানত। খেয়ানত করলে আজীবন তোমাকে পস্তাতে হবে।'

দারোগার বিস্ময় আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী পেছনে সরে গিয়ে বললেন– 'আমি যাচ্ছি। তুমি যদি আমার বক্তব্যমতে কাজ না করো, তাহলে রাজকুমার শাওন তোমার গোটা খান্দানকে মৃত্যুর অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে। তুমি তো জানো, রাজকুমার এবং তার মাতা বন্দীদের কেমন দশা দেখে খুশি হয়।'

দারোগা শংকরের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমার চেয়ে শংকরজি ভালো জানেন যে, রাজা ও রাজকুমার তার বিশেষ কয়েদিদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়ে থাকে।'

প্রধানমন্ত্রী অট্টহাসি দিয়ে বললেন– 'তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। কথার গভীরতা তুমি আঁচ করতে পেরেছো। মনে রাখবে– শংকরজি আর সাবিত্রী হচ্ছে মৃত্যু অতিথি!'

www.pathagar.com

এরপর তিনি মহাদেবের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললেন– 'চলুন, মহাদেবজি! আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি।'

'হ্যাঁ', মহাদেব বললেন– 'তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছো। তুমি যেতে পারো... ।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'কিন্তু মহাদেবজি, আপনি?'

মহাদেব বললেন– 'আমারও আমার দায়িত্ব পূরণ করতে হবে। আমি জেলখানায় থাকবো। আমি শংকরজির পায়ে লাগানো মোটা মোটা ভারী শেকলের ঝনঝন বাদ্য শোনার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'না মহাদেবজি! সে তো কয়েদি আপনি তো কয়েদি নন। আপনি হচ্ছেন মহাদেব। যা-ই হোক, আপনি কিছুক্ষণ থাকতে চাইলে থাকতে পারেন। আমাকে যাবার আজ্ঞা দিন।'

মহাদেব হাত উঁচু করে বললেন– 'আজ্ঞা দিলাম। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। এই মুহূর্তে অসংখ্য অসহায়ের আশীর্বাদ রয়েছে তোমার সাথে।'

দারোগা অবাক বিস্ময়ে মহাদেব ও প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রের কার্যকলাপ দেখছিলো। প্রধানমন্ত্রী জেলখানার প্রধান ফটক থেকে চলে গেলে জেলখানার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।

মহাদেব বললেন– 'দারোগাজি! দরজা ভেতর থেকে ভালো করে লাগিয়ে দাও। আমার অনুমতি ছাড়া যেন দরজা খোলা না হয়।'

দারোগা কথার ব্যাখ্যা জানার ভঙ্গিতে মহাদেব কল্যাণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'জি, কী বলেছেন মহাদেবজি!'

মহাদেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'ভগবান এবং দেবতা আমাদের সবাইকে রক্ষা করবেন। আমি নতুন এক জীবনের, নতুন এক প্রভাতের বার্তা নিয়ে এসেছি। উজ্জ্বলতার এক মনোহর বৃষ্টি বর্ষণ হবে অচিরেই। বিশাল পরিবর্তন সাধিত হতে যাচ্ছে। অন্যায়-অবিচারের সুদীর্ঘ কালো রাত ফুরোবার পথে। আকাশের ভগবানের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে যেসব লোক অস্বীকার করবে, তাদের অস্তিত্ব মিটে যাবে।'

এরপর মহাদেব তাকে বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলেন। দারোগা অন্তঃপ্রাণ তাঁর বক্তব্য শোনে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে শংকরের কথামতো চলার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এরপর জেলখানার পরিবেশ নিরাপদ নয়– এই ভাবনায় সাবিত্রী মহাদেবের সাথে মন্দিরের দিকে চলে যেতে প্রস্তুত হয়। মহাদেবও শংকরের সাথে প্রয়োজনীয় কথা সেরে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

www.pathagar.com

এমন সময় দারোগা বললো– 'আমাদের জন্য দেবতার আশীর্বাদ প্রয়োজন। পরিস্থিতির সঙ্গিনতা সম্পর্কে তো আমার সম্পূর্ণ কোনো ধারণা নেই। যা-ই হোক, আমি আপনার সাথে বাঁচা-মরার শপথ দিলাম।'

মহাদেব দারোগা এবং তার সিপাহিদের মাথায় এক-এক করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন– 'শংকর তোমাকে সবকিছু বলবে।'

মহাদেব, সাবিত্রী ও মশালধারী পূজারি দেউড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। তাঁদের পায়ের ছাপ হারিয়ে যায় নিস্তব্ধতায়।

শংকরের কাছ থেকে দারোগা বিস্তারিত ঘটনা জানতে পারে। শাওনের হাতে ঐশ্বরিয়ার খুন, রিয়াসিংয়ের হাতে মধুকর হত্যা, সুভাষচন্দ্র, কমলা দেবী ও দীপকের ঘটনাও সবিস্তার শোনায় শংকর।

এসব শুনে দারোগা বললো– 'শংকরজি! আমি আপনার সঙ্গে আছি। আপনি প্রতিটি পদে, প্রতিটি সংকটে আমাকে খুব কাছে পাবেন।'

শংকর মৃদুস্বরে হেসে বললো– 'তোমাদের সবার কাছ থেকে আমি এমনটাই আশা করেছিলাম। আচ্ছা, এই মুহূর্তে জেলখানার সশস্ত্র সেনাদের সংখ্যা কতো? আর তোমার ধারণামতে কতোজন লোকের ওপর ভরসা রাখা যায়?'

দারোগা একটু ভেবে নিয়ে বললো– 'এই মুহূর্তে জেলখানায় পঞ্চাশ-ষাট জন সৈনিক আছে– যাদের আমি বিশ্বস্ত মনে করি। আগামীকাল যখন পরীক্ষার সংকট মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে, জানা নেই ততোক্ষণ পর্যন্ত কতোজন অবিচল থাকতে পারে।'

শংকর কিছু সময় চিন্তা করে বললো– 'এখন আমাদের কামারখানায় যেতে হবে।'

***

রাজা রিয়াসিংয়ের দুর্গের জেলখানা তখনকার ভয়ংকর জেলখানাগুলোর মতোই ভয়াল নরক। ছোট্ট ছোট্ট সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠরিতে বন্দীদের পশুর মতো রাখা হয়েছে। লোহার দরজায় সব সময় তালা ঝোলানো থাকে। খুব কমসংখ্যক লোকই এই জেলখানায় প্রবেশের পর বেরিয়ে আসার সৌভাগ্য পায়। জেলখানার চতুর্দিকে সব সময় লোহার শিকলের ঝনঝন ঝংকার শোনা যেতে থাকে। বন্দীদের বেঁচে থাকার যাবতীয় মৌলিক অধিকার থেকে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ বঞ্চিত রাখা হয়। শংকর ও দারোগা জেলখানার কামারশালায় প্রবেশ করে। এখানে লোহার কারিগরেরা দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে তাদের প্রণাম জানায়।

শংকর বৃদ্ধ কামারের সামনে হাত জোড় করে খুবই মোলায়েম কণ্ঠে বললো– 'এই জেলখানায় এখনো পর্যন্ত হাজার হাজার লোক লোহার মোটা মোটা বেড়িতে আবদ্ধ। তোমার বানানো অটুট লোহার বেড়িগুলোর ঝনঝন শব্দই চারদিকে শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, কখনো তোমার মনে কোনো নিরপরাধ বন্দীর জন্য দয়া এসেছিলো?'

কামার প্রথমে তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। এরপর বলতে শুরু করে– 'শংকরজি! আমি এই প্রথম আমার মনের গভীরে অনুশোচনার প্রবল কম্পন অনুভব করতে পারছি। শংকরজি! আমি লোহা দিয়ে বেড়ি, শিকল ও জিঞ্জির তৈরি করে থাকি এবং কারও নির্দেশে সেটি পরিয়ে থাকি। আমি পাপী। পেটের দায়ে আমাকে এই অন্যায় কাজটি করে যেতে হয়। আমি অত্যন্ত খারাপ এবং এই খারাপ কর্মটি আমি খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে পারি। ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি– এতে আমি মোটেও খুশি নই। ক্ষণে ক্ষণে আমার মনোজগৎ বিগড়ে যায়। মর্মাহত হই। সেই মুহূর্তে আমি কয়েদিদের আর্তনাদ এবং মর্মবিদারী ক্রন্দনরোল শুনতে পাই, তখন আমার অন্তরাত্মা কেঁপে কেঁপে ওঠে। কিন্তু মহারাজ! আমি নিরুপায়। এ স্থানে আমি না হয়ে যদি অন্য কেউ হয়, তখনো অন্যায় পাষণ্ডতার এই ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যাবে না। জুলুম অব্যাহতই থাকবে। আমার আগেও এমন চলে এসেছে, আমার পরেও তা থামবে না। এই উন্মাদনা চলতেই থাকবে।'

শংকর কামারের হাত ধরে চুমু খেয়ে বলতে লাগলো– 'তুমি অত্যন্ত দয়ালু, জ্ঞানী। তোমার এই অভিনব রূপ তো আগে কখনো দেখিনি!'

কামার মাথা নুয়ে তার পা ছুঁয়ে বলতে লাগলো– 'শংকরজি! মহারাজ সৌম্য করুন। আপনি হচ্ছেন রাজাজির মন্ত্রী। অনেক বড় মাপের মানুষ। আমি হলাম গরিব খেটে খাওয়া লোক। আমি বদলাইনি, আপনাকেই বরং কিছুটা পরিবর্তিত রূপে দেখা যাচ্ছে! বাচনভঙ্গিতে এক অদ্ভুত দরদমেশানো। মনে হচ্ছে আপনি বদলে গেছেন!'

শংকর বললো– 'বাবা! এখন আর আমি মন্ত্রী নই। ওই ভার অনেক দূরে ফেলে দিয়েছি– যার চাপ আমার পবিত্র আত্মাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেছে। ওই মোহমায়ার জাল থেকে বেরিয়ে আমি অনির্বাণের পথ ধরে চলেছি। আমি বিদ্রোহী। বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীনের কাজে নেমেছি। আমি

www.pathagar.com

ভগবানের আসামি। এই জেলখানার অসংখ্য কয়েদির আমি আসামি। আমি তোমারও আসামি। হাত জোড় করে আমি তোমাদের সকল নিপীড়িতের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।'

শংকর হাত জোড় করে রাখে। তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

বৃদ্ধ কামার শংকরের হাত থামিয়ে বললো– 'শংকরজি! আপনার কী হয়ে গেলো? মুহূর্তেই এ কেমন পরিবর্তন! আপনি কী ছিলেন? আর এখন কী হয়ে গেলেন? আপনি কয়েদিদের আসামি হতে পারেন, কিন্তু আমার আসামি হবেন কী করে? আমি তো আপনাকে অন্নদাতা মনে করি।'

শংকর বললো– 'না! আমি তোমারও আসামি। তোমাকে বুঝতে আমি ভুল করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম– লোহার কাজ করতে করতে তোমার ভেতরটাও লোহার মতো কঠোর হয়ে গেছে। আজ জানতে পারলাম যে, তুমি ফুলের কলির মতো কোমল, নম্র।'

বৃদ্ধ কামার কাঁদতে আরম্ভ করলো।

শংকর বললো– 'সব সময় তুমি মানুষকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তাদের পায়ে লোহার শিকল বেড়ি পরানোর কাজ করতে। আজ আমি চাই– নিজ হাতে তুমি ওই বেড়িগুলো ভেঙে চুরমার করে দেবে, যেগুলো নির্দোষ লোকদের পা রক্তাক্ত করে রেখেছে।'

বৃদ্ধ কামার মৃদু হেসে বললো– 'মনে হয় আকাশ থেকে ভগবান এই ধরায় নেমে এসেছে। আপনাকে ভগবানের মতো লাগছে। আমাকে আপনার চরণ দুটি ছোঁয়ার আজ্ঞা দিন, ভগবান! এই একটি মুহূর্তই আমি আজীবন কামনা করেছিলাম, মহারাজ!'

এরপর সে তার সাথিদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তোমাদের মধ্যে যাদের মনে দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই, তারা শিকলের বেড়ি জোড়া দিতে থাকুক; আমি ওই বেড়িগুলো ভেঙে ফেলার অন্যায়ে লিপ্ত হচ্ছি।'

দ্রুত সে লুঙ্গি ভাঁজ করতে শুরু করে। তার শাগরেদ ও সাথিরা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা একবার শংকরের দিকে তাকাচ্ছে, আরেকবার দারোগার দিকে ভিতু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, আবার কখনো তাকাচ্ছে বৃদ্ধ ওস্তাদের অবিচল চাহনির দিকে।

বৃদ্ধ কামার গায়ের জামা একদিকে ফেলে বললো– 'আমাকে অনুমতি দিন, মহারাজ!'

www.pathagar.com

শংকর বলে উঠলো– 'তুমি একা নও বাবা! আমরা সবাই তোমার সাথে আছি। তুমি আগে আগে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি।'

কামারশালা থেকে বেরিয়ে এরা সবাই জেলখানার ওই ভয়ংকর কুঠরিগুলোতে প্রবেশ করলো, যেখানকার ভয়ংকর গর্তে অসংখ্য মানুষকে বন্দী বানিয়ে রাখা হয়েছে। বৃদ্ধ কামারের সাথিরাও দৌড়ে ওখানে পৌঁছে যায়।

দারোগাকে উদ্দেশ করে বৃদ্ধ কামার বললো– 'আমরা সবার আগে বাদল সিংয়ের সেনাদের পায়ের বেড়ি ভেঙে ফেলতে চাই। তারা অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছে। লোহার ভারী শিকল ওদের অধিকাংশকে অচল বানিয়ে দিয়েছে। জানি না আমরা ওই আহতদের রক্তাক্ত ক্ষতের প্রশ্নে কী জবাব দেবো!'

শংকর প্রাচীরে শরীর ঠেকিয়ে বললো– 'আমরা তাদের পায়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দেবো।'

সে এক দীর্ঘ সরু গর্ত। এখানে বাদল সিংয়ের সৈনিকদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। জেলখানার জমিন থেকে কয়েক সিঁড়ি নিচে নামতে হয়। চারদিক ভয়াল পরিবেশ। গর্তের প্রবেশপথে দুটি মশাল জ্বলছে। একদিকে চারজন সশস্ত্র সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। বাহির থেকে আগন্তুকদের পায়ের শব্দ শুনে এরা চৌকান্না হয়ে পড়ে।

সমস্বরে তারা বলতে থাকে– 'তোমরা কারা?'

দারোগা জবাব দিলো– 'আমি দারোগা। আমার সাথে শংকরজিও আছেন।'

একজন সৈনিক হাত জোড় করে বললো– 'মন্ত্রীজি! এই অসময়ে! ভালো আছেন তো?'

শংকর বললো– 'মহারাজ বাদল সিংয়ের সৈনিকদের বন্দিত্বের দিন ফুরিয়ে গেছে। আমরা ওইসব বন্দীকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

আরেক সৈনিক এগিয়ে এসে বললো– 'বন্দীদের বন্দিত্বের দিন ফুরিয়ে গেছে, নাকি তাদের জীবনের ঘণ্টা শেষ হয়ে গেছে? বাইরে তো তুমুল তুফান। তাদের কোথায় নিয়ে যাবেন? এরা তো এই কঠিন দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে কোথাও পালাতে পারবে না। ন্যূনতম তুফানটা থামতে দিন। জানি না, রাজকুমার কেন সব সময় রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠতে পছন্দ করে!'

www.pathagar.com

শংকর কিছু বলার আগেই বৃদ্ধ কামার বলে উঠলো– 'বেটা! রাজকুমারের আত্মা কোনো মানুষের আত্মা নয়। তাদের ভেতরে বসত করে রাক্ষসের আত্মা। তুমি তো ভালো করেই জানো যে, রাক্ষসরা রক্তপিপাসু হয়ে থাকে। হায়েনারা সব সময় রক্তের সন্ধানে ব্যাকুল থাকে।'

সৈনিক মাথা নুয়ে হাত জোড় করে বললো– 'ঠিক আছে, তুমি তো নিরুপায়। আদেশের দাস। অসহায়। কারও জন্য কিছু করার অবকাশ নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে, মন্ত্রীও আমাদের মতো দুর্বল চিত্তের অধিকারী!'

শংকর মৃদু হেসে বললো– 'না, তোমরা ন্যূনতম এই মুহূর্তে আমাকে চিনতে ভুল করেছো। এই ক্ষণে আমি নিরুপায় বা অসহায় নই। আমি একজন নতুন শংকর। নতুনভাবে জন্ম নেয়া শংকর। ওই বন্দীদের জীবনের দিন ফুরায়নি। ওরা এই নরক থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এই অসহায়দের আমি শাস্তির নির্মম খড়্গ থেকে মুক্ত করতে এসেছি।'

'কী! কী বললেন?' সৈনিক বিস্ময় প্রকাশ করে বললো– 'আজ পর্যন্ত তো এমন হয়নি! এখান থেকে কাউকে মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। আপনি যদি ঠাট্টা না করে থাকেন, তাহলে মনে হচ্ছে তুফানের গতি আজ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে!'

দারোগা তার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'ঠিকই বুঝেছো তুমি। আজ রাতের তুফান এক নতুন বিপ্লবধ্বনি। আমরা শেকল বেড়ি ভাঙতে এসেছি। অমানবিক এই দশা থেকে অসহায়দের মুক্তি দিতে এসেছি। হ্যাঁ, আমরা বিদ্রোহী। শত বছর ধরে চলে আসা জুলুমের বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি।'

একজন সৈনিক পেছনে সরে গিয়ে বর্শা উঁচিয়ে বললো– 'আমি আমাদের রাজার বিদ্রোহীকে বেঁচে থাকতে দেবো না...।'

শংকর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আরেক সৈনিকের হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিয়ে দ্রুতবেগে রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী সৈনিকের বুকে বিদ্ধ করে হুংকার ছেড়ে বললো– 'বুনো কুকুর! বকবক বন্ধ কর!'

এরপর দ্রুত এই ছোট্ট কাফেলা সব বন্দীর পায়ের বেড়ি কেটে দেয়। কামার এই সব কাজ খুবই অল্প সময়ে সম্পন্ন করে।

শংকর দারোগার দিকে তাকিয়ে বললো– 'দারোগাজি! তুমি এদের সবাইকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে তোলো। আমি অনেক জরুরি এক কাজে অন্যত্র যাচ্ছি।'

www.pathagar.com

দ্রুতপায়ে শংকর বাইরে বেরিয়ে গেলো।

দারোগা বৃদ্ধ কামারকে বললো– 'এখন অন্য সব বন্দীর পায়ের বেড়ি খোলার কাজ শুরু করে দাও। সবাইকে সামনের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত করতে থাকো।'

***

জোর কদমে শংকর এগিয়ে চলেছে জেলখানার পেছন দিয়ে। তার হাতে দীর্ঘ বর্শা। সে দুর্গের প্রাচীরের কাছে পৌঁছে যায়। এটা একটা খোলা জায়গা। বৃষ্টি মুষলধারে বর্ষিত হচ্ছে। অন্ধকার খুব গাঢ়। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত শংকর ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর হঠাৎ তরবারির আলোর মতো বজ্রপাত দেখা দেয়। আলোর এক ভয়ংকর রশ্মিতে সামনে একটি চূড়াবিশিষ্ট সৌধ দেখা যায়। শংকর তীব্রবেগে ঘূর্ণিঝড়ের এই ভয়াল স্রোতে পা বাড়াতে থাকে। সে বাতাসের বজ্রগতি আর বৃষ্টির তিরসদৃশ ধারা টপকে সৌধের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। চূড়ার ভেতর একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে।

সৈনিক ভয়ে কাঁপাকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো– 'কে তুমি?'

শংকর সৈনিকের হাতে চিকচিক করতে থাকা তরবারির দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমি শংকর। ভয়ের কিছু নেই।'

সৈনিক কিছুটা শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'আরে শংকরজি! ভালো আছেন তো?'

শংকর জানতে চাইলো– 'গোপন কক্ষে কে আছে?'

সৈনিক জবাব দিলো– 'এখানে বিশেষ কোনো কিছু নেই, মহারাজ! সেই কঠিন পাথুরে প্রাচীর সেই ঘনঘোর অন্ধকার। তবে অন্ধকারে কখনো কখনো পুরনো লোহার বেড়ির ঝনঝন শব্দও শোনা যায়।'

শংকর বিস্বাদভরা কণ্ঠে বললো– 'জানো কি, কার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছো? আমার পথের সামনে থেকে সরে দাঁড়াও। আমার খুব তাড়া আছে।'

সৈনিক হাত জোড় করে বললো– 'শংকরজি! কারও জন্য ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নেই। রাজা যাওয়ার সময় খুব কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।'

www.pathagar.com

শংকর বললো– 'আমারও অনুমতি নেই? বেকুব! আমি রাজার মন্ত্রী!'

সৈনিক মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'আমি অপারগতা প্রকাশ করছি, মহারাজ!'

গোপন কক্ষের আরেক সিঁড়ির কাছে দুটি মশাল জ্বলছে, যার আলোর কিছু অংশ ওপরেও দেখা যাচ্ছে।

শংকর জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি কি একা?'

'না।' সৈনিক জবাব দিলো– 'গোপন কক্ষে মূক সৈনিকও আছে। আমরা পালাক্রমে পাহারা দিয়ে থাকি। এই সময়ে আমার পালা। ভোর পর্যন্ত আমি পাহারা দেবো। আমার স্থানে যদি অন্য মূক সৈনিক দায়িত্বরত থাকতো, তাহলে আপনার জন্য খুব শঙ্কা ছিলো।'

এখান থেকে দুর্গের প্রাচীরের ওই অংশটি খুব সন্নিকটে– যার ছায়া বাঘের গর্তের ওপর পড়ে থাকে। অতর্কিত একটি বজ্রপাত হয়। ভয়ংকর এক গর্জন শোনা যায়। এমন মুহূর্তে শংকরের খঞ্জর সিপাহির বুকে বিদ্ধ হয়ে যায়। সিপাহির আর্তনাদ বজ্রপাতের গর্জনের মাঝে হারিয়ে যায়। শংকর তারপরও সতর্কতাস্বরূপ তার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে। সৈনিকের রক্ত দ্রুতবেগে নিচের সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ ছটফট করার পর তার শরীর নিষ্প্রাণ হয়ে গেলে শংকর তাকে তুলে চূড়া থেকে বাইরে ফেলে দেয়। সৈনিকের রক্তের কিছু দাগ তার জামাতেও লেগে যায়।

লাল লাল রক্তের ফোঁটাগুলোর দিকে তাকিয়ে শংকর আনমনে ভাবতে থাকে– এ কী! রক্তের রঙ তো দেখি সবারই লাল। তারপরও নিপীড়ক আর নিপীড়িতের কাহিনি কেন জন্ম নেয়!

ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি বেয়ে নামে। জ্বলন্ত একটি মশাল সে হাতে নিয়ে রেখেছে। দশ-বারোটি সিঁড়ি অবতরণের পর শংকর ওই স্থানে পৌঁছে যায়, যেখান দিয়ে গোপন কক্ষের লোহার দরজা পর্যন্ত যাওয়া যায়। এখানে এক কোণে দুজন মূক সিপাহি ঘুমিয়ে আছে। এরা উভয়ে জন্মগতভাবে মূক নয়; বরং এদের জোর করে মূক বানানো হয়েছে। রাজা তাদের জিহ্বা কেটে ফেলেছে। এরা রাজা রিয়াসিংয়ের নিরাপত্তারক্ষী সৈনিক। মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের ছোট ভাই বাদল সিংয়ের মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে এরা জানতো। এদের দিয়ে বাদল সিংয়ের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে। বাদল সিংয়ের কাছ থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর রাজা এদের জিহ্বা কেটে দেয়– যাতে কাউকে এরা কিছু বলতে না পারে। শংকর তাদের মাথার কাছে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে ভাবছে। দ্রুত সে তাদের ভাগ্যের ফয়সালা নিতে চাচ্ছে। সেই ভাবনায় সে উভয়ের অস্ত্রশস্ত্র কবজা করে নেয়। ওরা ঘুমিয়েই আছে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান এবং স্পর্শকাতর। শংকর তার উভয় হাত একই সাথে উঁচু করে। তার হাতে দুটি খঞ্জর চিকচিক করছে এবং একই মুহূর্তে উভয় সৈনিকের বুকে বিদ্ধ হয়। রক্তের ফোয়ারা উবলে ওঠে। শংকরের হাত রক্তাক্ত হয়ে যায়। মুহূর্তে সে আরেকটি আঘাত হানে উভয়ের পেটে। একই সময়ে। গোপন কক্ষের মাটি রক্তে রঙিন।

শংকর মূক সৈনিকদের নিষ্প্রাণ লাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে– 'প্রত্যেক অত্যাচারীর এমনই পরিণতি হয়ে থাকে। ভগবানে যাতে ধরতে চায়, তাকে খুব শক্তভাবেই ধরে। তার ধরা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তোমাদের এমনই পরিণতি হওয়ার ছিলো– যা হয়েছে।'

মশালের আলো কিছুটা হাস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছে। বৃষ্টির তুমুল বর্ষণ গোপন কক্ষের ভেতরও অনুভূত হচ্ছে। সামনের দেয়ালে বড় একটি চাবি ঝুলছে। শংকর হাত বাড়িয়ে চাবিটি তুলে নেয়। এরপর তালা খুলে লোহার দরজা খোলার জন্য জোরে টানতে আরম্ভ করে। অনেক ভারী দরজাটি। জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে সে কক্ষে প্রবেশ করে।

কেউ একজন ভারী কণ্ঠে বলে ওঠে– 'এখনো কি জগতে আলোর উপস্থিতি রয়েছে? আমি তো ভেবেছিলাম আকাশ-পাতাল অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। আকাশের তারার আলোও হারিয়ে গেছে...।'

শংকর মশালটি দরজার সাথে লাগিয়ে রাখে এবং নিজের অজান্তেই সে বন্দীর পায়ে পড়ে বিড়বিড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে।

বৃদ্ধ কয়েদি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে– 'কে তুমি? এ কী করছো...?'

শংকর ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে থাকে– 'আমি আপনার আসামি, মহারাজ! আমি শংকর...।'

'শংকর!' বৃদ্ধ কয়েদি তাঁর পা থেকে তাকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন– 'মনে হয় মহারাজা জয়ধ্বজ সিং আমার ওপর পতিত নির্মম অত্যাচার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন! তুমি মৃত্যুকে বাজি রেখে এখানে এসেছো? খুব ভালো করেছো তুমি। তুমি আলোর পিয়াসী হয়ে আমার চোখের সামনে আশার এক নতুন প্রদীপ জ্বালালে। আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি তোমাকে সৌম্য করি। আমি মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের ক্রোধ থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে নেবো।'

www.pathagar.com

'না, মহারাজ!' শংকর বললো- 'মহারাজা জয়ধ্বজ সিং আর বেঁচে নেই।'

বৃদ্ধ কয়েদি বুকে হাত রেখে আর্তনাদে ফেটে পড়ে বলতে থাকেন- 'কী বললে তুমি? মহারাজা জয়ধ্বজ সিং বেঁচে নেই?'

'হ্যাঁ, মহারাজ!' শংকর বললো- 'জয়ধ্বজ সিংকে কৃষ্ণকুমার মেরে ফেলেছে।'

'কৃষ্ণকুমার!' বৃদ্ধ কয়েদি গর্জন দিয়ে বললো- 'তুমি একজন খুনি রাক্ষস! ক্ষুধার্ত হায়েনা...!'

এরপর তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে হাত উঁচু করে বললেন- 'হে আকাশের মালিক! তোমার দয়া এতো দূরে কেন? মনে হয় তোমার জগৎ অন্ধকার জগৎ!'

শংকর বৃদ্ধ কয়েদির পায়ের মোটা শিকলে হাত রেখে বলতে লাগলো- 'না মহারাজ! এমন করে বলবেন না! দেবতাদের অনেক বড় এক সেনা জালেমদের তাড়া করে ফিরছেন। ভোর ঘনিয়ে আসছে। এই আলো সেই ভোরেরই আলো- যা অন্ধকার থেকে বেরোতে ব্যাকুল।'

বৃদ্ধ কয়েদি শংকরের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টিতে অনেক ধরনের প্রশ্ন। তার দাড়ি এবং মাথার বড় বড় চুলে ঢাকা তাঁর চোখ দুটোকে খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে। মনে হয় তার আত্মা একীভূত হয়ে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

তিনি বললেন- 'মহারাজা জয়ধ্বজ ছিলেন আমার শেষ ভরসা। জালেমরা যখন তাঁর জীবনপ্রদীপও নিভিয়ে দিয়েছে, তখন তুমি কোন ধরনের ভোরের স্বপ্ন দেখাচ্ছো?'

শংকর বললো- 'মহারাজ! আমি রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত এবং তার সাহায্যকারী দেবতাদের কথা বলছি।'

বৃদ্ধ কয়েদি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন- 'এই মুহূর্তে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত কোথায়? সে কি বেঁচে আছে? কোথায় সে? কিছু বলছো না কেন তুমি? জবাব দাও! আমাকে কিছু বলছো না কেন? ভগবান আমাকে সুযোগ দিলে আমি আসামকে হায়েনাদের নখর থেকে মুক্ত করে ছাড়বো। নিজ হাতে আমি কৃষ্ণকুমার, তার মাতা এবং রাজা রিয়াসিংকে হত্যা করে এই হায়েনাদের সর্বশেষ গন্তব্যে পৌঁছে দেবো! বলছো না কেন রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত কোথায়? তুমি কি তাকে বলোনি... ।'

www.pathagar.com

শংকর বললো– 'আপনার হয়তো রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের কোমল পবিত্রতার সুবাস অনুভূত হচ্ছে।'

'হ্যাঁ'। বৃদ্ধ কয়েদি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন– 'আমি রাজকুমারীর নিষ্পাপ পবিত্রতা নিজের আহত মনে অনুভব করছি।'

বৃদ্ধ কয়েদি চোখ বন্ধ করে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর দুই চোখ অশ্রুতে ভিজে গেছে।

শংকর তাঁর ভর নিয়ে উঠিয়ে বললো– 'মহারাজ! উঠুন। আপনাকে আমি অন্ধকার থেকে বের করে আলোর আঙিনায় নিয়ে যাবো। আপনার সফরসঙ্গী হতে এসেছি আমি।'

বৃদ্ধ কয়েদি তাঁর পায়ের শিকল নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শংকর তাঁকে নিজের কাঁধে নিতে চেষ্টা করে।

তিনি দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে মৃদু হেসে বলতে লাগলেন– 'ধন্যবাদ, শংকরজি! ভর নেয়ার প্রয়োজন নেই আমার। আমার আত্মা এক নতুন এবং সম্পূর্ণ অজানা শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। যেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও, আমি যেতে পারবো। তুমি আমার আগে আগে চলতে থাকো। শিকলের সুর ঝংকার শুনিয়ে শুনিয়ে আমি তোমার পেছনে পেছনে হাঁটছি।'

বৃদ্ধ ভারী শিকল সামলে নিয়ে শংকরের পেছনে পেছনে চলতে শুরু করলেন। বৃদ্ধ কয়েদির পোশাক ছেঁড়াফাটা। দুর্গন্ধ ভেসে আসছে তাঁর শরীর থেকে। শরীরটা লাকড়ির মতো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শংকর ও বৃদ্ধ কয়েদি সৌধচূড়া থেকে বের হয়ে তুফানের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে চলে এলো জেলখানার নিকটে। জেলখানায় পৌঁছে শংকর বললো– 'আগে আমাদের কামারশালায় যেতে হবে।'

বৃদ্ধ কয়েদি বললেন– 'তুমি কি আমার অলংকার ফেলে দিতে চাও?'

শংকর বললো– 'আপনাকে জিঞ্জিরাবদ্ধ দেখে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে।'

বৃদ্ধ কয়েদি বললেন– 'এটা তো অলংকারের মতো হালকা-পাতলা এবং সুন্দর। এটা আমার নির্জনতার সঙ্গী। এরা আমাকে অনেক দিন সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে।'

'ভগবানের দোহাই! অতীতের মর্মান্তিক দুঃখগাথা ভুলে যান, মহারাজ!'

অন্ধকার নিস্তব্ধ পথ পেরিয়ে উভয়ে কামারশালায় পৌঁছে গেলো। বৃদ্ধ কামার লোহা গরম করার কাজে ব্যস্ত।

www.pathagar.com

শংকরকে দেখে সে বললো– 'শংকরজি! আপনি এসে গেছেন? এই লোক কে? এই কয়েদিকে কোথা হতে এনেছেন? এ তো জেলখানায় ছিলো না। আমি সব কয়েদির পায়ের শিকল-বেড়ি কেটে দিয়েছি। সবাই এখন মুক্ত। আমি কয়েদি এবং বাদল সিংয়ের সৈনিকদের তরবারি ও বর্শা দিয়ে সশস্ত্র করে সাজিয়ে তুলেছি। তাদের হারানো শক্তি ফিরে এসেছে।'

শংকর বললো– 'সব কাজ ছেড়ে এই কয়েদির শিকল-বেড়ি কেটে দাও। তাঁকে শিকলাবদ্ধ দেখে আমার আত্মা রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

বৃদ্ধ কামার জামা খুলে বললো– 'কিন্তু কে এই লোক?'

শংকরের অবনত দৃষ্টি বৃদ্ধ কয়েদির চেহারায় স্থির। সে বললো– 'আমি তোমাদের কী করে বলবো যে, এই লোক কে! তিনি হচ্ছেন আমাদের ছোট্ট এই বাহিনীর সেনাপতি। আসামের ত্রাণকর্তা তিনি।'

বৃদ্ধ কামার কয়েদির পায়ে লাগানো বেড়ি কাটতে গিয়ে বললো– 'শংকরজি! মনে হয় এই বেড়ি অন্য কেউ বানিয়ে তার পায়ে পরিয়েছে।'

বৃদ্ধ কয়েদি বললেন– 'ঠিকই বলেছো তুমি। আমাকে এই দুর্গ থেকে অনেক দূরের বনে বন্দী করা হয়েছিলো।'

বেড়ি ও শিকল খুলে যায়। শংকর ভারী শিকলটি তুলে দূরে নিক্ষেপ করলো।

বৃদ্ধ কামার হাত জোড় করে জিজ্ঞেস করলো– 'আপনাকে কোন জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছিলো?'

কয়েদি বললেন– 'সামনের দিনগুলো তোমাকে সবকিছু বলে দেবে। এই দুর্গেই আমি বন্দী ছিলাম।'

জেলখানার সব কয়েদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভেতরকার সরু একটি পথে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে। স্বাধীনচিত্তে এক নব উদ্যমে তারা ভিন্ন বিপ্লবের অভিযাত্রী। সবাই অন্ধকার হটিয়ে আলোর শামিয়ানাতলে সমবেত হবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ।

বৃদ্ধ কয়েদি তাঁর সাথিদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'ভগবান আমাদের সবাইকে নতুন এক জীবন দিয়ে আলোর ফেরি করার জন্য এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমি এই প্রান্তরের সব কটি ঘরের দরজা শান্তি ও স্বাধীনতার ফুলে-ফলে ভরে দিতে চাই। নতুন এক আলো নতুন এক বিপ্লব এবং নতুন এক আসামের নতুন ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে পা বাড়াচ্ছি... ।'

www.pathagar.com

কয়েদিদের ছোট্ট এই বাহিনীর সদস্যসংখ্যা সর্বসাকল্যে তিন হাজারের কাছাকাছি। অন্যায়ের ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য সর্বান্তকরণে এরা প্রস্তুত।'

বৃদ্ধ কয়েদি শংকরকে উদ্দেশ করে বললেন- 'এখন আর বিলম্ব কেন? কার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে?'

শংকর জেলখানার দরজার দিকে তাকিয়ে বললো- 'আমি প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রজির অপেক্ষা করছি...।'

এমন সময় হঠাৎ দরজায় করাঘাত শোনা যায়।

শংকর দারোগার দিকে তাকিয়ে বলে- 'জানালা খুলে দেখো, কে এসেছে। যদি প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র এসে থাকেন, তাহলে তাঁর জন্য দরজা খুলে দেবে...।'

দারোগা সামনে অগ্রসর হয়ে জানালা খুলে বাইরে উঁকি দিলো। বাইরে ঘোর অন্ধকার। দমকা বাতাসের তূর্ণগতির পাশাপাশি মুষলধারে বর্ষিত হচ্ছে বৃষ্টি।

দারোগা জিজ্ঞেস করলো- 'কে? কেন এসেছো?'

বাইরের দিক হতে কেউ একজন কাঁপাকণ্ঠে জবাব দিলো- 'দরজা খোলো! আমি তুরমক সিং...!'

তুরমক সিংয়ের নাম শুনে কয়েদি বাহিনী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো।

দারোগা জিজ্ঞেস করলো- 'কেন এসেছো তুমি?'

তুরমক সিং চিৎকার করে বলতে লাগলো- 'আমি জেলখানায় আশ্রয় নিতে এসেছি। দরজা খুলে দাও! মৃত্যু আমাকে ধাওয়া করছে। মুসলমানরা অতর্কিত আক্রমণ করে দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছে। আমাদের সেনারা রক্তসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে দারোগা জিজ্ঞেস করলো- 'তুমি কি একা?'

তুরমক সিং বললো- 'না, আমার সাথে পঞ্চাশ-ষাট জন সৈন্য আছে।'

বৃদ্ধ কয়েদি বললো- 'দরজা খুলে দাও। মৃত্যুর ভয়ে পলায়নপররা মৃত্যুর পাঞ্জায় আশ্রয় নেয়ার বোকামি করে যাচ্ছে!'

দারোগা তার নিয়ন্ত্রণাধীন লোকদের দরজা খোলার ইশারা দিলো। এমন সময় ভেসে আসে দৌড়াতে থাকা ঘোড়ার টগবগ শব্দ। সাথে সাথে

www.pathagar.com

তরবারির তুমুল ঝংকার এবং আর্তনাদের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।

শংকর তার সাথিদের উদ্দেশ করে বললো– 'মনে হয় মৃত্যুদূত তুরমক সিং এবং তার সাথিদের মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

জেলখানার দরজা খুলে দেয়া হয়। একজন অশ্বারোহী জেলখানায় প্রবেশ করেন। তিনি কয়েদিদের ছোট্ট এই বাহিনীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলতে লাগলেন– 'মনে হয় আমাদের বাহাদুর ভাইয়েরা যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে!'

বৃদ্ধ কয়েদি সামনে অগ্রসর হয়ে অশ্বারোহীর নিকটে পৌঁছালেন। হাত জোড় করে তিনি বললেন– 'আমাদেরকে আপনাদের সফরসঙ্গী বানিয়ে নিন... ।'

অশ্বারোহী বৃদ্ধ কয়েদির হাত নিজের হাতে নিয়ে খুবই মহব্বতের সাথে বললেন– 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। দুর্গের অধিকাংশ সৈনিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। অবশিষ্ট সৈনিকেরা পালানোর পথ খুঁজছে। রাজকুমার শাওন আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। রাজার রানিকে প্রাসাদের একটি ঘরে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে... ।'

বৃদ্ধ কয়েদি মুসলিম অশ্বারোহীর হাতে চুমু খেয়ে বললেন– 'আমাকে আপনার সাথে নিয়ে চলুন। আমি রাজকুমার শাওন এবং তার মাতাকে দেখতে চাই।'

অশ্বারোহী বললেন– 'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

এরপর অশ্বারোহী শংকরের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'তোমাকে মধুকরের ভাই শংকরের মতো মনে হচ্ছে আমার নাম সাইয়েদ হায়দার ইমাম। আমাকে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করো... ।'

শংকর আশ্চর্য ভঙ্গিতে সাইয়েদ হায়দার ইমামের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'আপনি কি মধুকরজিকে চেনেন? জালেম রাজা তাঁকে মেরে ফেলেছে। আমার ভাই নির্দোষ। আমি তাঁর খুনের প্রতিটি ফোঁটার প্রতিশোধ নেবো!'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'রাজা এবং তার খান্দানের হিসাবের দিন শুরু হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত থাকো। জালেমদের আমরা তাদের গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো। মধুকরের মতো ত্যাগী, বীর ও আত্মমর্যাদাশীল লোক বেঁচে থাকে।'

www.pathagar.com

এরপর তিনি ঘোড়ার লাগাম উঠিয়ে তার মুখ ফিরিয়ে বললেন– 'ভোর হয়ে যাচ্ছে। তুফানের গতিও কমে এসেছে। অন্ধকারের কোলে জন্ম নিচ্ছে আলো। কিছু কাজ বাকি আছে এখনো। দ্রুত এগুলো সম্পন্ন করতে হবে। এরপর আমরা আপনাদের সবার সাথে বিস্তারিত পরিচয়পর্ব সেরে নেবো।'

বৃদ্ধ কয়েদি এগিয়ে এসে সাইয়েদ হায়দার ইমামের ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন– 'আমরা সবাই আপনাদের সাথে থাকতে চাই। এখনই আমি রাজকুমারকে দেখতে চাই।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'মনে হয়, আপনাদের সবাইকে সবেমাত্র মুক্তি দেয়া হয়েছে। ভালো হতো যদি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিতেন। রাজকুমারের ভাগ্যের ফয়সালা আপনাদের সবার মর্জি মাফিকই করা হবে। রাজকুমার ছাউনির ভেতরে বন্দী আছে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ঘোড়ার জিনে পা ঠেকিয়ে দরজা থেকে বেরিয়ে যান। তাঁর সাথিরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েদিদের বাহিনী অনেকক্ষণ দৌড়তে থাকা ঘোড়ার হ্রেষা শুনতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ কয়েদি বাইরের দিকে এগিয়ে বললেন– 'আমি সময়ের স্রোতের সঙ্গে চলতে চাই...।'

বাতাসের ধ্বংসাত্মক গতি স্তিমিত হয়ে এসেছে। দুর্গ অন্ধকারে ডুবে আছে। রাজপ্রাসাদের দিক হতে আল্লাহু আকবার তাকবিরধ্বনির গুঞ্জরন শোনা যাচ্ছে।

বৃদ্ধ কয়েদি বললেন– 'মনে হয় হনুমানের জাতিকে রাজপ্রাসাদের ভেতর মৃত্যুর খেলা দেখানো হচ্ছে।'

তুরমক সিং এবং তার সাথিদের রক্তে রঞ্জিত লাশ জেলখানার সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে তুফান। বৃষ্টিও এখন আর বর্ষিত হচ্ছে না। কয়েদিদের বাহিনী এগিয়ে চললো রাজপ্রাসাদের দিকে। স্থানে স্থানে পড়ে আছে রক্তে এবড়োখেবড়ো লাশ। উচ্ছ্বাসভরা তাকবির, গগনস্পর্শী স্লোগান আর তরবারির ঝনঝনানির আওয়াজ শোনা যেতে থাকে সর্বত্র।

www.pathagar.com

নবপ্রভাত

সকাল হয়ে গেছে। শীতল বাতাস বইছে। আকাশে উড়তে থাকা মেঘমালার আড়ালে কখনো কখনো উঁকি দিয়ে যাচ্ছে সূর্যের সোনালি কিরণ। শোনা যাচ্ছে পর্বতের বুক চিরে বইতে থাকা ঝরনার পানির কলকল শব্দ। মন্দিরের কাঁসরঘণ্টা উচ্চশব্দে বেজে চলেছে। মোরং দৌড়ে মন্দিরে প্রবেশ করলো। সে বেশ জোরে হাঁফাচ্ছে। এই সময়টাতে প্রভাতপূজা চলছিলো মন্দিরে।

মোরং মহাদেব কল্যাণজির কক্ষে পা রেখে জিজ্ঞেস করলো– 'কাজল কোথায়, তার মাতা কোথায়?'

মোরং নাক ফুলিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। তার হাতে রক্তে ভেজা তরবারি।

কল্যাণজি তাকে দেখে শঙ্কাচিত্তে জিজ্ঞেস করলেন– 'মোরং! ভালো আছো তো! তুমি হাঁফাচ্ছো কেন? মনে হয় অনেক দূর থেকে দৌড়ে আসছো?'

মোরং বললো– 'কাজল কোথায়? আমি তাকে এবং তার মাতাকে বড় একটি শুভ সমাচার শোনাতে এসেছি।'

কল্যাণজি নিজের স্থান থেকে দাঁড়িয়ে বললেন– 'কাজল ছাদে আছে। আমাকে বলো কী শুভ সমাচার...।'

মোরং আর কিছু না বলেই দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। উচ্চস্বরে সে কাজল কাজল বলে ডাকছে। মহাদেব কল্যাণও তার পেছনে পেছনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন। কাজল, তার মাতা, তার চাচি এবং আরো বহু দেবদাসী মন্দিরের প্রশস্ত এবং উঁচু ছাদে দাঁড়িয়ে মুসলমান অশ্বারোহীদের তরবারি ও তিরবাজীর বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে চলেছে।

মোরং কাজলকে দেখে বললো– 'কাজল! তিনি বেঁচে আছেন। নিজ চোখে আমি তাঁকে দেখেছি।'

www.pathagar.com

মোরং হাত-পা ছেড়ে বসে যায় এবং অঝোরে কান্না করতে থাকে। এমন সময় কল্যাণও ছাদে এসে পৌঁছেছেন। মোরং উচ্চস্বরে কেঁদে যাচ্ছিলো।

মহাদেব কল্যাণ তাকে কোলে তুলে নিয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ে স্নেহের সুরে বললেন– 'বেটা মোরং! ব্যাপার কী? কাঁদছো কেন তুমি। কে বেঁচে আছে। কাকে তুমি নিজ চোখে দেখেছো?'

আবেগের আধিক্যে মোরংয়ের চোখমুখ কাঁপছে। সে কথা বলতে পারছে না। কাজল এবং দেবদাসীরা ডুবে আছে বিস্ময়ের সাগরে...।

মোরং চিৎকার দিয়ে বললো– 'আনন্দের এই ভার আমি বইতে পারছি না। তোমরা সবাই শুনলে তোমরা আমার মতো কাঁদতে থাকবে।'

কাজল তার কাছে বসে জিজ্ঞেস করলো– 'কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

মোরংয়ের বৃষ্টিস্নাত চোখ হেসে ওঠে। সে হাত জোড় করে বলতে থাকে– 'কাজল! তোমার পিতাজি বেঁচে আছেন। আমি নিজ চোখে তাঁকে দেখেছি।'

কাজল চিৎকার দিয়ে উঠলো। উচ্চস্বরে সে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলো।

তার মা মোরংয়ের পায়ে পড়ে বলতে লাগলো– 'মোরং সত্যি করে বলো– তুমি কোনো স্বপ্ন দেখোনি!'

মোরং দৃঢ়চিত্তে বলতে লাগলো– 'আপনারা সবাই বিশ্বাস করছেন না কেন? আমি স্বপ্নের কথা বলছি না। মধুকরজিকে আমি নিজ চোখে দেখেছি। তিনি বাঘের গর্তের দিকে দৌড়ে সৈনিকদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁকে নমস্কারও বলেছি। তিনি আমার দিকে হাসিমাখা চোখে তাকিয়েছিলেন...।'

কাজল সিঁড়ির দিকে এগিয়ে বললো– 'আমি পিতাজিকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

মহাদেব কল্যাণ উভয় হাত আকাশের দিকে মেলে ধরলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর ফোঁটা ঝরে পড়ছে।

এমন সময় একজন পূজারি ওপরে এসে বললো– 'মহাদেবজি! একজন মুসলমান সরদার এসেছে।'

পূজারি কাজল এবং তার মায়ের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'সে তোমাদের ব্যাপারে জানতে চেয়েছে।'

www.pathagar.com

কল্যাণজি পূজারিকে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কী জবাব দিয়েছো?'

পূজারি মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে বললো– 'আমি বলেছি– আমি জানি না।'

কল্যাণজি একটু চিন্তা করে জিজ্ঞেস করলেন– 'সে কি একা?'

পূজারি বললো– 'মহারাজ! তার সাথে পঞ্চাশ-ষাট জনের মতো সৈনিকও আছে।'

কল্যাণজি জিজ্ঞেস করলেন– 'তাদের মনোভাব কেমন দেখলে তুমি?'

পূজারি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তাদের দেখতে নীল আকাশ থেকে নেমে আসা দেবতার মতো দেখাচ্ছে।'

মহাদেব কল্যাণ নিচের দিকে নেমে আসেন। মন্দিরের দরজায় লোকজনের শোরগোল। তারা মুসলমান অশ্বারোহীদের পা ছোঁয়ার জন্য একে অন্যের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

কল্যাণজিকে দরজার দিকে দেখা গেলে মুসলমান সরদার ঘোড়া থেকে নেমে বলতে লাগলেন– 'আপনি কি মহাদেব আনন্দ প্রকাশের ভাই কল্যাণজি?'

কল্যাণজি হাত জোড় করে জবাব দিলেন– 'জি মহারাজ! সেবকের নাম কল্যাণ।'

মুসলিম সরদার খুব উষ্ণচিত্তে কল্যাণের সাথে করমর্দন করে বললেন– 'আমার নাম উদ্যম খান। আমি আপনার কুশল জানতে এসেছি। মন্দিরের কোনো পূজারি কোনো ধরনের কষ্টের শিকার হননি তো?'

কল্যাণজি উদ্যম খানের পা ছুঁয়ে হাত জোড় করে বললেন– 'না মহারাজ! আমরা সবাই অনেক শান্তিতে আছি। মনে হচ্ছে– ভগবান আমাদের জন্য এক নতুন আলোকোজ্জ্বল জীবন দান করেছেন... ।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে উদ্যম খান বললেন– 'আমি মধুকরের মেয়ে কাজলের ব্যাপারে জানতে এসেছি।'

মহাদেব বললেন– 'কাজল এবং তার মাতা নির্দোষ। রাজকুমার তাদের ভীষণ উদ্বিগ্ন রেখেছে। তাদের ব্যাপারে কেন জানতে চাচ্ছেন?'

উদ্যম খান বললেন– 'কাজল আমাদের মেয়ে। আমি তার দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে অবগত। তাকে অনেক বড় একটি সুসংবাদ শোনাতে এসেছি।'

কল্যাণজি বললেন– 'সে তার মাতার সাথে মন্দিরের ছাদে অবস্থান করছে।'

www.pathagar.com

উদ্যম খান কল্যাণজির সাথে ছাদে পৌঁছালেন। কল্যাণজি কাজলের দিকে তাকালেন। মহাদেবের ইশারা বুঝতে পারে কাজল। সাথে সাথে সে উদ্যম খানের পায়ে পড়ে যায়।

উদ্যম খান তাকে দাঁড় করিয়ে বলতে লাগলেন– 'তোমাকে আমার ভাই মধুকরজির মেয়ে কাজলের মতো লাগছে...।'

কাজল অশ্রুভেজা চোখে উদ্যম খানের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মহারাজ! আমার নাম কাজল।'

উদ্যম খান তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'তুমি আমার মেয়ে। আমার আফসোস হচ্ছে– তোমাদের খান্দানকে অনেক পেরেশানির মুখে পড়তে হয়েছে। বিশ্বাস করো– আমরা এক মুহূর্তও বিলম্ব করিনি। আল্লাহর শোকর– মধুকরজির সামনে আমাদের লজ্জিত হতে হবে না।'

কাজল কান্নাভরা কণ্ঠে বললো– 'আমার পিতাজি কোথায়? আমাদের তো বলা হয়েছে যে, অত্যাচারী রাজা তাঁকে মেরে ফেলেছে।'

উদ্যম খান জবাব দিলেন– 'মা! তুমি ভুল শুনেছো। যে মারতে চায় তার চেয়ে যে বাঁচাতে চায়– তার শক্তি অনেক বেশি। তোমার পিতাজি বেঁচে আছেন এবং কিছুক্ষণ পরই তোমরা তাঁকে তোমাদের সামনে দেখতে পাবে।'

উদ্যম খান সিঁড়ির দিকে এগিয়ে বললেন– 'আমি আবার আসবো। রিয়াসিংয়ের ক্ষমতার আসন উল্টে গেছে। এই মুহূর্তে তোমরা সবাই এক নতুন আসামে অবস্থান করছো।'

তিন প্রহরের সংক্ষিপ্ত সময়ে সমাপ্ত হওয়া বিচিত্র এই যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্তই ছিলো বিস্ময়কর। মুসলিম মুজাহিদরা তুফানের বেগে যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয় এক অধ্যায় নির্মাণ করেছে। রাজকুমার শাওনের বিশ্বস্ত সৈনিকেরা দুপুর পর্যন্ত নির্মূল হয়ে গেছে। সূর্যের চঞ্চল কিরণ পর্বতের বরফাচ্ছাদিত চূড়ায় চুমুর পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। বাতাসে অন্য রকম মাদকতা। দুর্গের সব ফটক খুলে দেয়া হয়। নগরীর লোকজন পূর্ণ স্বাধীনচিত্তে দুর্গে যাতায়াত করছে।

লোকেরা অন্য রকম আনন্দে উদ্বেল। তাদের কাছে এসব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। রাজকুমারের সৈনিকদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লাশগুলো উঠিয়ে শ্মশানভূমিতে সমবেত করা হচ্ছে। এই যুদ্ধে দুইশোর মতো মুসলমান মুজাহিদ শহিদ হয়েছে। মুসলমানরা তাদের শহিদদের গোসল-কাফনের কাজে ব্যস্ত। কাজল মধুকরের পায়ে ঝুঁকে কেঁদে চলেছে।

www.pathagar.com

মধুকর তার বাহু ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'মা! কাঁদছো কেন! এটা তো বড়ই আনন্দের মুহূর্ত। শান্তির বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে।'

কাজল তার আঁচলের কোণ দিয়ে চোখ মুছে বললো– 'আনন্দের তাড়না আমাকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে।'

এমন সময় একজন সশস্ত্র প্রহরী কক্ষে প্রবেশ করে বললো– 'ফটকে একজন মুসলিম দাঁড়িয়ে আছে। সে ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছে।'

মধুকর দাঁড়িয়ে বললো– 'তুমি তাঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছো কেন? এখনই তাঁকে নিয়ে আসো!'

সৈনিক চলে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর একজন মুসলিম সিপাহিকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো।

মধুকর তাঁর দিকে তাকালে সিপাহি বললো– 'মধুকরজি! আপনাকে দুর্গের মাঠে যেতে বলা হয়েছে। আমাদের শহিদদের জানাজা প্রস্তুত।'

মধুকর উঠে দাঁড়ালো এবং দ্রুতপায়ে দুর্গের মাঠের দিকে এগোতে লাগলো। মাঠে মুসলমান ছাড়াও অসংখ্য আসাম নাগরিকও দাঁড়িয়ে আছে। পেরেশান লোকেরা মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শহিদদের জানাজার সামনে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মুসলমানরা দাঁড়িয়ে আছে। মহাদেব কল্যাণজি, প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র, মহাদেব আনন্দ প্রকাশ, শংকর এবং কয়েদিদের ছোট্ট বাহিনীর বৃদ্ধ সেনাপতিও উপস্থিত আছেন।

মধুকরও গিয়ে পৌঁছালে সাইয়েদ হায়দার ইমাম হিন্দুদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন– 'রাতের যুদ্ধে আমাদের এই সাথিরা শাহাদাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। আপনারা জানেন– আমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন দিয়ে থাকি। এটা আপনাদের দেশ। এই দেশের প্রতিটি ইঞ্চির মালিকানা আপনাদের। আমরা পরদেশী। আমাদেরকে আমাদের শহিদদের শেষ ঠিকানার জন্য জমিনের ছোট্ট একটি টুকরো প্রয়োজন... ।'

বৃদ্ধ কয়েদি সামনে এগিয়ে সাইয়েদ হায়দার ইমামের চরণ ছুঁয়ে বলতে থাকেন– 'আপনি আমাদের দুঃখ দিচ্ছেন। এই দেশ এই ভূখণ্ড এই পৃথিবীর সবকিছু আপনাদের নিজের। আমরা নিজের হাতে এই মহান শহিদদের জন্য তাদের শেষ বিশ্রামকেন্দ্র নির্মাণ করবো।'

দুপুরের আগেই শহিদদের জানাজা প্রস্তুত হয়ে যায়। দুর্গের অভ্যন্তরেই তাঁদের সমাহিত করা হয়। দিনের শেষ বেলায় সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সাধারণ সভাকক্ষটি বিশাল বড় এবং প্রশস্ত। একই সময়ে এখানে

www.pathagar.com

কয়েক হাজার লোক বসতে পারে। রাজার সিংহাসন খালি পড়ে আছে। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান সিংহাসনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্র সিংহাসনের দিকে ইশারা করে বললেন– 'আমরা আমাদের উভয় সরদারকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখতে চাই।'

উদ্যম খান তৎক্ষণাৎ বললেন– 'এই সিংহাসনের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই দেশ তোমাদের। তোমরাই এই রাজমুকুট আর সিংহাসনের মালিক।'

উভয় সরদারের জন্য দুটি সোনালি চেয়ার পেশ করা হয়। তাঁরা চেয়ারে বসে যান। মহাদেব কল্যাণজি দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলেন– 'আজ নতুন জীবনের নতুন দিন। আমরা আমাদের নতুন জীবনের প্রথম দিনটি দেবতাদের চরণসেবার মাধ্যমে শুরু করতে চাই।'

লোকজন নিজ নিজ আসন থেকে উঠে সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তা দেখে সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'মহাদেবজি! লোকদের নিষেধ করুন। আমরা দেবতা নই, আমরা আপনাদের ভাই।'

মহাদেব কল্যাণ সামনে অগ্রসর হয়ে সাইয়েদ হায়দার ইমামের পায়ে নুয়ে বলতে লাগলেন– 'আমরা হিন্দু। আমরা দেবতাদের পূজায় অভ্যস্ত। এটা আমাদের ধর্মীয় অধিকার। আপনারা আমাদেরকে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না।'

চরণসেবার ধারাবাহিকতা দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে। চারদিকে আবেগময় চিত্র। উচ্ছ্বাসের ঢেউ। ভক্তির বাঁধভাঙা জোয়ার দুই নেতার দিকে। একসময় সাইয়েদ হায়দার ইমাম জনসাধারণের উদ্দেশে বলতে থাকেন– 'লোকসকল! আমরা তোমাদের শাসক নই, তোমাদের ভাই। তোমাদের সন্তান। দেশদখল আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা জালেমদের অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করার পণ নিয়ে এসেছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ আমাদের পেশা। আমাদের হাতে সময় খুব কম। আগামীকাল সকালের মধ্যে আমাদের চলে যেতে হবে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রয়োজনীয় সবকিছু আমাদের সেরে ফেলতে হবে। এই রাজ্যের শাসনভারের দায়িত্ব নেবে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত। তারপরও সাময়িকভাবে একজন প্রশাসক নিয়োগ করা জরুরি।'

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সাইয়েদ হায়দার ইমাম তাঁর বক্তব্য অব্যাহত রেখে বললেন- 'আমাদের জানামতে রাজকুমার শাওনের হিংস্র তাণ্ডব আর নির্মম পাষণ্ডতার তালিকা অনেক দীর্ঘ। তার ভাগ্যের সিদ্ধান্ত রাজ্যের নিপীড়িত সাধারণ জনগণ করবে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম নিজের আসনে বসে গেলেন। এমন সময় উদ্যম খান তির্যককণ্ঠে বললেন- 'আসামি শাওন কুমারকে জনতার আদালতে পেশ করা হোক!'

কিছুক্ষণের জন্য দরবারে আনন্দঘন পরিবেশ ছেয়ে থাকে।

বৃদ্ধ কয়েদি দাঁড়িয়ে বললেন- 'মহামান্য সরদার! সৌম্য করুন। শাওন কুমার দরবারে আসতে পারবে না।'

উদ্যম খান আশ্চর্য হয়ে অসন্তোষ ভঙ্গি প্রকাশ করে বললেন- 'বাবাজি! শাওন কুমার এই রাজ্যের অসংখ্য অধিবাসীর আসামি। আদালতের সামনে তাকে উপস্থিত হতে হবেই। এটা আমার ফয়সালা।'

বৃদ্ধ কয়েদি মৃদু হেসে খুব শান্তচিত্তে বললেন- 'রাজকুমার এবং তার মাতা চম্পারানী মানুষের চেয়ে ভগবানের বড় আসামি। ওরা মানবসমাজে বসবাসকারী রক্তখেকো হায়েনা। আমি ওই হায়েনাদেরকে হায়েনাদের জগতে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

উদ্যম খান বিস্বাদকণ্ঠে বললেন- 'কে তুমি? কে তোমাকে এতো বড় ফয়সালা নেয়ার অধিকার দিলো?'

শংকর দ্রুত উঠে দাঁড়ালো এবং উদ্যম খান ও সাইয়েদ হায়দার ইমামকে বৃদ্ধের ব্যাপারে সবকিছু বলে দিলো। উভয় সরদার আশ্চর্য দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছেন। মুহূর্তেই উভয়ের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। উভয়ে একই সময়ে নিজ নিজ আসন থেকে উঠলেন এবং বৃদ্ধের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ কয়েদির শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তার মাথার চুল, দাড়ি ও গোঁফ সীমার বাইরে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর দুই চোখ আধবোঝা দীপের মতো দেখাচ্ছে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম নিজের তরবারি বৃদ্ধের পায়ের ওপর রেখে বলতে লাগলেন- 'আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার জানা ছিলো না আপনি কে!'

এরপর উদ্যম খানও সাইয়েদ হায়দার ইমামের অনুসরণ করে নিজের তরবারি বৃদ্ধের পায়ে রেখে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন- 'আমি বেয়াদবির

www.pathagar.com

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমাকে মাফ করে দিন...।'

বৃদ্ধ কয়েদি দাঁড়িয়ে উভয় সরদারের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে বলতে লাগলেন– 'আমি আপনাদের সেবক। আপনারা আমাদের দেবতা।'

লোকজনের মাঝে বিস্ময়ের অন্ত নেই।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বৃদ্ধের হাত ধরে বললেন– 'লোকসকল! এই হচ্ছেন বাদল সিং। তিনিই রাজমুকুট আর রাজসিংহাসনের অধিপতি।'

বাদল সিংয়ের চরণ ছোঁয়ার জন্য মানুষের শোরগোল তীব্রমাত্রায় বেড়ে চলেছে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান বৃদ্ধকে কাঁধে করে সিংহাসনের কাছে বসিয়ে বলেন– 'মহারাজ! এই মুকুট, এই সিংহাসন আপনার।'

বাদল সিং ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে সিংহাসনে থুতু নিক্ষেপ করে বলতে লাগলেন– 'এই মোহমায়াকে আমি ভয়ংকর ফাঁদ মনে করি।'

জনসাধারণের শোরগোল আর্তনাদে রূপ নিতে থাকে।

www.pathagar.com

আখেরি আখ্যান

সন্ধ্যার সময়টা বেশ উপভোগ্য। রঙ-বেরঙের সুদৃশ্য পাখপাখালি ফিরে আসছে নীড়ে। গাছের শাখায় শাখায় তাদের কিচিরমিচির গুঞ্জরন শোনা যাচ্ছে। সূর্য পর্বতের পেছনে পশ্চিম গগনে ডুবে যাবার উপক্রম। সন্ধ্যার লালিমা দ্রুত ছড়াতে আরম্ভ করেছে। শিব দেবতা মন্দিরের ছাদে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গায়ে সুরমারঙা রেশমি পোশাক। কাঁধে ঝোলানো চাদর বাতাসে দুলছে।

উত্তর দিক হতে কালো রঙের কী যেন দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায় সুরমা রঙের একটি কবুতর শিব দেবতার কাঁধে এসে বসে। এটি হচ্ছে বার্তাবাহক কবুতর। তার সুদৃশ্য গলায় কাগজের একটি টুকরো তাবিজের মতো করে পেঁচানো। শিব দেবতা কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁর চেহারায় আনন্দের রঙিন ফোয়ারা। চোখে উচ্ছ্বাসভরা দীপ্তি তারার মতো চিকচিক করছে। তিনি দ্রুত কোমর থেকে একটি কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে কবুতরের গলায় বেঁধে দেন। শূন্যে উড়ে যায় পাখিটি। শিব দেবতা দীর্ঘক্ষণ কবুতরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এরপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ছাদ থেকে নিচে অবতরণ করেন। তিনি বেশ আনন্দিত। অঙ্গে অঙ্গে খুশির রঙ ছড়িয়ে পড়েছে।

মন্দিরের এক মহাদেব তাঁর চরণ ছুঁয়ে হাত জোড় করে বললো– 'এই সময়ে দেবতা ভগবানের চেহারা অজানা কোন আনন্দে যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখাচ্ছে।'

শিব দেবতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'এখনই আমাকে একটি বিচিত্র জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কঠিন দশার সময় ফুরিয়ে আসছে। আগামীকালের রাত হবে আলোকদীপ্ত রাত। পদে পদে আনন্দ খেলা করবে। হাসিখুশি ছেয়ে যাবে চারদিকে।'

www.pathagar.com

শিব দেবতা হাসিমাখা মুখে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। দুর্গে মশাল ও ফানুস জ্বালানো হয়েছে। শিব দেবতা দ্রুত পায়ে মহারাজার রাজপ্রাসাদের দিকে এগোচ্ছেন। তাঁর কদমে বিজয়ের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

অন্ধকার গভীর হতে আরম্ভ করে। আকাশের নীলাভ বক্ষে তারারা মশালের আলো বিলিয়ে যাচ্ছে। সুজন মহারাজা কৃষ্ণকুমারের শয়নকক্ষের দরজায় দাঁড়ানো। শিব দেবতাকে নিজের দিকে আসতে দেখে সে কয়েক কদম এগিয়ে যায়।

শিব দেবতা তার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন– 'যেই উদ্দেশ্যে আমরা সবাই অনেক রাত জেগে জেগে কাটিয়েছি, সেই সাধনা সম্পন্নের সময় এসে গেছে। আগামীকাল ভোরেই দুর্গে চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। অর্ধরাত পর কিছু লোক গোপন সুড়ঙ্গপথে দুর্গে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি খেয়াল রাখবে। মহারাজার প্রাসাদের আশপাশে বিশ্বস্ত লোক নিয়োজিত রাখবে। আজকের রাতের এক-একটি মুহূর্ত ইতিহাসের মূল্যবান অংশ হয়ে থাকবে।'

সুজন কানে কানে বললো– 'চিন্তার কোনো কারণ নেই। সব কাজ দেবতার প্রত্যাশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে।'

'আমার মাথায় এখন অন্য একটি চিন্তা।' শিব দেবতা বললেন।

সুজন বললো– 'নিলম কুমার এখনই মহারাজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে ওই দিকে গেছেন। মনে হয় তিনি দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে অবস্থান করছেন।'

শিব দেবতা মাতা মহারানির ওই শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়ান, যেখানে কয়েক দিন ধরে নির্মলা এবং তার সাপেরা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রেখেছে। শিব দেবতা ওই প্রাসাদের কাছে পৌঁছালে তাঁর কানে বীণার জাদুময়ী সুর ভেসে আসতে থাকে। কক্ষের ভেতর পাঁচ-ছয়টি বিশালাকায় সাপ ফণা তুলে আছে। শিব দেবতাকে দেখে নির্মলা, মধুমতি ও সাপুড়ে দাঁড়িয়ে যায়।

নির্মলার চোখ দুটো চমকাতে থাকে। সে হাত জোড় করে বলে– 'দেবতা ভগবান অনেক বড় কৃপা করেছেন। আমরা অনেক উদ্বিগ্ন ছিলাম।'

শিব দেবতা মায়াভরা দৃষ্টিতে নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমার খাতিরে তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছো। আমি তা বুঝতে পারছি। আজকের রাত আমাদের অভিযানের শেষ রাত। এই রাতের প্রভাত হবে খুবই বিচিত্র এবং অন্য রকম। দুর্গম পথের সমুদয় অভিযাত্রা শেষ হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

এরপর তিনি মধুমতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন– 'মধুমতি! গন্তব্য অতি সন্নিকটে। সতর্ক থাকার সময় এখন। কখনো কখনো ছোট্ট একটি ভুল নৌকা তীরে এসেও ডুবে যায়।'

এরপর তিনি সুড়ঙ্গের দিকে ইশারা করে বললেন– 'অর্ধরাতে এই সুড়ঙ্গপথে কিছু লোক আসবে। ওরা আমাদের লোক।'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার শয়নকক্ষে। যথারীতি সে মদ ও নারীতে ডুবে আছে।

সুজন ভেতরে প্রবেশ করে বললো– 'মাতা মহারানি এবং রাজা রিয়াসিং এসেছেন।'

কৃষ্ণকুমার মদের ঢেকুর তুলে বললো– 'আমি অপেক্ষা করছি।'

সুজন হাত জোড় করে বাইরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর রাজা রিয়াসিং এবং মাতা মহারানি কক্ষে প্রবেশ করলো। কৃষ্ণকুমার দাঁড়িয়ে উভয়কে স্বাগত জানায়। পর্যায়ক্রমে সে উভয়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

এরপর সে রিয়াসিংয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে– 'মামাজান! আপনার সৈনিকদের বেশি ক্ষতি হয়নি তো!'

রাজা রিয়াসিং একজন অর্ধনগ্ন দাসীর হাত থেকে মদের পাত্র হতে এক চুমুক মদ পান করে বললো– 'আমার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। মধুকর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এ কারণে আমার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণকুমার অবাক দৃষ্টিতে মামার দিকে তাকিয়ে বললো– 'মধুকর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?'

রাজা রিয়াসিং বললো– 'আমি তার গোটা পরিবারকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করেছি। আশা করি– এতোক্ষণে তার গোটা খান্দানের হাড্ডি-গোশত বনের কুকুরেরা খাবলে খাবলে খাচ্ছে।'

কৃষ্ণকুমার বিকট অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'এখন কমলা দেবীকে আমার ক্রোধ থেকে এই জগতের আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। মধুকরের বোন কমলা একজন নিমকহারামের বোন। আমি তাকে বড় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতে চাই।'

এরপর কৃষ্ণকুমার মাতা মহারানির দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমি শিব দেবতাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবো।'

রাজা রিয়াসিং মাতা মহারানির দিকে তাকিয়ে বললো– 'এই শিব দেবতা, এটা আবার কে?'

www.pathagar.com

মাতা মহারানি বিস্বাদভরা কণ্ঠে বললেন– 'ভাই! শিষ্টাচারের সীমা রেখে কথা বলুন। শিব দেবতা হচ্ছেন একজন মহান দেবতা। তাঁর আলোচনা যথাযথ সম্মানের সাথে নেয়া জরুরি। পরমাত্মা ওনাকে আমাদের সাহায্যে পাঠিয়েছেন।'

মাতা মহারানির এমন কথায় সন্ত্রস্ত হয়ে রিয়াসিং হাত জোড় করে বললো– 'মাতা মহারানিজি! আমাকে সৌম্য করুন। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমিও তো দেবতাদের পূজারি এবং সেবক। দেবতাকে কখন দেখতে পাবো?'

এমন সময় একজন প্রহরী কক্ষে এসে শিব দেবতার আগমনের ব্যাপারে অবহিত করে। মাতা মহারানির চোখ চমকে ওঠে। তার চেহারায় আনন্দঘন আবেগ।

মাতা মহারানি প্রহরীর দিকে তাকিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বললো– 'তোমরা সবাই বোকা, মূর্খ হয়ে গেছো। হাজারবার তোমাদের বলেছি যে, দেবতা ভগবানকে কখনো ভেতরে আসতে বাধা দেবে না!'

রিয়াসিং ও কৃষ্ণকুমার নিজেদের সামলে বসে। শিব দেবতা বেশ ভাবমর্যাদা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন। তার চেহারা রহস্যময় হাসিমাখা। তিনি পৌরুষোচিত সৌন্দর্যের একজন প্রভাবক ব্যক্তিত্ব। রাজা রিয়াসিং দ্রুত সামনে এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে নুয়ে পড়ে।

সে বলতে থাকে– 'আপনি দেবতা। আপনাকে আকাশের অধিবাসী মনে হচ্ছে।'

শিব দেবতা তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'তুমি কৃষ্ণকুমারের মামা এবং মাতা মহারানির ভাই হও, তাই না? বড়ই ভাগ্যবান তুমি। তোমাকে বেশ ভালো লাগছে। আমিও তোমার অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানি– তোমার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

রিয়াসিং বেশ প্রভাবিত হয়ে অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'আপনি বিদ্বান দেবতা। আপনার চরণতলে আমি শান্তি পাচ্ছি।'

এরপর মাতা মহারানি এবং কৃষ্ণকুমার পর্যায়ক্রমে শিব দেবতার চরণসেবা করে। শিব দেবতাকে একটি সোনালি মসনদে বসানো হয়। মাতা মহারানি আকুল চিত্তে শিব দেবতার চেহারায় চেয়ে আছেন। গোটা পরিবেশে

www.pathagar.com

শিব দেবতার গাম্ভীর্য ও মর্যাদা ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে শিব দেবতা কৃষ্ণকুমারের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'কৃষ্ণকুমার! মনে হচ্ছে তুমি কমলা দেবীর ব্যাপারে ভাবছো? কমলা দেবী একজন বিশ্বাসঘাতকের বোন। সে আমার পাঞ্জা থেকে রক্ষা পাবে না। তাকে আমি নিজ হাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মুখোমুখি করবো।'

এমন সময় মহারাজার সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর, পৃথ্বী, গোবিন্দ ও তিমরাজ একসাথে মহারাজার কক্ষে প্রবেশ করে। চারজনই সশস্ত্র। তাদের দেখে কিছুটা ভিতু মনে হচ্ছে।

মহারাজা তাদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তোমাদের ভীত দেখা যাচ্ছে কেন? কোনো কঠিন দশা এসেছে কি?'

ঘনশ্যাম হাত জোড় করে অবনত মস্তকে জবাব দিলো– 'শত্রুরা পশ্চিম দিক থেকে প্রাচীরের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে চলেছে।'

কৃষ্ণকুমার মসনদ থেকে দাঁড়িয়ে বললো– 'অনেক দিন ধরে আমি এই দৃশ্যের অপেক্ষা করছি। তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চলো। আমি তোমাদের পেছনে পেছনে আসছি।'

শিব দেবতা দাঁড়িয়ে গেছেন। তিনি কৃষ্ণকুমারের কাঁধে হাত রেখে বলতে লাগলেন– 'উদ্বিগ্ন হবার বা পালিয়ে যাবার কোনো কারণ নেই। আসামের ভাগ্যের ফয়সালা আমার প্রত্যাশামতেই হবে।'

কৃষ্ণকুমার দোধারী লৌহবর্ম পরিধান করে। তার মাথায় লোহার তৈরি মোটা শিরস্ত্রাণ– যা বর্মের সাথে জোড়া দেয়া। সুজন প্রাসাদের প্রহরী এবং মহারাজার নিরাপত্তরক্ষী বাহিনীকে নিজের সঙ্গে নিয়ে নেয়। প্রান্তরে তবলা-সানাই বেজে উঠেছে। দুর্গের অভ্যন্তরে তুমুল শোরগোল। সশস্ত্র সেনারা দ্রুতবেগে প্রাচীরের ওই প্রান্তে এগোতে থাকে– যেদিকে আক্রমণ চলছে।

রাত তখন গভীর অন্ধকার। বাতাসও প্রচণ্ড বেগে বইতে শুরু করেছে। প্রাচীরের বাইরে পশ্চিম দিকে দূর-দূরান্তে কেবলই ঘন বন-জঙ্গল। দুর্গের প্রাচীরের স্থানে স্থানে অসমতল গিরিখাত আর চূড়া। এভাবে বহুদূর চলে গেছে। এদিক দিয়ে সবিতা কুমারী এবং আজম খানের বাহিনী মোতায়েন আছে। অসমতল চূড়ার শীর্ষে তারা বড় বড় কামান দাগিয়ে রেখেছে। এই মুহূর্তে ওই কামানগুলো থেকে দুর্গের প্রাচীরে পাথর নিক্ষেপের ধারা অব্যাহত আছে।

www.pathagar.com

এদিকে দুর্গের প্রাচীর থেকেও একই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। উভয় দিক থেকে আগুনের তির বৃষ্টির মতো বর্ষিত হচ্ছে। আজম খান এবং সবিতা কুমারী উঁচু একটি চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তবলা-সানাইয়ের বাদ্য জোরেশোরে বেজে চলেছে। প্রাচীরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সেনাদের হইচই, চেঁচামেচিতে একাকার অবস্থা। ঘনশ্যাম তার গোটা বাহিনীকে প্রাচীরের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মহারাজা কৃষ্ণকুমারকে প্রাচীরে দেখা গেলে সেনাদের উচ্ছ্বাস বেড়ে যায় কয়েক গুণ। সে গভীর দৃষ্টিতে বাইরের প্রান্তরে বিদ্যুৎ বেগে ছুটতে থাকা তিরের আলোকরশ্মির দিকে তাকিয়ে আছে।

মহারাজা তার সেনাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'আমাদের বোকা শত্রুরা তাদের সমুদয় শক্তি এই ভয়ংকর গিরিখাদে ছেড়ে দিয়েছে। এরপর সে তার হাতে থাকা বর্শাটি ধরে সজোরে নিচের প্রান্তরে ছুড়ে মেরে বললো– 'আমি তাদের মাথা দিয়ে একটি ঐতিহাসিক সৌধ নির্মাণ করবো।'

কৃষ্ণকুমারের আওয়াজ সবিতা কুমার এবং আজম খান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। প্রাচীরের ওপর পাথরের বড় বড় চুলা জ্বলছে। ওই চুলাগুলোতে গরম তেল টগবগ করছে। মহারাজার সেনারা বালতি ভরে ভরে এই উত্তপ্ত তেল নিচের দিকে নিক্ষেপ করে যাচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ মহারাজা তার সেনাদের মাঝে অবস্থান করেছিলো। তার চেহারায় প্রত্যাশার আলো ফুটে উঠেছে। পাথর নিক্ষেপের শব্দ বিকট আকারে কানে ভেসে আসছে।

মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বলে যাচ্ছিলো– 'মুজাহিদরা! সামনে এগিয়ে যাও। কামানের পাথর ফেলে ফেলে প্রাচীরে ওঠার চেষ্টা করো...!'

মহারাজা চিৎকার করে বললো– 'শত্রুদের ওপর টগবগ করতে থাকা তেলের নদী বইয়ে দেয়া হোক!'

মহারাজা প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত নিজের বাহিনীর কর্মকাণ্ড দেখে যাচ্ছিলো। এরপর সে ঘোড়ায় আরোহণ করে দক্ষিণ দিকে চলে যায়। গোটা প্রাচীরে চক্কর কাটার পর সে দুর্গের একটি চূড়ার কাছে ঘোড়া থেকে নামে এবং দ্রুত পা ফেলে প্রাসাদে প্রবেশ করে। নিলম কুমার শুরু থেকেই চূড়ায় অবস্থান করছিলো।

নিলম কুমার কুর্নিশ করে বললো– 'মহারাজা, ভাগ্যের তারা আকাশসম উচ্চতায় চমকাচ্ছে। শত্রুসেনা তাদের পূর্ণ শক্তি পশ্চিম দিককার গিরিখাদে

www.pathagar.com

ব্যয় করে চলেছে। এতে করে তাদের অনভিজ্ঞতা পুরোদমে আঁচ করা যাচ্ছে।'

মহারাজা এক ভয়ংকর অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'আমাদের শত্রুরা সরল অপদার্থ... ।'

নিলম কুমার অবনত মস্তকে বললো– 'লোকজন তো পশ্চিমের প্রান্তরকে মৃত্যুর গিরিখাদ হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকে।'

মহারাজা উঁকি দিয়ে নিচের দিকে তাকালো। পরে নিলম কুমারকে লক্ষ করে বললো– 'সাবধানে থাকবে। নিলম কুমার! শত্রুরা আমাদের দূরের অন্ধকার থেকে দেখে যাচ্ছে।'

মহারাজা চূড়া থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে প্রাচীর থেকে সরে যায়।

প্রাসাদের কাছে পৌঁছে কৃষ্ণকুমার সুজনকে জিজ্ঞেস করলো– 'নিরাপত্তারক্ষীরা কোথায়?'

সুজন অবনত মস্তকে জবাব দিলো– 'আমি নিরাপত্তারক্ষীদের অন্য দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমুল হাঙ্গামা। ভয়ংকর কোনো পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয়ে যায়!'

একজন সেনা ঘোড়ার লাগাম ধরে। মহারাজা লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রাসাদে প্রবেশ করে। নিজের শয়নকক্ষের দরজায় পৌঁছে সে দরজায় দাঁড়ানো একজন সশস্ত্র প্রহরীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো। প্রহরী ঝুঁকে মহারাজার পা স্পর্শ করলো। সুজনের হৃৎপিণ্ড তীব্রবেগে কাঁপছে।

মহারাজা প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলো– 'তোমাকে আগে কখনো দেখিনি। কে তুমি?'

সুজন সামনে এগিয়ে এসে বললো– 'মহারাজ! এ হচ্ছে তীর্থসিং। বাহিনীর একজন চৌকস নির্ভীক সেনা।'

মহারাজা তার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো। শয়নকক্ষে পৌঁছে সে সুজনকে লক্ষ করে বললো– 'সারা রাত আমি জেগে থাকবো। প্রতি ঘণ্টার শুভ সমাচার আমাকে জানাবে।'

সুজন হাত জোড় করে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

গলিপথ এবং সড়কগুলোতে সশস্ত্র সেনারা দাঁড়িয়ে আছে। সুজন কৃষ্ণকুমারের শয়নকক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা যুবকের কাঁধে হাত রেখে কানে কানে বললো– 'আপনার নাম শ্যাম, তাই না?'

www.pathagar.com

শ্যাম সুজনের হাত ধরে মৃদুস্বরে বললো– 'আপনি আমাকে চিনে ফেলেছেন?'

সুজন বললো– 'আপনার সাথে কতোজন সিপাহি এনেছেন?'

শ্যাম বললো– 'আমরা পাঁচশো জনের মতো আছি।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে সুজন বললো– 'কৃষ্ণকুমার এবং মাতা মহারানিকে কিছুতেই পালাতে দেবেন না।'

শ্যাম তরবারির মুঠোয় হাত মেরে বললো– 'কৃষ্ণকুমার এবং তার মাতাজি আমার কবজায়।'

সুজন মন্দিরের দিকে রওনা হয়। মন্দিরে পৌঁছে সে একজন পূজারির কাছে শিব দেবতা সম্পর্কে জানতে চায়। পূজারি একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললো– 'শিব দেবতা এবং নাগ দেবতা উভয়ে ওই কক্ষে আছেন।'

শিব দেবতা জিজ্ঞাসুনেত্রে সুজনের দিকে তাকালেন। সুজন হাত জোড় করে বললো– 'পরিস্থিতির ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে যাচ্ছে। সব কাজ আমাদের অভিরুচি অনুযায়ী হতে চলেছে। এই মুহূর্তে কৃষ্ণকুমার এবং মাতা মহারানি আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'

***

মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত সন্তর্পণে বেশ সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে আসছে। এরা পূর্ব দিক থেকে দুর্গের প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেছে। বাংলার হাকিম আলী কুলি খানের রণকৌশল অত্যন্ত সফল। কৃষ্ণকুমার তার গোটা বাহিনীকে পশ্চিম দিকে ব্যস্ত রেখেছে। সুভাষ চন্দ্র, আদেল খান ও বিষ্ণু মহারাজ দুর্গের ফটকে পৌঁছে সেটি খোলার অপেক্ষায় আছেন।

ভোরের তারা আকাশে উঁকি দিলে নিলম কুমার তার সাথিদের উদ্দেশ করে বলে– 'ফটক খুলে দাও।'

ফটকের ভারী কড়া চড়চড়িয়ে ওঠে। সাথে সাথে সেটি খুলে যায়। এবার আর কোনো বাধা নেই। ঘূর্ণিঝড়ের গতিতে বিশাল এক বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করে। বিষ্ণু মহারাজ এই বহরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিষ্ণু মহারাজের পর সুভাষ চন্দ্র এবং আদেল খানের বাহিনীও দুর্গে প্রবেশ করে। পরিবেশে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। দুর্গের ফটকের বাইরে বড় বড় ঢোল-তবলা বেজে চলেছে। ইতোমধ্যে বিষ্ণু মহারাজ প্রাচীরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছেন।

www.pathagar.com

তিনি ভয়ংকর সিংহের মতো হুংকার ছেড়ে বলছেন– 'আমার নাম বিষ্ণু মহারাজ! আমি মহান এক দেবতার সেবক। পাহাড়ের মতো অবিচল আমি। আমার মোকাবেলা করার যে স্পর্ধা দেখাবে, তার মতো মূর্খ এই জগতে আর নেই।'

ভোর হতে হতেই মুসলিম বাহিনী দুর্গ এবং শহরের বড় একটি অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। গোটা দুর্গ রণাঙ্গনে পরিণত। মুসলিম বাহিনীর তুফানসম আক্রমণের সামনে আসাম বাহিনী সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না। মুজাহিদদের তরবারি বিদ্যুতের মতো তার ধার দেখাতে থাকে। সব দিকে হায়-হুতাশ আর বিলাপের রোল। মৃত্যুর হাঙ্গামা। আল্লাহু আকবারের গগনপ্লাবী তাকবির আর ইমানি প্রেরণাদায়ী শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত চারদিক। আলী কুলি খানের বাহিনী অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাঁর মোকাবেলায় মহারাজা কৃষ্ণকুমারের সেনারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। খেলনার মতো শিকার হতে থাকে ওরা। বিষ্ণু তিন দিক থেকে দুর্গের প্রাচীরের অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ইসমাইল, মোহন, শেখর ও চন্দন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। বিষ্ণু মহারাজের বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে।

সকাল হয়ে গেছে। সূর্যের প্রথম কিরণ পর্বতের স্বপ্নীল চূড়ায় চুমুর প্রলেপ এঁকে যাচ্ছে। ঘনশ্যাম ঠাকুরের ওপর প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সে প্রাচীরের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একবার প্রান্তরের দিকে তাকাচ্ছে, আরেকবার দুর্গের অভ্যন্তরে তাকাচ্ছে। গোটা রাজদুর্গ রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে।

রাজা রিয়াসিং ঘনশ্যামকে লক্ষ করে বললো– 'ঠাকুরজি! মনে হয় আমরা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি। আমাদের শক্তি তো ফুরিয়ে এসেছে। দুর্গের দরজা ভেতর থেকে খোলা হয়েছে।'

চূড়ার নিচে অসংখ্য সেনা সমবেত। সবার মাঝে এক রহস্যময় নীরবতা।

একজন সিপাহি চিৎকার করে বললো– 'আমাদের ঘেরাও করে নেয়া হচ্ছে! উত্তর-দক্ষিণ উভয় দিক হতে মুসলিম সেনাদের এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে!'

ঘনশ্যাম ও রিয়াসিং আক্রমণকারীদের দিকে তাকালো। এরপর এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর চূড়া থেকে নেমে এসে বললো– 'এই স্রোতের মোকাবেলা করা অসম্ভব!'

www.pathagar.com

ঘনশ্যাম ও রিয়াসিং পালানোর উদ্দেশ্যে প্রাচীরের ওপারে নেমে গেলো। উভয়ে সরু পথ ধরে দৌড়ে মহারাজার প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললো। চুপে চুপে বহু কষ্টে এরা প্রাসাদের কাছে চলে এলো। তাদের উদ্দেশ্য মহারাজাকে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া। মহারাজার প্রাসাদের এলাকা নীরব, নিস্তব্ধ।

ঘনশ্যাম বললো– 'এখনো মুসলিম সেনার দল এখানে এসে পৌছায়নি। খুব সহজে আমরা সুড়ঙ্গপথে মাতা মহারানি এবং মহারাজাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবো।'

দ্রুত পা ফেলে তারা উভয়ে যখন প্রাসাদের প্রবেশপথে পৌছালো, তখন একজন সশস্ত্র মুখোশধারী লোক তার গতি রোধ করে গর্জন করে বলে উঠলো– 'কে তুমি?'

ঘনশ্যাম বললো– 'সুজন কোথায়? আমি সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর। মহারাজার সাথে দেখা করতে এসেছি।'

সশস্ত্র লোকটি নিজের মুখোশ সরিয়ে বললো– 'ঘনশ্যাম! আমার দিকে তাকাও, আমি হাশিম।'

হাশিমকে দেখে ঘনশ্যাম পেছনে হটতে লাগলো। তার হাঁটু কাঁপতে আরম্ভ করে।

হাশিম বললো– 'তোমাদের চারদিকে মৃত্যুর ছায়া ছড়িয়ে আছে। মৃত্যু থেকে পালাতে পারলে পালাও!'

ঘনশ্যাম কাঁপাকণ্ঠে বললো– 'মহারাজা কোথায়?'

হাশিম মৃদু হেসে বললো– 'কৃষ্ণকুমার এবং তার মা এই মুহূর্তে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের খাঁচায় বন্দী।'

অতর্কিত একটি কক্ষের দরজা খুলে যায় এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ জন সশস্ত্র যুবক কক্ষ হতে বেরিয়ে এসে ঘনশ্যামের সাথির ওপর আক্রমণ করে বসে। হাশিম ঘনশ্যামকে কিছু বুঝে ওঠার সুযোগ দেয়নি। তার তরবারি ঘনশ্যামের পেটে বিদ্ধ হয়ে যায়। সে বুনো মহিষের মতো ধড়ফড়িয়ে ওঠে এবং মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যায়। ঘনশ্যাম এবং রাজা রিয়াসিংয়ের রক্তাক্ত লাশ প্রাসাদের প্রবেশমুখে পড়ে থাকে।

বিষ্ণু মহারাজা, সুভাষ চন্দ্র ও আদেল খানের বাহিনীর পর ফিরোজ খান এবং রাজা প্রেমচন্দ্র বাঘের মতো গর্জন ছেড়ে তাঁদের বাহিনী নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন। তাঁদের তেজি ঘোড়ার হ্রেষায় দুর্গের ভূভাগ কেঁপে কেঁপে

www.pathagar.com

উঠছে। ফিরোজ খান তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধের কাজে লাগিয়ে নিজের ঘোড়া কমলা দেবীর বাসস্থানের দিকে ফেরান। কমলা দেবীর বাসস্থানে কয়েকজন সশস্ত্র সেনা দাঁড়িয়ে আছে।

ফিরোজ খান জাঁকজমকের সাথে বললেন– 'কারা তোমরা? এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছো?'

একজন সিপাহি সামনে এগিয়ে এসে অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ! আমার নাম তিমরাজ। আমরা কমলা দেবী এবং দীপক কুমারের নিরাপত্তায় দাঁড়িয়ে আছি।'

ফিরোজ খান বললেন– 'কমলা দেবী কোথায়?'

তিমরাজ বললো– 'কমলা বোন ভেতরে আছে।'

ফিরোজ খান বললেন– 'আমি মা কমলার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তাকে খবর দাও যে, ফিরোজ খান এসেছে।'

কিছুক্ষণ পর কমলা দেবী দৌড়ে দরজার কাছে এসে হাত জোড় করে চিৎকার দিয়ে বললো– 'আমার বিশ্বাস ছিলো– আপনি আসবেন।'

ফিরোজ খান তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'দীপক কোথায়?'

কমলা বললো– 'সে ওপরের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছে।'

ফিরোজ খান অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন– 'ওই বোকাকে নিচে নামিয়ে আনো! বাইরে বৃষ্টির মতো তিরবাজি চলছে। কোনো তির যদি বেলকনিতে চলে আসে, তখন কী হবে?'

ফিরোজ খান ঘোড়ার লাগাম ওঠালে কমলা বললো– 'খান বাবা! হাশিমের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?'

ফিরোজ খান ঘোড়ার জিনে পা ঠেকিয়ে বললেন– 'না! সে কারও দোয়ায় ভালোই থাকবে।'

দিন চড়তেই সাইয়েদ হায়দার ইমাম, উদ্যম খান, মধুকর, শংকর, প্রণব, মহাদেব আনন্দ প্রকাশ ও কয়েদি বাহিনীর সেনাপতি পৌঁছে যায়। আসামবাসী শহরের ফটক খুলে দিয়েছিলো। গলিতে গলিতে এখনো যুদ্ধ চলছে। কৃষ্ণকুমারের সিপাহিরা পালানোর পথ খুঁজছে। শহরবাসী ধরে ধরে তাদের মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করছে। জায়গায় জায়গায় রক্তাক্ত লাশের সারি। নদীর স্রোতের মতো রক্ত বয়ে যাচ্ছে। শেষে বাংলার হাকিম আলী

www.pathagar.com

কুলি খান দুর্গে প্রবেশ করেন। তাঁর পেছনে পেছনে রয়েছে খণ্ডরায়ের হাতির বহর। হাতির পিঠে লোহার তৈরি আসনে বসে আছে চৌকস তিরন্দাজরা। আলী কুলি খান আগের সেই সাদা রঙের ঘোড়ায় আরোহণ করে আছেন।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বক্তব্য দিচ্ছেন। তাঁর কথার প্রতিধ্বনিতে রয়েছে এক সম্মোহনী জাদু– মুহূর্তেই সকলের চেতনায় যিনি বারুদ ধরিয়ে দেন। তাঁর শীর্ষদেশে রয়েছে সোনালি রঙের মস্তকাবরণ। তিনি তাঁর বাহিনীর সারিগুলোতে চক্কর দিয়ে মৃদুস্বরে অথচ চুম্বকের মতো প্রভাবক বক্তব্য পেশ করে যাচ্ছেন–

'শাহাদাত আমাদের অমৃত সুধা। শাহাদাত আমাদের ওই বিশেষ পরম সম্মানিত বস্তু– যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নিষ্পাপ ফেরেশতারাও ঈর্ষা করে থাকেন। যাদের অভ্যর্থনার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসের অনিন্দ্যসুন্দরী হুরেরা অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে। খোদায়ে জুলজালাল তাঁর পথে শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে বলেন– শহিদরা জীবিত; তাদের মৃত বলো না! তারা আমার পক্ষ থেকে এমনভাবে রিজিকপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, যেভাবে জীবিতরা রিজিকপ্রাপ্ত হয়। অথচ সে ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানো না! কেননা তোমাদের চিন্তা-চেতনা আর অনুভূতিশক্তি এই রহস্য উন্মোচনে যথেষ্ট অপারগ। শহিদদের মতো ঈর্ষণীয় প্রতিদান আর কে পাওয়ার যোগ্যতা রাখে!'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম এরপর বলতে শুরু করলেন– 'আল্লাহর সিংহরা! আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের জন্য তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে চিরশাশ্বত আলোর সন্ধান দিয়ে গেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আমরা যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সরল সোজা পথটি নিজের রক্তের বিনিময়ে আলোকোজ্জ্বল করে রাখি। বাতি থেকে বাতি জ্বলতে থাকলে কেয়ামত পর্যন্ত এ শাশ্বত আলোর ধারাবাহিক প্রজ্জ্বলন অব্যাহত থাকবে।'

কয়েদি বাহিনী ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে আসাম সেনাদের ওপর।

আলী কুলি খান রমারায়কে ডেকে বললেন– 'এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আমার পক্ষ থেকে শান্তি-নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়ে দাও। আমি পলায়নপর লোকদের হত্যা করা বৈধ মনে করি না।'

www.pathagar.com

ঘোষণাকারী চিৎকার করে করে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে– 'হাকিমের পক্ষ থেকে শান্তি-নিরাপত্তার ফরমান জারি করা হয়েছে। লুকিয়ে থাকা সেনাদের খুঁজে হত্যা করার ধারাবাহিকতা বন্ধ করা হোক!'

মুহূর্তেই দুর্গের পরিবেশ শান্ত হয়ে যায়। হাশিম ঘোড়া দৌড়িয়ে জেলখানায় পৌঁছায়।

সে জেলখানার দারোগাকে উদ্দেশ করে বলে– 'আপনি একজন দয়ালু মুরব্বি। আপনার স্নেহ চিরদিন আমি মনে রাখবো।'

বৃদ্ধ দারোগা অশ্রুসিক্ত চোখে হাশিমের দিকে তাকিয়ে বললো– 'বেটা হাশিম! আমাকে সৌম্য করো। তোমার কোনো সহযোগিতা আমি করতে পারিনি।'

হাশিম ঘোড়া থেকে নেমে বললো– 'আমি রাজকুমারীর বান্ধবীদের নিয়ে যেতে এসেছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে রাজকুমারীর বান্ধবীরা হাশিমের সামনে এসে দাঁড়ায়। আবেগের সব বাঁধ ভেঙে গেছে। মেয়েরা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

হাশিম বললো– 'প্রিয় বোনেরা! অন্ধকার রাত ফুরিয়ে গেছে। নিজ নিজ জায়গায় আমরা সবাই অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছি। এখন ভোর এসে গেছে। ভয়ংকর রাত এখন অতীত। গগনচুম্বী আলোই কেবল এখন দেখতে পাবে সামনে।

যেই মুহূর্তে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের বান্ধবীরা সুদৃশ্য পালকিতে বসে জেলখানা থেকে বের হচ্ছিলো, ওই মুহূর্তে শ্যাম এবং তার সাথিরা মহারাজা কৃষ্ণকুমার ও মাতা মহারানিকে টেনেহিঁচড়ে জেলখানায় প্রবেশ করাচ্ছিলো। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে গোটা দুর্গ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বাদশা আলী কুলি খান গোটা দুর্গে চক্কর লাগানোর পর বিষ্ণু মহারাজকে উদ্দেশ করে বলেন– 'তোমার মেয়েকে নিয়ে আসো। আমি রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের মাথায় আসামের শাসনক্ষমতার মুকুট দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি।'

বিষ্ণু মহারাজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলে গেলেন।

বাদশা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক লৌহবর্ম পরিহিত সৈনিককে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন– 'সুলতান! তুমি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সন্তান। হাজার বছরের ইতিহাসে তোমার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।'

www.pathagar.com

সুলতান ঝুঁকে হাকিমের পা স্পর্শ করলে আলী কুলি খান বলেন– 'আমার মেয়ে চন্দ্রকান্ত কোথায়? তাকে মুকুট পরিধান এবং রাজসিংহাসনে বসানোর আনুষ্ঠানিকতার জন্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসো।'

রাতের তখন প্রথম প্রহর। কুলসুম, কামিনী, সকিনা, সাধনা, চন্দ্ররানী, পুনম রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের প্রাসাদে পৌঁছে যায়। নির্মলা অপূর্ব সুন্দরী রাজকুমারীকে দেখেই চলেছে। রাজকুমারীর চেহারায় সুদৃশ্য ফানুস চিকচিক করছে। শ্যাম, হাশিম, মোহন ও ইসমাইল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে লম্বা লম্বা বর্শা। গোটা দুর্গে আনন্দের গান-বাদ্য বেজে চলেছে। ঘরে ঘরে নানা রঙের বাতি জ্বালানো হয়েছে।

নির্মলা রাজকুমারীর হাত ধরে দরজার দিকে ইশারা করলে সে বললো– 'কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছো? যতোক্ষণ আমি আমার হাকিম পিতার দেখা না পাবো, ততোক্ষণ কক্ষ থেকে বের হবো না।'

কুলসুম রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'হাকিম পিতার নির্দেশ মান্য করা তোমার উচিত।'

রাজকুমারী কুলসুমের দিকে তাকালো। কুলসুমের চেহারায় এক স্বর্গীয় পবিত্রতার ছাপ। নিষ্পাপ মুখাবয়ব। রাজকুমারী বাইরের দিকে পা বাড়ালে পুনম বাতি হাতে নিয়ে আরতির আনুষ্ঠানিকতা পালন করে।

প্রাসাদে অসংখ্য মানুষ সমবেত। অগণিত মশাল জ্বলছে। সবার চেহারায় আনন্দ-উচ্ছ্বাস। প্রতিটি চোখ তৃপ্ত। প্রতিটি চোখ অশ্রুসিক্ত। সামনের আসনে রমারায়, খণ্ডরায়, প্রেমচন্দ্র, মধুকর, শংকর, সুভাষ চন্দ্র, ফিরোজ খান, নাদের খান ও শাহরুখ বসে আছে। রাজকুমারীকে প্রধান দরজা দিয়ে প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়। রাজকুমারীকে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে যায়।

রাজকুমারী আসনের কাছে গিয়ে বলে– 'কুলসুমজি! আমি তো এখানে এসেছি ঠিক আছে, কিন্তু সামনে এক কদমও আর বাড়াবো না। এখানে দাঁড়িয়ে আমি হাকিম পিতার অপেক্ষা করবো।'

আসনের পেছনে সাইয়েদ হায়দার ইমাম, উদ্যম খান, মোহন, শেখর ও সুজন দাঁড়িয়ে আছে। রাজকুমারী এদিক-ওদিক তাকালো এবং সবাইকে নিজ নিজ আসনে বসার ইশারা দিলো। প্রাসাদের একটি খুঁটির সাথে কৃষ্ণকুমার এবং মাতা মহারানিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। রাজকুমারীর চেহারা ওই হতভাগাদের চেহারায় স্থির হয়ে যায়।

www.pathagar.com

হঠাৎ প্রাসাদের সদর দরজার দিক হতে হুঁশিয়ার সাবধান স্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে। আলী কুলি খান বড় ভাবগম্ভীর মর্যাদায় প্রাসাদে প্রবেশ করেন। তাঁর চেহারা চাঁদের মতো চিকচিক করছে। তাঁর সামনে সামনে চলছে সবিতা কুমারী। সবিতা কুমারী সবুজ জামা পরেছে। হাশিমের ডানে-বাঁয়ে আছেন বিষ্ণু মহারাজ ও মহিপাল। আদেল খান ও আজম খান রয়েছেন তাঁর পেছনে পেছনে। রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত হাকিমের দিকে তাকালো। সে হাসিমাখা ভঙ্গিতে ছোট্ট শিশুর মতো দৌড়ে আসনের সিঁড়ি নেমে আসতে থাকে। রাজকুমারীকে এগিয়ে আসতে দেখে সবিতা কুমারী একদিকে সরে যায়। হাকিমের পায়ে পড়ে যায় রাজকুমারী।

সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো– 'আপনি আমার পিতা। আপনি দেবতা। আপনি আকাশ। আপনি আমার পরমাত্মা... ।'

হাকিম রাজকুমারীকে নিজের পা থেকে দাঁড় করান। আনন্দে রাজকুমারী হাঁফাতে আরম্ভ করে। আলী কুলি খান তাকে বাহুতে তুলে নেন। প্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে যায়। আলী কুলি খান আসনের সিঁড়ির দিকে এগোতে থাকেন। কুলসুম, কামিনী, সকিনা, সাধনা ও চন্দ্ররানী বেলকনির সিঁড়িতে চড়তে আরম্ভ করে।

হাকিম রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে সিংহাসনে বসান এবং তার কপালে চুমু খেয়ে বলেন– 'মা! তোমার সিংহাসন শুভ হোক।'

বিষ্ণু মহারাজ সামনে এগিয়ে এসে হাকিমের জুব্বায় চুমু খেয়ে বলেন– 'রাজকুমারীর মাথায় রাজমুকুট কে পরাবে?'

হাকিম একদিকে সরে গিয়ে বললেন– 'রাজমুকুট অন্য কেউ পরাবে।'

নিলম কুমার রাজকুমারীর সিংহাসনের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাকিম মহিপালকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন– 'মহিপাল! তুমি আমার জন্য মহিপালই থাকবে।'

এরপর তিনি মহিপালের মুখোশ সরিয়ে দিয়ে বলেন– 'নিজের মেয়ের মাথায় রাজমুকুট পরাও।'

রাজকুমারী মাথা তুলে ওপরে তাকালো। তার সামনে মহারাজা জয়ধ্বজ সিং দাঁড়িয়ে আছে। সে দ্রুত সিংহাসন থেকে নেমে যায় এবং জয়ধ্বজ সিংয়ের পায়ে পড়ে যায়। হাসি রূপ নেয় কান্নায়। একটু পর একই সময়ে আরো দুটি ভয়ংকর আর্তচিৎকার উচ্চকিত হয়ে ওঠে। আলী কুলি

www.pathagar.com

খানসহ প্রাসাদে উপস্থিত সবাই অবাক দৃষ্টিতে এদিকে তাকায়। কৃষ্ণকুমার এবং মাতা মহারানি উভয়ের বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে খঞ্জর। তারা উভয়ে শেষ নিশ্বাস নিচ্ছে। বৃদ্ধ কয়েদি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কৃষ্ণকুমার এবং মাতা মহারানির শরীর থেকে বয়ে যাওয়া রক্তের ফোয়ারা বৃদ্ধ কয়েদির জামায় লেপ্টে আছে।

আলী কুলি খান গর্জন দিয়ে বললেন– 'কে আপনি? কার নির্দেশে আপনি তাদের হত্যা করলেন?'

বৃদ্ধ কয়েদি চিৎকার ছুড়ে রাজকুমারীর দিকে হাত ছড়িয়ে বললেন– 'মা! এই দেবতাকে বলো তো বাদল সিং কে?'

হাকিম সামনে এগিয়ে বাদল সিংকে আলিঙ্গন করলেন।

আসামের রাজদরবারের ওই অট্টালিকা– যা গতকাল পর্যন্ত ছিলো রাক্ষস শয়তানের আবাসস্থল, যেখানে মানবতা মুখ লুকিয়ে কেবলই কাঁদতে থাকতো, যেখানে ছিলো রক্তখেকো হায়েনাদের পরিবেশ, যেখানে সারাক্ষণ চলতো মদের আসর; আজ সেখানকার দৃশ্য আমূল পরিবর্তন হয়ে গেলো। হিংস্রতার দম ভেঙে গেছে। চারদিকে সম্মান, ভক্তি আর স্নেহভরা হৃদ্যতা। সমতার জয়গান। মহারাজা জয়ধ্বজ সিং ও বাদল সিং– উভয় ভাইকে জীবিত ও সুস্থ দেখে দরবারের চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এমন এক ক্রন্দনরোল বইতে থাকে– যা মুহূর্তে মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো। পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা উপস্থিতিদের অধিক আনন্দে কাতর করে তোলে। জনতা উচ্চশব্দে হাসতে চাচ্ছে, কিন্তু উচ্ছ্বাসের আধিক্যে তাদের কান্নাই চলে আসছে। রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত কখনো পিতার বুকে চুমু খাচ্ছে, আবার কখনো হারানো চাচা বাদল সিংয়ের শুকনো কাঠের মতো হাতের কবজিকে চোখে লাগিয়ে কেঁদে যাচ্ছে। কামিনী, কুলসুম, পুনম, সাধনা এবং মঙ্গল সিংয়ের মেয়ে সবিতা কুমারী অশ্রুসিক্ত হাসি দ্বারা পবিত্র পরিবেশকে আরো রঙিন করে তুলেছে। আলী কুলি খান রাজকীয় ভঙ্গিতে সিংহাসনের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ঠোঁটে স্বর্গীয় হাসির ঝিলিক। সাইয়েদ হায়দার ইমাম, উদ্যম খান, বিষ্ণু মহারাজ, রমা রায়, আদেল খান, শাহরুখ খান, ফিরোজ খান, খণ্ডরায়, সুভাষ চন্দ্র এবং অন্য হিন্দু-মুসলিম নেতারা দাঁড়িয়ে আছেন আলী কুলি খানের পেছনে। সবাই নিজ নিজ ভঙ্গিতে আবেগঘন এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হাকিম আলী কুলি খানের ওপর এক আধ্যাত্মিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পর তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন। পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি এগিয়ে গেলেন দরবারের খালি কোণের দিকে। এক জায়গায় থেমে তিনি বড় মহব্বতের দৃষ্টি জনতার দিকে তাকালেন। এরপর নিজের সৃষ্টিকর্তা মহান প্রভু আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটে পড়লেন।

তিনি কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন– 'হে মহামহিম পরওয়ারদিগার! আপনি বড় মেহেরবান। আমরা আপনার দুর্বল বান্দা। আমরা কিছুই না। এই মুহূর্তে আপনি মানুষের মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তার যে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন, তার শোকর আদায় করা সম্ভব নয়।'

আলী কুলি খানের সারা শরীর কাঁপছে। তিনি ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন।

বিষ্ণু মহারাজ আলী কুলি খানের পেছনে পৌঁছে গেছেন। তিনি জনসাধারণকে উদ্দেশ করে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন– 'লোকসকল! কী দেখছো? তোমরা সবাই মিলে সৃষ্টিকর্তার দরবারে সিজদাবনত হয়ে যাও– যেভাবে হুজুর আলী কুলি খান সিজদাবনত হয়েছেন।'

পরিবেশের রিমঝিমের নিচে সবাই ভিজে গেলো। কিছুক্ষণ পর সিজদা থেকে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকালেন আলী কুলি খান। তাঁর অশ্রুসিক্ত চোখে কৃতজ্ঞতার ছাপ। তিনি কদম বাড়িয়ে আবার রাজসিংহাসনের কাছে আসেন। লোকদের উদ্দেশে তিনি বলতে থাকেন– 'আসামের আলোকিত তারকারা! রাজসিংহাসন ও রাজমুকুটের উত্তরাধিকারী চন্দ্রকান্তকে মোবারকবাদ জানাও।'

আলী কুলি খান রাজকুমারীর অশ্রু মুছে তাকে সিংহাসনে বসান এবং পরে বাদল সিংকে উদ্দেশ করে বলেন– 'রাজকুমারীর মাথায় আসামের আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের মুকুট পরাও।'

রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত কেঁপে উঠে বললো– 'না, বাদশা পিতা! আমার মতে এই রাজসিংহাসন ও রাজমুকুটের উত্তরাধিকারী হচ্ছেন আমার চাচা বাদল সিং।'

বাদল সিং সামনে এগিয়ে এসে রাজকুমারীর মাথায় রাজমুকুট পরাতে গিয়ে বললেন– 'না, মা! এই পদে তোমার চেয়ে অধিক হকদার আর কেউ হতে পারে না। তুমি এই দেবতা মহারাজ আলী কুলি খানের মেয়ে– যাকে এখান পর্যন্ত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে শতাব্দীর মহান ব্যক্তিরা বড় কঠিন পথ অতিক্রম করে এসেছে।'

www.pathagar.com

এই দৃশ্য মহারাজা কৃষ্ণকুমার আর মাতা মহারানির মৃত লাশগুলো দেখে চলেছে। সবার আগে মোবারকবাদ পেশ করেন আলী কুলি খান। এরপর অব্যাহতভাবে চলতে থাকে মোবারক আর শুভাশিষের ধারা।

এমন সময় নির্মলা দেবী, সুলতান ও হাশিম দরবারে প্রবেশ করে। তাদের পেছনে পেছনে রয়েছে ইসমাইল, মোহন, শেখর ও চন্দন।

তাদের দেখে আলী কুলি খান তাকবিরধ্বনি উচ্চকিত করে সুলতানকে উদ্দেশ করে বলেন– 'সুলতান! আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে দেখার আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে আছি। এই মোবারক দিনের সমুদয় কৃতিত্ব তোমার নামে লেখা হবে।'

নির্মলা চিন্তা-চেতনায় আত্মহারা হয়ে পড়েছে। প্রাসাদের একটি বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছে রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত ও হাশিম। পাহাড়ের চূড়ায় তাদের দৃষ্টি। ওখানে রঙ-বেরঙের তারা।

হাশিম একদিকে তাকিয়ে বললো– 'চন্দ্রকান্ত! আমি আগামীকাল এখান থেকে রওনা হয়ে যাবো।'

চন্দ্রকান্ত হাশিমের পায়ের কাছে ঝুঁকতে গিয়ে বললো– 'হাশিম! আমি আমার জীবন-যৌবন তোমার কাছে বন্ধক রেখেছি। আমিও তোমার সাথে চলে যাবো।'

:: সমাপ্ত ::

www.pathagar.com

নবপ্রকাশ

শুধু বই নয়...

এ এক অনবদ্য ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান। এক
চেপে রাখা ইতিহাসের মোড়ক উন্মোচন।
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুরম্য অতীত আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ
লড়াইয়ের দাস্তান প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়েছে এ গ্রন্থে।
এ গ্রন্থ কেবল একটি উপন্যাস নয়, এ গ্রন্থ এমন এক
ইতিহাসের জানান দিয়ে গেছে– যে ইতিহাসের তালাশ
ছিলো না বহুদিন ইতিহাসের পাতায়। ষোড়শ শতকের
বাংলার সুলতান আলি কুলি খানের বীরত্ব আর শৌর্যের
কীর্তিগাথা যেমন মোড়ক খুলেছে সাহসী কলমে,
তেমনি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে সেইসব লোকদের,
যারা একদা বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলো
ইসলাম ও মুসলমানিত্বের পরিচয়।
এ গ্রন্থ ইসলামের এক বিজয় নিনাদ।
এ গ্রন্থ ইনসানিয়্যাতের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করেছে
সদর্পে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর মানবপ্রীতির
বন্ধনকে তুলে ধরেছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে।
লড়াই, রাজ্য, ষড়যন্ত্র, প্রেম, ভালোবাসা, বিরহ, অশ্রু
আর যুদ্ধদিনের জমাট কাহিনি সাজানো আছে
'রাজকুমারী'র পরতে পরতে।
আপনাকে স্বাগতম!

e-store:
rokomari.com/noboprokash

নবপ্রকাশ

RAJKUMARI 4 : THE END OF THE DEVIL'S KINGDOM
Dr. Karam Hossain Shahrahi
Translated by Kazi Abul Kalam Siddique
Price: BDT 300.00 | US$ 10.00

ISBN 978-984-92655-7-3

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash | 01974 888441